চতুর্থ বর্ষ।

১২৯৬ সাল।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৪ নং বেনেটোলা লেন পটলডাঙ্গা "বেদব্যাস যন্ত্রে"
শ্রী যোগেশ প্রকাশ মুখোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত।

H. D. G.

সূচীপত্র।

চতুর্থ বর্ষ	সম্পাদক	
নারীধর্ম্ম	শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার	
নবজীবন ও বেদব্যাসের লেখকগণ	ঐ	
স্বরূপতত্ত্ব	শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ আরণ্যক	
ঈশ্বরবাদ	ঐ	
মায়াবাদ	ঐ	
কাশী	" কামিনীমোহন শাস্ত্রী	
গতি	ঐ	
আমি কেন	ঐ	
সূর্য্য	ঐ	
কর্ম্ম	ঐ	
কঠিন রোগের সুলভ ঔষধ	পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন	
সাধু দর্শন	সম্পাদক	
তারকেশ্বরের মহান্ত	ঐ	
শিব-লিঙ্গ-পূজন-বিধি	ঐ	৪১,
বেদবিদ্যালয়	ঐ	৪৬,
কুমার নিত্যানিরঞ্জন	ঐ	
স্বারবঙ্গে আন্দোলন	ঐ	
বেদব্যাসের আহ্বান	ঐ	
মুক্তিবাদ	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন	
প্রায়শ্চিত্ত বিধি	ঐ	৩৫, ৬৫, ৮১,
ভয়কার	উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	
বৈরাগ্য	জনৈক পরিব্রাজক	
ধর্ম্মানুষ্ঠান	অক্ষয় কুমার শর্ম্মণঃ	
অনুষ্ঠান ও নীতি	ঐ	
কলিকালে ধর্ম্মানুষ্ঠান	ঐ	
তর্কসংগ্রহ	পূর্ণচন্দ্র বেদান্তযুক্ত	৮৪,
শিক্ষা	শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব	৮৬.
অদৃষ্টের ক্রিয়াপ্রণালী	শশধর তর্কচূড়ামণি	
পূজা	ঐ	১০৩, ১২৬, ১৬০, ২
পূর্ণানন্দস্বামী	শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়	১
ব্রাহ্মণের দুর্গতি	" পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়	১৩৭, ১
আহ্বার	ঐ	১
হিন্দুবিবাহে আয়ুর্ব্বেদীয় অভিমত		১৪৬, ১৫২, ১৯৪,
ন্যায়তত্ত্ব প্রবোধিনী	শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	
জন্মান্তর	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ	
বঙ্গভাষাবিকাশিনী	জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ	১৮৫, ১৯৮,
বর্ণবিচার	" কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৩,
শব্দব্রহ্ম	" সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ	২
তীর্থ কলঙ্ক ও জ্ঞান	" সদানন্দ তত্ত্বনিধি	৭৩, ও ২

আত্মধ্যান ২, গুর্ব্বষ্টকম্ ২৯, সাধনপঞ্চকম্ ৬৩, গঙ্গাষ্টকম্ ৭৭, অপরাধভঞ্জনম্ ১
কালাস্তব ১২১, দেবদেবমহাদেবের স্তব ১৪৯, তারিণীস্তব ১৭৩, রাবণকৃত শিবতাণ্ডব
কৃষ্ণতাণ্ডব ২১৭, অন্নপূর্ণাস্তোত্রং ও গিরিজাদশকম্ ও বিবিধ ইত্যাদি।

৪র্থ বর্ষ।

—:০(০)০:—

৪র্থ ভাগ। বৈশাখ ১২৯৬সাল ১ম খণ্ড।

৪র্থ বর্ষ।

আর একটি বৎসর চলিয়া গেল। তিনটি বৎসর সমভাবে পরিশ্রম করিয়া পুনঃরায় নববর্ষের জন্য আয়োজন উপকরণ লইয়া প্রস্তুত হইতে হইতেছে। ফাঁকা ভাষায় অযথা আড়ম্বরে ভূমিকা লেখা আমরা ভালবাসি না। ভবিষ্যতে কি উপায়ে বেদব্যাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিব সেই ভাবনাই অদ্য আমাদের অধিক ব্যাকুল করিয়াছে। যখন যেরূপ অবস্থায় পড়ি না কেন সে সমস্তে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া গোটা একটি বৎসর বেদব্যাসের উপযোগী আভরণে বেদব্যাসকে সজ্জিত করিয়া প্রতি মাসে গ্রাহকগণ সমীপে উপস্থিত হইব বলিয়া অদ্য আমরা আবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। ভগবান জানেন আমরা প্রতিজ্ঞা রক্ষায় কতদূর কৃতকার্য্য হইব। আমরা নিজে বুঝি আমরা অক্ষম, তবে সাহস এই যে, ভগবানের কার্য্য সাধনেই আমরা যত্নশীল, সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য ঠিক থাকিলে তাঁহার কৃপা অনিবার্য্য। তাই কেবল প্রার্থনা যে, প্রভো! আমাদের সংকল্প যেন চিরকাল সাধু থাকে। তাহা হইলেই আমরা জয়ী হইব।

আর একটি কথা, বেদব্যাসের উদ্দেশ্য কি তাহা একবার এইস্থলে স্মরণ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে আমাদের এবং পাঠকগণের উভয়েরই উপকার।

১ম। হিন্দুধর্ম্মের মহিমাকীর্ত্তনই বেদব্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আমরা নানাবিধ বিশেষণের ছটায় মহিমাকীর্ত্তন করিতে প্রয়াসী নহি। হিন্দুধর্ম্ম যে মানব মাত্রেরই গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবার একমাত্র বত্ম্ম, তাহাই বেদব্যাস শাস্ত্রানুকূল যুক্তি ও বিচার দ্বারা দেখাইবেন।

২য়। মহামহিমাময় পণ্ডিতগণের সাহায্যে শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা বেদব্যাসে যথানিয়মে প্রকাশিত হইবে। আজকাল অনেকেই ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য বুঝিবার জন্য উৎসুক। কিন্তু

দুঃখ এই, ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রায়ই দেখা যায় না। অনেকে ভ্রমব্যাখ্যা পড়িয়া বিপথে যাইতেছেন। এ দৃশ্য বড়ই শোচনীয়! বেদব্যাস যথাসাধ্য সে অভাব মোচনে যত্নবান হইবেন।

৩য়। স্থূল চক্ষে স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতির যেখানে বিরোধ উপলব্ধি হইবে বেদব্যাস তাহার বিশদ মীমাংসা করিয়া পাঠকের সন্দেহ নিরাকরণে সদা চেষ্টা করিবেন।

৪র্থ। রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবহার-নীতি প্রভৃতি সমস্তই হিন্দুর চক্ষে এক ধর্ম্মেরই অনুগত। সুতরাং, প্রয়োজন হইলে এ সমস্ত বিষয়ও প্রকৃত হিন্দু দৃষ্টিতে আলোচনা করিতে বেদব্যাস ক্রুটি করিবেন না।

৫ম। সমাজ বন্ধনের জন্য বেদব্যাস বদ্ধপরিকর হইবেন। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও যদি সে কার্য্যোদ্ধার হয় তাহাতেও পশ্চাদ্পদ হইবেন না। পণ্ডিতসমাজ মধ্যে যাহাতে একতা সঞ্চারিত হয়, এবং যাহাতে তাঁহারা মানসিক বলে বলীয়ান হইয়া, সংসার তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সমাজের আদর্শ-স্বরূপ হইয়া হিন্দুসমাজের কল্যাণার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন তজ্জন্য বেদব্যাস যথোচিত যত্ন করিবেন।

৬ষ্ঠ। অবশেষে যাহাতে হিন্দু প্রকৃত হিন্দুচিত অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মপ্রাণ হইতে সক্ষম হন এবং ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্যে সুশোভিত হইয়া সমাজের শোভা সম্পাদন করেন বেদব্যাস অহোরাত্র চিন্তা ও চেষ্টায় বিশেষরূপে মগ্ন থাকিবেন।

উপসংহারে ভগবান সদাশিবকে স্মরণ করিয়া আমরা নববর্ষের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

॥ওঁ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ওঁ॥

আত্ম ধ্যান।

"অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং
শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তথাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং
বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥
উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বামুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং
সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥
স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ
সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ
স কালোঽগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥
স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি
নান্য পন্থা বিমুক্তয়ে॥
সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সম্পশ্যন্ ব্রহ্মপরমং যাতিনান্যেন হেতুনা॥"

নারী ধর্ম্ম।

যজন, যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। কেননা, এই কয়টী কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সম্যক্-সংসাধিত হইবে। এই কয়টী কার্য্য দ্বারা তাঁহার স্বাভাবিক বৃত্তি সকল সম্যক্ প্রকারে উন্নতি লাভ করিবে, এবং তিনি যথাসাধ্য স্বকীয় ও পরকীয় মঙ্গল সংসাধনে সক্ষম হইবেন। অর্থাৎ যে যে উদ্দেশ্যে সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতির সৃষ্টি বা বিকাশ হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সমূহের দ্বারা ঐ কয়টী উদ্দেশ্য যথোপযুক্ত রূপে সম্পাদিত হইবে। এইরূপে নারী ধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করা উচিত।

(১) নারী জীবনের উদ্দেশ্য কি কি? অর্থাৎ কি কি উদ্দেশ্যে সমাজ-মধ্যে নারী-জাতির সৃষ্টি বা বিকাশ হইয়াছে?

(২) কোন্ কোন্ কার্য্য দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য গুলি সুচারু-রূপে সম্পাদিত হইতে পারে?

(৩) ঐ ঐ কার্য্য দ্বারা নারীগণ যথাশক্তি স্বকীয় ও পরকীয় উন্নতি সংসাধনে সক্ষম হন কি না?

আমরা নিম্নে এই তিনটী প্রশ্নের যথাসাধ্য সমালোচনা করিতেছি।

(১) নারী-জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? এবং কোন এক ব্যক্তির মীমাংসাই যে সমীচীন বা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? কেহ বলিবেন যে ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হওয়াই নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। "প্রমদা পতিবর্ত্মগা ইতি।" কেহ বলিবেন যে বাল্যে পিতার, যৌবনে পতির ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকাই নারী-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।" কেহ বলিবেন—গৃহকর্ম্মে দক্ষতা প্রদর্শন করাই নারীজীবনের উদ্দেশ্য। কেহ বলিবেন—নৃত্য-গীত বাদ্য প্রভৃতির দ্বারা পতির মনোরঞ্জন করা ও কোমলকান্ত কথোপকথন দ্বারা স্বামীর সঙ্গিনী হওয়াই নারী জীবনের উদ্দেশ্য। কেহ বলিবেন—যে পুরুষের ন্যায় রমণীও শারীরিক, মানসিক, নৈতিক প্রভৃতি বৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন করিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন লোকে-স্বীয় প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে নারী জীবনের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করিবেন। এই সমস্ত উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করে কে? বিধাতা কি উদ্দেশ্যে নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার নির্দ্ধারণ করিবে কে?

অনেক সময়ে সহজ বস্তুর সাহায্যে কঠিন বস্তুর মীমাংসা হয়। ঐ যে সম্মুখে পুষ্পটি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে উহার জীবনের উদ্দেশ্য কি? এ সম্বন্ধেও নানাবিধ মতভেদ হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে চন্দনসিক্ত হইয়া দেবপূজায় ব্যবহৃত হওয়াই পুষ্প-জীবনের উদ্দেশ্য। কেহ বলিবেন যে মাল্যাকারে রচিত হইয়া রমণীর কবরী কণ্ঠ প্রভৃতির শোভা বর্দ্ধণ করাই পুষ্পের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। কেহ বলিবেন যে, সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধ বিস্তার দ্বারা মনুষ্যের নয়ন ও নাসিকার তৃপ্তি সম্পাদন করাই পুষ্প সৃজনের উদ্দেশ্য। কিন্তু পুষ্প সৃজনের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে এসব মনঃকল্পিত আরোপিত অনুমান পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বৈজ্ঞানিকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পুষ্পের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক আমাদিগকে বলিয়াদেন যে এই এই উদ্দেশ্যে পুষ্পের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি পুষ্পের পরাগকেশর, গর্ভকেশর প্রভৃতির আকার গঠন, বিন্যাস, ক্রিয়া ইত্যাদি সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করেন যে ফল প্রসবই পুষ্প-জীবনের উদ্দেশ্য। ঐ যে প্রফুল্ল পুষ্পদলগুলি দেখিতেছেন, উহা আমাদের তৃপ্তির জন্য সৃষ্ট হয় নাই। উহা ফলসঞ্চারের সহায়ভুত কীট-পতঙ্গাদির আকর্ষণের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। পুষ্পের সুকুমার রূপ, ও অপরিমেয় সৌন্দর্য্য মানবের ভোগ্য নহে। ঐ সমস্ত, কীট-পতঙ্গাদির, আকর্ষণের উপায় মাত্র। দেখিতে পাইবেন যে ফলসঞ্চারের অব্যবহিত পরেই ঐ সমস্ত পুষ্পদল গুলি শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে। যদি মনুষ্যের প্রীতির জন্য পুষ্পের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে বিধাতা চিরদিনই উহাদিগকে একরূপ রাখিতেন। পুষ্পের অভ্যন্তরে যে মধু সঞ্চিত থাকে, তাহারও উদ্দেশ্য কীট পতঙ্গদিগকে আকর্ষণ করা। ফলতঃ সামান্য এক খানি উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে, যে ঈশ্বর কেবল এক ফল প্রসবের জন্যই পুষ্প সমূহের সৃজন করিয়াছেন।

পুষ্পসৃজনের উদ্দেশ্য যেমন পুষ্পের

আকার গঠন প্রভৃতি দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ নারীজাতির জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলেও নারীদিগের আকার, গঠন, যন্ত্র সংস্থান দেহতত্ব প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে। কবির কল্পনা, সমাজতত্বজ্ঞের সমাজোন্নতি বিধায়ক পরামর্শ, বা রাজনীতিজ্ঞের কূট মন্ত্রণা এ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না। শরীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাই আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন যে কি উদ্দেশ্যে বিধাতা নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে নারীর মস্তিষ্ক, বক্ষ ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে পুত্র প্রসব ও পুত্র প্রতিপালন করাই নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মড্‌শলি প্রভৃতি বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা বিশেষ বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।* আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরাও বলেন—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"। মনু বলেন—"প্রজনার্থং স্ত্রীয়ঃ সৃষ্টাঃ"। যে স্ত্রী পুত্র প্রসব করে নাই সে বন্ধ্যা অর্থাৎ তাহার জীবন নিষ্ফল।

ফলপ্রসব পুষ্পের উদ্দেশ্য হইলেও যেমন পুষ্পের অন্য অন্য ব্যবহার মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, সেইরূপ পুত্রপ্রসব ও পুত্র প্রতিপালন নারী-জীবনের উদ্দেশ্য হইলেও মনুষ্য অন্য অন্য উদ্দেশ্য নারী-জীবনে অন্যায়রূপে আরোপ করিতে পারেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য, কার্পেট-বুনা ও বোধোদয় পাঠ করা এ সমস্ত উদ্দেশ্য-বিহীন নিরর্থক কার্য্য। ইহাতে কাহারও কোনরূপ উপকার বা লাভের প্রত্যাশা নাই। কিন্তু প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষাও নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেন না, ইহা দ্বারা নারীর পুত্র প্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়। বিদুষী নারীগণের বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায়, এবং তাঁহাদের স্তনে প্রায়ই স্তন্যের সঞ্চার হয় না। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের জরায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়। আমেরিকার অনেক বড় বড় ডাক্তার ও দার্শনিক স্পেনসার এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। অতএব বিদ্যা শিক্ষা নারী-জীবনের মূল উদ্দেশ্যের অন্তরায়। বিদ্যা নানা রূপে আমাদের মঙ্গলের কারণ হইলেও নারীগণের পরম শত্রু। এইরূপে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম বা গুরুতর মানসিক চিন্তা এ সমস্তও নারীর পক্ষে বর্জ্জনীয়। কেন না ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা নারী-জীবনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইতে পায় না।†

পুত্র অর্থাৎ সুপুত্র-প্রসব, ও পুত্র প্রতিপালন এই দুইটী নারী-জীবনের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সুতরাং যাহাতে নারী-জীবনে এই দুইটী উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পায়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। অর্থাৎ যে সমস্ত শারীরিক বা মানসিক গুণ থাকিলে নারীগণ এই দুই কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পাদন করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে সেইগুলি অর্জ্জন করা বিধেয়। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। এক্ষণে বিবাহের সময় কন্যার রূপ ও কন্যার পিতার দানশক্তি কেবল এই দুই বিষয়ের অনুসন্ধান করা হয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে কন্যার স্বাস্থ্য, শরীর-গঠন প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। "ন সগোত্রাং ন সমানার্ষপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত। না কুলীনাং। নচব্যাধিতাং। নাধিকাঙ্গীং। ন হীনাঙ্গীং। নাতিকপিলাং।

* অনেক বিষয়েই ইয়ুরোপীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সহিত ভারতীয় মুনিঋষিদিগের আশ্চর্য্য ঐকমত্য আছে।

† এরূপ হইবার কারণ এই যে নারীগণের মস্তিষ্কের আত্যন্তিক আলোচনার জন্য উহার বিশেষ ক্ষতি হয়। ঐ ক্ষতি পরিপূরণের জন্য নারীর অন্য অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে রক্তাদি মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। অর্থাৎ নারীগণের অন্য অন্য অঙ্গ ক্ষতি গ্রস্ত না হইলে নারীগণের মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হয় না।

ন বাচাটাং।" মনু আরও বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন—

"ক্ষয্যাময় ব্যপাস্মারিশ্বিত্রি কুষ্টি কুলানি" অর্থাৎ যে সমস্ত কুলে অর্শ,* রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার (মূর্চ্ছা) শ্বিত্র (ধবল) অথবা কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ আছে, সে সমস্ত কুলে বিবাহ করিবে না।" কেন না—"ব্যাধয়ঃ সঞ্চারিণঃ ইতি বৈদ্যাঃ পঠন্তি"। এতদ্ভিন্ন—"এতেভ্যঃ কুলেভ্যঃ পরিণীতায়াং সন্ততিরপি তাদৃশী স্যাৎ" —অর্থাৎ যে কুলে বিবাহ করা যায় সন্তান সন্ততিও সেই কুলের অনুরূপ হয়। এক্ষণে যাঁহারা কন্যা নিরীক্ষণ করিতে যান তাঁহারা কেবল কন্যার নাক, চোক, মুখকান্তি, বর্ণ চাকচিক্য ও কন্যার পিতার অর্থ সামর্থ্য দেখিয়াই প্রত্যাগমন করেন কিন্তু মনুর বিধান এই—

"অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণ গামিনীং।
অনুলোম কেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীং উদ্বহেৎস্ত্রিয়ং॥"

অর্থাৎ যে স্ত্রী অঙ্গহীন নয়, যাহার নাম অতি সুখে উচ্চারণ করা যায়, হংস ও হস্তীর ন্যায় যাহার মনোহর গমন, যাহার লোম ও কেশ মৃদু অর্থাৎ সূক্ষ্ম, এবং যাহার দন্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলাঙ্গী স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক।" মনু আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন, তিলফুলবিনিন্দিত নাসিকা, বিম্বাধর, ঘননিবিড় কেশগুচ্ছ প্রভৃতির পক্ষপাতী নহেন। তবে রমণীর যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বাস্থ্য ও কোমলতার পরিচায়ক, কেবল সেই গুলির প্রতিই আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন। আট প্রকার বিবাহের মধ্যে, ব্রাহ্ম দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চারি প্রকার বিবাহ প্রশস্ত। কেননা—

"ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতা॥
রূপসত্বগুণোপেতা—ধনবন্তো যশস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্তভোগা ধর্ম্মিষ্টা জীবন্তি চ শতং সমাঃ॥"

"ব্রহ্মাদি চারি প্রকার বিবাহে ব্রহ্মতেজ বিশিষ্ট, শিষ্টপ্রিয়, রূপবান, সত্বপ্রধান, দয়াশীল, ধনবান, যশস্বী, ভোগী, ও দীর্ঘজীবী পুত্র জন্মে।" কিন্তু

"ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ॥"

অর্থাৎ "আসুর, গান্ধর্ব্ব- রাক্ষস ও পৈশাচ এই চারি প্রকার বিবাহে নৃশংস, মিথ্যাবাদী, বেদদ্বেষী, ধর্ম্মদ্বেষী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।"

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে যে সমস্ত বিবাহ হইতেছে, সে গুলি আমাদের বিবেচনায় আসুর বিবাহ। কেন না উহাতে কন্যা বিক্রয় না হইয়া বরবিক্রয় হইয়া থাকে।* এইরূপ বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে নিতান্ত নিন্দনীয়। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর গৃহে যে সমস্ত গুণধর জন্ম গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা কি এই আসুর বিবাহের ফল! আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীসংসর্গের যে ব্যবস্থা আছে, তদ্দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের সমাজে বিবাহের উদ্দেশ্য সৎপুত্র উৎপাদন। ভোগ ললসা চরিতার্থ করা অমাদের বিবাহের উদ্দেশ্য নহে।

"নাষ্টমী চতুর্দ্দশী পঞ্চদশীষু স্ত্রিয়ং উপেয়াৎ। ন শ্রাদ্ধংভুক্ত্বা। ন শ্রাদ্ধং দত্বা। নোপনিমন্ত্রিতঃ শ্রাদ্ধে। ন স্নাত্বা ন হুত্বা। ন ব্রতী। নো পোষ্যা ভুক্ত্বা বা। ন দীক্ষিতঃ। ন দিবা। ন সন্ধ্যয়োঃ। ন মলিনাং। ন মলিনঃ। নাভ্যক্তাং। নাভ্যক্তঃ। ন রোগার্ত্তাং। ন রোগার্ত্তঃ। নোপেয়াৎ গুর্ব্বিণীং নারীং দীর্ঘমায়ুর্জ্জিজীবিষুঃ।" মনুও বলিয়াছেন,

"ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ-স্বদারনিরতঃ সদা।"

এই সমস্ত দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ও হিন্দুসমাজের পরিচালকগণ নারীজীবনে পুত্রোৎপাদন ও পুত্রপ্রতিপালন এই দুই বিষয়েই সমধিক দৃষ্টি রাখিতেন।

* অর্শের কথা শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে আছে—"রোমশার্শসং॥"

* "গৃহ্নন শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোহপত্য বিক্রয়ী।" মনু

২। এক্ষণে দেখা যাউক হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কোন্ কোন্ কার্য্যকে নারীজীবনের পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যের সহায় বলিয়া মনে করিতেন। বিষ্ণুসংহিতায় নারীজীবনের কর্ত্তব্য কার্য্যের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা আছে। আমরা নিম্নে এইটী উদ্ধৃত করিতেছি।

অথ স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ—

ক। ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বং—স্বামী যে ব্রত বা নিয়ম অবলম্বন করিবেন স্ত্রীও তাহাই করিবেন। এইরূপ কার্য্য করিলে পতিপত্নী ধর্ম্মশৃঙ্খলে সংবদ্ধ হইবেন। পাঠক এই স্থলে রঘুবংশের দিলীপ ও সুদক্ষিণার কথা স্মরণ করিবেন।

খ। শ্বশ্রূ শ্বশুর গুরু দেবতাতিথি পূজনং।—অর্থাৎ গুরুজনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া দেবদ্বিজে ভক্তি।

গ। সুসংস্কৃতোপস্করতা।—পবিত্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়া স্বামীর ও পরিবারের পূজার আয়োজন বা সাহায্য করিবেন।

ঘ। অমুক্তহস্ততা।—সাবধান হইয়া ব্যয়াদি করিবেন।

চ। সুগুপ্তভাণ্ডতা।—ধনসম্পৎ অতি গোপনে রক্ষা করিবেন।

ছ। মূলক্রিয়াস্বনভিরতিঃ—অর্থাৎ স্বামীকে বশ করিবার জন্য কদাপি কোন প্রকার যাদু, মন্ত্র বা ঔষধ (মূলাদি) ব্যবহার করিবেন না।

(জ) মঙ্গলাচারতৎপরতা। সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গলিক আচারে যত্নবান্ হইবেন। অর্থাৎ সর্ব্বদা পরিবারের মঙ্গল চিন্তায় কালযাপন করিবেন এবং ঐ মঙ্গলোদ্দেশ্যে নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

(ঝ) ভর্ত্তরি প্রবসিতেঽপ্রতি কর্ম্ম ক্রিয়া—ভর্ত্তা প্রবাসে গমন করিলে নিজ শরীর শোভা বৃদ্ধি বিষয়ে উদাসীন হইবেন।

(ট) পরগৃহেষ্বনভিগমনং
(ঠ) দ্বারদেশগবাক্ষকেষনবস্থানং
} সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করা অথবা দ্বার দেশ গবাক্ষ প্রভৃতি স্থানে দণ্ডায়মান হওয়া নিষেধ।

(ড) সর্ব্বকর্ম্মসু অস্বতন্ত্রতা। বাল্যে পিতার, যৌবনেপতির ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের বশবর্ত্তিনী থাকা উচিত।

(ঢ) মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা—স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর হয় ব্রহ্মচর্য্য নয় সহগমন করা উচিত।

(ণ) নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতো নাপ্যু-পোষিতং পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে।

স্ত্রীদিগের পক্ষে স্বতন্ত্র যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নিষিদ্ধ। কেবল পতিশুশ্রূষা দ্বারাই তাঁহারা অক্ষয় স্বর্গের অধিকারিণী হন।

অর্থাৎ নারীগণ বিনয়, বশ্যতা, সারল্য, স্নেহ, দয়া, সহিষ্ণুতা, কোমলতা প্রভৃতি সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া অনন্যমনে পতিসেবা করিবেন, সর্ব্বদা গার্হস্থ্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেন এবং যথাযোগ্য গুরুজনের সম্মান করিবেন এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি প্রভৃতির যথোচিত সমাদর করিবেন। বিদ্যাশিক্ষা, একজামিন দেওয়া অথবা চাকরী করা স্ত্রীগণের পক্ষে নিষিদ্ধ কেন না ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইতে পাবে। সংসারের ভীষণ সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইলে নারীর স্বাভাবিক সদ্গুণ সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়।

৩। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ নারীজীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছেন তা যে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর তদ্বিষয়ে সন্দেহ না নারীগণ কখনই পুরুষোচিত গুণ সমস্ত করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের শরীর মস্তিষ্কের আয়তন, মাংসপেশীর কোম

প্রভৃতি এবিষয়ে তাঁহাদের প্রধান অন্তরায় হইবে। তবে যে সমস্ত গুণ স্বভাবতঃ তাঁহাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে অন্তর্নিহিত আছে, (যথা দয়া, সহিষ্ণুতা, কোমলতা প্রভৃতি) যাহাতে সেইগুলি অঙ্কুরিত, বিকশিত ও বর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীগণ যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন ও যেরূপে আপনাদের চরিত্রগঠন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা নিজে ও তাঁহাদের সমাজ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন! যে ক্ষেত্র যেরূপ শস্যের পক্ষের উপযোগী, তাহাতে যদি অন্যরূপ শস্য বপন করা যায়, তাহা হইলে যে শুদ্ধ শস্য বিনষ্ট হয়, তাহা নহে, পরন্ত ক্ষেত্রেরও বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। নারীগণ পুরুষের সহিত সমকক্ষতা করিলে কখনই ফললাভ করিতে পারিবেন না, কেবল তাঁহারা নিজ নিজ হৃদয়নিহিত মহামূল্য গুণ গুলি একে একে হারাইবেন, এই মাত্র। লক্ষ্মী এক সময় পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"নারীষু নিত্যং স্ববিভূষিতাসু,
পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু,
অমুক্ত হস্তাসু সুতান্বিতাসু,
সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু,
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু,
কলিব্যপেতাসু পথিস্থিতাসু,
ধর্ম্মব্যপেক্ষাসু দয়ান্বিতাসু,
স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু॥"

নারীগণের মধ্যে যাঁহারা অলঙ্কৃত, যাঁহারা পতিব্রতা, যাঁহারা প্রিয়বাদিনী, যাঁহারা ব্যয় বিষয়ে সাবধান, যাঁহারা পুত্রবতী, যাঁহারা ধন গোপন করিতে জানেন, যাঁহারা দেবতাদিগকে বলি-প্রদান করিতে ভাল বাসেন, যাঁহারা গৃহাদি পরিষ্কার রাখেন, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়া, যাঁহারা কলিকালোচিত দোষ সমস্ত হইতে বিমুক্ত, যাঁহারা সুপথে অবস্থিত, যাঁহারা ধর্ম্মে স্পৃহাবতী এবং যাঁহারা দয়াবতী, লক্ষ্মী তাঁহাদিগের সহিত চিরকাল অবিচ্ছিন্ন থাকেন।"

হায়! আর কি বঙ্গ-ললনাগণ এই সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিতা লক্ষ্মীকে চিরসঙ্গিনী করিতে পারিবেন।

—

স্বরূপ তত্ত্ব।

ভ্রান্তি * (জড়) এবং চৈতন্য (অজড়) স্বরূপ তত্ত্ব। এই ভ্রান্তিতে চৈতন্যের আভিমানিক উপরাগ (ভ্রান্তি+চৈতন্য) হইতে মহত্তত্ত্বের বিকাশ হয়, মহৎ হইতে অহংতত্ত্ব, অহং হইতে পঞ্চতন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চস্থূলভূত, এই স্থূলভূত হইতে চতুর্ব্বিধ জীব উৎপন্ন হইয়াছে।

এই ভ্রান্তি কোন্ কারণের কার্য্য?—"দ্বিতীয় সত্তা না থাকাই ইহার কারণ।" কতদিন এই ভ্রান্তি আছে? যতদিন তাহার কারণ আছে—অর্থাৎ যত দিন দ্বৈত সত্তা অভাব।

"দ্বৈত সত্তা না থাকা" কোন্ কারণের জন্য?—দুইটি বস্তু থাকিলেই দুইটি বস্তু সান্ত, সান্ত মাত্রেই পরিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছিন্ন মাত্রেই মূর্ত্ত, (অসৎ), অসৎ হইলেই মূল অভাব, মূলাভাব বা শূন্য (ফাঁক) একই কথা। আর শূন্য হইতে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু যখন বিশ্ব কিছু বস্তু বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে, তখন মূলে অবশ্য কিছু বস্তু (যাহার বাস বা সত্তা) আছে; অর্থাৎ একটি মাত্র সত্তা আছে সেই একটী সত্তা হইতে পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হইয়াছে।

*(অনাদিরন্তর্ব্বর্ত্তী প্রমাণাপ্রমাণ সাধারণা ন সতী নাসতী ন সদসতী স্বয়মবিকারাদ্বিকারহেতৌ নিরূপ্যমাণে অসতী অনিরূপ্যমাণে সতী লক্ষণ শূন্যা মায়েত্যুচ্যতে।)

সেই "একটি সত্ত্বা" কাহার জন্য ? আর এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন না ; কারণ শূন্য (ফাঁক) হইতে কিছু বস্তু হইতে পারে না। মূলে দুইটি সত্ত্বাও থাকিতে পারে না (হেতুও উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে)। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, একটি সত্ত্বা আছে, আর সেই সত্ত্বাটির মূল অনুসন্ধান করিতে গেলেও আবার একটি সত্ত্বা ধরিতে হইবে, আবার সেই একের মূল জিজ্ঞাসু হইলে অনবস্থা দোষ হয়। সুতরাং অগত্যা বলিতে হইবে যে, মূলের আর মূল নাই, অর্থাৎ "আপনি আপনার মূল বা কারণ। মূলে যে একটি মাত্র সত্ত্বা আছে, তাহার শ্রুতি প্রমাণও আছে, যথা, "একমেবাদ্বিতীয়ং।" যখন শ্রুতির সহিত যুক্তি ও স্বানুভবের ঐক্য আছে, তখন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন যে, মূলে একটি বিদ্যমানতা মাত্র আছে।

এক্ষণে যদি বলা যায়, যে, প্রকৃতিই সেই একটি সত্ত্বা, তবে কি দোষ হয় ?—দুইটি বস্তু থাকিলে যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, সেই দোষ (অর্থাৎ দুই বা ততোধিক বস্তুর নিত্য সত্ত্বা থাকিলে দুই বস্তুই সান্ত ও পরিচ্ছন্ন হয়, পরিচ্ছিন্ন হইলেই অসৎ, অসৎ মাত্রেই অভাব, অভাব হইলেই শূন্যবাদ) আইসে। সুতরাং সেই এক বস্তু চৈতন্যই নিত্য বিদ্যমান আছেন ; এবং সমগ্র শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন যে, এক মাত্র চৈতন্যেরই অস্তিত্ব আছে। এক্ষণে বিচার্য্য যে, যদি একমাত্র চৈতন্য ভিন্ন দ্বৈত সত্ত্বা নাই, তাহা হইলে সাংখ্যাচার্য্য যে "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থাং প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্মহতোহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রান্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষঃ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।" এই সূত্র দ্বারা যে ২৫ টি তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন তাহা কি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ?—সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভ্রান্তি (জড়) ও চৈতন্য (অজড়) সংযোগ (অর্থাৎ উপচার বা অভিমান) হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহং, অহং তত্ত্ব প্রভাবে পঞ্চ তন্মাত্রা ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং তন্মাত্র জাত পঞ্চ স্থূল ভূত এই পঁচিশ তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এবং চৈতন্য (অজড়) স্বয়ং এই ২৫ তত্ত্বের অতীত। যথা শ্রুতি, "সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম সত্যমবিনাশিনাম দেশ কাল বস্তু নিমিত্তেষু বিনশ্যৎসু যন্ন বিনশ্যতি তদ বিনাশি জ্ঞানমিতি উৎপত্তি বিনাশ রহিতং চৈতন্যং জ্ঞানমিত্যভিধীয়তে। অনন্তং নাম মৃদ্বিকারেষু মৃদিব সুবর্ণ বিকারেষু সুবর্ণমিব তন্তুকার্য্যেষু তন্তুরিব অব্যক্তাদি সৃষ্টি প্রপঞ্চে পূর্ব্ব ব্যাপকং চৈতন্য মনন্ত মিত্যুচ্যতে আনন্দো নাম সুখচৈতন্য স্বরূপোহপরিমিতানন্দ সমুদ্রঃ। অবশিষ্টসুখ স্বরূপশ্চ আন ইত্যুচ্যতে। এতদ্বস্তুচতুষ্টয়ং যস্য লক্ষণং দেশ কাল নিমিত্তেষ্বব্যভিচারি স তৎ পদার্থ পরমাত্মা পরং ব্রহ্মেত্যুচ্যতে। ত্বং পদার্থ দৌপাধিকাৎ তৎ পদার্থা দৌপাধিকাদ্ভি লক্ষণঃ আকাশবৎ সূক্ষ্মঃ কেবলঃ সত্তামাত্র পদার্থ স্যাত্মেত্যুচ্যতে।"

কতদিন চৈতন্য (অজড়) ও ভ্রান্তি (জড় সংযোগ হইয়াছে ? যতদিন চৈতন্য ততদিন সংযোগ আছে।

সত্যই কি চৈতন্য (অজড়) ভ্রান্তি (জড় সহ সংযুক্ত আছেন ? চৈতন্য নিরাকার সদা মুক্ত, এবং ভ্রান্তির কোন অবয়ব ন কেমন করিয়া উভয়ের তাত্ত্বিক সংযোগ হই পারে ? ভ্রান্তি ও চিৎ সংযোগ উপচারে কথা মাত্র, অর্থাৎ আভিমানিক,—জবা স্ফা মত তাত্ত্বিক নহে।

যেহেতু ভ্রান্তি (জড়) ও চিৎ (অজ সংযোগ আভিমানিক, সেই হেতু এই সৃ (২৫ তত্ত্ব) কথা মাত্র বা ভ্রান্তি কল্পিত, আভিমানিক,—বাস্তব নহে ; এই জন্যই সৃষ্টিকে রাজসর্প বা শুক্তির তেজের মত* কল্পিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখন এই আভিমানিক বিশ্বের আদি ও অন্ত দেখাইব। অনাদিকাল হইতেই একমাত্র পূর্ণ চৈতন্য আছেন, দ্বিতীয় কোন বিদ্যমানতা নাই। (পূর্ব্বেই তাহার হেতু প্রদর্শন করা হইয়াছে) আর "দ্বৈতসত্ত্বা না থাকাতেই" অনাদি ভ্রান্তি (জড়) আছে। এই ভ্রান্তির (জড়ের) আবরণ ও বিক্ষেপ দুই শক্তি। আবরণ শক্তিটি চৈতন্যের স্বরূপের আচ্ছাদক, অর্থাৎ "আমি কি আমি তা জানি না" এইরূপ যে এক ভ্রম আছে, সেই ভ্রম হইতে অন্য এক দৃশ্য, অর্থাৎ যেরূপ শুক্তির স্বরূপের ভ্রম হইলে সেই শুক্তিতে অন্য এক দৃশ্য (রজত) ভাণ্ হয় সেইরূপ ; চৈতন্যে এই বিশ্ব ভাণ্ই বিক্ষেপ শক্তির কার্য্য। ভ্রান্তির বিক্ষেপ শক্তিই সৃষ্টির উপাদান কারণ এবং চৈতন্য নিমিত্ত মাত্র হন।

এই ভ্রান্তিকে আচার্য্যেরা ত্রিগুণাত্মক বলেন। ঐ ত্রিগুণ দুই ভাগে বিভক্ত, সাম্য ও বৈষম্যাবস্থা। বিবেক জ্ঞান ও প্রলয়ই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা, এই সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি থাকে না। সেই জন্য ইহাকে অন্ত বা গুণসাম্য বলা যায়। আবার এই গুণ সাম্যের পরই গুণের বৈষম্য ঘটিতে থাকে, এই গুণের বৈষম্যই নূতন সৃষ্টি বা সৃষ্টির আদি অবস্থা। এইরূপ অনাদিকালই ত্রিগুণাত্মক ভ্রান্তির সাম্য (প্রলয় ও তত্ত্বজ্ঞান) ও বৈষম্যের (সৃষ্টি বা ২য় তত্ত্বের বিকাশ) সংঘটন হইতেছে। ঐ ত্রিগুণ কি ?—ভ্রান্তির (জড়ের) সহিত চৈতন্য (অজড়) সংযুক্ত হইলে প্রথমে চৈতন্য যে উপরাগ বা অভিমান হয়, তাহাই সত্ত্ব-গুণ (প্রথম অহং তত্ত্ব)। সংযোগের দ্বিতীয়াবস্থায় যে উপরাগ বা অভিমান, তাহাই রজগুণ ২য় (অহং তত্ত্ব)। এবং সংযোগের তৃতীয়াবস্থায় যে, উপরাগ বা অভিমান তাহাই তমগুণ (অর্থাৎ ৩য় অহং তত্ত্ব)। এই তিনটি অহং তত্ত্বই ২৪টি তত্ত্বে পরিণত বা ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টি বলিয়া ব্যক্ত হয়। আর এই ত্রিবিধ অহং তত্ত্বের লয়ই (তত্ত্বজ্ঞান ও প্রলয়ে) ত্রিগুণের সাম্য বা অব্যক্তাবস্থা হয় জানিবেন। এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে যে যদি ভ্রান্তি সৃষ্টির উপাদান হইল, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞান ও প্রলয়ের (স্বরূপ জ্ঞানের) পর আবার সৃষ্টি হয় কেন ? অর্থাৎ যেরূপ শুক্তির স্বরূপ জ্ঞান হইলে আর রজত ভাণ্ হয় না, সেইরূপ ভ্রান্তি ও চৈতন্যের স্বরূপ জ্ঞান হইলে আবার কেন সৃষ্টি ভাণ্ হয় ?—ইহার উত্তর এই যে, যেরূপ যে পুরুষের শুক্তির স্বরূপ জ্ঞান হয়, তাহার আর ঐ শুক্তিতে রজত ভ্রম হয় না, কিন্তু অন্য অজ্ঞ পুরুষের রজতভ্রম যায় না, সেইরূপ যে ব্রহ্মাণ্ডেরও জীবের (অহং তত্ত্বের) ভ্রান্তি (জড়) ও চৈতন্যের (অজড়ের) স্বরূপ জ্ঞান (বিবেক জ্ঞান ও প্রলয়) হয়, তাহাদের আর জগৎ (২৪ তত্ত্ব) ভাণ্ হয় না, অর্থাৎ তাহারা স্বয়ংই লয় হয়। মায়ার (ভ্রান্তির) ও চৈতন্যের স্বরূপ জ্ঞান (প্রলয় ও তত্ত্বজ্ঞান) হইলেই শুক্তির রজত ভ্রমাপনোদনের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের অন্ত হয় ; অতএব জীব ও বিশ্ব সাদি সান্ত, এবং উপাদান মায়া (ভ্রান্তি) অনাদি অনন্ত। দুই বা বহু সত্ত্বা থাকিলেই তাহা সাবয়ব ও পরিচ্ছিন্ন হয়। পরিচ্ছিন্ন বস্তু মাত্রেই নশ্বর (অসৎ), সুতরাং আত্মার বহুত্ব স্বীকার করিতে পারেন না। তাহা হইলে অনন্তত্ব বাধ হয় ; অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন রূঢ়ী বস্তুই অনাদি ও অনন্ত হন। উপাধিগত অভিমান হইতে আত্মা বহু বলিয়া বোধ হয়! মায়া (ভ্রান্তি) ও তৎকার্য্যের (বিশ্ব ও জীব) কোন উদ্দেশ্য নাই। হেতু এই যে, "দ্বৈতসত্ত্বা না থাকাই মায়া, সেই মায়া বা ভ্রান্তি জড় (অচৈতন্য) সুতরাং" তাহার কার্য্যের আবার উদ্দেশ্য কি ?—ওদিকে চৈতন্য নির্গুণ বিধায় তাঁহার সৃষ্টিব্যাপারে কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। তেমনই মায়ার সুখ দুঃখও কিছুই নাই, কারণ ভ্রান্তির

* মায়াবাদ দেখুন।

(আবার) সহিত আত্মার উপচারই যখন জীব (অর্থাৎ জীব কেবল অভিমান মাত্র) তখন সুখ দুঃখ কাহার?—তেমনই আবার বন্ধন মোক্ষও কিছুই নাই, তাহার হেতু এই যে, শুদ্ধ বুদ্ধ নিরাকার চৈতন্যের কখনও বন্ধন হইতে পারে না। এদিকে মায়া (ভ্রান্তি) জড়, তাহারও কোন বিশেষ অবয়ব (আকার) নাই, তাহারও বন্ধন হইতে পারে না; সুতরাং বন্ধন ও মোক্ষ কিছুই নহে, কেবল কথা বা ২৫ তত্ত্বান্তর্গত অভিমান মাত্র।

বস্তুতঃ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও তাহার উদ্দেশ্য, সুখ দুঃখ এবং বন্ধন মোক্ষ তাত্ত্বিক নহে, আভিমানিক জানিবেন।

এক্ষণে বলিতে পারেন যে, সৃষ্টি তত্ত্ব নির্ণয়, মোক্ষ শাস্ত্রাদি ও তৎসাধন এবং দুঃখের নিবৃত্তির প্রয়োজন কি?—

আমরা বলিব যে প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ যাহা সত্য বা তত্ত্ব নহে, কেবল মায়া (ভ্রান্তি) ও চিৎ সংযোগে উপরাগ জন্য অভিমান মাত্র, তাহাকে বাস্তব জ্ঞান, করাই মহৎ ভ্রম। সেই ভ্রমের নিবৃত্তিই অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্যই উল্লিখিত বিষয় সকলের প্রয়োজন আছে।

কাশী।

শরীর ত্রিবিধ হইলেও আমরা আপাততঃ দ্বিবিধ শরীর অনুভব করিতে পারি। দ্বিবিধ শরীর দ্বিবিধ উপাদানে সংগঠিত। দৃশ্যমান দেহকে স্থূল শরীর বলে। স্থূল শরীর পাঞ্চভৌতিক; সুতরাং পার্থিব দ্রব্যজাত দ্বারা উহার পোষণ ও রক্ষণ ক্রিয়া সমাহিত হয়। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গ্রাম ও প্রাণ সূক্ষ্ম দেহের সমষ্টি; উহারাও পাঞ্চভৌতিক। স্থূল দেহ যেমন পঞ্চীকৃত ভুতোৎপন্ন, সূক্ষ্মদেহ তেমন পঞ্চীকৃত ভুতোৎপন্ন নহে। অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূত হইতে সূক্ষ্মদেহের উদ্ভব। স্থূল সূক্ষ্ম উভয় ভূতে যেরূপ সম্বন্ধ, তেমন স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহেও পরস্পর সম্বন্ধ আছে। একের ক্ষয় বা পোষণে অন্যের ক্ষয় বা পোষণ হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের পোষণ, পবিত্রতা ও শান্তি সকলেরই বাঞ্ছনীয়। অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে, স্থূল দেহের ও অন্তরের শুচি বিধান করিতে হইবে। অন্তর পবিত্র করিতে হইলে, অন্তর নির্ম্মল করিতে হইলে, অন্তরের শুচি সংবিধান জন্য উভয় দেহের শুচি রাখ কর্ত্তব্য। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্য দেহে শুচি হইয়া থাকে এবং ভাব শুদ্ধির দ্বারা অন্তরের পবিত্রতা হয়। ঐ পবিত্রতা বৃদ্ধির জন সুজনগণ তীর্থ সেবা করেন। তীর্থ সমস্ত দ্বিবিধ—পার্থিব ও মানস। উভয় তীর্থে সংযমনে অবগাহন করিয়া পবিত্রতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। সর্ব্বথা অন্তর শুদ্ধি পরম প্রয়োজন অন্তর শুদ্ধি না থাকিলে, অন্তরের মলিনত অপসারিত না হইলে পার্থিব তীর্থে বাবাহ্য শৌচে সম্যক্ ফলোৎপত্তি হয় না। অন্তর বিশুদ্ধি লক্ষ রাখিয়া উভয় তীর্থে অবগাহন করিলে শ্রে সাধন হয়।

"যোলুব্ধঃ পিশুনঃ ক্রুরো দাম্ভিকো বিষয়াত্মকঃ।
সর্ব্বতীর্থে স্বপি স্নাতঃ পাপো মলিন এব সঃ॥"
কাশীখণ্ড।

আমাদের দেহের যেমন সকল অঙ্গ সমান নহে, পরং কোন অঙ্গ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট, তে এই বিশাল ধরিত্রীর কোন কোন স্থান পর ঈশ্বরানুগ্রহে পবিত্র, সুতরাং উৎকৃষ্ট। ঈশ্বরানুকম্পায় ভূমির অদ্ভুত প্রভাব, জলের ও মুনি সাধুগণের সান্নিধ্যবশতঃ পৃথিবীর কোন স্থান পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত

"প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
পরি গ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতাস্মৃতা।"
৬ অ ৪৪ কাশীখ

প্রথমতঃ মানসতীর্থের বিবরণ লিখিত হইতেছে। সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়-দমন, সর্ব্বভূতে দয়া, সরলতা, দান, দম, সন্তোষ ব্রহ্মচর্য্য মধুর ভাষিতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য, তপস্যা, ও বিশুদ্ধি অর্থাৎ বৈষয়িক ব্যাপারে অতি-সঙ্গ-রাহিতা এই সকল মানসতীর্থ। ইহাদের মধ্যে মনঃশুদ্ধি সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ।

"সত্যংতীর্থংক্ষমা তীর্থং তীর্থ-মিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূত দয়া তীর্থং তীর্থমার্জ্জব মেবচ॥ ১০
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষ স্তীর্থ মুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥৩৪
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং তপস্তীর্থ মুদাহৃতম্।
তীর্থানামপিতত্তীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা॥ ৩২
কাশীখণ্ড।

সত্যং—যথার্থ ভাষণম্। আক্রুষ্টে তাড়িতে বা সহনং—ক্ষমা। ইন্দ্রিয় নিগ্রহে। নিষিদ্ধবিষয়েভ্যোত্যস্ত মন্তঃকরণ—নিবৃত্তিঃ। সর্ব্বভূত দয়া-প্রাণি মাত্রেষ্বনুকম্পা। আর্জ্জব, মবক্রত্বম। দান মর্থিষু মুক্ত হস্ততা। দমো,- নিষিদ্ধ বিষয়েভ্যো বাহ্যেন্দ্রিয়ানাং সর্ব্বথা নিবৃত্তিঃ। সন্তোষো—যদৃচ্ছায় লাভেন অলং বুদ্ধিঃ। ব্রহ্মচর্য্যং—যথাবিহিত মষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগাদি। প্রিয়বাদিতা—মধুর ভাষিতা। জ্ঞানং-ধর্ম্মামর্ম্ম বিষয়ং আত্মানত্ম বিবেকোবা। ধৃতিঃ—দেহেন্দ্রিয়ানাং অবসাদে সত্যুত্তম্ভনম্। তপঃ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদি। বিশুদ্ধিঃ—বিষয়তিসঙ্গ রাহিত্যম্।

মনেরতীর্থে অবগাহন করিতে পারিলেই কৃতকৃত্য হওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে শৌচদ্বিবিধ। মৃত্তিকা জল ও গোময়াদি দ্বারা বাহ্য শুদ্ধি হয় এবং ভাবশুদ্ধিকে অন্তর শুদ্ধি বলে। সত্য, দয়া, সংযম, শীল ও ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা আত্মশোধনকে ভাব শুদ্ধি বলে।

"সত্যং শৌচং মনঃ শৌচং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূত দয়া শৌচং জলশৌচং তু পঞ্চমম্॥
শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা
মৃজ্জলাদিকৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্॥"
গরুড়পুরাণম্॥

এই উভয় শুদ্ধির মধ্যে ভাব শুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, বহিঃ শুদ্ধি ভাবশুদ্ধির সাহায্যকারী মাত্র। ভাবশুদ্ধি না হইলে সদনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ ফল হয় না।

"অগ্নিহোত্রং বিনা বেদা ন চ দানং বিনা ক্রিয়া।
ন ভাবেন বিনা সিদ্ধি স্তস্মাদ্‌ভাবোহিকারণম্॥
ন দেবোবিদ্যতে কাষ্ঠে, ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেব স্তস্মাদ্ ভাবোহিকারণম্॥"

যেরূপ অগ্নিহোত্র ব্যতীত বৈদিককার্য্য হয় না, দান বিনা ক্রিয়া হয় না, তেমন আত্মার পবিত্রতা ভিন্ন সিদ্ধি লাভ হয় না। কাষ্ঠ, পাষাণ বা মৃত্তিকায় ঈশ্বরভাব প্রকটিত হয় না, ভাবেই সেই দেবতা বিদ্যমান অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ। দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে ভাব শোধন জন্য মানসতীর্থের প্রাধান্য ও অবগাহণের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

"আত্মানদী (তোয়পূর্ণা) সংযম পুর্ণ্যতীর্থা
সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরুপাণ্ডুপুত্র! ন বারিণা
শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥"

"আত্মাই পবিত্র নদী, দমতার ঘাট,
সত্যই সলিলতার শালতার তট;
সকল জীবের প্রতি করুণা অপার,
তরঙ্গরূপেতে তাহে উঠে বারেবার;
সে নদীতে কর স্নান হে পাণ্ডুতনয়!
অন্যজলে অন্তরাত্মা শুদ্ধনাহি হয়॥"

পার্থিবতীর্থ বহুবিধ। ন্যনাধিকরূপে প্রত্যেক তীর্থেরই দেহ মন পবিত্র করিবার ক্ষমতা আছে। যে প্রকৃত পক্ষে পবিত্রতা প্রয়াসী হইয়া সংযত চিত্তে তীর্থ সেবা করে অচিরে তাহার মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হয়। তীর্থে সাধুসঙ্গ ও জল মৃত্তিকা প্রভাবে অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হয়। পার্থিব তীর্থ বহুবিধ। তন্মধ্যে কাশী, কাঞ্চি (কাঞ্চী) মায়া, অযোধ্যা, দ্বারা-

বতী, মথুরা ও অবন্তিকা এই সপ্তপুরী মোক্ষদায়িকা। শ্রীশৈল ও মুক্তিদায়ক, কেদারতীর্থ তদপেক্ষা মোক্ষদায়ক। এই উভয় তীর্থ হইতে প্রয়াগ শ্রেষ্ঠ। তীর্থরাজ প্রয়াগ হইতে কাশী শ্রেষ্ঠ। অবিমুক্তধাম কাশীপুর যেরূপ মুক্তিপ্রদ অন্য তীর্থ তদ্রূপ নহে। অন্যান্য মুক্তি ক্ষেত্র কাশীলাভে সহায়তা করে।

''কাশীকান্তী চ মায়াখ্যা ত্বযোধ্যা দ্বারবত্যপি।
মথুরাবন্তিকা চৈতাঃসপ্ত পুর্য্যেত্র মোক্ষদা ॥
শ্রীশৈলো মোক্ষদঃ সর্ব্বঃ কেদারোপি ততোঽধিকঃ।
শ্রীশৈলাচ্চাপি কেদারাৎপ্রয়াগং মোক্ষদং পরম্ ॥
প্রয়াগাদপি তীর্থ্যাগ্রাদবিমুক্তং বিশিষ্যতে।
যথাবিমুক্তে নির্ব্বাণং ন তথা ক্বাপ্যসং শয়ম্ ॥
অন্যানি মুক্তিক্ষেত্রানি কাশীপ্রাপ্তি করাণি চ।
কাশীং প্রাপ্যাপি মুচ্যেত নান্যথা তীর্থ
কোটিভিঃ ॥

কাশীখণ্ড ৬ অ।

কাশীর এত মাহাত্ম্য কেন? আশুতোষ কাশীশ্বরের প্রসাদেই কাশীর এত মাহাত্ম্য। শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান ভিন্ন প্রকৃত মুক্তি হয় না, কর্ম্মানুষ্ঠানে অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া বিমল জ্ঞান প্রকাশ করে। জ্ঞান প্রকাশের অনুকূল কর্ম্ম, অল্প সাধনে জ্ঞান প্রকাশিত হয় না। ইহার নাম কাশী অতএব " কার্য্যংহি "কাশ্যতে কাশী, কাশী সর্ব্বং প্রকাশতে। চিদ্রূপ স্বয়ম প্রকাশ। যাহা নিজে নিজে প্রকাশিভ হয় তাহা স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ অন্য প্রকাশক, পদার্থে প্রকাশিত হয় না। অন্ধকার রাত্রিতে প্রদীপ অন্যান্য বস্তু প্রকাশ করে, দিবাভাগে সৌরালোকে জগৎ বিভাসিত হয়, কোন দ্রব্যই স্বয়ং প্রকাশিত হয় না। যে সূর্য্য প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত সেই সূর্য্য ও ব্রহ্ম প্রকাশে প্রকাশমান। শ্রুতি তাহা বিশদরূপে বলিয়াছেন।

" নতত্র সূর্য্যোভাতি নচন্দ্রতারকম্
নেমাঃ বিদ্যুতেই ভান্তি কুতোঽয়ম্গ্নিঃ।
তমেব ভাণ্ড মনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি!

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ

আমরা অজ্ঞান পটে সমাচ্ছন্ন বলিয়া স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ অনুভব করিতে পারি না। সূর্য্য প্রকাশ স্বভাব, কিন্তু জলদজাল আমাদের নয়ন আবরণ করাতে সূর্য্যকে দর্শন করিতে সমর্থ হই না! তদ্রূপ অজ্ঞানাবরণে স্বয়ং জ্যোতি ব্রহ্মরূপ আমরা অবগত নহি। সেই স্বপ্রকাশ চৈতন্যানুভবে কাশীক্ষেত্র সম্যক ক্ষমতাশালী। অতএব জ্ঞানের নাম কাশী। জ্ঞানে সমস্ত প্রকাশিত হয়।

" কাশতেঽত্র যতোজ্যোতি স্তদনাখ্যেয়মীশ্বর
অতোনামাপরং চাস্তু কাশীতি প্রথিতং প্রভো।
অনাখ্যেয়ং স্বপ্রকাশং চৈতন্যং প্রকাশতে
অস্যামিতি কাশী রামানন্দঃ।

সকল বস্তুতে তাপ থাকিলেও বস্তুভেদে ন্যূনাধিকরূপে অল্পায়াসে বা বহুআয়াসে প্রকটিত হয়। কাশীক্ষেত্রে সহজে জ্ঞান প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহাকে কাশীক্ষেত্র বলে। অথবা তনুত্যাগ মাত্রে প্রাণিগণ মুক্ত হইয়া স্বপ্রকাশ চিন্ময়ে মিলিত হইয়া এক জ্যোতিরূপে প্রকাশিত হয় বলিয়াও ইহাকে কাশী বলে।

" কাশন্তে রাজন্তে স্বপ্রকাশতয়া অস্যাং তনু ত্যাগমাত্রেণ প্রাণিনঃ ইতি কাশী'॥ অতএব

অতএব—

" কীটাঃ পতঙ্গ মশকাশ্চ বৃক্ষা জলে স্থ
যেবিচরন্তি জীবা
মণ্ডুক মৎস্যাঃ কৃময়োপি কাশ্যাং ত্যক্ত্বা শরী
শিবমাপ্নুবন্তি ॥
কাশীম

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি পার্থিব তীর্থ হইতে মানসতীর্থ শ্রেষ্ঠ, পার্থিবতীর্থ মানসতীর্থ প্রাপ্তির অনুকূল। কাশীতীর্থও ভৌম ও মানস দ্বিবিধ। অগ্রে ভৌম কাশীর সংক্ষেপে ব করিয়া পরে দেহ কাশীর কথা বলা যাইবে।

ভৌম কাশী—বারাণসি, ইহার এক পার্শ্বে বরণা কলনাদিনীপুত সলিলে ইন্দ্রিয় কৃত অপরাধ বারণ করিতেছে। অন্য পার্শ্বে মৃদু মধুরা অসিনাম্নী স্রোতস্বিনী সমস্ত পাপ অসন (ক্ষেপন, দূর, নাশ,) করিতেছে। সম্মুখে জহ্নুনন্দিনীর তরঙ্গ নিকর কর স্বরূপ হইয়া মুক্তিপদে গমন করিবার জন্য সঙ্কেত করিতেছে। বিশ্বনাথ ইহার অধ্যক্ষ। বিশ্বেশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও এই পবিত্র ধামে সমধিক প্রকটরূপ, কখন ও ইহা পরিত্যাগ করেন না, অর্থাৎ প্রকট ভাবে সতত বিরাজমান; এজন্য ইহা অবিমুক্তধাম। হরগৌরী কর্তৃক অপরিত্যক্ত বলিয়া অবিমুক্তক্ষেত্র কাশী।

বিত্রস্তপাপাং ত্রিদশৈর্দ্দুরাপাং গঙ্গাং সদাপাং-
ভবপাশশাপাম্।
শিবাবিমুক্তামমৃতৈক শুক্তিং মক্তাং বিরক্তান
পরিত্যজন্তি ॥

কাশীখণ্ড।

''নাহংবেশ্ম বিমোক্ষ্যামি অবিমুক্তংহি মেগৃহং!

হরিবংশ

" অবিমুক্তা পার্ব্বতী পরমেশ্বরাভ্যাম্বা অত্যক্তা"

রামানন্দঃ

কাশীপাপের হেতু ভুত অবিদ্যা বিনাশিনী, কায়, বাক্ ও মনঃ কৃত দশবিধ পাপের ধ্বংশকারিনী, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ইহা লাভ করিতে পারেন না; ইহা ভাগীরথীর পরিপূত সলিলে বিধৌত; হরগৌরীর অপরিত্যক্ত অর্থাৎ নিত্য আবাস ভূমি; অতএব অবিমুক্তধাম, পরম অমৃতরূপ মুক্তফলের মুখ্যশুক্তি স্বরূপা। যাঁহারা জীবন্মুক্ত পরমহংস তাঁহাদের আরাম স্থল, তাঁহারা কিছুতেই পাপনাশিনী অবিমুক্তপুরী ত্যাগ করেন না। আমরা এপর্য্যন্ত ভৌমকাশীর কথা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, এখন দেহ কাশীর কথা বিবৃত করা যাইতেছে। বেদ জগতের আদিম শাস্ত্র, উহা অপৌরুষেয় প্রদীপবৎ সর্ব্ববিদ্যার ভাসক। বেদে দেহ কাশীর বর্ণনা আছে। দেহ কাশী সম্পূর্ণরূপে ভৌম কাশীতে অনুকৃত হইয়াছে। দেহ কাশী বিকাশ জন্যই যেন দেবাদিদেব কাশীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিই তাহার প্রমাণ।

" যত্রষোঽনন্তো ঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠীত ইতি সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠীত ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠীত ইতি। কতমা বরণা কতমানাশীতি তত্র চেমামেব বরণাং নাঞ্চিকাশেতি নিরুঢ়, সর্ব্বানীন্দ্রিয় কৃতানি পাপানি বারয়তি সা বরণা সর্ব্বানীন্দ্রিয় কৃতানি পাপানি নাশয়তি চেতি সনাশীতি। পুনরপ্যামনন্তি কতমস্চাস্যস্থানং ভবতীতি। ভ্রুবোর্ঘাণস্যচয়ঃ সন্ধিঃ সএষদ্যুলোকস্য পরস্যচ সন্ধির্ভবতি।" শঙ্করাচার্য্যোদ্ধৃত

জাবাল শাখীয় শ্রুতিঃ।

সেই এই অনন্তঅব্যক্ত আত্মা, সেই আত্মা অবিমুক্তে অবস্থিত। অবিমুক্ত কোথায়? বরণা ও নাশী এই দুএর মধ্যে। বরণা নাশী কি? যে ইন্দ্রিয় কৃত পাপ বারণ করে সে বরণা, আর যে ইন্দ্রিয় কৃত দোষ (কামাদি) নাশ করে সে নাশী। কোন্ স্থান বরণা নাশী? ভ্রূ ও ঘ্রাণ এই দুইয়ের সন্ধি স্থান। ইহা স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোকের সন্ধি।

শ্রুতি বিশদরূপে দেহ কাশীর বর্ণনা করিয়াছেন। এখন দেখান যাইতেছে যে, ভৌমকাশী দেহ কাশীর অনুকৃতি। ভৌমকাশী পঞ্চক্রোশী বারাণসী। পঞ্চভৌতিক শরীর কাশীক্ষেত্র। " কাশীক্ষেত্রং শরীরং "। ভৌমকাশীর একদিকে বরণা অন্য পার্শ্বে অসি। বরণা ভ্রূ, নাশী শব্দে নাসিকা। সুতরাং দেহ কাশীতেও বরণা ও নাশী আছে। অসি ও নাশী এস্থলে একার্থক। " ইন্দ্রিয় কৃত্যান্ পাপান্ নাশয়তি তেন নাশী: অস্যতি সর্ব্বাণি পাপানি ক্ষয়তি নাশয়তী অর্থৈক্যোপপত্তেঃ। (প্রাচীন টীকাকার রামানন্দঃ)। আর যাঁহার

নাড়ীজ্ঞ, মূলাধার পদ্ম হইতে কুলকুণ্ডলিনীকে উন্নয়ন করির। ভ্রূযুগল মধ্যে স্থাপন করিয়া বরণীয় শান্ত মূর্ত্তি শিব ধ্যানে সমর্থ তাহারাও বুঝিবেন যে অসি ইড়ানাড়ী, বরণা পিঙ্গলানাড়ী। ভৌমকাশী সমক্ষে কলস্বনা পূতসলিলা গঙ্গা। দেহ কাশীতেও প্রধানানাড়ী সুশুম্না। ভৌমকাশী নদীত্রয়ে বিশুদ্ধা। দেহকাশী নাড়ীত্রয়ে পবিত্রা।

"সহোবাচেতি জাবালিরারুণেসি রিড়ামতা।
বরণা পিঙ্গলানাড়ী স্তদন্ত স্তবিমুক্তকম্ ॥ ২৫
স। সুশুম্না পরা নাড়ীত্রয়ং বরাণসীত্বসৌ।
তদত্রোৎক্রমণে সর্ব্বজন্তূনাং হিশ্রুতৌ হরঃ ॥ ৫
কাশীখণ্ড ৫ ম অ

আমরা পূর্ব্বে ভৌমকাশীকে কেন অবিমুক্তধাম বলে তাহা লিখিয়াছি। এখন দেহকাশীতে অবিমুক্তধাম নির্দ্দেশ করিয়াছি। ভ্রূ নাসিকার মধ্য বিন্দুতে জীব-স্থান বা মনঃ-স্থান। এই স্থানই বারাণসী। কাশী অবিমুক্ত। অবিমুক্ত শব্দে জীব, জীব কামাদি দ্বারা বদ্ধ, মুক্ত নহে বিশেষ রূপে মুক্ত নহে সুতরাং অবিমুক্ত। পরমাত্মা এই অবিমুক্তে অহং অধ্যাস পূর্ব্বক অবস্থিত আছেন। অধ্যাস পরিত্যাগ করিয়া অভেদ জ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে উপাসনা কর। অর্থাৎ অহং ব্রহ্ম এইরূপ ধ্যান কর।

"অভিমুক্তে অবিদ্যোপাধি কল্পিতাবচ্ছেদে জীবাত্মনি সথল্ব বিমুক্তঃ অস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ পরমাত্মা তাদাত্ম্যা। অতএব হশ্রুতিঃ অনেন জীবেনাত্মনেতি। অবিদ্যা কল্পিত ত্বেন ভেদ মাশ্রিত্যাধারাধেয়ভাবঃ ॥" শঙ্কর ভাষ্যটীকায়াং বাচস্পতি মিশ্রঃ।

নাসিকা ও ভ্রূ এই উভয়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্থান। ইহা প্রাণায়াম পরায়ণ সাধকগণও ষট্‌চক্র ভেদজ্ঞ জ্ঞানীগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন।

" এতৎ পদ্মান্তরালে নিবসতিচ মনঃ সূক্ষ্মরূপ প্রসিদ্ধং যৌনৌ তৎকর্ণিকায়ামিতর শিবপদং লিঙ্গ চিহ্ন প্রকাশং, বিদ্যুন্মালা বিলাসং পরম কুলপদং ব্রহ্মসূত্র প্রবোধং দেবাননা মাদিবীজং স্থিরতর হৃদয় শ্চিন্ত যেত্তং ক্রমেণ ॥ ৩৫ ॥

এই দ্বিদল পদ্ম মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সূক্ষ্মরূপ মন ও তৎ কর্ণিকাতে ভক্তিরূপ ত্রিকোন যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্রে শিব, লিঙ্গাকারে বিরাজিত। ঐ লিঙ্গ বিদ্যুন্মালার ন্যায় প্রকাশমান, পরালয়ের স্থান। সাধকগণ নিশ্চলচিত্তে ঐ লিঙ্গকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রবোধক ভাবনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ চতুর্দ্দল মূলাধার পদ্ম হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ভাবনা করিয়া ঐ দ্বিদল নলিনস্থ লিঙ্গাকার ত্রিলোচনকে ধ্যান করিবে!

পার্থিব বারাণসী ঈশ্বরের (শিবের) স্থান, তীর্থ-শ্রেষ্ঠ সুতরাং পাপনাশক। দেহকাশীর ও নাসিকা (নাশী বা আসি) প্রাণায়ামাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় কৃত দোষ বিনাশ করে এবং ভ্রূ (বরণ) মধ্যস্থ চিত্ত সত্ব শুদ্ধ হইলে সকল পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। পার্থিব বারাণসীর বরণা ও অসি (নাশী) পাপনাশিনী ও দোষ নাশিনী বলিয়া বিখ্যাত। আধ্যাত্মিক কাশী, স্বর্গ ও ব্রহ্ম লোকের সন্ধি স্বরূপ। এই স্থানে যে জীবরূপী শিব আছেন সাধক উপাসকগণ তাঁহার উপাসনায় স্বর্গ লোক, ব্রহ্ম লোক উভয় লোকই প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মলোক, ঈশ্বরত্ব জ্ঞানে স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে। যে শিব পার্থিব কাশীতে আছেন তদুপাসনার ফল তদ্রূপ। যিনি দেহ কাশীতে আছেন তদুপসনার ফলও তদ্রূপ। অর্থাৎ সগুণত্ব জ্ঞানে স্বর্গনিগুর্ণত্ব জ্ঞানে মুক্তি লাভ হয়। আবার, ইহাকে ব্রহ্মতীর্থও বলে। দেহকাশীতে ব্রহ্মলোকের সন্ধিস্থল, উহাতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় সুতরাং উহা ব্রহ্মতীর্থ। আর ভৌমকাশীতে মরণ কালীন মৃত্যুঞ্জয় দক্ষিণ কর্ণে তারক-ব্রহ্ম মন্ত্র উপদেশ দিয়া উদ্ধার করেন এজন্য ইহা ব্রহ্ম তীর্থ।

"তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে তেন ব্রহ্ম বদন্তিহি।
এবং শ্লোকো ভবত্যেক আহুর্ব্বে বেদ বাদিনঃ ॥

আমরা মানস ও পার্থিব কাশীর বিবরণ লিখিলাম। দেহ কাশীতে জ্ঞান ব্যাপী নিয়ত বিরাজমান। সেই জ্ঞান ব্যাপীতে অবগাহন করিতে অতি অল্প লোকেই সমর্থ। অতি অল্প লোকেই বলিতে সক্ষম যে,

জ্ঞানহ্রদে ধ্যানজলে রাগদ্বেষমলাপহে।
যঃ স্নাতি মানসেতীর্থে স যাতিপরমাং গতিং ॥"

যাঁহারা মানসতীর্থে অবগাহন করিতে সমর্থ তাঁহারা পার্থিব তীর্থ সেবা না করিলেও মুক্তধাম প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং তাঁহারাই শ্রেষ্ঠকল্পের মানব। তাই জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন।

"কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননীব্যাপিনী জ্ঞানসঙ্গা, ভক্তিশ্রদ্ধা গয়েয়ং ; নিজগুরুচরণ ধ্যানযুক্তঃ প্রয়াগঃ। বিশ্বেশোয়ং তুরীয়ং সকল জনমনঃ সাক্ষিভূতান্তরাত্মা দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থ মন্যং কি মস্তি ॥"

সাপঞ্চকোষেষু বিরাজমানা বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহ গেহং। সাক্ষীশিরঃ সর্ব্বগতান্তরাত্মা স কাশিকাহং নিজবোধরূপম্ ॥"

এরূপ কাশী বিকাশ সাধারণের হয় না। এজন্য সদাশিব ভৌম কাশীর প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবের নিস্তারের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতে কাশীক্ষেত্র বিরাজিত থাকিলেও যে কাশী যায় সেই ভাগ্যবলে কাশী পায়। অন্যে কেবল শুনে বা দেখে। তেমনি দেহ কাশী ও শ্রোতমাত্র। যে ললাটাভ্যন্তরে, আস্তাচক্রে বরনীয় শ্বেতমূর্ত্তি ত্রিলোচন ধ্যানে তন্ময় হইয়াছে সেই দেহ কাশী বুঝিয়াছে ও পাইয়াছে। আহা! তাহা অতি আনন্দ নিকেতন, জ্ঞানজ্যোতিতে সতত বিভাসমান। দ্বন্দাতীত, সুতরাং ত্রিতাপের উপরে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয় সে স্থান স্পর্শ করিতে পারেনা। ভোগায়তন দেহই ত্রিতাপাধীন। যাহা ত্রিতাপ তাহাই ত্রিশূল। জগৎ ত্রিশূলে বিদ্ধ, কিন্তু কাশী ত্রিশূলের উপরে। যাহা ষড়ূর্ম্মিরহিত, ত্রিশূলের উপরে তাহা অবস্থিত। ভৌতিক দেহ কম্পনে মুল কাশীর কম্পন হয় না, জ্ঞানক্ষেত্র অচল, অটল, ধ্রুব, স্থায়ী। জলে পদ্মপত্র বিলাসের ন্যায় দেহ কাশী দেহস্থ হইয়াও দেহে সংসক্ত নহে। জীবন্মুক্তগণের দেহে সে কাশী প্রকাশিত। ত্রিশূলোপরি কাশীর সংস্থান কে অস্বীকার করিবে? কেবল বুঝি না এই দোষ?

"ক্ষেত্র মেতৎ ত্রিশূলাগ্রে শূলিনস্তিষ্ঠতি দ্বিজ!
অন্তরীক্ষে ন ভূমিষ্টং নেক্ষন্তে মূঢ়বুদ্ধয়ঃ ॥
ভূর্লোকেন চ সংলগ্নমন্তরীক্ষে মমালয়ম্।
বিমূঢ়াস্তং ন পশ্যন্তিমুক্তাঃ পশ্যন্তি চেতসা ॥"

ভৌমকাশী অগস্ত্য প্রমুখ ঋষি সেবিত, পরমহংসগণের আরাম স্থল, মানবগণ মোক্ষ কাম হইয়া কাশীবাস করেন। অধুনাতনকাশীর লাঞ্ছনা উপস্থিত। যবনের অত্যাচারে, ম্লেচ্ছের প্ররোচনায়, ও আলোকিত ব্রাহ্মের কুহক বাক্যে যাদৃশ ক্ষতি না হইয়াছে একমাত্র বৈড়ালব্রতিক জন সমূহের বিবাসে শিব নিবাস, অসাধুবাস হইতেছে। তথায় অনেকে মোক্ষ সাধন বিস্মৃত হইয়া, সংসার স্থাপন ও সংসারের নানারূপ জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত করিতেছে। এখন কেবল পাপাচার ও ব্যভিচার প্রচ্ছন্ন করিবার জন্য সকলে কাশীর শরণ গ্রহণ করিতেছে। তাহারা কি জানে না যে, কাশীতে ইচ্ছাপূর্ব্বক সঞ্চিত পাপের বিলয় সাধন অতি দুরূহ। শাস্ত্রে আছে, শ্রদ্ধাশূন্য, বিড়ালব্রতিক নাস্তিক, নিত্য সংশয়াত্মা ও হৈতুক (আধুনিক যুক্তি বাগীশ, হৈতুক) এই পঞ্চবিধব্যক্তি কদাপি তীর্থ ফললাভ করিতে পারে না।

"অশ্রদ্ধধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোহচ্ছিন্ন সংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ" ॥ ৫৪
কাশীখণ্ড ৬অ০

"যস্য ধর্ম্মধ্বজো নিত্যং সুরাধ্বজইবোচ্ছ্রিতঃ।
প্রচ্ছন্নানি চ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্ব্রতম্ ॥"

পাপাত্মা দ্বিবিধ। সরল ও কপট। যাহারা পাপানুষ্ঠান করিয়া তদ্দক্ষালন মানসে তীর্থ সেবাকরে, সমাহিত চিত্তে অটল শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্য সহকারে তীর্থানুসরণ করে, তীর্থে তাহাদের পাপপঙ্ক অপসারিত হইয়া নির্ম্মলতা প্রকাশ করে। আর যাহারা কপট বৈড়ালব্রতিক তাহাদের কুত্রাপি উদ্ধার নাই। শাস্ত্রে এবংবিধ দুরাচারের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছে। মুখের কথায় পর্য্যন্তও সম্মাননা করিতে নাই।

"পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়াল ব্রত মাস্থিতান্
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ" ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

ইহা একান্ত দুঃখ, লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় যে, কাশী আর সে কাশী নাই। তথায় পরমহংসগণের সম্পূর্ণ অভাব। অসাধুর আবির্ভাবে তাঁহারা প্রায় কাশীবাস করিতে চাহেন না। উদাত্তাদি স্বরসংযোগে বেদধ্বনি অল্পই শ্রুত হইয়া থাকে। রাজশ্রী প্রতাপ হীন, পণ্ডিতগণের হ্রাস, শাস্ত্রালোচনা সঙ্কুচিত;—অতি অল্প লোকেই বেদান্তদীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ অগ্নিহোত্রাদির প্রতি তত আদর প্রকাশ করেন না। পরন্তু প্রতিগ্রহলোভে ব্যতিব্যস্ত। দশাশ্বমেধ ঘাট, আর তত সাধুপাদসঞ্চারে সুশোভিত হয় না। কলি মাহাত্ম্যে যেন কালভৈরব সুষুপ্ত। সেই হেতু স্বেচ্ছাচার সম্পন্ন ব্যভিচার পরায়ণ অসাধুগণ অহরহ পাপাচার করিয়াও কাশীধামে অবস্থান করিতেছে। অনেক কাশী যাত্রী কেবল কাশীকীর্ত্তি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে গোণীকক্ষে বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করেন, প্রকৃত পক্ষে কাশীযাত্রা করেন না কাশী দর্শনও করেন না। কেহ বা বাহ্য ক্রিয়া নিষ্পত্তি করেন, আন্তরিক শ্রদ্ধাদির অভাবে বৈড়ালব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কেহ বা বকাচারে লোক সমাজে সাধু হইতে প্রয়াসী হন। বস্তুতঃ কাশীযাত্রীর, মধ্যেকাশী দর্শন. কাশী ভ্রমনও কাশী বাস অল্পোলোকেই করিয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরের ত্রিশূল বিদ্ধ হইয়াও মানবগণ জাগরিত হইতেছেন। সংসারের জ্বালাময় ভীষণ ছবি আমরা দেখিয়াও সাবধান হইতেছি না, ইহকালের ভোগ সুখই পরম পুরুষার্থ বোধ হইতেছে। সেই জন্য কাশীতুল্য পবিত্রধামে গিয়া ও সাংসারিক হইতে চেষ্টা করি। পরিণাম চিন্তায় বিমুখ মনুজগণ বারাণসী পুরিতে শিব সন্নিধানে পাপাচারে কুণ্ঠিত হয় না। প্রসিদ্ধ কথা বিস্মৃত হয়, অথবা অবহেলা করিয়া ব্যসনী হইয়া পড়ে। অন্য স্থলে যে পাপ সঞ্চিত হয়, রোগ শোক তাপ পাপহারিনী কলুষনাশিনী ভাগীরথী তাহা বিদূরিত করিয়া থাকেন। পাপক্ষয় মানসে একান্ত মনে যে গঙ্গাস্নান করে সে নিষ্পাপ হয়। যে গঙ্গায় পাপ করে তাহার সেই পাপ বারাণসীতে বিধ্বংস হয়, কিন্তু বারাণসীতে উপার্জ্জিত পাপ বজ্রলেপ হয়। বিশ্বনাথ আশুতোষ হইলেও বারাণসীতে কৃত পাপের সহজে মোচন করেন না।

"অন্যত্র যৎ কৃতং পাপং গঙ্গায়াংতদ্বিনশ্যতি।
গঙ্গায়াং যৎ কৃতংপাপং বারাণস্যাং বিনশ্যতি॥
বারাণস্যাং কৃতং পাপং বজ্রলেপং ভবিষ্যতি॥"

কঠোর কলিকালে অল্পসাধনে সিদ্ধি হয়। আমরা তথাপি সাধনা বিরহিত। শ্রেয়স্কাম মোক্ষার্থিগণ সংযত চিত্তে কাশী বাস করিয়া বিশ্বেশ্বর সেবায় আত্ম সমর্পণ কর, অতিমে তুরিয় শান্ত-অদ্বৈত-শিব সাযুজ্য লাভ হইবে। সত্য সত্যই কাশীর সমান পুণ্যক্ষেত্র নাই, কাশীর সমান আশ্রয় নাই, কাশীর সমান লিঙ্গ নাই।

"নাবিমুক্ত সমং ক্ষেত্রং নাবিমুক্ত সমাগতিঃ।
নাবিমুক্ত সমং লিঙ্গং সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ॥"

কাশীখণ্ড ৫ অ

নবজীবন ও বেদব্যাসের লেখকগণ।

নবজীবন ও বেদব্যাস এ উভয়ের মধ্যে যে সামান্য বিরোধ দৃষ্ট হয় চন্দ্রমোহন বাবু তাহাকে অতি গুরুতর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই বিরোধের মূল ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও অভিমান। অর্থাৎ পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামনির প্রবন্ধ কাটাছাঁটা হইয়াছিল বলিয়া তিনি স্বতন্ত্র এক কাগজের সৃষ্টি করিলেন। এবং আমার প্রবন্ধের কএকটি টিকা করা হইয়াছিল বলিয়া, আমি বেদব্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমার নিজের সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতে চাই না। যেহেতু চন্দ্রমোহন বাবু আমার কথায় কোনরূপ আস্থা প্রদর্শন করিবেন এ ভরসা আমার নাই। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যৎকালে আমি বিদ্যা শিক্ষা করিতাম তখন অক্ষয় বাবু বঙ্গ সাহিত্য সমাজে একজন অগ্রণী বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তিনি আমার প্রবন্ধের টিকা করিলে তাহা আমার পক্ষে শ্লাঘার কথা। বিশেষতঃ অক্ষয় বাবু আমার প্রবন্ধের যে টিকা করিয়াছিলেন তাহাতে আমি অসন্তুষ্ট হইতে পারি; এরূপ কোন কথাই ছিল না। এতদ্ভিন্ন যে ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তার জন্য আমি অকাতরে এত পরিশ্রম স্বীকার করিতাম সামান্য শাস্ত্রীর তর্ক বিতর্কের জন্য যে আমি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব ইহা চন্দ্রমোহন বাবু ভিন্ন অন্যের নিকট নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া সহজেই বোধ হইতে পারে। ফলতঃ আমরা কি এতই অসার ও অকর্ম্মণ্য যে সামান্য ক্রোধ বা ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া দেশহিতকর অনুষ্ঠানের বিপক্ষের অসঙ্কুচিত ভাবে দণ্ডায়মান হইব? এরূপ আচরণ আমাদের সম্ভব হইলেও তর্কচূড়ামণির ন্যায় মহাত্মাগণের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। যে ধর্ম্মের জন্য তর্কচূড়ামণি সংসারের সকল সুখ সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তিনি কি কখন বালকোচিত অভিমানের বশবর্ত্তি হইয়া নিজের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যকে নিজেই বিনষ্ট করিতে পারেন! নবজীবনে রমেশ বাবু, বঙ্কিম বাবু ও তারা প্রসাদ বাবু যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা অনেকেরই নিকট অশাস্ত্রীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এবং এইরূপ বোধ করিয়াই "বেদব্যাস" প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে শুনিতেছি যে নবজীবন ও বেদব্যাস উভয়েই হিন্দু শাস্ত্রে প্রতি একরূপ ভক্তিমান। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে নবজীবনের সহিত বেদব্যাসের কোনরূপ বিরোধ নাই। উভয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী এক, সুতরাং উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব থাকিবে কেন? কিন্তু চন্দ্রমোহন বাবুর মীমাংসায় নবজীবনের লেখকগণ সকলেই সম্মতি প্রদান করিবেন না। অন্ততঃ বঙ্কিম বাবু এখনও যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেছেন তাহাতে তাঁহার চন্দ্রমোহন বাবুর সহিত ঐকমত্য আছে এরূপ বোধ হয় না।

চন্দ্রমোহন বাবু আক্ষেপ করিয়াছেন যে যখন দুখানি পত্রিকার উদ্দেশ্য এক, তখন উভয়ের লেখকগণের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি না থাকায় নিতান্তই শোচনীয়। কিন্তু চন্দ্রমোহন বাবু আমাদিগকে যেরূপ কলহ তৎপর মনে করেন প্রকৃত পক্ষে আমরা সেরূপ নহি। নবজীবনের লেখকগণের মধ্যে অনেকের সহিত আমাদের মতভেদ আছে সত্য। কিন্তু তজ্জন্য আমরা কাহাকেও অভক্তি বা অপমান করি না। আমাদের বোধ হয় যে নবজীবন ও বেদব্যাস সমাজ মধ্যে এ উভয়েরই প্রয়োজন আছে। হিন্দু শাস্ত্র যেরূপ বিশাল তাহাতে অনেকেরই এ সম্বন্ধে কার্য্য করা প্রয়োজন, সুতরাং যদি উভয়েই উভয়ের কর্ত্তব্য নিজ নিজ প্রণালীতে সম্পাদন করেন তাহাতে সমাজের

ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইবে না ; এবং নবজীবন যদি ভবিষ্যতে বেদব্যাসের লেখকগণের প্রতি কৃপা বিতরণে ক্ষান্ত হন তাহা হইলে বেদব্যাস যথা শক্তি নিজের কর্ত্তব্য অনুসরণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন।

উপসংহারে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে ব্যক্তি বিশেষের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া তাহাদিগের নিন্দা করা ধর্ম্মপ্রচারের অঙ্গীভূত নহে। যদি সাধারণের মনে নবজীবনের প্রতি সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে সে দোষ বেদব্যাসের লেখকগণের নহে, উহা নবজীবনের নিজের দোষ। নবজীবন ঐ দোষ সংশোধন করিয়া লইলেই লোকে পুনরায় উহার প্রতি ভক্তি ও আগ্রহ প্রদর্শন করিবেন।

কঠিন রোগের সুলভ ঔষধ।

(পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন প্রদত্ত বক্তৃতারমর্ম্ম।)

প্রকৃতি লইয়াই আমাদের সম্বন্ধ। কেন না আমরা প্রকৃতিরই পরিণাম। আমরা প্রকৃতির সহিত একবারে গাঁথা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত। যাহা কিছু প্রকৃতির অনুকূলে চলে তাহাই সর্ব্ব দোষ শূন্য হইয়া অটুট ভাবে থাকিয়া যায়। সুতরাং প্রকৃতির নিয়মের বশিভূত হইয়া চলাই শ্রেয়স্কর। কারণ প্রকৃতির বৈষম্য যেখানে সেই খানেই দুঃখ, যেখানে সাম্য সেইখানেই সুখ। প্রকৃতির দাসত্বই সুখ, আর প্রবৃত্তির দাসত্বই দুঃখ! প্রবৃত্তি প্রকৃতির একান্ত বিরোধী। মানব চাহে,

সুখং ভূয়াৎ দুঃখং মা ভূয়াৎ।

কিন্তু সুখ এবং দুঃখ প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির সাপেক্ষ। অতএব সুখী হইতে হইলে অরোগী হইতে হইলে, সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির সেবা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্ত মান হিন্দু সমাজ এ তত্ত্বটুকু বিস্মৃত হই ছেন। এখন হিন্দুজাতি চিরাচরিত প্রকৃতি দাসত্ব না করিয়া প্রবৃত্তির সেবায় তৎপ হইয়াছেন। সুতরাং প্রকৃতিরও বৈষম দৃষ্ট হইতেছে। প্রকৃতি অপরিবর্ত্তনীয় কি প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। সেই জন্য প্র তির সেবায় চিরসুখী হওয়া যায়। তাহার আ পরিবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু প্রবৃত্তির দাস হই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসাইয়া দে অর্থাৎ নানাবিধ বিকার জন্মাইয়া দেয়। প্র ত্তির সেবা করিয়া হিন্দু সমাজ বিকৃত হই গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজকে নানাবি রোগে আক্রমণ করিয়াছে। আক্রমণটী কি পুরা মাত্রায় উঠিয়াছে।

বৈদ্য জাতির কর্ত্তব্য রোগীর চিকিৎ করা। ইহা তাঁহাদের চিরকালের ব্যবসা সেই জন্য সমাজের কঠিন রোগ দেখিয়া বৈ সভা প্রকৃত সময়েই তাহার প্রতিকারের চে যত্নশীল হইয়াছেন। কিন্তু চিকিৎসা করি হইলে অগ্রে রোগ নির্ণয় আবশ্যক। ত পরে ঔষধ প্রয়োগ, অবশেষে পথ্য পথ্যের ব্যবস্থা। কিন্তু রোগীর চিত্ত পথে দিকে প্রথমেই আকর্ষিত হয়। অ কারক আহারে রোগীর অধিক প্রবৃত্তি জ তখন যাহা ভাল লাগে তাহাই খাইতে ই হয়। কিন্তু তখন চিকিৎসকের, যাহা "ভ লাগে" তাহা খাইতে না দিয়া যাহাতে "ভ হয়" তাহারই পথ্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

সমাজ যখন প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়া তখন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণেই সমাজ সর্ব্ব তৎপর থাকিবে। সুতরাং সমাজের যাহা ভ লাগে তাহাই করিতে সমাজ ক্ষিপ্রহস্ত, কি কিসে ভাল হইবে সেদিকে দৃষ্টিও নাই। রো প্রবৃত্তির দাস হইয়া যাহা বলে চিকিৎসকে তাহাতে কর্ণপাত করা কর্ত্তব্য নহে যখন অর্জ্জু

সৈন্য মধ্যে রথ সংস্থাপন পূর্ব্বক আত্মীয় সজনগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত দেখিয়া আত্মীয় বধ ভয়ে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রবৃত্তির দাস হইয়া কার্য্য করিতে দেখিয়া প্রকৃতির অনুকূলে লইয়া যাইবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জন্ম। ভগবান জানিতেন যে অর্জ্জুনের প্রকৃতি যাহা বলে অর্জ্জুন কার্য্যে তাহার বিপরীত করিতে প্রয়াসী। সুতরাং প্রবৃত্তির বলে ঘটনা চক্রে অচিরেই এবাসনা পরিবর্ত্তিত হইবে। অর্জ্জুন যদি এখন প্রবৃত্তির বশে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যানসও গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও যখন শুনিবেন, দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠীর হত হইয়াছেন, তখনই আবার প্রকৃতির বশে ক্ষত্রিয় তেজে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন। অতএব অর্জ্জুনের এ বৈরাগ্য প্রবৃত্তি মূলক, প্রকৃতি মূলক নহে। অর্জ্জুনের প্রকৃতি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিবেই করিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃতি অপরিবর্ত্তনীয় ; কিন্তু প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনাশীল। প্রবৃত্তির গতি বাহিরে, তবে কেবল সাধু সঙ্গ দ্বারা উহার গতি ফিরিয়া যায়—তখন উহা ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ আশ্রয় করিবার নিমিত্ত বাধিত হয়। ভারতে প্রকৃতির পূজা লুপ্ত হইয়াছে। হিন্দুসন্তান প্রবৃত্তিমার্গ ভিন্ন অন্য কথা শুনিতেও প্রস্তুত নহেন। প্রবৃত্তির বিরোধী কথা শুনিলে তাঁহাদের ধৈর্য্য থাকে না। এই ঘোর বৈজাত্য ভাব হিন্দু সমাজ ধ্বংশের মূল। এই প্রাকৃতিক বিকারে হিন্দু সমাজকে নানাবিধ জটিল মাধ্যাত্মিক রোগে আক্রমণ করিয়াছে। শারীরিক বিকার জনিত যে সমস্ত রোগের উৎপত্তি, ইহাতেও সেই সমস্ত রোগের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম রোগ জ্বরবিকার। এ রোগের লক্ষণ সমস্তই স্পষ্ট প্রকাশমান। নাড়ীর গতি অতি দ্রুত, দৈহিক উত্তাপ বড় প্রখর, আর প্রলাপবচনেরই বা অভাব কি? ইহার উপর আবার কুপথ্য করিয়া, প্লীহা যকৃতে উদরটী স্ফীত হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় রোগ উন্মাদ। এ রোগের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে রোগী নিজে বুঝিতে পারে না, তাহার দেহে কোন প্রকার রোগ সঞ্চার হইয়াছে কিনা ; বরং সে আপনাকে সম্পুর্ণ সুস্থ ভাবিয়া, সহজ মানুষকে পাগল বলিয়া উপহাসের বিকট হাসি হাসিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। সমাজে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যাহারা নাস্তিক, যাহারা দুরাচার, যাহারা পাপী, যাহারা ভণ্ড, যাহারা অবিশ্বাসী, যাহারা অভক্ত, তাহারাই আপনাদিগকে প্রকৃতিস্থ মনে করিয়া, স্বধর্ম্মরত শুদ্ধচেতা সাধুবৃন্দের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। এ রোগ বড় কঠিন।

আমাদের তৃতীয় রোগ জলাতঙ্ক। নেকড়ে বাঘ, ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুক্কুরাদির দংশনে এই রোগের উৎপত্তি হয়। যে জানোয়ারে দংশন করে, মানুষকে তাহারই ডাক ডাকিয়া, জলমধ্যে তাহারই চেহারা দেখিয়া, আতঙ্কে আকুল হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়; ইহাই এ রোগের লক্ষণ। বর্ত্তমান কালে এ রোগের বড় প্রবল প্রাদুর্ভাব। বিলাতী-বিষে বাবুদের অঙ্গ জরজর হইয়াছে ; কেবল জলে নয়, তাঁহারা এখন জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে, দংশকের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছেন। দেশী ডাক, তাঁহাদের মুখে আর বাহির হয় না, বিলাতী বুলি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু বিলাতী খানা, বিলাতী রুচি, বিলাতী ঢং, বিলাতী পরিচ্ছদ এ সকলও এ রোগের অতিরিক্ত লক্ষণমধ্যে দাঁড়াইয়াছে। রোগের পূর্ণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে, মরিতে আর বিলম্ব নাই। এরূপে চলিলে, হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব আর কত দিন তিষ্ঠিবে?

এইরূপ আরও নানাবিধ রোগে হিন্দুসমাজ জরজর। শারীরিক রোগ ত আছেই তার উপর

মানসিক রোগ, তার উপর আবার এই আধ্যাত্মিক রোগ। প্রথম রোগদ্বয় হইতে মুক্ত পাইতে সকলে ব্যস্ত, কিন্তু যে আধ্যাত্মিক রোগ সকল রোগের নিদান তাহার চিকিৎসা এখন এক প্রকার হইতেছে না বলিলেই চলে। যাহা কিছু চলিয়াছে, তাহা যেমন শারীরিক রোগের, তেমনি এ রোগের চিকিৎসাও বিলাতী প্রণালীতে চলিয়াছে; তাহাতে আরোগ্য লাভ দূরে থাকুক, রোগ বৃদ্ধিরই সহায়তা হইতেছে মাত্র।

এ বিষম রোগের প্রতিকার বাসনা করিলে, আমাদিগকে শাস্ত্রের ব্যবস্থা মানিতে হইবে। গুরুর উপদেশ শুনিতে হইবে। রোগীকে রোগীর মত আচরণ করিতে হইবে, স্বেচ্ছাচার করিলে চলিবে না। ঔষধ কিন্তু সকল সময় মিষ্টি লাগে না; তা বলিয়া ঔষধ সেবনে অবহেলা করিলে চলিবে কেন? আর যে রোগের যে পথ্য, তাহাই সেবন করিতে হইবে। অধিকারভেদে ঔষধ ও পথ্যের তারতম্য হয়; অনধিকারে অযথা-সেবা না করিলে অনিষ্ট হইবারই কথা। আধ্যাত্মিক রোগেও ঠিক সেইরূপ অধিকারভেদ আছে। রোগীর যে কর্ত্তব্য, ভোগীর তা নয়। ব্রাহ্মণের যে অধিকার, শুদ্রের তাহা নয়। গৃহীর যে আচার, সন্ন্যাসীর তাহা নয়। একই পদার্থ পাত্রভেদে, অবস্থাভেদে প্রাণদায়ক পরমৌষধি ও প্রাণ ঘাতক হলাহল রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। এই সকল বুঝিয়া, বিধি বিধান মানিয়া সদ্‌গুরুর পরামর্শ লইয়া, প্রতিপদেই আমাদিগকে চলিতে হইবে। নচেৎস্বেচ্ছাচারে কেবল উৎসন্ন যাইবার পথই প্রশস্ত হইবে। তাই বলিতেছিলাম যিনি আপনার হিতকামী, তাঁহাকে "যাহা ভাল লাগে, তাহা করিলে চলিবে না, যাহাতে ভাল হয়, তাহাই করিতে হইবে।" যাহা "ভাল লাগে," আপাততঃ তাহাতে সুখবোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহাতে কষ্ট পাইতে হয়। আর "যাহাতে ভাল হয়," তাহা আপাততঃ সুখকর না হইলেও পরিণামে হিতকারী। জ্বরবিকারে অম্ল-ভোজন রসনা তৃপ্তিকর হইলেও পরিণাম ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, যে প্রবৃত্তিমাত্রেরই তৃপ্তিসাধন করা কখনই মঙ্গলদায়ক নহে। এইরূপে প্রকৃতির প্রতিকুলে প্রবৃত্তির দাসত্ব করিতে গিয়া আমরা মারা পড়িতেছি।

প্রকৃতি যাহা চায়, প্রবৃত্তি অনেক সময় তাহার ঠিক বিপরীত পথে ধাবিত হয়। বৈদ্য শাস্ত্রে জ্বরের প্রধান ঔষধ লঙ্ঘন। কিন্তু রোগী সে সময় হয়ত' কুপথ্যের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। সেটা কেবল প্রবৃত্তির প্রেরণা এখন বুঝিয়া দেখিতে হইবে, রোগীর প্রকৃতি তখন কি চায়। রসের পরিপাক—কেননা দেহ মধ্যে অতিরিক্ত রসের সঞ্চার হইয়াই জ্বরোৎপত্তি হইয়াছে। উপবাসে ও ঔষধে রসের পরিপাক করিয়া লইতে হইবে। চিকিৎসার এ বিধান রোগীর প্রবৃত্তির প্রতিকুল হইলেও প্রকৃত মঙ্গলকর নয় কি? আধ্যাত্মিক রোগেও এইরূপ অতিরিক্ত রসের পরিপাক জ... ব্রত নিয়ম, সংযম সাধন, জীবের পক্ষে কল্যা... কর বলিয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য—কষ্টসাধ্য হইলে... শাস্ত্রের বিধান সুতরাং অবশ্য মান্য।

এইরূপে ব্রত নিয়মাচরণ দ্বারা দেহ ... করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে। কা... মনই স্থূল হইয়া দেহে পরিণত হইয়াছে... চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া, গুরুপদেশ অনুস... সাধনমার্গ অবলম্বন করিলে আত্মা নিরা... হইবে। সাধনায় ভগবানের কৃপা পাই... ভগবনের কৃপা লাভ ব্যতীত এ পীড়া আ... গ্যের স্বতন্ত্র উপায় নাই।

সাধু-দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জন্মান্তর।

স্বামি। আমরা যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শুনি, যাহা কিছু আঘ্রাণ করি, যাহা কিছু স্পর্শ করি, ও যাহা কিছু আস্বাদ করি অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা কিছু গ্রহণ করি, তাহারই একটি সংস্কার "আমাতে" অঙ্কিত হয়। যতবার ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া হইবে ততবার উহাদের ক্রিয়া জনিত সংস্কার আমাতে অঙ্কিত হইবে। ঐ-অঙ্কিত সংস্কার আবার ইন্দ্রিয়গণকে ঘটনা বিশেষ সাহায্যে স্ফুরিত হইতে উত্তেজিত করে। সুতরাং পুনরায় ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হয়, পুনরায় নূতন সংস্কার অঙ্কিত হয়। এইরূপ প্রতিপলে ইন্দ্রিয়গণ আমাকে(আত্মাকে)অসংখ্য সংস্কার জালে আবদ্ধ করিতেছে। এই সংস্কার সমষ্টিই জন্ম গ্রহণ ও দেহ গঠনের মূল কারণ। যদি সংস্কার না জন্মিত তবে কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্য করিতে সক্ষম হইত না। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি সংস্কারের উত্তেজনা ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যশীল না হয়, তাহা হইলে কি ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টির পূর্ব্বে সংস্কার ছিল? কিন্তু তাহা কখনই সম্ভবে না। কারণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া না হইলেও সংস্কার সম্ভব হয় না। তবে ইন্দ্রিয় আগে না সংস্কার আগে? ইহাও সেই "বীজ আগে না বৃক্ষ আগের" ন্যায় প্রশ্ন হইল। কিন্তু শাস্ত্র বলেন যে প্রকৃতির লীলায় অনাদিকাল হইতে এইরূপ ক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে। যাহা অনাদি কাল ব্যাপি তাহার আদি নির্ণয় নিষ্প্রয়োজন ও অসম্ভব। সুতরাং সংস্কার আগে না ইন্দ্রিয়গণ আগে সৃষ্ট হইয়াছে এ প্রশ্নও অনাবশ্যক।

মৃত্যুর পর মানবাত্মা (জীবাত্মা) কৃত কার্য্যের ঐরূপ সংস্কার মাত্র লইয়া লিঙ্গ শরীরে ইতঃস্তত বিচরণ করে। লিঙ্গ শরীরে কেবল স্থূল দেহ থাকে না মাত্র, কিন্তু দেহের আয়তন মাত্র সূক্ষ্মরূপে আকাশ মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক) ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (পানি, পাদ পায়ু উপস্থাদি) পঞ্চ বিষয়ের (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ) সংযোগে যে সমস্ত কার্য্য করিয়া উক্ত ক্রিয়া জনিত যে সংস্কার লাভ করিয়াছে তাহাই সূক্ষ্মায়তনে তখন বিরাজিত। তখন স্থূল চক্ষু কর্ণাদি বা স্থূল পানি পাদাদি থাকে না বটে কিন্তু তাহার মূলাংশ অর্থাৎ দিদৃক্ষা শিশৃক্ষা ও গমনেচ্ছা গ্রহণেচ্ছা প্রভৃতি শক্তি সমস্ত প্রবল ভাবে বর্ত্তমান থাকে। ইন্দ্রিয়গণ স্থূল দেহ হইতে স্বতন্ত্র হওয়ায় পূর্ণবল পাইয়া আত্ম চরিতার্থতার জন্য প্রবলবেগে স্বীয় স্বীয় শক্তির পরিচালন করে। চক্ষু এযাবৎ যেরূপ বস্তু দর্শন দ্বারা চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে তাহাই দেখিবার জন্য প্রয়াসী, কর্ণ যেরূপ শব্দ শ্রবণে অভ্যস্ত ছিল সেইরূপ শব্দ শ্রবণেই ব্যাস্ত, এইরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় নিজের (অভ্যস্ত জনিত) রুচিকর বিষয় লাভে ব্যগ্র। পায়ুনি পাদ পার প্রভৃতিও ঐরূপ নিজ নিজ চরিতার্থতা লাভে সর্ব্বদা যত্নবান। কিন্তু পরমাণু সমষ্টি-স্বরূপ স্থূল দেহের অভাব থাকায় ঐ সমস্ত ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় না। সুতরাং বাসনার অপূরণ জন্য ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হয়। এই অসহ্য যাতনা ভোগই নরক ভোগ। এই অবস্থায় লিঙ্গদেহ পুনরায় নিজ বৃত্তি চরিতার্থের যন্ত্র-স্বরূপ এই স্থূল দেহ লাভে সতত ব্যগ্র হইয়া উঠে এবং অহরহ নবদ্বারের মধ্য দিয়া মনুষ্য দেহে প্রবেশ করে। যে মনুষ্যের সহিত উহার নিজ প্রকৃতির সহানুভূভ পায়, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া মনুষ্য শুক্র সাহায্যে স্ত্রী জরায়ূ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া নিজ বৃত্তি চরিতার্থ জন্য তন্মধ্যস্থ পরমাণু সংগ্রহ করিয়া বৃত্তি পরি-

চালন যন্ত্র সংগঠন করিতে প্রয়াস পায়। যাহার যেরূপ সংস্কার জনিত বাসনা তাহা চরিতার্থ করিতে তদ্রূপ যন্ত্রেরই প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাসনা দুই প্রকার—কু এবং সু। পরমাণু সমষ্টির যে প্রকার সন্নিবেশ হইলে কুবাসনা পরিচালনোপযোগী যন্ত্র প্রস্তুত হয়, সুবাসনা পরিচালনোপযোগী যন্ত্র প্রস্তুত জন্য, সে প্রকার পরমাণু সন্নিবেশনের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং যাহার যেরূপ সংস্কার, তাহার দৈহিক পরমাণুও সেইরূপ ভাবে সংগৃহিত হইয়া থাকে। আবার লিঙ্গ দেহ যখন স্ত্রী জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করে তখন তাহার বাসনা চরিতার্থের উপযুক্ত যন্ত্র প্রস্তুতকারি পরমাণু সে দেহে আছে কি না তাহাই অন্বেষণ করে। যদি তদ্রূপ পরমাণু তথায় পায় তবেই উহা ঐ দেহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। নচেৎ তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া যায়। এই যে প্রকৃতির পরস্পর সহানুভূতি প্রকাশরূপ ক্রিয়া ইহা দ্বারাও একরূপ সংস্কার সঞ্চিত হয়। তৎপর পিতার শুক্র সাহায্যে মাতৃ জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ শরীরের স্থূল দেহ গঠনের কার্য্য আরম্ভ হয়। ঐ স্বীয় বৃত্তি চরিতার্থের বাসনাই মানবাত্মাকে এইরূপে পুনরায় দেহ গঠনে উত্তেজিত করিয়া দেয়। সুতরাং জন্মান্তর প্রাপ্তি হয়।

লিঙ্গ দেহ ঐরূপ শুক্র সাহায্যে জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিয়া জরায়ু মধ্যস্থ তরল পদার্থে ভাসিয়া বেড়ায়। এই সময় উহার আকৃতি কতকটা ভেকের ছানার মত পরিলক্ষিত হয়। শোনিত সহ সংযোগ হইয়াই ঐ ক্ষুদ্র দেহ সাহায্যে জীব আপনার বাসনা চরিতার্থের জন্য এবম্ভুত শরীর যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পরমাণু সংগ্রহে তথায় অবিরামযত্ন করিতে থাকে। এই অবস্থার নাম জীবের কললাবস্থা। দিদৃক্ষা শক্তি(যাহা সংস্কারাবস্থায় ছিল) স্বীয় যন্ত্র চক্ষু গঠন করিবার জন্য যেরূপ ভাবে যে সমস্ত পরমাণু সন্নিবেশের প্রয়োজন হয়, তাহাই সংগ্রহ করিয়া নিজ পথ পরিষ্কারে অবিরাম চেষ্টা করিতে থাকে। শিশৃক্ষা শক্তি ঐ রূপ নিজ যন্ত্র গঠনে যত্নশীল। সকল ইন্দ্রিয়ই এই সময় নিজেজ পূর্ব্ব সংস্কারের প্রতাপ অনুসারে ক্রিয়া করিতে থাকে। সকলেরই এক চেষ্টা কি উপায়ে আমি আমার পথ পরিষ্কার করিয়া লইব। এই যে চেষ্টা জনিত আকর্ষণ শক্তি জন্মে ইহারই বলে স্ব স্ব প্রয়োজনীয় পরমাণু সকল আসিয়া উহাদের যন্ত্র নির্ম্মাণে সহায়তা করে। এইরূপে মাতৃগর্ভে ক্রমে ক্রমে জীব আপনার শরীর গঠন করিয়া দশ মাসে যথাযথ অবয়বে ভূষিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু এই গর্ভাবস্থায় যাহাদের বৃত্তি সকল যথোপযুক্ত ভাবে স্বীয় যন্ত্র নির্ম্মাণে-চেষ্টা না করে তাহাদের সেই সেই অঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইহা পূর্ব্ব সংস্কারের হ্রাসতা প্রযুক্ত ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে ঐ সমস্ত যন্ত্রের বিশেষরূপ পরিচালনা না হওয়ায় সংস্কার সঞ্চিত হইতে পারে নাই, যে কিছু সংস্কার জন্মিয়াছিল তাহা আবার অন্যান্য বৃত্তি সমূহের সংস্কার প্রবল হওয়ায়, ঐ সমস্ত ক্ষীণ সংস্কার অভিভূত হইয়াছিল, তাহাতেই উহারা জরায়ুমধ্যে নিজ যন্ত্র গঠনের সময় যেরূপ বলের প্রয়োজন, সেরূপ বল প্রয়োগ করিয়া পরমাণু সংগ্রহ করিতে পারে নাই। সুতরাং যন্ত্র গঠনে সক্ষম হয় নাই। এই জন্য কোন জীব পূর্ণদেহে, কেহ অসম্পূর্ণ দেহে, কেহ বা সুন্দর কান্তি লইয়া, কেহবা কদাকার লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। তৎপর জন্ম গ্রহণ করিয়া মানব দেহ পাইয়াও পূর্ব্ব সংস্কার বলেই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে এ সমস্তই সংস্কারের কার্য্য। সেই জন্য সকলাপেক্ষা সংস্কারেরই প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন।

এই সংস্কারেরই নামান্তর প্রারব্ধ, অদৃষ্ট, সুকৃতি দুষ্কৃতি, কর্ম্মভোগ প্রভৃতি। সংস্কার নষ্ট হইলে আত্মার এরূপ দেহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। সেই কারণ শাস্ত্র উক্ত সংস্কার নষ্টের জন্য নানাবিধ

উপায় উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। দশ সংস্কার, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, যোগ সমাধি যাহা কিছু বল সমস্তই সংস্কার নাশের উপায় মাত্র। তোমার জীবনে তুমি যেরূপ কার্য্য করিবে তোমার সেইরূপ সংস্কার সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। মৃত্যুকালে যখন মহা মুর্চ্ছার সময় উপস্থিত হইবে তখন তোমার পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কারই প্রবল হইবে। তুমি যদি ভাবিয়া থাক যে, এখন যাহা করি না কেন, মৃত্যুকালে ভগবানের নাম করিয়া মরিব তবেই সদ্গতি হইবে। সেটা নিতান্ত ভ্রম মাত্র। তুমি সহস্র চেষ্টায়ও তোমার সংস্কারের বিরুদ্ধে তুমি কার্য্য করিতে পারিবে না। আজীবন সঞ্চিত সংস্কার দ্বারা তোমার মনবৃত্তি যেরূপ গঠিত হইয়াছে মৃত্যুকালে তাহাই প্রবল হইয়া তোমার উপর আধিপত্য করিবে। ঠিক মৃত্যুকালে তোমার যে ভাবের উদয় হইবে, তোমার ঠিক সেইরূপ গতি হইবে। অতএব এখন সাবধান হইয়া চলাই কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতের জন্য কিছু ফেলিয়া রাখিও না। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলিলাম ; এখন বুঝিলে, বাসনার দ্বারা কিরূপ পুনর্দেহ লাভ হয় ?

আমি। অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিলাম বটে, কিন্তু যতই শুনি, ততই যেন নানাবিধ সন্দেহ আসিয়া মনে নানা প্রশ্ন উঠাইয়া দেয়। অদ্য অনেক রাত্র হইয়াছে আর আপনাকে বিরক্ত করিব না। সময়ান্তরে আসিয়া আবার আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করিব, কিন্তু অপরাধ লইবেন না।

এই বলিয়া সে দিবস বাসায় ফিরিলাম। মনে মনে সাধুর জন্মান্তর সম্বন্ধে উপদেশগুলি আলোচনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু যতই আলোচনা করি ততই জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইতে লাগিল। ক্রমে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। মনে হইতে লাগিল আবার রাত্রিতেই তাঁহার নিকট যাই। তাঁহার আশুতোষের ন্যায় সরল প্রকৃতি আমায় একান্তই বিমোহিত করিয়াছিল। সমস্ত রাত্র অনিদ্রায় অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু সে রাত্রিতে আমার নবজীবন লাভ হইয়াছিল উক্ত দিবস হইতে জ্ঞান স্পৃহা আশাতীত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র আমি শীঘ্র শীঘ্র প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া স্বামীর আশ্রম যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পিতা আমার এতাদৃশ স্বামীর প্রতি অনুরাগ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আমাকে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। আমি পিতার চরণ ধুলি ও আশীর্ব্বাদ সম্বল লইয়া স্বামীর আশ্রমাভিমুখে চলিলাম। আশ্রমে পৌছিয়া দেখি আশ্রমে কেহ নাই। তবে তাঁহার আশন (মৃগচর্ম্ম) ও কমণ্ডলু রহিয়াছে মাত্র, কিয়ৎ কাল অপেক্ষা করিয়া হতাশ মনে সে দিবস ফিরিয়া আসিলাম।

ক্রমশঃ।

পরমহংসের উক্তি।

ঈশ্বর দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিলে নামে বিশ্বাস ও সদসৎ বিচার করা কর্ত্তব্য।

যদ্যপি কাহার সাধনের প্রয়োজন হয়, তিনি তাহার সদ্গুরু সংযোজন করিয়া দেন। গুরুর জন্য সাধকের চিন্তার প্রয়োজন নাই।

আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা সহজ সাধন আর নাই।

মনের একাগ্রতা আনয়ন করিবার জন্য, ধ্যান করিবার পূর্ব্বে হাততালি সহকারে কিয়ৎকাল "হরিবোল" "হরিবোল" বলিবে। বৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষস্থিত পক্ষী সকল উড়িয়া যায়, তেমনি তোমায় মন রূপ বৃক্ষস্থিত চিন্তারূপ পক্ষী সকলও উড়িয়া যাইবে।

ধর্ম্ম-সংবাদ।

ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি।—চূড়ামণি মহাশয় গত বৎসর শিরঃপীড়ায় অত্যন্তই কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। সেই জন্য গতবৎসর তিনি ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে প্রচুর উদ্যম সহ কোন কার্য্যই করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়া একবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এই অসুস্থাবস্থায়ও তিনি ময়মনসিং, শ্রীহট্ট, শিলং, চিরাপঞ্জিপাহাড়, কাছাড়, কামরূপ, প্রভৃতি বহুতর স্থানে ধর্ম্মোপদেশ দানার্থ আহুত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, এবং ঐ সমস্ত স্থানে তুমুল ধর্ম্মান্দোলনের সূচনা করিয়া আসিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ—ইনি পূর্ণ অধ্যবসায় সহকারে গতবৎসর নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। তন্মধ্যে কাটোয়া, দাঁইহাট, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ধুবড়ি, কালনা, প্রভৃতি স্থানই প্রধান। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ধর্ম্মান্দোলনার্থ ঐকান্তিক অনুরাগ এবং অবিশ্রান্ত পরিশ্রম পণ্ডিতমাত্রেরই অনুসরনীয়।

পণ্ডিত মদন গোপাল গোস্বামী— গোস্বামী মহাশয়ের গতবৎসরের কার্য্য বিবরণ আমরা সম্যকরূপে অবগত হই নাই, তবে যে তিনি মফস্বলে অনেক কাজ করিয়াছেন তাহা আমরা নানা উপায়ে অবগত হইয়াছি।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব,—বিদ্যার্ণব মহাশয় যদিও অতি অল্প দিন মাত্র ধর্ম্মান্দোলনরূপ কার্য্যে ব্রতি হইয়াছেন, কিন্তু এই অল্প দিন মধ্যে তিনি হিন্দু সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। বিদ্যার্ণব কর্ম্মী, বিদ্যার্ণব বক্তা; বিদ্যার্ণবের বক্তৃতার শ্রোতৃবৃন্দের প্রাণ মন জাগিয়া উঠে। একাধারে দুই গুণ থাকায় বিদ্যার্ণবের প্রতি হিন্দু সমাজের দৃষ্টী বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার অদম্য উদ্য[ম] অতীব প্রশংসনীয়।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন—শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নে[র] কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। সমগ্র ভারতব[র্ষ] বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদে[র] বোধ হয় তাঁহাকে ধর্ম্মান্দোলনার্থ গতবৎস[র] অনূন্য পাঁচশত বক্তৃতা প্রদান করি[তে] হইয়াছে। সুতরাং কেবল তাঁহারই কা[র্য্য] বিবরণ লিখিলে সমস্ত বেদব্যাসেও স্থান কুলা[য়] না। বৎসরের শেষাংশ তিনি ঢাকা, শ্রীহট্ট কাছাড়, আসাম প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মান্দোলনা[র্থ] গমন করেন, এবং ঐ সমস্ত স্থানে প্রবল ধর্ম্ম[া]মদে হিন্দু মাত্রকেই উন্মত্ত করিয়া কএক দি[ন] মাত্র কাশী যাত্রা করিয়াছেন।

ইহা ব্যতিত পণ্ডিত অজিত নাথ ন্যা[য়]রত্ন, রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয়গণ ধর্ম্মান্দোলনের জন্য অনেক স্থান ভ্রমণ করি[য়া] ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন।

এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে উপ[রি] লিখিত মহোদয়গণ ব্যতিত অন্য কোন ধর্ম্মপ্র[চারকের] সহিত আমাদের কোনরূপ সহানুভূতি বা সংস্রব নাই। আমরা সংবাদ পাইয়াছি অনেকে আজকাল ধর্ম্মপ্রচারকের বেশ সাজি[য়া] এবং আমাদের সহিত তাহাদের বিশেষ সংস্র[ব] আছে, এইরূপ সাধারণের নিকট পরিচয় দি[য়া] স্বার্থ সাধন করিতেছেন। পরিব্রাজক উপা[]ধিকারী বনমালি গুপ্ত ইহার মধ্যে একজন অতএব সাধারণের জ্ঞাতার্থ লিখি যে, উক্ত বন[]মালি গুপ্তের সহিত কাশীস্থ ভাঃ আঃ স[ভা] কি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন, কি আমরা এসমস্ত কাহার[ও] সহিত উহার কোন সংস্রব নাই।

ধর্ম্মোৎসব।

শিবপুর আঃ ধঃ সভা,—বিগত ১১ই ও ১২ই চৈ[ত্র] শিবপুর ইং কলেজের ছাত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অর্য্যধ[র্ম্ম] প্রচারিণী সভার সাম্বৎসরিক উৎসব মহা সমারো[হে]

সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমান্ রামদয়াল মজুমদার এম, এ, ও শ্রীমান্ শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম, এ, এবং শ্রীমান্ ভূধর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে সভায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

পাণিহাটি হরিসভা,—উক্ত সভার উৎসবও গত ৮ইও ৯ই বৈশাখ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

হালিসহরে রামপ্রসাদের জন্মোৎসব,—সাধকশ্রেষ্ঠ, রামপ্রসাদের জন্মস্থান হালিসহর। উক্ত স্থানে বিগত ২০শে চৈত্র সমারোহ সহ তাঁহার জন্মোৎসব সমাধা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া অতি সুশৃঙ্খলায় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

নোয়াখালি উৎসব।—১লা চৈত্র শুক্রবার হইতে ১২ই বৈশাখ রবিবার পর্য্যন্ত নোয়াখালি সত্যরক্ষণী ও তত্ত্বজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু সভার তৃতীয় বার্ষিক উৎসব ও বাল্যাশ্রম সম্মিলন কার্য্য সমাধা হইয়াছে।

দিনাজপুর।—বিগত ২৮শে চৈত্র মঙ্গলবারে অত্রস্থ "নিত্যধর্ম্ম বোধিনী" সভায় দ্বাবিংশতি অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সমাজ।

বঙ্গবাসী লিখিয়াছেন,—

সমাজের সর্ব্বনাশ হইল। কুট-রাজনীতির কুটিল কৌশলে বুঝি ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ববিনষ্ট হইতেছে। ২৮শে চৈত্র উপাধি বিতরণের দিন। ছোটলাটের গৃহে উপাধি-লাভ-লালসায় হিন্দু মুসলমান সমাগত হইয়াছেন। ম্লেচ্ছ উপাধি-দাতা। এই তিন জাতির একই গৃহে একত্র মিলনে বিষম বাহার খুলিল। একদিকে নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, অন্যদিকে কলিকাতার সেখ মহম্মদ জিলানি; একদিকে পণ্ডিত শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন; অন্যদিকে পাটনার মৌলবী মহম্মদ হোসেন; একদিকে পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি, অন্যদিকে মৌলবি ওয়াহেদ উদ্দীন; একদিকে পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন, অন্যদিকে মৌলবী কবীরুদ্দীন; একদিকে পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, অন্যদিকে সৈএদ কাজি রেজা হোসেন একদিকে পণ্ডিত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন অন্যদিকে শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ বড়াল; একদিকে পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার অন্যদিকে বালেশ্বরের কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে। একদিকে ভাগলপুরের রাজা হরবল্লভনারায়ণ সিংহ, অন্যদিকে মেদিনীপুরের উকীল বাবু বিপিনবিহারী দত্ত। একই ঘাটে বিচিত্র

প্রথম মহারাজ হরবল্লভনারায়ণ সিংহ সনন্দ পাইলেন। তিনি ছোটলাটের নিকট, মঞ্চে উপস্থিত হইবা মাত্র—(আমাদের রিপোর্টার বলেন,) সভায় যে যেখানে বসিয়াছিলেন, অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইংলিশম্যানের রিপোর্টার তাহাই বলেন,—"All present rose from their seats" এইরূপ বহুব্যক্তি সনন্দ পাইলে ক্রমে মহামহোপাধ্যায় উপাধি বিতরণের পালা আরম্ভ হইল। মনে হইল, যেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাকাদি ভোজনের পর এবার বুঝি কাঙ্গালী ভোজন। বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া একজন ইংরেজ প্রত্যেক মহামহোপাধ্যায়কে ছোটলাটের নিকট লইয়া যাইতে লাগিলেন। সে বিপরীত বেশ দেখিয়া অনেকেই অবাক্। সর্ব্বাঙ্গে মেরাটোপ, —বুকে রূপার তকমা বাঁধা,—সেই চপরাসে লেখা আছে "মহামহোপাধ্যায়।" তখন কেহ কেহ কাণাকানি করিল, এই কি মহামহোপাধ্যায় না বাউলের সঙ? কেহ বলিল তা নহে,—জজের আরদালি। বাস্তবিকই তখন হৃদয়বান্ ব্যক্তি চোখের জল রাখিতে পারেন নাই। মনে হইল পৃথিবী তুমি দ্বিধা বিভিন্ন হও,—তাহাতেই নাহয় প্রবেশ করি, আর যে মুখ দেখাইবার যো নাই।—লজ্জা রাখিবারও স্থান নাই। ভাবুন দেখি,—ব্যাপার খানি কি? ইহাই কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বেশ? বুট জুতা, পায়ে, আলখেল্লা গায়ে, কোচম্যানের পাকড়ী মাথায়, পেয়াদা চাপরাস কোমরে। ম্লেচ্ছের বাড়ী নিমন্ত্রণ, ম্লেচ্ছের দান গ্রহণ, (†) মুসলমানসঙ্গে এক মজলীসে উপবেশন,—ম্লেচ্ছের হস্ত হইতে আতর পান গ্রহণ (†) ইংরেজের সহিত করমর্দ্দন,—অবশেষে সেলাম বর্ষণ,— ইহাই কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাজ? বিষ্ণুসংহিতায় ৭১ অধ্যায়ে সুস্পষ্ট লিখিত আছে, "রজস্বলা স্ত্রীলোকের সঙ্গে, ম্লেচ্ছের সঙ্গে, এবং অন্যান্য জাতির সঙ্গে কথন আলাপ করিবে না।" শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অবশ্যই জানেন,— আলাপ, গাত্রস্পর্শ, নিশ্বাস স্পর্শ, একত্র ভোজন, একত্র শয়ন, এবং একত্র উপবেশনে, পাপ সংক্রামিত হয়।

বঙ্গবাসী যেরূপ কঠোর ভাবে পণ্ডিতগণের উপর আক্রমণ করিয়াছেন, আমরা ততদূর কর্কশ আক্রমণের পক্ষপাতি নহি। এরূপ গালি বর্ষণে ভাল না হইয়া মন্দফলই প্রসব করে। পণ্ডিতগণ রাজদরবারে খেলাত আনিতে যাইয়া নূতন কিছু একটা অপরাধ করেন নাই। মুসলমানদিগের সময়েও এ প্রথায় বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল। তাই বলিয়া ইহা

ন্যায় কার্য্য হইয়াছে তাহা আমরা বলিতেছি না। সম্পূর্ণ অন্যায় কার্য্য হইলেও, ইহা নূতন নহে। আমাদের বিবেচনায় এ ব্যাপারে পণ্ডিতগণের তত অধিক দোষ নাই। আজ কাল পণ্ডিতগণ মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের হস্তে পুত্তলিকার স্বরূপ। কারণ ন্যায়রত্ন উহাঁদের অন্নদাতা। ন্যায়রত্নের কার্য্যে অমত করে এরূপ সাহসী পণ্ডিত বঙ্গদেশে বিরল (অবশ্য ২।১ জন বাদ)। ন্যায়রত্ন নিজে ল্যাজ হারাইয়া সকলকে সেই পথে আনিতে অবশ্য স্বভাবতঃই ইচ্ছাবান। কার্য্যেও তাহাই করিতেছেন এ অবস্থায় অদ্য-ভক্ষ ধনগুর্ণ গরীব পণ্ডিত বেচারাদের অত গালি দেওয়া ভাল হয় নাই। সমাজ, পণ্ডিতদের রক্ষা করুন, উদরান্নের ব্যবস্থা করুন, সম্মান করুন তাহাতে ও যদি পণ্ডিতগণ অন্যায়াচরণ করেন তখন তাঁহাদের উপর কঠোর ব্যবস্থা হউক। ইহা ভিন্ন সমাজ রক্ষার অন্য উপায় নাই। পণ্ডিতগণ যে একবারে নির্দ্দোষী তাহা আমরা বলিতেছি না। তাঁহারা যদি অধঃপাতে না যাইবেন তবে সমাজের এ দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন? যদি হিন্দু সমাজের কেহ ঘোর শত্রু থাকে তবে সে বর্ত্তমান সময়ের স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পূর্ব্বে যাঁহারা সমাজের একমাত্র শাসক ছিলেন তাঁহারাই এখন বিষম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সমাজের মায়া মমতার একবারে জলাঞ্জলি দিয়া সমাজকে ধ্বংশ করিতে বসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শুদ্ধাচারি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সাহসী, এবং স্বার্থত্যাগী হইলে এখন ও সমাজ রক্ষার উপায় হয়। কিন্তু তাঁহাদের উপর যেন দেবতাদের অভিসম্পাৎ পড়িয়াছে। তাঁহারা স্বার্থ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন। যাহাতে এই অন্ধত্ব দূর হয় তাহাই করিয়া সমাজ রক্ষার উপায় করা হউক। অন্ধকে কাণা বলিয়া গালি দিলে কি বেশী কিছু বলা হয়?

পুস্তক সমালোচন।

সংসার চক্র—শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতি তীর্থ কর্ত্তৃক অনুবাদিত এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ প্রথম খণ্ড মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ সুন্দর হইতেছে। অনুবাদ স্থানে স্থানে বেশ প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে। তবে সমস্ত শ্লোকের অনুবাদ সমান হয় নাই। এবং স্থানে স্থানে অনুবাদ ঠিক মূল অনুসরণ করে নাই। ভরসা করি অনুবাদক মহাশয় ভবিষ্যতে মূল অনুসরণে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আর মূল্যটা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। এত মূল্যে বাঙ্গালি পুস্তক ক্র করিবে এখনও আমাদের সে বিশ্বাস জন্মে নাই। মূল্য কি অল্প করিবার উপায় নাই?

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত সপ্তাহিক ও মাসি বহি যথা নিয়মে বেদব্যাসের পরিবর্ত্তে পাই আসিতেছি। যথা Hindu Patriot, Amrita bazar patrika, Indian Nation, Hope National Gaurdian, Calcutta Chronic নববিভাকর সাধারণী, সহচর, বঙ্গবাসী, দৈনি সুরভি পতাকা, ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা গেজে গরীব সারস্বত পত্র, প্রতিকার, চারুবা বর্দ্ধমান সঞ্জিবনী, অনুসন্ধান, ধর্ম্মবন্ধু, ত বোধিনী, তত্ত্বকৌমুদী, নব্যভারত, ভারতি প্রচার, নবজীবন, শান্তি, রঙ্গপুর দিকপ্রকা কুমার, ধর্ম্মপ্রচারক সোমপ্রকাশ, পরিব্রাজ ইত্যাদি।

অভিনয়।

ষ্টার থিয়েটার—বিগত ১৫ই বৈশাখ ষ্টা শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত প্রফুল্ল নাম একখানি নুতন নাটকের প্রথমাভিনয় হ আমরা উক্ত অভিনয় দর্শন করিয়াছি। গ্র কার উক্ত গ্রন্থে সুন্দর রূপে বর্ত্তমান সমাজে প্রকৃত ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এক এক

চরিত্র যেন নিখুঁত ভাবে পরিস্ফুটিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতা বড়ই মনোহর। যোগেশ, রমেশ, সুরেশ তিনটি ভাই তিন প্রকৃতির; উহার যেটির প্রতি তাকাইবেন সেইটিই বর্ত্তমান সমাজের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। বঙ্গবাসীর প্রতি গৃহে ইহাদের একটি না একটিকে দেখিতে পাইবেন। জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল হিন্দু গৃহের সতী সাবিত্রী। প্রফুল্লের সরলতা ব্যঞ্জক প্রত্যেক উক্তি প্রাণে অসহ্য ব্যাকুলতা জন্মাইয়া দেয়। আর পাপ মূর্ত্তি ডাক্তার ও জগমণির চরিত্র আঁকা সাধারণ চিত্রকরের কার্য্য নহে। ভজহরি যথার্থই বলিয়াছিলেন, যে স্বয়ং "বেদব্যাসেরও" সাধ্য নহে যে তোমাদের চরিত্র আঁকিতে সমর্থ হন। তবে সুরেশের কারাবাস শুনিবামাত্র মায়ের হটাৎ একবারে ওরূপ উন্মত্ত হওয়া যেন একটু খাপছাড়া, লাগিয়াছিল। এই স্থানটি একটু সংশোধন করিলে যেন ভাল হয়। অবশেষে বদন দাদার উন্মত্ত বেশে উচ্চরবে সেই "ধর্ম্মরাজের জয় হউক ধর্ম্মরাজের জয় হউক" বলিয়া চিৎকার ধ্বনি আর যোগেশের সেই আত্মহারা অবস্থায় "আমার সাজান বাগান শুকিয়া গেল" বলিয়া উন্মত্ততা ব্যঞ্জক আক্ষেপ একান্তই মর্ম্মস্পর্শী। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল। দৃশ্যপট গুলি অতি নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে।

বেঙ্গলথিয়েটার—বেঙ্গলে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ দেখিয়া আমরা বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়াছি। পরীক্ষিতের গাম্ভীর্য্যপূর্ণমূর্ত্তি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য মরণে কৃত নিশ্চয়তা এসমস্ত অতি সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছিল। ভগবান শুকদেবের অভিনয়ও অতি সুন্দর হইয়াছিল। অভিনেতা ঋষিসদৃশ ভাব ভঙ্গির অতি পরিপাঠিরূপে অনুকরণ করিয়াছিলেন। আমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে সদৈব প্রস্তুত, মৃত্যুভিরু, চপলমতি হিন্দু মাত্রকেই একবার এ অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি।

এমারল্ড থিয়াটার—এমারেল্ডের অভিনয় দেখিয়া মনে হয় অভিনেতা গুলি অভিনয় কার্য্যে অতীব সুনিপণ, কেবল ভাল পুস্তকাভাবে যেন অভিনয় ক্ষেত্র জমাইতে পারিতেছেন না। আমরা ভরসা করি শ্রীযুক্ত মনমোহন বাবুর ন্যায় সাহিত্যপ্রিয় বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও বহুদর্শী তত্ত্বাবধারক এবং কেদার বাবুর ন্যায় সুদক্ষ কার্য্যাধ্যক্ষের বন্দবস্তে উক্ত অভাব সত্বরই পূর্ণ হইবে।

বিবিধ।

বরিশাল—বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভার ক্রমিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণী মহাশয়ের স্থাপিত বরিশাল বল্যাশ্রমের এক্ষণে ৭০ জন বালক রীতিমত আশ্রমী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি কালক্রমে এসভাটীর সর্ব্বতোভাবে উন্নতি লাভ হইবে। কাশীপুর নিবাসী।

হাবড়া—কোঁড়ারবাগান।—গত ১২ ই চৈত্র রবিবার শ্রীযুক্ত বাবু বামাচরণ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে চণ্ডিপাঠ চারিবেদ পাঠ, হরিনাম সংকীর্ত্তন এবং আধ্যাত্মিক রামায়ণ ব্যাখ্যা হইয়াগিয়াছে। ধর্ম্মানুরাগী বামাচরণবাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়া গুজরাট মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশীয় ব্রাহ্মণগণকে কলিকাতা হইতে আনাইয়া উক্ত বেদপাঠ এবং চণ্ডিপাঠ কার্য্যে ব্রতি করাইয়াছিলেন। বেদপাঠ সমাগত লোকদিগের পক্ষে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার হইয়াছিল।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় চুঁচুড়ায় পিতার নামে একটী চতুস্পাঠি সংস্থাপন করিয়াছেন। ভূদেবের ন্যায় পণ্ডিত ও স্বধর্ম্মানুরাগী মহাত্মার পক্ষে অনুষ্ঠান বিশেষ কিছু শ্লাঘার বিষয় নহে। এত বিলম্বে হওয়া অন্যায় হইয়াছে বলিতে হইবে।

ঐরূপ কাশীপুরেও তত্রস্থ হিন্দুগণের উৎসাহে ও যত্নে একটি চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হইয়াছে। এ সমস্ত দেশের পক্ষে শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই।

দন্তরক্ষণ-চূর্ণ।

রেজেষ্টারী করা। অবর্থ পরীক্ষিত।

যাঁহারা দন্তরোগের অসহ্য যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ ও আজীবন দন্তরক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন। দন্তের অশেষ কল্যাণ সাধক এই চূর্ণে সামান্য বেদনা লালাস্রাব, দন্তমাঢ়ী স্ফীত দপদপানি, টন টনানি চিরিকপাড়া ও হুলভেদ কর্ত্তনবৎ বেদনা দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব; দন্তমাঢ়ীর প্রদাহ, নালীক্ষত দন্তশূলান চর্ব্বনবৎ বেদনা দন্ত পুম্পুট দন্তের শিথিলতা লক্ষনশীল বেদনা; পর্য্যায় শীল বেদনা; স্নায়ুশুল জনিত দন্ত, বেদনা ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার দন্ত পীড়া নিশ্চয় এবং অচিরাৎ আরোগ্য হয়। এমম কি দন্ত নড়িলে ও এই মহৌষধ ব্যবহারে দন্তমূল পূর্ব্ববৎ দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম হয়। দাঁতে দাগ হওয়া দূরে থাকুক বরং ইহাতে দন্তপাতি সিন্দুর মাজ্জিত মুক্তার ন্যায় উজ্জল হয়। মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত করে দীর্ঘকাল ব্যবহারে আর কখনও দাঁতের পীড়া জন্মেনা। মূল্য এক কৌটা মায় প্যাকিং ।৹ আনা, ৩ কৌটা ১৷০ ডাঃ মাঃ ।০ আনা, ৬ কৌটা ২৷৵০ আনা ডাঃ মাঃ ॥০, ১২ কৌটা ৪।০ ডাঃ মাঃ ৵০ আনা মাত্র। পারদ তুতিয়া কিম্বা কোন বিষাক্ত দ্রব্যের সংস্রব নাই। (রোগ মুক্তির প্রশংসাপত্র অনেক আছে) ব্যবস্থা পুস্তক দ্রষ্টব্য ভিঃ পিঃ পার্শেলে ও প্রেরিত হয়। কলিকাতার ক্রেতাগণ ৯৭ ও ১১২ নং মিউনিসিপাল বাজারে পাইবেন।

শুক্রমেহান্তক-চূর্ণ।

(প্রতি মূর্ত্তি) ট্রেডমার্ক)

নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করুন, নিশ্চয় আরোগ্য হইবেন; কেহই নিরাশ হইবেন না।

এই মহৌষধ সেবনে বহু দিনের প্রমেহ ও যৌবন স্বভাবসুলভ হেতু শুক্রমেহ-(স্পার্ম্মেটোরিয়া)- জনিত লক্ষণ সকল, এমন কি ধ্বজভঙ্গ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। ইহাতেপ্রচুর পরিমাণে মেদবৃদ্ধি কারক ও রক্ত-পরিষ্ক... পদার্থ আছে সুতয়াং শরীর সবল পুষ্ট-... লাবণ্য বর্দ্ধিত হয়। স্বপ্নদোষ নিবারণ করে, ... ও পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হয়, গাঢ় নিদ্রা ... এতদ্দ্বারা শীঘ্রই সাধারণ স্বাস্থ্যের এবং মূ... অবস্থার উৎকর্ষতা জন্মে, ও স্নায়ুশক্তি উ... করিয়া দুর্ব্বল শরীর যন্ত্র সকলকে সবল ... কার্য্যক্ষম করে। শুক্র অতিশয় গাঢ় হয়, ইন্দ্রি... শক্তি সমধিক বৃদ্ধি করে। বলা বাহুল্য যে, ... পীড়ার এরূপ মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই বলি... ও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সারবত্তা ... সপ্তাহ কালমাত্র সেবনেই বিলক্ষণ উপ... হইবে; অথচ ইহাতে শরীরের অনিষ্টকারী ... বিষাক্ত দ্রব্যের সংস্রব নাই। রোগ-আরোগ্যে... প্রশংসা-পত্র অনেক আছে, তাহা সতন্ত্র মু... হইয়াছে।

মূল্য। এক আউন্স শিশি ... প্যাকিং ১৷০ দেড় টাকা মাত্র, ডাকমাশুল ... আনা। একত্রে দুই শিশির অধিক লই... প্রতি টাকায় দুই আনা হিসাবে কমিশন ... দেওয়া যায়।

শ্রী অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যা...

দন্তরক্ষণ-চূর্ণ কার্য্যালয়, পোঃ আঃ স...

ওাদবনা।

পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রণীত পুস্তক।

ধর্ম্ম ব্যাখ্যা ২৲

ভবৌষধ ১৲

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৷০

ঐ ছোট ১৷০

সাধুদর্শন প্রথম ভাগ ১৲

শাস্ত্রাপবাদ নিরাকরণ ।৵০

সুলভ পুস্তক।

আলোচনা (সুন্দর পুস্তক) ১৲

বঙ্গিয় উনবিংশ শতাব্দি ।৵০

ড্রজিষ্ট হ্যাণ্ডবুক ১৲

ঠিকানা ৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট চাটুর্য্যে ব্রাদার্স।

চতুর্থ বর্ষ।

—:০(০)০:—

৪র্থ ভাগ। জ্যৈষ্ঠ সন ১২৯৬ সাল ২য় খণ্ড।

শুকাষ্টকং।

ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে,
মায়ামোহৌ ক্ষয়মুপগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তেঃ।
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং,
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥
...দ্বাত্মানং সকলবপুষামেকমন্তর্ব্বহিস্থং,
...ষ্ট্বা পুর্ণং স্বমিব সততং সর্ব্বভাণ্ডস্থমেকম্।
...ন্যং কার্য্যং কিমপিচ ততঃ কারণাদ্ ভিন্নরূপং,
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥
হেম্নঃ কার্য্যং হুতবহগতং হেমমেবেতি যদ্বৎ,
ক্ষীরে ক্ষীরং সমরসতয়া ত্বং পদং তৎপদার্থে।
এবং সর্ব্বং সমরসতয়াত্বং পদং তৎপদার্থে,
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥
...স্মিন্ বিশ্বং সকলভুবনং সামরস্যৈকভূতং,
উর্বী হ্যাপোঽনলমনিলখং জীবমেবং ক্রমেণ।
...ং ক্ষারাব্ধৌ সমরসতয়া সৈন্ধবৈকত্বভূতং,
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥
...নদ্যোঽর্ণবসমরসাঃ সাগরত্বং হ্যবাপ্তাঃ,
...দ্বজ্জীবা লয়পরিগতাঃ সামরস্যৈকভূতাঃ।
ভেদাতীতং পরিলয়গতং সচ্চিদানন্দরূপং,
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধি কো নিষেধঃ॥
দৃষ্ট্বা বেদ্যং পরমথ পদং স্বাত্মবোধস্বরূপং,
বুদ্ধাত্মানং সকলবপুষামেকমন্তর্ব্বহিস্থম্।
ভূত্বা নিত্যং সদুদিততয়া স্বপ্রকাশস্বরূপং,
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥
কার্য্যাকার্য্যে কিমপি সততং নৈব কর্ত্তৃত্বমস্তি,
জীবন্মুক্তস্থিতিরবগতো দগ্ধবস্ত্রাবভাসঃ।
এবং দেহে প্রবিলয়গতে তিষ্ঠমানো বিমুক্তো,
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥
কস্মাৎ কোঽহং কিমপি চ ভবান্ কোঽয়মত্র প্রপঞ্চ,
স্বং স্বং বেদ্যং গগনসদৃশং পূর্ণতত্ত্বপ্রকাশম্।
আনন্দাখ্যং সমরসঘনে বাহ্যমন্তর্ব্বিহীনে,
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥
সত্যং সত্যং পরমমমৃতং সর্ব্বকল্যাণরূপং,
মায়ারণ্যে দহনমলিনে শান্তনির্ব্বাণদীপম্।
তেজোভূতং নিগমসদনং ব্যাসপুত্ত্রাষ্টকং যঃ,
প্রাতঃকালে পঠতি মনসা যাতি নির্ব্বাণমার্গে॥ ৯

ইতি শ্রীপরমহংসশুকদেববিরচিতং

শুকাষ্টকং সমাপ্তম্।

—

মুক্তিবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মূল।

দুঃখা সম্ভিন্ন সুখরূপতয়া স্বর্গস্যো-বান্বীক্ষিক্যাদি শাস্ত্র ফলস্যাপবর্গস্যা-ত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপস্য স্বতএব প্রয়োজনত্বম্ । ১ । ৩ ।

ব্যাখ্যা।

অতএব মীমাংসক মতে স্বর্গ যেরূপ স্বতঃ প্রয়োজন, সেইরূপ তর্ক শাস্ত্রাদির প্রতিপাদ্য মুক্তিও স্বতঃ প্রয়োজন। যে সুখের উপভোগ-সাধন-শরীরে কস্মিন্ কালেও দুঃখ-সম্বন্ধ হয় না সেই সুখই স্বর্গ ইহা মীমাংসকগণের মত; সুতরাং তাহা স্বতঃ প্রয়োজন। আমাদিগের মুক্তিও আত্যন্তিক দুঃখ ধ্বংস, দুঃখাভাব বিশেষ; তবে ইহা স্বতঃ প্রয়োজন না হইবে কেন? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সুখ, সুখভোগ, ও দুঃখাভাব স্বতঃ প্রয়োজন।" ৩।

মূল।

মুক্তৌ প্রমাণন্তু দুঃখত্বং দেবদত্ত দুঃখত্বং বা স্বাশ্রয়া সমান কালীন ধ্বংস প্রতিযোগির্বৃত্তি, কার্য্য মাত্র বৃত্তিত্বাৎ সন্ততিত্বাদ্বা এতৎ প্রদীপত্ববৎ সন্ততিত্বঞ্চ নানা কালীন কার্য্যমাত্র বৃত্তিত্বম্। আত্মা জ্ঞাতব্যোন স পুনরাবর্ত্ততে ইতি শ্রুতিশ্চ প্রমাণম্। আবর্ত্ততে শরীরী ভবতি। ৪।

ব্যাখ্যা।

ন্যায়মতে প্রমাণ চারি প্রকার; ঐ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, এবং আপ্তবাক্য অর্থাৎ অভ্রান্ত পুরুষের কথা *। যে বিষয়ে এই সকল প্রমাণের মধ্যে কোন একটী প্রমাণ থাকে তাহাকেই প্রামাণিক বলা যায়। যে বিষয়ে এ কোন প্রমাণ নাই তাহা অপ্রমাণিক,—যথা অশ্ব ডিম্ব, আকাশ কুসুম ইত্যাদি। অপ্রমাণিক বিষয়ের জন্য কোন প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিই চেষ্টা করেন না। যতক্ষণ যে বিষয় প্রমাণ পাওয়া না যায়, ততক্ষণ উক্ত বস্তুসৎ হইলেও অপ্রমাণিক, সুতরাং তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। যে মুক্তি, সকল প্রধান শাস্ত্রের সার, যাহার জন্য আর্য্যঋষিগণ কোন প্রকার সুখকেই সুখ বলিয়া ভাবিতেন না, যে মুক্তি বুঝাইবার জন্য এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে, তাহার কি কোন প্রমাণ আছে? না তাহা ঠাকুরমার শাঁকচুন্নির গল্প? নানা প্রমাণ আছে বলিতেছি; শুন। মুক্তির প্রমাণ অনুমান ও আপ্তবাক্য। কিরূপ অনুমান মুক্তির প্রমাণ তাহা বলিবার পূর্ব্বে সেই অনুমাণের আবশ্যকীয় দুই একটী কথা বলিতে হইল।

প্রশ্ন। দুঃখত্ব বলিলে কি বুঝিলে?

উত্তর। দুঃখের উপরিগত বিশেষ ধর্ম্ম, যেমন মনুষ্যের উপরিগত বিশেষ ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব, আমার বিশেষ ধর্ম্ম আমিত্ব ইত্যাদি।

প্রশ্ন। বেশ। বলদেখি এক দুঃখই চিরকাল থাকে, না মাঝে মাঝে দুঃখের নাশ হয়?

উত্তর। দুঃখ ক্ষণিক। এক ক্ষণে দুঃখের নাশ হয়, অন্য ক্ষণে অন্য দুঃখের উৎপত্তি, এইরূপ ধারাবাহিক রূপে একটা না একটা দুঃখের অস্তিত্ব থাকিবেই; কোন কালে যে, সকল দুঃখের নাশ হয়, এমন বোধ হয় না; তবে সে সম্বন্ধে বলিতে পারি না।

প্রশ্ন। সেকথা না বলিতে পার ক্ষতি নাই; কিন্তু দুঃখ যে ক্ষণিক, অথচ একটা না একটা দুঃখ বরাবরই থাকে ইহাত স্থির।

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। দুঃখত্বের আশ্রয় কি?

উত্তর। সকল সময়ের সকল লোকের দুঃখ।

প্রশ্ন। দেবদত্ত নামে একজন লোক অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষ, তাহার দুঃখত্বের আশ্রয় কি?

উত্তর। ঐ দেবদত্তের সকল সময়ের দুঃখ।

প্রশ্ন। দুঃখ কেবল জন্য কি নিত্য (জন্য দ্বিবিধ)।

উত্তর। কেবল জন্য।

প্রশ্ন। দুঃখ নানা কালীন কি না?

উত্তর। নানা কালীন।

প্রশ্ন। জান তুমি, ধ্বংস কতদিন থাকে?

উত্তর। জানি, ধ্বংস চিরকাল থাকে, ধ্বংসের আর ধ্বংস নাই। যে জিনিষ নষ্টহয়, সে জিনিষ আর পাওয়া যায় না; তাহার অনুরূপ জিনিষ পাওয়া যায় বটে।

প্রশ্ন। মুক্তি কাহাকে বলে মনে আছেত?

উত্তর। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি।

প্রশ্ন। প্রতিযোগী কাহাকে বলে জান।

উত্তর। যাহার অভাব সেইই প্রতিযোগী যেমন দুঃখের ধ্বংস—ধ্বংসাভাব; **এস্থলে দুঃখই প্রতিযোগী ইত্যাদি।**

প্রশ্ন। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির মর্ম্ম কি?

উত্তর। যদি দুঃখ ধ্বংস হইলে পুনরায় কোনরূপ দুঃখ উৎপন্ন না হয় তাহা হইলেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইল। কিন্তু এরূপ হয় কি না জানি না।

প্রশ্ন। বল দেখি একবার দুঃখ ধ্বংস হইবার এক বৎসর পরে যদি পুনরায় দুঃখ হয়, মধ্যে এক ক্ষণেও দুঃখ হয় নাই, তাহা হইলে ঐ দুঃখ ধ্বংস কোনরূপ দুঃখের সম সাময়িক কি না?

উত্তর। সমসাময়িক বৈ কি। দুঃখ ধ্বংসেরত আর ধ্বংস হয় না, ঐ দুঃখ ধ্বংস বরাবরই ছিল কোন এক সময়ে এক বৎসর পরেই হউক আর এক লক্ষ বৎসর পরেই হউক পুনরায় দুঃখ হইলেই ঐ দুঃখ ধ্বংসের সমসাময়িক হইবে।

প্রশ্ন। দুঃখত্ব কাহার ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগীর উপরে থাকে?

উত্তর। দুঃখের ধ্বংসাভাবের যে প্রতিযোগী তাহার উপর থাকে।

যাউক্; প্রশ্নোত্তর চ্ছলে অনুমানের উপযোগী কতকগুলি কথা বিবৃত হইল। এক্ষণ অনুমানের কথা বলিতেছি। দুঃখত্ব বা দেবদত্ত দুঃখত্ব কেবল জন্য বস্তুর উপরে অবস্থিত বলিয়া অথবা কেবল নানাকালীন জন্য বস্তুর উপর অবস্থিত বলিয়া তাহা স্বাশ্রয়ের অসমসাময়িক যে ধ্বংস তাহার প্রতিযোগীর উপরে অবস্থিত, এতৎ প্রদীপত্ব ইহার দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ যে বস্তু কেবল জন্য বস্তুর উপরে অবস্থিত বা কেবল নানা কালীন জন্য বস্তুর উপর অবস্থিত হইবে তাহাই স্বাশ্রয়ের অসম-সাময়িক ধ্বংসের যে প্রতিযোগী তাহাতে অবস্থিত হইবে, ইহাই নিয়ম। যেমন সেই প্রদীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে আর সে প্রদীপ দেখা যাইবে না সেইরূপ দুঃখও একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় আর পুনরুৎপন্ন হয় না। বুঝিলে? প্রশ্নোত্তরের সকল কথাগুলি স্মরণ কর বুঝিবে। দুঃখনাশের পর পুনরায় দুঃখ উৎপন্ন না হইলেই দুঃখত্ব স্বাশ্রয়ের অর্থাৎ দুঃখের অসমসাময়িক যে ধ্বংস তাহার প্রতিযোগীর পরে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। নতুবা তাহা হয় না। যখন হেতুও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হইতেছে তখন আর অস্বীকার করা যায় না। প্রদীপ জন্য বস্তু, এতৎ প্রদীপত্ব মাত্র জন্য বস্তুর উপর অবস্থিত, ঐ প্রদীপত্ব অর্থাৎ সেই প্রদীপের চরম ধ্বংসের স্বাশ্রয়ের (এতৎ প্রদীপের) অসমসাময়িক ধ্বংসের যে প্রতিযোগী—তাহাতে অবস্থিত বটে। এক্ষণে

---

* প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এবং মন এই ছয় ইন্দ্রিয় দ্বারা ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অনুমানের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রামকে দেখিয়াছি, শ্যামকে দেখি নাই এই অবস্থাতে "শ্যাম, রামের ন্যায় " বলিলে শ্যাম সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহা উপমিতি—উপমান মূলক। যাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলেন তাঁহারা ভ্রমাদি দোষ শূন্য বাক্যকে আপ্ত বাক্য বলেন। ন্যায় মতে বেদ পৌরুষেয়, সকল মতেই আপ্ত বাক্যের প্রধান

অনুমান বলে দুঃখের যে অত্যন্ত ধ্বংস আছে ইহা প্রমাণিত হইল।

"আত্মাকে জানিতে পারিলে পুনঃরায় শরীর গ্রহণকরিতে হয় না" এই শ্রুতি অস্তিবাক্য শরীর ধারণ করিলেই দুঃখ আছে; যখন বেদে কথিত হইতেছে যে " শরীর ধারণ করিতে হয় না, তখন যে দুঃখের অত্যন্ত ধ্বংস প্রমাণ সিদ্ধ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে মুক্তি বিষয়ে লোকের অপ্রামান্য বাক্য বিদূরিত হইল। প্রেক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তি এই মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে পারেন ইহা আকাশ কুসুম বা অশ্বডিম্ব নহে। প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষের নিম্নেই অনুমানের আসন। সকল বিষয় কিছু আর মাদৃশ জনের প্রত্যক্ষাধীন নহে, সুতরাং অনেক স্থলেই অনুমানাদির সাহায্য লইতে হয়, সেই অনুমানবলে ও ন্যায় মতে না হউক মতান্তরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ আপ্ত বাক্য সাহায্যে মুক্তির প্রামাণিকতা প্রতিপাদক গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া অদ্য অবসর লইলাম। ৪।

ক্রমশঃ

ঈশ্বরবাদ।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সাংখ্যাচার্য্যের এই সূত্রটি দেখিয়া প্রায় অনেকেই স্থির করেন যে, ঈশ্বর নাই; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে সাংখ্যদর্শন দ্বারাই ঈশ্বর থাকা প্রমাণ হয়, এবং সর্ব্বশাস্ত্র দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধ হয়। এক্ষণে সাংখ্য শাস্ত্র দ্বারাই প্রমাণ করিব যে, "ঈশ্বর সিদ্ধ", তাহার যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে। যথা,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারা প্রলয় মাত্রেই সিদ্ধ হয়। ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বস্তু বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এখন দেখা উচিত যে, এই ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রয়ের কোনটি দ্বারা ঈশ্বর বিজ্ঞান জন্মায় কি না? উহারা যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায় তাহা বাহ্য ও লৌকিক বিষয়ের, অর্থাৎ স্থূলাদির প্রমা-জ্ঞানের জনক, সুতরাং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা. ত্বক ও মন কিরূপে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে? অলৌকিক সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিষয় কখনও কি বাহ্য বা লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ হয়? অলৌকিক বিষয় মাত্রেই যোগীর সাত্ত্বিক মনের প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় যোগীর সাত্ত্বিক মনই ঈশ্বর প্রমা-জ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। স্বরূপ কথা এই যে, ঈশ্বর যোগী-দিগেরই প্রত্যক্ষ হন, অন্যের নহে। সাংখ্যাচার্য্যই স্বীকার করিয়াছেন যে, "যখন অতীত ও অনাগত জন্য বস্তু প্রকৃতিতে লীন থাকে, তখন তাহা যোগীই কারণে চিত্ত সংযম দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখেন।" এক্ষণে বলুন দেখি যে, অতীত অনাগত বস্তু সাধারণের প্রত্যক্ষ বলিয়া কি তাহা নাই?

কপিলও ইহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন যে, অলৌকিক পদার্থ মাত্রেই যোগী মনের প্রত্যক্ষ বিষয় হয়; অতএব "ঈশ্বর সিদ্ধ" হইলেন। "ঈশ্বরাসিদ্ধে" মহর্ষি কপিলের এই সূত্রের উদ্দেশ্য যে, লৌকিক বা বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর প্রমা-জ্ঞান হয় না, অর্থাৎ ঈশ্বর সাধারণ মনবুদ্ধির গম্য নহেন বলিয়াই ঈশ্বর সত্ত্বা অসিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ অনুমান, প্রমাণ দ্বারাও নির্ণীত হয় যে, ঈশ্বর আছেন, অর্থাৎ জগৎ জন্য, জন্য-মাত্রেরই জনক (কর্ত্তা) আছে,—সেই জনক কে? মনুষ্য ও দেবতা এবং প্রকৃতিতে (মায়াতে) তাহা সম্ভবে না, এইরূপে জগতান্তর্গত পদার্থের একটিও সে কর্ত্তা নহে। কারণ ইহারা সকলেই বিকারী, আর বিকারী বস্তু মাত্রেই উপাদান, উপাদান কখনও নিমিত্ত কারণ (জনক) হয় না, সুতরাং সেই কর্ত্তা (জনক) জন্য, হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এইরূপ নির্ণীত হন। অর্থাৎ এক চিন্ময় পুরুষই এই জগতের জনক (কর্ত্তা) এবং "দ্বৈত সত্ত্বা না

থাকাতে" সেই সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন পুরুষের যে "অজ্ঞান" (মায়া) তাহাই জগতের প্রসূতি। এইরূপ শেষবং অনুমানের দ্বারা নির্দ্দিষ্টরূপে নির্ণীত হয় যে, সেই বিশ্ব-জননী মায়া চিন্ময়ের প্রথম উপহিতাবস্থাই (অর্থাৎ হিরণ্য গর্ভাভিমানই) "ঈশ্বর।

বস্তুতঃ মায়ার সৃষ্টিই ঈশ্বর, যথা,—

(ক) পূর্ণ চৈতন্য।
(খ) পূর্ণ মায়া।
(গ) পূর্ণ মহৎ।
(ঘ) পূর্ণ অহং।
(ঙ) পূর্ণ মন।
(চ) পূর্ণ উভয়েন্দ্রিয়।
(ছ) পূর্ণ পঞ্চ প্রাণ।
(জ) পূর্ণ পঞ্চতন্মাত্র।

এই ঈশ্বরই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ব-কর্ত্তা। এই ঈশ্বরই স্বীয় মনকে তিন ভাগ (শ্রুতি-ত্রিবিৎ করণ) করিয়া, প্রথমাংশে পূর্ণ-দশ-ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয়াংসে পূর্ণ পঞ্চপ্রাণ এবং তৃতীয়াংসে পূর্ণ পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। (অর্থাৎ যেরূপ এক দুগ্ধই জল ও ছানা উভয়-রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের এক মনই ইন্দ্রিয় প্রাণ এবং তন্মাত্র রূপে পরিণত) এবং সেই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূল ভুত ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই ঈশ্বরই আপনার শরীর (মহৎ অহং মন ও ইন্দ্রিয়াদি) হইতে জীবের ব্যষ্টিমহৎ অহং মন ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি করিয়া পঞ্চ স্থূল-ভুত হইতে তাহার আধার স্থূল শরীর অর্থাৎ ভুতের সত্ত্বাংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থান, রজাংশ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্থান এবং তমাংশ হইতে সমগ্র স্থূল দেহটি সৃষ্টি করিয়াছেন। যেরূপ পিতার অঙ্গ হইতে পুত্র জন্মায় সেইরূপ তাঁহার মহৎ, অহং, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ হইতে জীবের মহৎ, অহং, মন, ইন্দ্রিয়, ও প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। এবং যেরূপ পূর্ণ মহৎ পূর্ণ অহংকে, পূর্ণ অহং পূণ মনকে, পূর্ণ মন পূর্ণ দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চতন্মাত্র ধারণ করিয়া আছে, সেইরূপ জীবের ব্যষ্টিমহৎ অহংকে, অহং মনকে, মন দশেন্দ্রিয় ও প্রাণকে, প্রাণ স্থূলদেহকে ধারণ করিয়া আছে। এই ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে তৃতীয় বা জীবের সৃষ্টি, সেই জীবের সৃষ্টিই শীল্পাদি।

এটি স্বতঃসিদ্ধ যে কার্য্য মাত্রেরই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ধরিতে হইবে, এই নিয়মে শীল্পাদির পূর্ব্ব কারণ জীবই। এইরূপে দ্বিতীয় (স্থাবরজঙ্গমাত্মকজগৎ ও জীব) সৃষ্টির কারণ নির্ণয় করিতে হইলেও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ঈশ্বরই হইবেন। মায়া কখনই ঐ উভয়বিধ সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হইতে পারে না। অর্থাৎ যেরূপ এই দেহের পূর্ব্ববর্ত্তী উপাদন অন্ন, এবং অন্নের পূর্ব্ব-বর্ত্তী উপাদান কারণ ক্ষিতি জল, সেইরূপ ঐ নিয়মে যখন আমরা প্রথম সৃষ্টির (ঈশ্বরের) কারণ জিজ্ঞাসু হইব, তখন মায়াই তাহার পূর্ব্ব-বর্ত্তী উপাদান কারণ হইবে।

জীবের জনক (ঈশ্বর) সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ব কর্ত্তা, সেই জন্য জীবও অল্পব্যাপী অল্পজ্ঞ এবং ক্ষুদ্র কর্ত্তা, অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাধি পূর্ণ (মায়া), সেই জন্য তিনিও পূর্ণ, এবং জীবের উপাধি অপূর্ণ (অবিদ্যা), সেই কারণে জীবও অপূর্ণ।

সাংখ্যাচার্য্য প্রথম সৃষ্টির (হিরণ্যগর্ভাভিমানের) নিমিত্ত কারণ আত্মা ও উপাদান মায়া (সাংখ্য প্রকৃতি) ধরিয়া দ্বিতীয় (ঈশ্বরের) সৃষ্টি অঙ্গীকার না করিলেও ঈশ্বরবাদের সহিত সাংখ্য মতের সামঞ্জস্য আছে,—অর্থাৎ সাংখ্য মতের পুরুষ উপহিত প্রকৃতির বিকারই মহৎ, মহতের বিকার অহং এই অহং তত্ত্বের সমষ্টিই হিরণ্যগর্ভাভিমান, এই হিরণ্য গর্ভাভিমান হইতেই ব্যষ্টি জীবাভিমানের সৃষ্টি হইয়াছে।

সাংখ্যবাদীরা আরও বলেন যে, যদি ব্যষ্টি জীবাভিমান ও স্বতন্ত্র হিরণ্যগর্ভাভিমান থাকে,

তাহা হইলে আমরা প্রভু ও ভৃত্যের মত পরার্থ স্বার্থ দেখিতে পাই না কেন?—এতদুত্তরে আমারা বলিব যে, প্রভুর পরার্থ ও ভৃত্যের স্বার্থ উভয়ই লৌকিক দৃষ্টান্ত। কিন্তু ঈশ্বরের পরার্থ অমানুষিক, এই জন্য লোক দৃষ্টির অতীত, অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত যোগীগণই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। আর জীবের স্বার্থ লৌকিক, সেই জন্যই মানুষ দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই। অতএব ঈশ্বরের পরার্থ থাকাও সিদ্ধ হইল।

এক্ষণে শব্দ প্রমাণ (অভ্রান্ত বেদবাক্য) দ্বারা প্রমাণ করিব যে, "ঈশ্বর আছেন।" যথা শ্রুতি "সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা।" সাংখ্যবাদীগণ বলেন যে, "ঈশ্বর বিষয়ে এইরূপ শ্রুতি আছে সত্য, তাহা মুক্তাত্মার প্রশংসা মাত্র"। এটি সাংখ্যবাদীদের অযুক্তিযুক্ত কথা, কারণ মুক্তাত্মা নির্গুণ, তাঁহাতে "মহৎ" নাই; মহৎ না থাকিলে পুরুষ "সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা" হইতে পারেন না। সুতরাং "মুক্তাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-কর্ত্তা" সাংখ্যের এইরূপ যুক্তি দ্বারা শ্রুতির অপলাপ হইতেছে, কিন্তু শ্রুতি কথনই মিথ্যা উপদেশ করেন না। অতএব "সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" এই শ্রুতিতে প্রমাণ হইল যে, ইহা ঈশ্বরোদ্দেশেই বলা হইয়াছে, মুক্তাত্মার প্রশংসাসূচকতা নহে। যদি বলেন যে, সিদ্ধ পুরুষের উদ্দেশে ঐ শ্রুতি আছে, এবং এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সিদ্ধপুরুষের ঐরূপ শক্তি ("সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা") হয়, তাহাও যুক্তি সংগত নহে; কারণ চিত্তই বিষয়াকারে পরিণত হইয়া বিষয় জ্ঞান জন্মায়, যেরূপ দিপালোক গৃহাকারে পরিণত হইলে তবে গৃহ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ চিত্ত বিষয়াকারে পরিণত হইলে তবে বিষয় প্রকাশিত হয়। যে সময় চিত্ত ঘটাকারে পরিণত হইয়া ঘট জ্ঞান জন্মায় সেই একই সময়ে কি চিত্ত প্রস্তরাকারে পরিণত হইয়া প্রস্তর জ্ঞান জন্মাইতে পারে? মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে, পরপর বিষয় সকলই আমরা চিত্ত দ্বারা গ্রহণ করি; এবং এইরূপ ক্রিয়া শক্তিও একটির পর একটি হইয়া থাকে। অতএব এই যুক্তি দ্বারা নিরাকৃত হইল যে, সিদ্ধ পুরুষ "সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা" নহেন, তবে সাধারণ জীবের সহিত সিদ্ধ পুরুষের প্রভেদ এই যে, তাঁহার চিত্ত সত্ব প্রধান বলিয়াই তিনি অলৌকিক অতীত অনাগত বিষয় জানিতে পারেন, এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহাদিতে চিত্ত সংযম করিতে পারেন। অপিচ সিদ্ধগণ ঈশ্বরে সংযম করিয়া *ঈশ্বরত্ব ও লাভ করিতে পারেন। অতএব "সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" এই শ্রুতিতে নিশ্চয় হইল যে, "সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর আছেন।

সাংখ্যমতে ঈশ্বর না স্বীকার করিবার আর এক কারণ এই যে, ঈশ্বর যদি জীবের মত বদ্ধ হন, তাহা হইলে বন্ধন হেতু তিনি অকর্ত্তা। এইখানে আমরা বলিব যে তিনি যুক্ত নহেন, জীবের মত বদ্ধই, বদ্ধ বলিয়া যে তাঁহাতে কর্তৃত্ব নাই, এযুক্তি নিতান্ত অসঙ্গত। তাহার কারণ এই যে, স্বমতে ও সাংখ্যমতে প্রকৃতি (মায়া) সংযোগ হইতে আত্মার আভিমানিক বন্ধন, সেই বন্ধন হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহং, এই "অহং"ই "সর্ব্বকর্ত্তা", সুতরাং ঈশ্বর বদ্ধ হইলেও সর্ব্বকর্তৃত্বের বাধ হইতেছে না।

ঈশ্বরেরও জীবের মত অপবর্গ হয়, তাঁহার মোক্ষ আর মহাপ্রলয় একই কথা। এই প্রলয়কালে (ঈশ্বরের বিবেক জ্ঞানে) তাহার

* "যেম পূর্ব্বজন্মনি হিরণ্য গর্ভোহহমস্মি ইতি ভেদাভেদ ভাবনয়া পরমাত্মোপাসনা কৃতা তদীয়ং লিঙ্গ শরীর বিচ্ছিন্নং জীবং অনুপ্রবিশ্য স্বয়ং পরমাত্মৈব হিরণ্য গর্ভরূপতয়া প্রাদুর্ভূতঃ।" মনু—৯ শ্লোক। এই টীকা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা আছে, এবং যোগী সেই ব্রহ্মাতে একাগ্রচিত্ত হইয়া ধারনা, ধ্যান, সমাধি দ্বারা জন্মান্তরে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

সহিত সমস্ত জীব ও পঞ্চ ভূতাত্মকজগত মুক্তি লাভ করে।

ঈশ্বরাভিমান লয়কালে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সাম্যাবস্থা হয়। এই সাম্যাবস্থাই একটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত, এবং আর একটি নূতন সৃষ্টির আদি। এই আদিতে আবার* গুণবৈষম্য হইয়া মহদাদি ক্রমে নূতন হিরণ্যগর্ভাভিমান আবির্ভূত হন, এবং তাঁহা হইতেও জগৎ প্রকাশিত হয়। শেষ মীমাংসা এই যে, যে সকল কার্য্য কারণত্ব লোক দৃষ্টি ও বুদ্ধির অগম্য তাহাই ঈশ্বরের সৃষ্টি জানিবেন। এখন্ বলিতে পারেন, যদি ঈশ্বরের সহিত সমস্ত বিশ্বের মুক্তি হয়, তাহা হইলে জীবের স্বতন্ত্র মোক্ষ সাধনের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ লাভ করিতে হইলে বহু*কাল সাপেক্ষ ও অসংখ্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সুতরাং পুরুষার্থ দ্বারা যতশীঘ্র ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ততই শ্রেয়স্কর।

——

প্রায়শ্চিত্ত বিধি।

গৌতম দুগ্ধ [illegible]াধেরমৃত করংপিতরং তমানতোহস্মি। ঈশোনাস্তি-যদন্যো যেনচ মনন সত্তোবাপি।

শাস্ত্রোক্ত নিত্যকার্য্য না করিলে, বা নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে, যে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহার নাম পাপ—অধর্ম্ম।

এই পাপ নয় প্রকার, যথা,—অতিপাতক (১), মহাপাতক (২), অনুপাতক (৩), উপপাতক (৪), জাতি ভ্রংশকর (৫), সংকরি করণ (৬), অপাত্রি করণ (৭), মলাবহ (৮), এবং প্রকীর্ণক (৯)। মাতৃ গমন, কন্যা গমন এবং পুত্রবধু গমন—অতিপাতক। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ৮০ রতির অন্যূন ব্রাহ্মণ স্বর্ণ হরণ, বিমাতৃ গমন, এবং এই সকলের মধ্যে যে কোন একটী অকার্য্যকারী ব্যক্তির সহিত সংসর্গ—মহাপাতক।

সুরাপান—দ্বিজাতির, এবং ব্রাহ্মণী গমন—শূদ্রের মহাপাতক। ভর্তৃহত্যা স্ত্রীলোকের মহাপাতক। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ হইতে পলায়ন, আর শূদ্রের পঞ্চগব্য পান মহাপাতকের তুল্য। পিতৃব্য পত্নি, মাতামহী, মাতুলানী, শাশুড়ী, রাজপত্নী, পিসী, মাসী, ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া, পুরোহিত স্ত্রী, মামাত ভগিনী, মাস্তুত ভগিনী, পিস্তুত ভগিনী, খুড়তাত ভগিনী, অধ্যাপক পত্নী, বন্ধু পত্নী, ভগিনীর সখী, জেঠতাত ভগিনী, নিকট জ্ঞাতির স্ত্রী কন্যা উৎকৃষ্ট বর্ণা। ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণী, অবিবাহিতা চাণ্ডালী প্রভৃতি অন্য জাতিয়া, রজকাদি অন্ত্যজ জাতিয়া, রজস্বলা, সন্নাসিনী, শরণাগতা, এবং অভিভাবকেরা বিশ্বাস পূর্ব্বক যে স্ত্রীকে নিজের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছে, সেই স্ত্রী, ইহাদিগের মধ্যে যে কোন স্ত্রীতে উপগত হইলে অনুপাতক হয়। ইহা অগম্যাগমন।

উৎকর্ষের জন্য মিথ্যা ব্যবহার, যথা শূদ্রাদির যজ্ঞসূত্র ধারণ, বা ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম পরিচয় দান, উৎকৃষ্ট লোকের উৎকর্ষ হানিকর মিথ্যা কথা, রাজার নিকট নির্দ্দোষ ব্যক্তির দোষখ্যাপন, জন্মদাতার উপর মিথ্যা দোষারোপ, অসৎ শাস্ত্রানুশীলনে অধীত-বেদ বিস্মৃতি, বেদ নিন্দা, মিথ্যা সাক্ষ প্রদান, বন্ধুহত্যা, অন্ত্যজাদির অন্নভোজন, লশুনাদি অভক্ষ্য ভোজন, গচ্ছিত বস্তু প্রত্যর্পণ না করা, আর মানুষ, অশ্ব, রৌপ্য, জমী, হীরক, এবং মণি অপহরণ—ইহাও জ্ঞানতঃ বহুবার কৃত হইলে অনুপাতক হয়।

রজস্বলা স্ত্রী, গর্ভবতী স্ত্রী, অত্রিগোত্রসম্ভূতা স্ত্রী, জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃতা স্ত্রী, শরণাগতা এবং যাহা স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া অনিশ্চিত সেই ভ্রূণ ইহার মধ্যে যে কোন একটী হত্যা করিলে অনুপাতক হয়।

* তত্ত্ব বিচার। ২য় ভাগ সাংখ্য বিদ্যা দেখুন।

* ঐ ব্রহ্মার আয়ু (প্রলয় কাল) দেখুন।

গোহত্যা, আচার্য্য যাজন, পরদার গমন, আত্মবিক্রয়, পিতৃত্যাগ, মাতৃত্যাগ, গুরুত্যাগ অধীতবেদ বিস্মরণ, পুত্রত্যাগ, পরিবিত্তিতা, পরিবেদন, পরিবিত্ত ও পরিবেত্তাকে কন্যাদান, পরিবিত্তি ও পরিবেত্তার যাজন, কন্যাদূষণ, বুসীদ জীবন, ব্রতলোপ, তত্তাগবিক্রয়, উপবন বিক্রয়, পত্নী বিক্রয়, কন্যা-পুত্র বিক্রয়, যথা-কালে উপনীত না হওয়া, বান্ধবত্যাগ, বেতন লইয়া অধ্যাপন, বেতন দিয়া অধ্যায়ন অতি-বিক্রয়, সকল আকরে অধিকার, তৈল যন্ত্রনাদের প্রবর্ত্তন, ধান্যাদি ওষধি হিংসা, স্ত্রীর উপা-র্জ্জিত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করা, অভিচার, বশীকরণাদি কার্য্য, রন্ধন কাষ্ঠের জন্য বহুতর জীবন্ত বৃক্ষচ্ছেদন, কেবল আত্মোদর ভরণার্থ রন্ধন করা, নিন্দিত অন্ন ভোজন, সাগ্নিক না হওয়া, চৌর্য্যকরা, দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ না করা, অসং শাস্ত্রে চর্চ্চা, নটবৃত্তি, মদ্য পায়িনী পত্নী সংসর্গ, স্ত্রীহত্যা, শূদ্রহত্যা, বৈশ্যহত্যা, ক্ষত্রিয়হত্যা, এবং নাস্তিকতা এই সকল উপপাতক।

ব্রাহ্মণের পীড়া দেওয়া, লশুনাদি অঘ্রেয় বস্তু বা মদ্য আঘ্রাণ, কুটিলতা, পশুমৈথুন, এবং পুং-মৈথুন, এই সকল জাতি ভ্রংশকর পাপ। গ্রাম্য ও আরণ্য পশুহত্যা—সংকরীকরণ।

নিন্দিত ব্যক্তির নিকট ধন গ্রহণ, বাণিজ্য, শূদ্র সেবা ও মিথ্যাকথা বলা, অপাত্রী করণ। কৃমিহত্যা, কীট হত্যা, পক্ষী হত্যা, মাদক দ্রব্য সেবন, ফলকাষ্ঠপুষ্পাপহরণ, এবং অত্যন্ত অধীরতা—মলাবহ পাপ। যে পাপ ইহার অন্তর্গত নহে তাহা প্রকীর্ণক।

তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব ইত্যাদি নানাবিধ নরক আছে। অকৃত প্রায়-শ্চিত্ত অতিপাতকীগণ এক কল্পকাল যথাক্রমে এই সমস্ত নরক ভোগ করে। মহা পাতকী-গণ এবং অনুপাতকীগণ এক মন্বন্তর, উপ-পাতকীগণ চতুর্যুগ, জাতিভ্রংশকর, সংকরীকরণ অপাত্রীকরণ এবং মলাবহ এই সকল পাপাচারী ব্যক্তিগণ সহস্র বর্ষ, আর প্রকীর্ণক পাতকীরা বহুবর্ষ সমষ্টি নরক ভোগ করে।

নরকে অসীম যন্ত্রণা। নারকীয় কালানলের বিশ্ববিজয়িনী ঘোর শিখা আলিঙ্গণ করিয়া থাকিতে হয়। কালকূট বিষধর ভুজঙ্গ কুলের তীব্র-দশনাঘাত, শার্দ্দূলগণের বজ্র নখ দংষ্ট্র প্রহার সহ্য করিতে হয়। রাক্ষস ভল্লূকাদির করাল গ্রাস হইতে রক্ষা হইবার যো নাই। প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রখর কিরণে অগ্নিবৎ প্রতপ্ত বালুকারাশিতে অবিরত পরিভ্রমণ করিয়া মূর্চ্ছিত ও মৃতকল্প হইতে হয়। পরিশ্রম ও ক্লেশের অপনোদনার্থ বৃক্ষছায়া-তলে উপস্থিত হইলেও সেই সমস্ত বৃক্ষের পত্র রাশি ক্রকচ রূপে মস্তকে নিপতিত হইয়া শরীর দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। কিন্তু ইহাতেও সে ভোগ দেহের অবসান হয় না, শত শতবার যন্ত্রণাময় শরীর উদ্দূত হইয়া পাপীকে নব নব দুঃখ ভোগে অধিকারী করে, তীক্ষ্ণাগ্র লৌহশলাকার উপর অবিরত পর্য্যটন করিয়া ক্ষতবিক্ষত দেহ হইতে হয়, প্রতপ্ততৈল কটাহে সিদ্ধ হইতে হয়, লৌহশিলাখণ্ডে নিষ্পিষ্ট হইতে হয়। আবার এই সকল যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আর্ত্ত-নাদ করিলে, কাতরতা জানাইলে, দুরন্ত যম-কিঙ্করগণের লৌহদণ্ডাঘাতে চূর্ণ হইতেও হয়। ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল চাহিতেও অধিকার থাকে না। বিষ্ঠা, মূত্র, পূঁয, শোণিত, হ্রদে নিমগ্ন থাকিয়া তাহাই আহার করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে হয়, ইদ্রদেও নিরন্তর লৌহ-মুখ কৃমি কুলের দংশনে অধীর হইতে হয়। ইহ-লোকে যেসকল দুঃখ দুঃসহ বলিয়া জানা আছে, নারকীগণ সেই সকল দুঃখকে সুখের সমান মনে করে। নারকীগণ এইরূপ অবর্ণনীয় বিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে নিরন্তর কৃতকর্ম্মের অনু-শোচন করে, কিন্তু তখন "নির্ব্বাণ দীপেতৈল দানের মত সকলই নিস্ফল হয়।*

* এসমস্তই যথা শাস্ত্র বলা যাইতেছে।

নরক ভোগ ক্ষয় হইলে পাপীগণ অধম যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে থাকে। যথা অতি-পাতকীগণ কৃমি যোনিতে, অনুপাতকীগণ পক্ষি-যোনিতে ইত্যাদি। সকল পাপীরাই নিকৃষ্ট যোনিতে উৎপন্ন হয়। তৎপর ক্রমে ঊর্দ্ধ উৎকৃষ্ট যোনিতে উংপন্ন হইতে হইতে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ হইলেও তাহাতে কুৎসিত রোগাক্রান্ত হইতে হয়। যথা অতিপাতকী কুষ্ঠরোগী, ব্রহ্ম-হত্যাকারী যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত ইত্যাদি।

"চরিতব্যমতো নিত্য প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে। যদি এই সমস্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে ইচ্ছা না থাকে, তবে ভাই! পাপ করিতে প্রবৃত্ত হইও না। যদিবা কখন কোন রূপে পাপ কার্য্য হইয়া যায় তাহা হইলে বিশুদ্ধ হইবার জন্য নরক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পাপ পুণ্য সামাজিক নিয়ম নহে, স্বর্গ নরক কবি কল্পনা নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে ইহার প্রতি কোনরূপ সংশয় করা মূঢ়ের কর্ত্তব্য। কেন ভাই! ক্ষণিক সুখের জন্য পাপ করিয়া চিরকাল কষ্ট পাইবে? যদি কখন কিছু করিয়া থাক আইস, অসীম যন্ত্রণাপ্রদ বিষম ব্যাধি পাপের উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া দিই, বিলম্ব করিও না, এই সংসার কয়দিন? এই খদ্যোত প্রভা, এই সৌদামিনী স্ফুরণ চিরস্থায়ী নহে। যাহার জন্য এত ব্যগ্র হইয়া শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধলঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছ, সেই দারা সুত, এই দেহ, এসমস্তই ক্ষণভঙ্গুর। যাহা স্থায়ী, তোমার দেহ গেহ স্ত্রী পুত্র সকল যাইলেও যাহা অবস্থিত থাকিবে, তাহাকে সেই আত্মাকে পাপ মুক্ত কর, বিষম ব্যাধি হইতে উদ্ধার হও, কত-কাল কত মহাকাল সুখে অতিবাহিত করিতে পারিবে। কেন ক্ষণিক সুখার্থ ব্যগ্র ও ক্ষণিক দুঃখে ভীত হও।

পাপ হয় প্রায়শ্চিত্ত করিব ভাবিয়াও অকার্য্য করিও না, তাহাতে পাপ ক্ষয় হয় না। কোনরূপে অকার্য্য হইয়া যাইলে তাহার জন্য অনুতপ্ত হইবে, এবং আর যাহাতে অকার্য্য না হয় তদ্বি-ষয়ে বিশেষ যত্নবান থাকিবে। বুঝিলেত? এখন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাগুলি বলিয়া দিতেছি মন দিয়া শুন।

সামান্য কাণ্ড।

প্রায়শ্চিত্ত উপদেশের পূর্ব্বে গুটীকত আবশ্যকীয় কথা বলিতেছি। প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিনে নখকেশ স্মশ্রু কর্ত্তন করিবে, এবং একটু ঘৃত ভোজন করিয়া উপবাসী থাকিবে। প্রদোষ কালে প্রায়শ্চিত্ত সঙ্কল্প করিবে। বিদ্বান্-ব্রাহ্মণ, রাজা এবং স্ত্রীলোকদিগের গোবধ মহাপাতক এবং অতিপাতক এবং অনুপাতক ব্যতীত পাপে কেশ বপন হইবে না, এবং এই সকল পাপেও স্ত্রীলোকদিগের দুই অঙ্গুলি কেশাগ্রচ্ছেদন করিবে। কেশ ধারণে ইচ্ছা থাকিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ, ষোড়শবর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালক, এবং রোগী ও স্ত্রীলোকদিগের অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত, আর যাহাদিগের বয়ঃক্রম পাঁচ বর্ষ হইতে একাদশ বৎসরের মধ্যে তাহাদিগের এক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। গোবধ প্রভৃতি কোন কোন পাপে শূদ্রের অর্দ্ধ। স্থলে স্থলে বিশেষ বচন বলে আরও ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত শূদ্রের আছে। স্ত্রীত্ব বালত্ব প্রভৃতি দুই বা তিন ধর্ম্মাক্রান্ত এক ব্যক্তি এক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত। এক চতুর্থাংশের ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত কাহারও হইবে না।

একটী গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত করিলে, বড় বড় পাপের সঙ্গে ছোট ছোট পাপগুলিও যায়।

যে সকল পাপ অনুপাতকের মধ্যে এবং উপপাতকের মধ্যে গণিত, যথা অভক্ষ ভক্ষণ প্রভৃতি তাহা যে পর্য্যন্ত লঘু প্রায়শ্চিত্ত নাশ্য থাকিবে তাবৎ উপপাতক বলিয়া জ্ঞাতব্য। বারং-বার কৃত হইয়াই হউক আর যেরূপেই হউক গুরু প্রায়শ্চিত্ত নাশ্য হইলেই অনুপাতক হইবে। অতিপাতক, মহাপাতক এবং অনুপাতক বারং-

বার কৃত হইলেও এক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তৎসমুদায় বিনষ্ট হয়। গোবধ বা অন্য গুরু উপপাতকে যতবার কৃত হইবে এক একটী করিয়া তৎসমুদয়ের প্রায়শ্চিত্ত হিসাব করিয়া লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তম্মধ্যে যে গুলি অনুপাতকরূপে পরিণত হয় তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত বৃদ্ধি হয় না। দ্বাদশ বার্ষিক প্রায়শ্চিত্তই তাহার চরম। কেবল চণ্ডাল, যবন, ম্লেচ্ছাদি অন্ত্য জাতিয় জ্ঞান পূর্ব্বক অষ্টচত্তারিংশদ্বার ভোজনে এবং অন্ত্যজদিগের অন্ন ষণ্নবতিবার ভোজনে মরণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে ইহা বাচনিক। নির্দ্দিষ্ট না হইলেও প্রতিগ্রহপাপ ভোজন পাপবৎ অনুপাতক মধ্যে গণিত হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপপাতক জাতিভ্রংশকরাদি পাপ বারংবার কৃত হইলে বৃদ্ধি পাইবে বটে, কৃতত্তাহস প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশ বার্ষিক কোন কালেই হইবে না। চান্দ্রায়ণ বা বার্ষিক ব্রতাদিই তাহার চরম প্রায়শ্চিত্ত। প্রকীর্ণ পাপের লাঘব গৌরব কল্পনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত বিধি হইবে। তৎপর সুরা পানের কথা।—গৌড়ী, পৈষ্টী, এবং মাধ্বী এই তিন রকম সুরা, এতদ্ভিন্ন দ্রাক্ষরস, খর্জ্জুর রস তালরস ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত মাদক দ্রব্য, মদ্য। পৈষ্টীসুরাপান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মহাপাতক। আর গৌড়ী মাধ্বী সুরাপানের আবৃত্তি হইলে ব্রাহ্মণের মহাপাতক। অন্য প্রকার মদ্য পানে চান্দ্রায়ণাদি কর্ত্তব্য, অত্যন্ত আবৃত্তি হইলে ইহাতেও মরণ প্রায়শ্চিত্ত।

সংসর্গ পাপের কথা। আমার ‘মত পাতকী এবং মহাপাতকীর সংসর্গ মূল পাপ মহাপাতক, অন্যান্য সংসর্গ পাপের মত সংসর্গ পাপ নহে। সুতরাং এই পাপীর প্রথম সংসর্গী সার্দ্ধ ত্রয়োদশ বার্ষিক ব্রত, দ্বিতীয় সংসর্গী নব বার্ষিক ব্রত এবং তৃতীয় সংসর্গী সার্দ্ধ চতুর্ব্বার্ষিক ব্রত করিবে। “সংসর্গশ্চাপিতৈঃ সহ” এই বচনে সংসর্গ পাপের মহা পাতকত্ব কথন এই উদ্দেশেই হইয়াছে, নচেৎ অন্যান্য পাপী সংসর্গের মত তদীয় সংসর্গ যে পাপজনক এবং এক চতুর্থাংশন্যূন প্রায়শ্চিত্ত নাশ্য ইহা স্থির থাকিতে এই বচনাংশের বৈচর্য্যাপত্তি। বিষ্ণু বচনে ত্রিবিধ আপ্পাতক নির্দ্দেশের পর চতুর্ব্বিধ মহাপাতক নির্দ্দেশ আছে, তদনন্তর “তৎসংযোগশ্চ” অর্থাৎ যাহাদিগের সহিত সংসর্গও মহাপাতক এই “তাহাদিগের” শব্দে অতিপাতকী মহাপাতকী উভয়ের গ্রহণ জানিবে। মনু বচনে অতিপাতক নির্দ্দেশ না থাকায় অতিপাতক পূরণবৎ ইহারও পূরণ হইবে। অথবা যে জাতীর পাপীর সহিত সংসর্গ হইবে সংসর্গী ও তজ্জাতীয় পাপী। যথা অতি পাতকি সংসর্গী অতিপাতকী, অনুপাতকি সংসর্গী অনুপাতকী ইত্যাদি ইহা জানিবার জন্য “সংসর্গশ্চাপি” উক্ত হইয়াছে। তথাচ সকল পাপেই অনুবৃত্তি করিয়া ঐ অংশ অন্বিত করিয়া লইবে। বিধিকাণ্ড।

জ্ঞানতঃই হউক আর অজ্ঞানতঃই হউক অতিপাতক করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত মরণ তুষানল জল প্রবেশ ইত্যাদি মরণের উপায় অথবা চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত তাহার প্রায়শ্চিত্ত। কলিকালে ব্রাহ্মণদিগের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত নিষিদ্ধ, সুতরাং চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত তাহার কর্ত্তব্য। চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত স্বরূপ পরে উক্ত হইবে। ১।

জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করিলে শাস্ত্র বিহিত মরণ প্রায়শ্চিত্ত অথবা চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত। লোম হইতে আরম্ভ করিয়া মজ্জা পর্য্যন্ত অগ্নিতে আহুতি দিয়া দেহ ত্যাগ ব্রহ্মঘাতীর শাস্ত্র বিহিত মরণ। অজ্ঞান পূর্ব্বক করিলে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত, বনে কুটীর করিয়া তাহাতে বাস, ক্ষৌর কর্ম্ম পরিত্যাগ, বন্য ফল মূল আহার, বন্য ফল মূলে জীবন ধারণ অসম্ভব হইলে নিজ দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করতঃ শেষ বেলায় গ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক ভিক্ষাচরণ ও প্রাণ ধারণ যোগ্য। সেই আহার সর্ব্ব কামনা বর্জ্জন, ব্রহ্মচর্য্য

স্থণ্ডিল শয়ন এবং ত্রিকালীন স্নান, আত্মগ্লানি এই সকল কার্য্য দ্বাদশ বৎসর অনুষ্ঠিত হইলে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত নামে অভিহিত হয়। দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতই মহাব্রত ইহা দুইবার করিলে চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রতই হয়। ব্রহ্মঘাতী খট্টাঙ্গের উর্দ্ধে শবমুণ্ড স্থাপিত করিয়া তাহা লইয়া বিচরণ করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জ্ঞান-পূর্ব্বক সুরাপান করিলে জলন্ত সুরা, বা জলন্ত গোমূত্র প্রভৃতি অন্য কোন বস্তু পান করিয়া তাহার উত্তাপে দগ্ধকণ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত অথবা চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত। অজ্ঞান পূর্ব্বক করিলে দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। ইদানীন্তন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় দ্বিজাতি ব্রাহ্মণের ৮০ রতির অন্যূন সুবর্ণ জ্ঞান-পূর্ব্বক অপহরণ করিলে মরণ প্রায়শ্চিত্ত অথবা চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত। অজ্ঞান পূর্ব্বক করিলে দ্বাদশ বার্ষিক। সর্ব্বত্র স্ত্রীলোক বালক এবং বৃদ্ধের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে।

(ক্রমশঃ)

ভয় কার ?

এই সংসারে ভয়ের কোন কারণ নাই, অথচ ভয় আছে। মিথ্যা মায়া প্রভাবকে যত দিন না মিথ্যা বলিয়া—জানিতে পারিব ততদিন ভয় থাকিবে। নিদ্রাভিভূত ব্যক্তি স্বপ্নে বাঘের ভয়ে ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে স্বাপ্নিক বাঘ মিথ্যা হইলেও তাহার ভয় নিবৃত্তি হয়না, সেইরূপ মায়া নিদ্রাযুক্ত ব্যক্তিই সংসারে ভীত। এই সংসারে যথার্থ বস্তু এক ভিন্ন দুই নাই ইহা যখন জানা যাইবে তখন ভয় থাকিবে না। ‘‘সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিবাক্যে যথার্থ অর্থ জ্ঞান যতদিন না হইবে ততদিন ভয় থাকিবে। আত্মজ্ঞানাভাবেই দ্বৈত ভ্রম উপস্থিত হয় সুতরাং ভয় আছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে ভয়ের কারণ বিদ্যমান না থাকিলেও প্রবেশ করিতে সাহস হয় না; মনে মনে নানারূপ অনিষ্টাসঙ্কা হইতে থাকে। অর্থাৎ মনে হয় এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিব কিরূপে, যদি কোন সর্প, বা বৃশ্চিক পড়িয়া থাকে তাহা হইলে দংশন করিবে এইরূপ আশঙ্কা হইলে যেন প্রদীপালোকের সাহায্য ব্যতীত সে গৃহে প্রবেশ করা যায় না। যাহার হস্তে প্রদীপ থাকে সে কোন ভয় না করিয়াই গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। সেইমত আত্মজ্ঞানরূপ আলোকাভাবেই মূঢ় ব্যক্তিদিগের ভয় হইয়া থাকে। তাহারা মিথ্যাভূত দেহ ও অন্তঃকরণ ধর্ম্মাদিকে আপনার বলিয়া অভিমান বশতঃ স্বীকার করিয়া ভীত ও দুঃখিত হয়।

ইহার প্রমাণ রহূগণ রাজার শিবিকা বহন করিতে করিতে ভরতের গতি বিষমা হইবা মাত্র রহূগণ বক্রোক্তি দ্বারা কহিয়াছিল, হা কষ্ট! অহে ভাই! তুমি একা বহু পথ বহন করিয়া আসিলে তাইকি তোমার ভার বোধ হইয়াছে? এজন্য শ্রান্ত হইয়াছ, তুমি অত্যন্ত কৃশ, না? ইত্যাদি বলিবামাত্র জড়রূপী যোগীবর ভরত উত্তর করিয়াছিলেন যথা।

স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ ক্ষুত্তৃড়্ভয়ং
কলি রিচ্ছা জরাচ।
নিদ্রারতির্ম্মন্যু রহংমদঃ শুচো দেহেন জাতস্য
হিমে ন সন্তি॥

ভাগবত ৫ স্ক ১০ অ ১২ শ্লোঃ!

মহারজ! যে ব্যক্তি দেহের সহিত তদভিমান দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহারই স্থূলত্ব, কৃশত্ব, ব্যাধি আধি (মন পীড়া) ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, ইচ্ছা, জরা, নিদ্রা রতি, মন্যু (ক্রোধ) অহংকার মদ এবং শোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার দেহাভিমান নাই সুতরাং স্থূলত্ব কৃশত্বাদি আমার নাই। জীব শুদ্ধ চিন্ময় হইলেও মায়াবশতঃ জড়দেহে ও লিঙ্গদেহে আত্মাভিমান দ্বারা একটী বিকৃত

স্বরূপকে বরণ করাতেই উপাধি যুক্ত হইয়া থাকেন। যখন কাচ নির্ম্মল থাকে, তখন তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু যখন উহা ধূলিতে সংযুক্ত হয় তখন তাহার স্বচ্ছাবস্থা যাইয়া বিকৃত রূপ উপস্থিত হয়, তখন তাহার একটী উপাধি ঘটিয়াছে। যখন এক বস্তু আসিয়া তাহার শুদ্ধ স্বভাবকে রূপান্তরিত করে তখন সেই অবস্থাকে তাহার উপাধি বলাযায়। জীবেরও অবিদ্যা বশতঃ জড়দেহাদিতে অত্মাভিমান প্রকাশ করাতেই ভয়াদি উপস্থিত হয়। যথা ভাগবতে।

ভয়ং দ্বিতীয়াভী নিবেশতঃ স্যা দীসাদপে-
তস্য বিপর্য্যয়া স্মৃতি।
তন্মায়য়া তো বুধ আভজেত্তং ভক্তয়ৈকয়েশং
গুরু দেবতাত্মা॥

ঈশ্বরের মায়া দ্বারা ঈশ্বর বিমুখ জীবের ঈশ্বর হইতে এই জড় জগৎকে একটী স্বতন্ত্র বস্তু বিবেচনা করায় বিপর্য্যয় স্মৃতি এবং ভয় উপস্থিত হয়। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি গুরু চরণাশ্রয় পূর্ব্বক ভক্তি দ্বারা সেই ভগবানেরই উপাসনা করেন।

এই শ্লোক দ্বারা ইহা জানা যাইতেছে যে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হেতুই ভয় উপস্থিত হয়। যথার্থ আত্মজ্ঞানী সমাধি পরিমার্জ্জিত চিত্ত ঈশ্বর কল্প পুরুষদিগের কোন বিষয়েই ভয় নাই। দধিচী ঋষি দেবতাদিগের প্রার্থনাতে তৎক্ষণাৎ নিজ দেহ পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

শিবিরাজা শ্যেন পক্ষীকে নিজাঙ্গ মাংস অকাতরে ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। শিখিধ্বজ রাজা বিপ্রবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গ দান করিতেও দুঃখ বোধ করেন নাই। মহাভারতে কথিত আছে শিখিধ্বজ রাজার অঙ্গ ছেদন করিবার সময় তাঁহার বামচক্ষু হইতে ঈষৎ অশ্রুবিন্দু নির্গত হইতে দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন মহারাজা আপনি ভীতিবশতঃ রোদন করিতেছেন, আমি আর আপনার অর্দ্ধাঙ্গ চাহি না। তখন শিখিধ্বজ রাজা উত্তর করিয়াছেন, প্রভো! ভয় জন্য রোদন করি নাই আপনি আমার দক্ষিণাঙ্গ গ্রহণ করিলেন, বামাঙ্গ অভিমানে রোদন করিতেছে যে আমার বৃথা উৎপত্তি হইয়াছে যেহেতু আমি ব্রাহ্মণের কার্য্যে আসিলাম না।

এইরূপ অন্যান্য স্থলেও ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্যাবলীকে আমরা অলীক বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি। কারণ আত্মজ্ঞানী পুরুষ সকল অকাতরে যে লোকাতীত কার্য্য সমূহ সম্পন্ন করেন তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা দেখিতে পাই যদি কেহ আমাদের দেহে প্রহার করিল তাহাতে অতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং শিবি, দধিচী, শিখিধ্বজ প্রভৃতি যাহা যাহা কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হইবে কেন। যতদিন পিত্ত-দোষে রসনা দূষিত থাকে ততদিন শর্করার মিষ্টত্বানুভব কদাচ হইতে পারে না। আমাদের বিষয়রূপ পিত্তদূষিত চিত্ত, সুতরাং আত্মজ্ঞানী পুরুষদিগের মধুরময় ভাব সকল উপলব্ধি করিব কিরূপে।

যাঁহারা যোগবল প্রভাবে অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকেন, যাঁহারা এই জড় দেহাদি হইতে আত্মাকে পৃথক বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারাই মায়া নিদ্রা হইতে জাগরিত, সুতরাং মিথ্যাভূত ভয়াদিতে তাঁহারা ভীত হইবেন কেন। যদিও তাঁহারা সংসারে বিচরণ করেন, তথাপি সংসারের কার্য্য সকলের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

যেমন সর্পদিগের দন্ত উৎপাটন করিয়া দিলে সে সর্প দংশনেত ভয় হয় না, সেইরূপ মুক্ত পুরুষদিগকে কর্ম্মবন্ধনে যুক্ত হইতে হয় না। সংসারের কোন কার্য্যই তাঁহাদের ভয় জন্মাইতে পারে না,—জাগরণে ভয়ং নাস্তি

ভয় কেবল নিদ্রিত ব্যক্তির। যেমন কোন ব্যক্তি নিদ্রাবস্থাতে স্বপ্নে দেখিল ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে তৎক্ষণাৎ সে অতি ভীত হইল, কিন্তু যখন জাগিয়া উঠিবার পর তাহার স্বপ্নকথা মনে পড়ে, তখন হাসিতে হাসিতে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে পরিচয় দেয় যে আজ আমি স্বপ্নে বাঘের ভয়ে যেরূপ ভীত হইয়াছিলাম তাহা আর কি বলিব। জাগরিত ব্যক্তির যেন স্বপ্ন কথা মনে হইলেও আর কোন ভয় হয় মা। সেইরূপ যাহারা এই সংসারে নিদ্রিত তাহাদেরই ভয়, যথার্থ জ্ঞানী-ব্যক্তিই জাগরিত; সুতরাং তাঁহার ভয় হইতে পারে না।

যানিশা সর্ব্বভূতানং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযনী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
ভগবদ্গীতা ২ অধ্যায় ৬৯ শ্লোক।

যাহা সর্ব্বভূতের পক্ষে নিশা, সংযমী তাহাতে জাগরিত থাকেন এবং যাহাতে সর্ব্বভূত জাগরিত, তাহাই সংযমী মুনির নিকট রজনীবৎ।

অর্থাৎ বুদ্ধি দুই প্রকার, আত্ম-প্রবণা এবং বিষয় প্রবণা। যাহা আত্মপ্রবণা বুদ্ধি তাহা সর্ব্বভূতের পক্ষে রাত্রি বিশেষ। রাত্রিতে কি কি ঘটনা হইয়া থাকে নিদ্রিত ব্যক্তি যেন তাহা অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ আত্মপ্রবণা বুদ্ধিতে জড়মুগ্ধ জীবসকল নিদ্রিত থাকায় তাহারা আনন্দাদি অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু স্থিরপ্রজ্ঞ তাহাতে জাগরিত থাকিয়া আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দাদি সাক্ষাৎ অনুভব করেন। বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে জড়মুগ্ধ জীব জাগরিত থাকিয়া তন্নিষ্ঠ বিষয়, যে শোক ভয়াদি তাহাই অনুভব করে; কিন্তু তাহাই স্থিরপ্রজ্ঞ মুনির পক্ষে রাত্রি বিশেষ, তিনি তাহাতে সংসারী লোকদিগের সুখ দুঃখপ্রদ বিষয় সকল ঔদাসীন্য ভাবে দেখিতে দেখিতে স্বভোগ্য বিষয় সকল যথোচিত নির্লেপ ভাবে স্বীকার করেন।

তাই বারবার বলি যতদিন মায়া প্রভাবকে মিথ্যা বলিয়া না জানিতে পারা যাইবে ততদিন ভয় থাকিবে। যে হেতু একমাত্র মায়াই জীবের অহঙ্কার সৃষ্টি করে, যথা।—

যয়া সংমোহিতো জীব আত্মনং ত্রিগুণাত্মকং।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভি পদ্যতে॥
ভাগবত ১স্ক ৭ অধ্যায় ৫ শ্লোকঃ।

যে, মায়াতে সংমোহিত জীব সকল গুণাতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান করে এবং গুণকৃত আত্মাভিমান দ্বারা অনর্থ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞান করিয়া দুঃখাদি প্রাপ্ত হয়॥

যখন কোন ব্যক্তিকে ভূতেপায়, তখন সে, যেমন অচৈতন্য হইয়া আপনার পূর্ব্বরূপ ভুলিয়া গিয়া যথার্থ নামের পরিচয় না দিয়া আপনাকে ভূত, বা দেবতা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, তদ্রূপ মায়া পিশাচ গ্রস্ত জীবও স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া ভীত ও দুঃখিত হয়॥

এক্ষণে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে বিশুদ্ধ জ্ঞানাভাবেই জীবের সংসার গমনাগমন রূপ দুঃখ ও ভয়াদি বিদ্যমান থাকে। সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান মায়াচ্ছন্ন সুতরাং মায়ার হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে না পারিলে মঙ্গল নাই, হরি, ত সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তবে তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন? জড়চক্ষে, জড়বস্তু ভিন্ন চিন্ময় বস্তু দর্শন কিরূপে হইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত মহৎ কৃপা লাভ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভে আমরা বঞ্চিত থাকিয়া বৃথা ভীত ও দুঃখিত হইব। যথা।—

রহূগণৈতত্তপসা নযাতি নতেজ্যয়া নির্ব্ব-
পণাদগৃহদ্বা।

নষ্ছন্দসানৈব জলাগ্নি সূর্যৈর্বিনা মহৎ
পাদ রজোঽভিষেকং॥
ভা ৫ স্ক ৫২ অ ১২ শ্লো

অতএব বৃথাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা সদগুরু চরণাশ্রয় করিয়া জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারাই নির্ভয়, এবং মহচ্চরণ অনাশ্রিত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই সংসারে ভয়॥

তারকেশ্বরের মোহন্ত।

মোহন্তের আর একটী নূতন কীর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় মাসাধিক হইল এই ঘটনা সম্বন্ধে আমূল বৃত্তান্ত আমরা রাজসাহীর জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগত হই। তখন আদালতে মকর্দ্দমা চলিতেছে। সুতরাং বৈশাখ সংখ্যা বেদব্যাস প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই মোহান্ত ঘটিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও আমরা আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অপেক্ষা করিয়া কোন কথা বলি নাই। এখন মোহান্ত কলঙ্ক দ্বারে দ্বারে ঘোষিত হইতেছে, গৃহে গৃহে মোহান্ত চরিত্র আলোচিত হইতেছে। পথে পথে মোহন্তের চরিত্র ঘটিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক সকল অবাধে বিক্রয় হইতেছে। সমগ্র হিন্দু-সমাজ ভয়ে, লজ্জায় ও ক্রোধে অধীর হইয়া অসুরনাশিণী, দুষ্টদলনকারিণী, জগজ্জননীর নিকট মোহন্তের বিনাশের জন্য কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন। আমরা এমন অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে যদি কাহারও উৎসাহ পাই তবে মোহন্তকে—আসি, তাহাতে যদি রাজ দ্বারে প্রাণদণ্ড হয়, সে দণ্ড আমি স্বর্গের-দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অকাতরে গ্রহণ করিব। তথাপি মোহন্তের অত্যাচার হইতে হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে।

যে ব্যাপারের জন্য দেশ মধ্যে এরূপ একটা হুলস্থুল কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহার বিবরণ বঙ্গবাসী কি বলিতেছেন শুনুন,—

যুবতী বৃদ্ধা, বালিকা—সধবা, বিধবা, কুমারী—তীর্থক্ষেত্রে কুলকামিনী-কুলের সংখ্যা কে করিবে? যে সুহাসিনী সুন্দরীর টুকটুকে মুখখানি বুঝি সূর্য্যও কখনও সন্দর্শন করেন নাই, তিনি আজ অনাবৃত অবগুণ্ঠনে, মহোল্লাসে, ভক্তি বিচলিত-হৃদয়ে মহাদেবকে স্বহস্তে বিল্বপত্র দিতেছেন; তদনন্তর, সেই অবনতাঙ্গী পয়োধর-ভারে প্রপীড়িতা হইলেও, জননীর বাহু ধরিয়া ধীর-মন্থর গমনে, দ্বিতীয়-মহাদেব মোহান্তমহারাজ সমীপে উপনীত হইয়া, তাঁহার চরণতলে প্রণামী রাখিয়া, তাঁহাকে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন। আজ পূণ্যভূমি দেবক্ষেত্রে দেবতার অবির্ভাব,—আজ জলস্থল-অন্তরীক্ষ পবিত্রতাপূর্ণ;—আজ দ্বেষহিংসা নাই, লজ্জা-শরম নাই, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা নাই—তারকেশ্বর বুঝি আজ কৈলাস-ভুবন। ভক্তির এমনি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তারকেশ্বরের এমনি অপূর্ব্ব মহাত্ম্য।

এই দ্বিতীয়-কৈলাসের কর্ত্তা—একজন মোহন্ত। তিনি যোগী, ব্রহ্মচারী, নির্লোভ, নিস্পৃহ হইবেন;—বিষয়ে তাঁহার বাসনা নাই, কামিনীর প্রতি কটাক্ষপাত নাই, রজত-কাঞ্চনে কামনা নাই। তিনি উর্দ্ধরেতা, জিতেন্দ্রিয়, তপস্বী, সংযমী হইবেন। তাঁহার বিবাহ নাই, বন্ধন নাই, সংসার-সূত্র নাই;—তাঁহার ক্রোধ নাই, দম্ভ নাই, অভিমান নাই;—তাঁহার দ্বেষ নাই, দুঃখ নাই, দারিদ্র্য নাই;—তিনি আত্মারাম, আনন্দময়, অনন্তে অর্পিত-হৃদয়।

তারকেশ্বর-ক্ষেত্রে বর্ত্তমান মোহন্ত—শ্রীযুক্ত মাধব গিরি। তিনি প্রবীণ, বিষয়-কার্য্য-অভিজ্ঞ এবং কর্ম্মদক্ষ। তিনি বুদ্ধিমান, সাহসী, সুকৌশলী। তাঁহার কর্তৃত্বে দেবোত্তর সম্পত্তির উন্নতি ভিন্ন অবনতি নাই। মোহন্তের

এই সকল গুণের সঙ্গে সঙ্গে নানা দোষের কথাও শুনিতে পাই। ভাগ্যদোষে আমরা শুনিতে পাই,—মোহন্ত-জীবনের যেটী সার-সামগ্রী, সেটী তাঁহাতে নাই। তিনি ইন্দ্রিয়-দমনে অক্ষম;—কাম-কলায় তাঁহার কামনা বলবতী; কুলবধূর প্রতি তাঁহার আসক্তি প্রবলা, সতীসাধ্বী যুবতীর উপর তাঁহার কটাক্ষ কিছু প্রখর।" সুতরাং ঘটিল কি শুনুন,—

তারকেশ্বরের সন্নিকটে ভঞ্জিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৺ তারক নাথের মন্দিরের (মহান্তের অধীনে) একজন পূজারী ব্রাহ্মণ এবং পয়সার তহশীলদার ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের কৃষ্ণকামিণী নাম্নী পঞ্চদশবর্ষীয়া সুন্দরী ভার্য্যা আছে। "কৃষ্ণকামিনী মধ্যে মধ্যে তারকেশ্বরে আসিতেন বলিয়া মোহন্ত তাঁহাকে দেখিতে পান এবং তখন হইতেই তাঁহার মনে দুষ্প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। মোহন্ত কৃষ্ণকামিনীকে হাত করিবার জন্য তাঁহার রক্ষিতা উপপত্নীকে ভঞ্জিপুরে পাঠান। সে কৃষ্ণকামিনীকে অনেক প্রলোভন এবং ভয় দেখাইল কিন্তু সতী সাধ্বী কৃষ্ণকামিনী কিছুতেই তাহার মন্দ প্রস্তাবে সম্মতা না হইয়া সকল কথা তাহার স্বামীকে বলিয়া দিল। স্বামী গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মোহন্তকে বেশ দু-কথা বলিয়া তিরস্কার করে। কাজেই গিরিশের চাকুরী গেল। এখন কি উপায়ে গিরিশকে স্থানান্তরিত কয়িয়া স্বীয় দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবেন, ক্রুর স্বভাব মোহন্ত লোক জন দ্বারা তাহারই যোগাড় দেখিতে লাগিলেন। পাঁচকড়ি নামক এক ব্যক্তি মোহন্তের আশ্রিত, এবং ঐ পাঁচকড়ির আত্মীয় মহেন্দ্র নামক আর এক ব্যক্তি নাটোরের রাজবাড়ী ছোট তরফে চাকুরী করে। এই মহেন্দ্রের সাহায্যে নাটোরের ক্ষেপু শিকদার নামক এক বদমায়েস হোটেলওয়ালা তথাকার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই মর্ম্মে আবেদন করে, যে আমার ভ্রাতৃবধূর দুই গাছা সোণার বালা ও চার গাছা মল চুরী গিয়াছে। দুই দিন পূর্ব্বে তারকেশ্বরের নিকট ভঞ্জিপুরের গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর দুইটী লোক সঙ্গে লইয়া আমার হোটেল ছিল, আমার বোধ হয়, তাহারাই চুরী করিয়াছে। কাজেই নাটোরের হেড্ কনেষ্টেবল ক্ষেপুকে সঙ্গে লইয়া ভুঞ্জিপুরে চলিলেন এবং একাএক গিরিশের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহার ঘরের মেঝের উপর জানালার নিকট এমন ভাবে রক্ষিত এক গাছা বালা পাইলেন, যাহা ঘরের বাহির হইতে অপর কর্ত্তৃক রাখাই অধিক সম্ভাবনা। হেড কনেষ্টেবল গিরিশকে নাটোরে চালান দিলেন এবং তাহাব সহিত এরূপ রিপোর্ট করিলেন, যে এই মোকর্দ্দমা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই আমার বোধ হয়। গিরিশের স্ত্রী কৃষ্ণকামিনীর প্রতি মোহন্তের দুরভিসন্ধির কথাও তিনি প্রকাশ করেন। কাজেই ডিপুটী বাবু গিরিশকে জামিনে খালাস দেন। ক্ষেপু শিকদার বলিয়াছিল, গিরিশের স্ত্রীর বয়স ৯। ১০ বৎসর মাত্র। কিন্তু গিরিশ যখন তাহার স্ত্রীকে বাঁকুড়া সোণামুখী (তাহার স্ত্রীর পিত্রালয়) হইতে আনিয়া আদালতে হাজির করিল, তখন ডিপুটী বাবু স্বচক্ষে দেখিলেন, কৃষ্ণকামিনী ১৬। ১৭ বৎসর বয়স্কা এবং গর্ভবতী। ইহা ব্যতীত নাটোর রাজ সংসারের খাজাঞ্জীও সাক্ষ্য দিলেন, যে মহেন্দ্র ঐ বালা গড়িয়া ক্ষেপুকে দিয়াছিল. ক্ষেপুর অবস্থা এমন নহে, যে সে সোণার বালা গড়িতে পারে। পাঁচকড়ি যে মহেন্দ্রকে অনেক চিঠি পত্র লিখিত, তাহাও খাজাঞ্জী বাবু প্রকাশ করেন। কাজেই গিরিশ অব্যাহতি পাইল।"

শ্রীমতী কৃষ্ণকুমারীর এজেহারে মহান্তের ষড়যন্ত্রের কথা কিরূপ প্রকাশিত হইয়াছে শুনুন,—

কৃষ্ণকামিনীর এজেহার;—

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোণামুখী

গ্রামে কৃষ্ণকামিনীর বাপের বাড়ী। তথা হইতে কৃষ্ণকামিনীর নাটোরে ডেপুটী বাবুর এজলাসে উপস্থিত হইয়া এই ভাবে বলিলেন, তারকেশ্বরের ছোটগিন্নি মহান্তের রক্ষিতা বেশ্যা ছিল; তাহার আসল নাম প্রসন্ন। সে শশী মুখুয্যের ভগিনী। এখন তাহার চুল পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে; আজকাল সে মোহন্তের দূতিগিরি করে। মোহন্তের উপর তাহার বিশেষ আধিপত্য। মোহন্তকে বলিয়া সে অনেকের চাকুরী করিয়া দিয়াছে। গতপূর্ব্ব শীতকালে প্রথমতঃ ছোটগিন্নি একদিন আমাকে আসিয়া বলে, তুই মোহন্তের সঙ্গে থাক্‌বি?—মোহন্ত তোকে ভাল কাপড় দিবে, অনেক টাকা দিবে, ভাল গয়না দিবে। মোহন্তের সঙ্গে ভাব করলে বেশ সুখে থাক্‌বি,—কোন কষ্ট পাবি না। আমি বলিলাম, গহনা টাকায় আমার আবশ্যক কি? আমি কিছুই চাই না। ছোটগিন্নি চলে গেলে, আমি একথা আমার শ্বাশুড়ীকে বলিলাম। স্বামীকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। **। এ ঘটনার কিছু দিন পরে আমি সোণামুখীতে বাপের বাড়ীতে চলিয়া যাই। গত শ্রাবণ মাসে শ্বশুরবাড়ী আসি। গত ভাদ্র বা আশ্বিনেই হউক, আমি একদিন আমার ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় ছোটগিন্নি আসিয়া পৌঁছিলেন—বলিলেন, চল্, মোহন্তের কাছে চল্! তিনি তোকে গহনাগাঁঠি টাকাকড়ি দিবেন,—আর তুই যা চাইবি, তাই দিবেন। তুই তার সঙ্গে কত সুখে থাক্‌বি! তুইকি তোর শোয়ামীকে ভয় কচ্চিস? তোর সে সব ভয় কিছুই নাই; যদি তুই বলিস্, তাহলে মহান্ত তোর শোয়ামীকে দেশ থেকে দূর করে দিবেন, কিম্বা তাহার মাথাটা কেটে ফেলবেন। আমি বলিলাম, আমি ওসব কিছুই চাই না,—আমি আমার স্বামীকে ছাড়িতে পারিব না! ছোটগিন্নি তখন রাগিয়া উঠিয়া বলিল, যদি তুই রাজী না হইস, তবে মুসলমান দ্বারা তোর জাত খাওয়াব। এ কথায় আমি কোন উত্তর করিলাম না। আমার স্বামী তখন বাড়ীতে ছিলেন না। সন্ধ্যার পর আসিলে আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিলাম। আমার স্বামী ছোটগিন্নিকে অনেক গালিগালাজ করেন। এ বাড়ী ছাড়িয়া অন্য গ্রামে গিয়া বাস করিবার কথা হয়। ইছাপুরে বাড়ী খোঁজা হয়, কিন্তু সুবিধামত বাড়ী মিলে নাই। শেষে নিরুপায় হইয়া আমি গত মাঘ মাসে বাপের বাড়ী চলিয়া যাই,—সেই পর্য্যন্ত সোণামুখীতেই ছিলাম,—তথা হইতে এখন নাটোরে আসিয়াছি।

এখন আমরা হিন্দুসমাজকে জিজ্ঞাসা করি যে এখনও মোহন্তের কি চারি পোয়া পাপ পূর্ণ হয় নাই? মোহন্তের কার্য্যাকার্য্যের উপর কি হিন্দু সমাজের কোন ক্ষমতাই নাই? আমাদের বিবেচনায় বঙ্গের প্রধান প্রধান হিন্দু সমাজপতি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া একটি মণ্ডলী গঠিত করা হউক। সেই মণ্ডলী সমগ্র হিন্দু সমাজের হইয়া মোহন্তের কার্য্যাকার্য্যের বিষয় বিচার করুন—মোহন্তের দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার স্থলে উপযুক্ত অধিকারীকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করা হউক। হিন্দু সমাজে কি এরূপ একজন ধনবান মহাত্মা নাই যিনি এই সদনুষ্ঠান সংসিদ্ধির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া সতীসাধ্বী ধর্ম্মভীতা দেবদর্শনপ্রার্থিনী হিন্দু মহিলাগণের তারকনাথ দর্শনের পথ পরিস্কার করিয়া দিতে সচেষ্টিত হন? অবশ্যই আছেন। অতএব এরূপ মহাত্মার নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা যে তিনি বিলম্ব না করিয়া এই তারকনাথ-তীর্থের মহা শত্রু নিপাতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া হিন্দুর কলঙ্কাপনোদন করুন। ইহাতে ভগবান সদাশিব নিশ্চয়ই তাঁহার মঙ্গল বিধান করিবেন।

মায়াবাদ।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাংখ্যবাদীরা বলেন যে, এক বস্তুর (১ম বস্তু অর্থাৎ আত্মা) স্বরূপ জানিতে হইলে আর একটি বা বহু বস্তুর (২য় বস্তু অর্থাৎ অজ্ঞান] অপেক্ষা করে—এই যুক্তি " অন্যোন্যাশ্রয় " দোষে যুক্ত। এটি সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের অন্যায় যুক্তি। তাহার কারণ এই যে, দুইটী সত্ত্বা বিদ্যমানতা থাকিলে তবে "অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়—অর্থাৎ তাঁহারা যে বলেন যে, " অবিদ্যা বিনা সৃষ্টি হয় না, এবং সৃষ্টি বিনা অবিদ্যা হয় না " এটা নিতান্ত অযুক্ত কথা। কারণ, অবিদ্যা আর সৃষ্টি দুইটি পৃথক বস্তু নহে, যেই অবিদ্যা সেই সৃষ্টি, যেরূপ ঘট আর মৃত্তিকা একই বস্তু; সেইরূপ সৃষ্টি আর অবিদ্যা একই বস্তু। তাঁহাদেরই মতে প্রকৃতির বিকারই সৃষ্টি। যদি বলেন, যে ঘট ব্যতীত মৃত্তিকা থাকে না"—এটি কি সংগত যুক্তি?—সেইরূপ " সৃষ্টি ব্যতীত অবিদ্যা হয় না " অর্থাৎ " তদ্‌যোগে তৎসিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বম সৃষ্ট্যা বিনা নাহ বিদ্যেত্যন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্ " অসংগত যুক্তি মাত্র। অপীচ আত্মা যেরূপ সত্ত্বা [বিদ্যমানতা] অবিদ্যা যদি সেইরূপ সত্ত্বা [বিদ্যমানতা] হইত, তাহা হইলেও একদিন " অন্যোন্যাশ্রয় " দোষাশঙ্কা করিতে পারিতেন। কিন্তু যখন " দ্বিতীয় না থাকাই "(unduality is the cause of ignorancy) অজ্ঞান, তখন উক্ত দোষ হইতে পারে না। অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যতীত অবিদ্যা হয় না, এই যুক্তির বাধ হইতেছে। আর এরূপ আশঙ্কাও করিতে পারেন না যে, "আত্মা ব্যতীত অবিদ্যা থাকে না, এবং অবিদ্যা ব্যতীত আত্মা থাকেন না; কারণ আত্মা সৎ; দ্বৈত অভাবই অবিদ্যার উপাদান, এবং আত্মা নিমিত্ত মাত্র; অর্থাৎ যেরূপ উপাদান কারণ অভাবেই কার্য্যের অভাব হয়, কার্য্য [ঘট] অভাবে উপাদান [মৃত্তিকার] অভাব হয় না, সেইরূপ সুতরাং ইহাও নিরাকৃত হইল যে, আত্মা ব্যতীত অবিদ্যা [দ্বৈত না থাকা " অর্থাৎ " দ্বিতীয় সত্ত্বা অভাবই " অজ্ঞানের উপাদান, এবং আত্মা নিমিত্ত কারণ] থাকে, এবং অবিদ্যা ব্যতীত আত্মা থাকেন।

এইখানে আর একটী যুক্তি এই যে, " আত্মার অজ্ঞান " অর্থাৎ " আত্মা আপনি আপনার বন্ধনের কারণ " [আপনি আপনার জনক "] এদোষও আশঙ্কা করিতে পারেন না। তাহার হেতু এই যে, উপাদানই কার্য্যে পরিণত হয়, এবং নিমিত্ত কারণ সাক্ষী মাত্র [কর্ত্তা বা জনক]। যেরূপ কুলাল ঘটের জনক সাক্ষী মাত্র থাকে, এবং উপাদান মৃদাদি পরিণামী, সেইরূপ " দ্বৈত অভাব " [অবিবেক] হইতে আত্মার [নিমিত্ত কারণের] ২৪ প্রকার অভিমান [অহংত্ব] হয়। এই ২৪ প্রকার অভিমানই ২৪টী তত্ব বা ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টি বলিয়া নির্ণীত হয়। অতএব " নাবিদ্যা শক্তি যোগোনিঃসঙ্গস্য " এই সূত্র নির্জ্জীত হইল। অপিচ যে শ্রুতি আত্মাকে " নিঃসঙ্গ " বলিয়াছে, সেই শ্রুতিই উল্লিখিত যুক্তি দ্বারা অবিদ্যা শক্তি যে কোন দ্বিতীয় বস্তু নহে—অবিদ্যা কোনরূপ উপাদানই " অজ্ঞান " সেই " অজ্ঞান উপাদান " মহদাদি সৃষ্টিরূপে পরিণত, সেই পরিণতীই জীব, এবং এই জীবই বদ্ধ; আত্মা সাক্ষী মাত্র অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ, নিমিত্ত কারণই কর্ত্তা বা জনক, সুতরাং "আত্মার অজ্ঞান" " বা আপনি আপনার জনক " এই দোষও নির্জ্জীত হইল। এইখানে সাংখ্যের আর একটি যুক্তির প্রতিবাদ করা যাইতেছে, যথা, " নাবিদ্যাশক্তিযোগোনিঃসঙ্গস্য " " আত্মা নিঃসঙ্গ তাঁহাতে অবিদ্যা শক্তির সংযোগ হইতে পারে না"—দ্বিতীয় বস্তু হইলে ঐরূপ আশঙ্কা করিতে পারিতেন। কিন্তু যখন " দ্বৈত অভাবই অবিদ্যার উপাদান

এবং আত্মা নিমিত্ত, তখন আবার সংযোগকি ?—অর্থাৎ দ্বিতীয় বিদ্যমানতা [বস্তু] না থাকায় নিমিত্ত কারণের [আত্মার]যে "স্বরূপের আভিমানিক অবিবেক" তাহাই [অজ্ঞান] অবিদ্যা-শক্তি সেই অবিদ্যা শক্তি [স্বরূপের ভ্রান্তি বা অজ্ঞান]—অর্থাৎ দ্বৈত অভাব হেতু আত্মার যে স্বরূপের আভিমানিক ভ্রান্তি (অবিবেক) বা অজ্ঞান, সেই অজ্ঞান হইতে যে ২৪ প্রকারে অভিমান তাহাই ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং নিঃসঙ্গ স্বভাব আত্মার অবিদ্যা শক্তি যোগ বা সম্বন্ধ দোষাবহ নহে।

এক্ষণে বলিতে পারেন যে, যদি এই সমস্ত দৃশ্য বস্তুই কেবল অভিমান বা অহংত্ত—অর্থাৎ বিজ্ঞান ভিন্ন বাহ্য কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, তাহা হইলে আমি (বিজ্ঞানই) এই ঘট এরূপ জ্ঞান না হইয়া "ঘট" ও "আমি,, দুইটী পৃথক জ্ঞান হয় কেন ?—ইহার উত্তর এই যে, আত্মা পূর্ণ, সেই পূর্ণ আত্মাতে প্রথম অভিমান ও (অহংত্ব) পূর্ণ, সেই পূর্ণ অহংত্ব ঈশ্বর (হিরণ্যগর্ভাভিমান) সেই ঈশ্বর হইতে অসংখ্য ব্যষ্টী জীবাভিমান, আবার সেই অসংখ্য ব্যষ্টী জীবাভিমান হইতে অসংখ্য ব্যষ্টী শীল্প (ঘটপটাদি), এই শিল্প ঘটপটাদির যে অভিমান তাহা মহাভূতাদির অন্তর্গত ; অর্থাৎ যেরূপ ঈ জ নহে, জ ভ নহে, ভ ঘ নহে, পৃথক পৃথক বস্তু, সেইরূপ ঈশ্বর (ঈ) জীব (জ) নহে, জীব ভূত (ভ) নহে, ভূত ঘট (ঘ) নহে। কথিতার্থ এই যে, অভিমান (অহংতত্ব) একটি নহে, অসংখ্য। সুতরাং আমি এই ঘট এরূপ জ্ঞান না হইয়া আমিও ঘট দুইটী পৃথক জ্ঞান হয়। যদি এই চারিটি পৃথক ২ অভিমান (অহংত্ব) ঈ, জ, ভ, ঘ, না হইয়া এক অভিমান (অহংত্ব) হইত, তাহা হইলে আমি ই (জ) এই ঘট (ঘ) এরূপ জ্ঞান হইত। অতএব জগৎ যে বিজ্ঞানময় অর্থাৎ এক অভিমান (অহংত্ব) ভিন্ন জগতের আর কোন উপাদান (মূল) নাই, তাহা প্রমাণিত হইল।

আর একটী প্রসঙ্গ এই যে সাংখ্য মতের প্রকৃতি "সৎ" কি "অসৎ" ?—মহর্ষি কপিলই বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি "সৎ" অর্থাৎ সর্ব্বকালে সর্ব্ব দেশেই জড় প্রকৃতি বিদ্যমান আছে। এইখানে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, দুই বস্তুর মর্জ্জাগত গুণ [স্বভাব] এক হইলে দুইটীই কি এক বস্তু [অর্থাৎ বস্তু গত পার্থক্য রহিত) নহে ?—মুক্তকণ্ঠে ীকার করিতে হইবে যে, পদার্থের "স্বভাব" এক হইলে বস্তুগত প্রভেদ নাই। যে পদার্থটি "সৎ" তাহাই অনাদি অনন্ত নিরাকার মুক্ত এবং অসঙ্গ হইবে। তাহার কারণ এই যে, আদি অন্ত থাকিলেই অবয়ব থাকিবে, অবয়ব থাকিলেই পরিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছিন্ন বস্তু মাত্রেই বদ্ধ এবং "অসৎ" এটী স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; সুতরাং বলিতেই হইবে যে, "সৎ" বস্তু মাত্রেই অনাদি অনন্ত, নিরাকার এবং সদা মুক্ত ও অসঙ্গ এবং অপরিণামী। অতএব প্রকৃতি যদি "সৎ" হয়, তাহাহইলে প্রকৃতিও অনাদি, অনন্ত, নিরাকার সদামুক্ত, অসঙ্গ ও অপরিণামী। আর ইহা প্রমাণ করিতে হইবে না যে, "সৎ" [অর্থাৎ অনাদি, অনন্ত, নিরাকার মুক্ত, অসঙ্গ, অপরিণামী] বস্তুই সেই "চিৎ" [আত্মা) হন। কারণ সাংখ্যাদি সকল বাদীই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এখন বলুন, দেখি যে, প্রকৃতি "সৎ" বলিলে প্রকৃতিকে "চিৎ" [আত্মা] বলিতে হয় কি না ? আপনাকে অবশ্য বলিতে হইবে যে, প্রকৃতি জড় [অজ্ঞান] কারণ এটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সাংখ্যাচার্য্যই স্বয়ংই প্রকৃতি "জড় শক্তি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই খানে আমরা বলিব যে, পদার্থের "স্বভাব" [মর্জ্জাগত গুণ] এক হইলে "দুই এক বস্তু", তবে কেন না প্রকৃতির গুণ ঐ "চিৎ" [অর্থাৎ পুরুষের সহিত এক ধর্ম্মী] হইবে ?—সুতরাং আমরা সাংখ্যা-

সমোদিত প্রকৃতিকে 'সৎ" অনাদি, অনন্ত, নিরাকার মুক্ত, অসঙ্গ ও অপরিণামী পৃথক্ এক বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তবে কি প্রকৃতি "অসৎ" ? তাহাও বলিতে পারেন না, কারণ যে বস্তু "অসৎ" তাহার অত্যন্ত অভাব হয়, কিন্তু প্রকৃতিরত অত্যন্ত অভাব দেখিতে পাই না, দ্বিতীয়ত "অসৎ" হইতে "অসতের" উৎপত্তি হয়, কিন্তু দ্বিতীয় বস্তু ["অসৎ"] বলিয়া কিছুই নাই, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং বেদবাক্য দ্বারা প্রমাণ হয় যে, একমাত্র "সৎ" [আত্মা] ই আছেন ; সুতরাং প্রকৃতিকে "অসৎ" ও বলিতে পারেন না।

তবে প্রকৃতি কি বস্তু ?—ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, "সৎ" এবং "অসৎ' এই দুইটী ভিন্ন যদি কোন প্রকার "বস্তু" আপনাদের মন ও বুদ্ধি ধারণা ও নিশ্চয় করিতে পারে, "প্রকৃতি"ই "সেই বস্তু" (সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ম্)। যদি বলেন যে, ঐরূপ বস্তু আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না, যদি তাহা না হয় তবে আমরা নাচার।

পার্থিব।

শিবলিঙ্গ পূজনবিধি।

মৃদাহরণ ও লিঙ্গগঠন।

তীর্থ, নদ, নদী, নির্ঝর স্থান, সরোবর, কুল্যা, গোষ্পদ এই সকল স্থানের মৃত্তিকা এবং যে মৃত্তিকাতে চিত্ত প্রসন্ন হয় সেই মৃত্তিকা দ্বারা ও শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করা যায়। ব্রাহ্মণেরা শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়েরা রক্তবর্ণ, বৈশ্যেরা পীতবর্ণ, ও শূদ্রেরা কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গগঠন করিবে।

অশীতি রত্তিকা অর্থাৎ একতোলা কি দুই তোলা পরিমাণ মৃত্তিকা হওয়া আবশ্যক ; ইহার ন্যূনাধিক নহে। মৃত্তিকা গ্রহণ করার সময় "ওঁ হরায় নম" বলিয়া হস্তে লইবে এবং কেশাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্তিকা পরিষ্কার করতঃ "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে, নচেৎ সে পূজা বিফল হইবে। স্ত্রী শূদ্রাদি 'ওঁ' না বলিয়া 'নমঃ' বলিবে।

মৃত্তিকা সমান তিনভাগ করিয়া উপর ভাগে লিঙ্গ, মধ্যভাগে গৌরী পীঠ, ও নিম্নভাগে বেদী এই প্রকারে করিতে হইবে। লিঙ্গ সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। স[illegible]সহিত শিবলিঙ্গ চারি অঙ্গুল উচ্চ হওয়া উচিত। এই পরিমাণ লিঙ্গ উত্তম, ইহার অর্দ্ধেক মধ্যম, ইহার চতুর্থ-ভাগ অধম। বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে মধ্য রেখা পর্য্যন্ত যে পরিমাণ তাহার কম পরিমাণের লিঙ্গ হইবে না। গৌরী পীঠের উপর যে পরিমাণ তাহাই লিঙ্গ।

দক্ষিণ হউক অথবা বাম হউক, এক হস্তে লিঙ্গ গঠনে লক্ষ লিঙ্গ নির্ম্মাণের সমফল হয়। এক হস্তে গড়িতে হইলে মৃত্তিকা গ্রহণ ও পরিষ্কার এক হস্তেই করিতে হইবে। লিঙ্গের উপর একটী গোল বজ্র দিতে হইবে। যদি অন্য ব্যক্তি দ্বারা লিঙ্গ গঠিত হয়, তবে পূজক যখন লিঙ্গ গ্রহন করিবে তখন এককালীন "ওঁ হরায় নমঃ ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" বলিবে, নচেৎ সে পূজা বিফল হইবে। ঘৃত দ্বারা মার্জ্জন ও দৃঢ় করিবে।

শিব নামোচ্চারণ।

পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজনে মৃত্তিকাহরণ অবধি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ মহাদেবের সাতটী নাম উচ্চারণ করিতে হইবে অর্থাৎ মৃত্তিকা গ্রহণকালে 'ওঁ হরায় নমঃ' লিঙ্গ গঠন সময়ে 'ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ' প্রতিষ্ঠাকরণ কালীন 'ওঁ শূলপাণে' আবাহন করণকালে "ওঁ পিনাক ধৃক্" স্নান করাইবার সময় "ওঁ পশু পতয়ে" পাদ্যাদি প্রদানকালে "ওঁ নমঃ শিবায়ঃ" ও বিসর্জ্জনের সময় "ওঁ মহাদেব" এই সাতটী নাম উচ্চারণ করিতে হইবে।

বাণলিঙ্গে প্রতিষ্ঠা আবাহন এবং বিসর্জ্জন নাই।

পূজার পূর্ব্বে অবশ্য করনীয় বিষয়।

ত্রিপুণ্ড্র করণ এবং রুদ্রাক্ষধারণ ভিন্ন শিব পূজা ফল প্রদ হয় না। যজ্ঞ-ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করিবে তদভাবে চন্দন। মৃত্তিকা অথবা জল দ্বারা ও ত্রিপুণ্ড্র করিতে পারে। স্ত্রী লোকের ত্রিপুণ্ড্র করিতে হয় না। বিনা বিল্বপত্রে শিব-পূজা হইতে পারে না। মহাদেব অতুল্য ধনৈশ্বর্য্য দানে ও এত সন্তুষ্ট হয়েন না।

বিশেষ বিধি—ঘৃত দ্বারা স্নান করাইয়া চন্দন লেপন পূর্ব্বক কুসুম দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিবে, শুক্লযুগ্মবস্ত্র এবং মুক্তা, ধূপ, দুগ্ধ পায়স, পদ্ম সূত্র দ্বারা বাতি করিয়া ঘৃত দ্বারা দীপ, অর্থাৎ সর্ব্ব-শুক্ল বস্তু দ্বারা পূজা করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়।

প্রাতঃস্নান করা উচিত তদশক্তি স্নান, তদশক্তি ভিজা বসনে শরীর মার্জ্জন করিবে।

কেশ বন্ধন এবং মস্তকের নৈঋর্ত দিকে শিখা বন্ধন পূর্ব্বক পূজা করিবে।

আসনের নিয়ম।

শিব পূজা করণার্থে পূজক উত্তর মুখ হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিয়া প্রশস্ত কোন আসনে উত্তর মুখে কমলাসীন হইয়া বসিবে। দর্ভ-দ্বারা পাদ মার্জ্জন এবং কাংস্য পাত্র দ্বারা পাদ ধৌত করিবে না।

শিব এবং বিষ্ণু পূজাদি কুশাসন, কম্বল এবং মৃগরোমজ আসনে করিবে। যদি দীক্ষা হইয়া থাকে তবে ব্যাঘ্র চর্ম্মাসনে পূজা করিতে পারে নচেৎ নহে। কিন্তু কৃষ্ণাজিন আসনে কদাচ গৃহী পূজা করিবে না। আসন দুই হস্তের অধিক লম্বা দেড় হস্তের অধিক প্রস্থ এবং তিন অঙ্গুলির অধিক উচ্চ হইবে না; এবং আসন অতি নীচ কি অতি উচ্চ ও হইবে না। শিবলিঙ্গ পূজা সর্ব্বদাই উত্তরমুখ হইয়া করিতে হইবে। শুধু মাটীতে বসিয়া কিম্বা মাটীতে কাপড় পাতিয়া কিম্বা তৃণ, পল্লব, কাষ্ঠ পাষাণ প্রভৃতি আসনে উপবেশন করিয়া কদাচ শিব-পূজা করিবে না উহাতে নানাবিধ কুফল ঘটে।

আচমন।

দক্ষিণ হস্তকে গোকর্ণের ন্যায় করিয়া একটী মাসকলাই ডুবিতে পারে এমত পরিমাণ জল লইবে, পরে বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি বিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা [অর্থাৎ হস্তের উর্দ্ধ-রেখার মূল যে স্থানে আছে সেই স্থান দিয়া] ঐ জল তিনবার পান করিতে হইবে। এই প্রকার তিনবার জলপান করতঃ "ওঁ তৎ সৎ ওঁ" উচ্চারণ করতঃ ওঁ বিষ্ণু স্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" এই মন্ত্রপাঠ করতঃ "অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বা-বস্থাং গতোপিবা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ॥' এই বচনটী পাঠ করিবে অথবা পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করিবে। তদনন্তর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ মূল দ্বারা মুখের ডাইন দিগ হইতে বামদিগ্ দুইবার মার্জ্জন করিবে; পরে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামা এই তিন অঙ্গুলি একত্র করিয়া তদগ্রভাগ দ্বারা ওষ্ঠের উপরিভাগ এবং অধরের অধোভাগ দুইবার স্পর্শ করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর শিরোভাগ একত্র করিয়া প্রথমতঃ নাসিকার দক্ষিণ, পরে বামরন্ধ্রে এক একবার, তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ একত্র করিয়া প্রথমতঃ দক্ষিণ পরে বামচক্ষু দুই দুই বার করিয়া এবং এই প্রকারে কর্ণদ্বয় ও স্পর্শ করিতে হইবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ সংযোগ করিয়া তদ্দারা এক-বার নাভিস্পর্শ এবং তলী দ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করতঃ সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ একত্র করিয়া তদ্দারা শিরঃস্পর্শ এবং দক্ষিণ ও বামবাহুর মূলভাগ স্পর্শ করিবে। এই প্রকার আর এক-বার করিবে। স্ত্রী শূদ্রাদির একবার মাত্র করিতে হয়, ও ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা জলপান না করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা জলপান করিতে হয়।

স্বাভাবিক জল অর্থাৎ যাহাতে ফেণ ও

বুদবুদ না থাকে এমন জল দ্বারা আচমন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের আচমন জল বক্ষ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠদেশ, বৈশ্যের মুখ প্রবেশ করা পর্য্যন্ত যাইবে। শূদ্রাদির মুখস্পর্শ পর্য্যন্ত হইবে। কাংস্য, লৌহ, সীসা, পিত্তল, রাঙ্গ, এ সমস্ত পাত্র দ্বারা আচমন নিষিদ্ধ। পূজারম্ভানন্তর কাশি, চর্ব্বন, শয়ন, [অর্থাৎ নিদ্রাকর্ষণ] বস্ত্র পরিধান, অশ্রুপাত, বাতকর্ম্ম, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ, এ সমস্ত ঘটনা হইলে আচমন না করিয়া দক্ষিণ কর্ণস্পর্শ করিলেই শুচি হইবে। পরে স্বস্তিবাচন।

স্বস্তি বাচন।

দক্ষিণ হস্তে আতপ তণ্ডুল লইয়া—

"ওঁ সোমং রাজানং-বরুণমগ্নি মন্বার ভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং"* এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্ত স্থিত তণ্ডুল "ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি" বলিয়া নিক্ষেপ করিবে। স্ত্রীর ইহা করিতে হয় না। পরে যোড় হস্ত হইয়া,—

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃকালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা
পবনো দিক্পতি ভূমি রাকাশং খচরাঃমরা
ব্রাহ্মং শাসন মাস্থায় কল্পধ্ব মিহ সন্নিধিং।

এই মন্ত্র আসন শুদ্ধি করিতে হইবে যথা;—

আসন শুদ্ধি।

আসনে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া—"ওঁ হ্রীং আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।" এই বলিয়া একটী গন্ধ পুষ্প আসনে দিয়া আসন ধরিয়া "আসন মন্ত্রস্য মেরু পৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলংছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু।' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিতে হইবে যথা—

* এই স্বস্তিবাচনে সামবেদীয়। অন্যান্য বেদিয়া আর এক রকম স্বস্তিবাচন। তাহা পরে লিখিতে হইবে।

সূর্য্যার্ঘ।

কোশা কিম্বা কুশির অগ্রভাগে সচন্দন পুষ্প, ত্রিপত্র দূর্ব্বা এবং আতপ তণ্ডুলাদি অর্ঘ দ্রব্য রাখিয়া জল দ্বারা ঐ [কোশাপূর্ণ করিয়া তাহা হস্তে লইয়া এই মন্ত্র পড়িতে হইবে—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণু-তেজসে জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্ম দায়িনে। ইদমর্ঘং শ্রী সূর্য্যায় নমঃ। ঋক্ ও যজুর্ব্বেদীরা এষো অর্ঘঃ বলিবে। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ প্রদান করতঃ সূর্য্যকে প্রণাম করিতে হইবে যথা—

"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং" স্ত্রীরা প্রণতাঽস্মি' বলিবেন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া সামান্য অর্ঘ্য স্থাপন করিতে হইবে। যথা—

অর্ঘ স্থাপন ও জল শুদ্ধি।

আপন সম্মুখে মৃত্তিকাতে জলাভ্যুক্ষণ দিয়া তাহার উপর প্রথমতঃ ত্রিকোণ তদুপরি গোল তদুপরি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া এইরূপ হস্তে আতপ তণ্ডুল লইয়া "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" "ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ" "ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" "ওঁ অনন্তায় নমঃ" এই চারি মন্ত্র পড়িয়া চারিবার ঐ মণ্ডলের উপর তণ্ডুল ছড়াইয়া দিবে, পরে "অস্ত্রায় ফট্" এই বলিয়া জল দ্বারা কোশাকে প্রক্ষালন করতঃ ঐ কোশার নীচে অন্য একটা আধার রাখিয়া অহার সহিত ঐ মণ্ডলের উপর স্থাপন করিয়া "নমঃ" বলিয়া জল দ্বারা কোশাকে পূর্ণ করিতে হইবে, পরে বিল্বপত্র, গর্ভশূন্যা ত্রিপত্রা দূর্ব্বা, গন্ধ পুষ্প, আতপ তণ্ডুল, তাহার অগ্রভাগে রাখিয়া অঙ্কুশ মুদ্রা * করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ঐ জল আলোড়ন করতঃ "ওঁ গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে

* মুদ্রাদি রূপ পরে লিখিত হইবে।

সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ এই মন্ত্র পাঠে তীর্থ আবাহন করিয়া ওঁ মন্ত্রে গন্ধপুষ্প সেই জলে দিবে অর্থাৎ "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিবে এবং সেই জলের উপর ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। ধেনুমুদ্রাপ্রদর্শনান্তে সেই জলের উপর 'ওঁ' মন্ত্র দশ কি আটবার জপ করিয়া সেই জল দ্বারা আপন শরীরে এবং পূজার সমস্ত দ্রব্যে অভ্যুক্ষণ দিবে, অন্যথা দেবতাকে যে কিছু প্রদান করা যায় তাহা নিষ্ফল হইবে।

বিঘ্ন নিবারণ।

এইরূপে সামান্য অর্ঘ স্থাপন পূর্ব্বক "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মূল মন্ত্রে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া উর্দ্ধস্থ "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে মস্তকের চতুর্দ্দিকে আকাশে জল অভ্যুক্ষণ করিয়া আকাশস্থ সমস্ত বিঘ্ন ও বামপদ গুল্ফ দ্বারা বামদিকে ভূমিতে তিনবার আঘাত করতঃ ভূমিস্থ সমস্ত বিঘ্ন নিবারণ করিয়া "ফট্" এই মন্ত্র সাতবার তণ্ডুলের উপরি জপ করিয়া নয়বার মুদ্রা দ্বারা ঐ তণ্ডুল গ্রহণ পূর্ব্বক—

ওঁ অপ সর্পন্তুতে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা
যে ভূতা বিঘ্ন কর্ত্তার স্তেনশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

এই মন্ত্র পড়িয়া ভূমিতে তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবে এবং গৃহ মধ্যে যে বিঘ্ন আছে তাহা সমস্ত নিবারিত হইল এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

গণেশ ও শিবাদি পঞ্চ দেবতাদির পূজা।

এইরূপে বিঘ্ন নিবারণ করিয়া শালগ্রাম থাকিলে তাঁহার উপরি কিম্বা জলে গণেশ ও শিবাদি-পঞ্চ-দেবতার পূজা করিতে হইবে, যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ" বলিয়া কিম্বা ধ্যান পড়িয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে পঞ্চ দেবতার পূজা, যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদি পঞ্চ দেবতা গণেভ্যো নমঃ" এইরূপে অথবা পৃথক্ পৃথক্ নাম উল্লেখে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে হইবে পৃথক্ পৃথক্ নাম যথা;—

শিব ভাস্কর, অগ্নি, কেশব, কৌশিকী।

পরে হাত যোড় করিয়া "বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, মধ্যে ওঁ শিবায় দেতায়ৈ নমঃ" বলিয়া নমস্কার করিবে। তৎপরে সচন্দন একটী পুষ্প লইয়া "ঐঁ রং অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র পড়িয়া দুই হস্ত দ্বারা সেই পুষ্পটীকে ঘর্ষণ করিয়া বাম দিকে নিক্ষেপ করিবে।

এইরূপে কর সংশোধন পূর্ব্বক দশদিক বন্ধন করিতে হইবে। দশদিক্ যথা—

পূর্ব্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈঋত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান, উর্দ্ধ, অধঃ। এইরূপে দশদিক্ বন্ধন করিয়া ভূত শুদ্ধি করিতে হইবে। যথা—

ভূত শুদ্ধি।

"রং" এই মন্ত্রে জলধারায় স্বকীয় শরীর বেষ্টন করতঃ ঐ জলধারাকে বহ্নিময় প্রাচীর চিন্তা করিয়া করদ্বয় উত্তানভাবে বাম দক্ষিণ-ক্রমে উপর্য্যুপরি স্বক্রোড়ে স্থাপন করিয়া "সোঽহং" এইরূপ চিন্তা করতঃ হৃদয়স্থিত দীপ-কলিকাকার জীবাত্মকে মূলাধার স্থিত কুণ্ডলিনী শক্তির সহিত সুষুম্নাপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান' মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা নামক চতুর্দ্দল, ষড়দল, দশদল, দ্বাদশ দল, ষোড়শ দল, এবং দ্বিদল পদ্ম ভেদ করিয়া শিরোঽবস্থিত-অধোমুখ-সহস্রদল-পদ্ম কর্ণিকার মধ্যগত-পরমাত্মাতে সংযোগ কৰিয়া তাহাতেই শারীরিক ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক, শ্রোত্র. বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, এবং অহঙ্কার এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে লীন চিন্তা করিবে, অপর বাম নাসাপুটে "যং" এই বায়ু বীজকে ধূম্রবর্ণ চিন্তা করিয়া প্রাণায়মা অনুসারে উক্ত-বীজকে ১৬বার জপে বায়ুদ্বারা দেহ পূর্ণ করিয়া নাসাপুটদ্বয় রোধে ৬৪ বার জপে কুম্ভক করতঃ বাম কুক্ষিস্থ-কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্ব পিঙ্গলাঙ্গ পিঙ্গল কেশ পাপ পুরুষের সহিত স্বদেহকে অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরকে পোষণ পূর্ব্বক ঐ বীজ ৩২ বার জপে দক্ষিণ নাসাপুট-দ্বয়ের বায়ু ত্যাগ করিতে হইবে। পুনঃ রক্তবর্ণ "রং" এই বহ্নিবীজ দক্ষিণ নাসাপুটে ধ্যান করিয়া উহা ১৬ বার জপ করতঃ বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ করিয়া নাসাপুটদ্বয় রোধে উহার ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া উক্ত-বীজ-জনিত মূলাধার হইতে উত্থিত অগ্নি দ্বারা পাপ পুরুষের সহিত স্বদেহ দগ্ধ করিয়া পুনঃ ৩২ বার জপে বাম নাসিকা দ্বারা দগ্ধ ভস্মের সহিত বায়ু রেচন করিতে হইবে। পুনঃ শুক্লবর্ণ "ঠং" এই চন্দ্র বীজ বাম নাসায় চিন্তা করিয়া তাহা ১৬ বার জপ করতঃ শ্বাস আকর্ষণ দ্বারা ঐ মন্ত্র বীজাকারে চন্দ্রকে ললাটে নিয়া উভয় নাসিকা রন্ধ্র অবরোধে "বং" এই বরুণ বীজ ৬৪ বার জপ করতঃ কুম্ভক দ্বারা উক্ত ললাটস্থ চন্দ্র হইতে নিঃসৃত ৫০ পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ স্বরূপ অমৃত ধারা দ্বারা সমস্ত শরীরকে নব গঠিত চিন্তা করিয়া 'লং' এই পৃথিবী বীজ ৩২ বার জপ করতঃ আত্ম শরীর সুদৃঢ় চিন্তায় দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। অনন্তর পূর্ব্বের নীয়মান পথে পুনর্ব্বার "হংসঃ" এই মন্ত্র দ্বারা লয়-প্রাপ্ত-কুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মা ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে প্রাদুর্ভূত করতঃ প্রত্যানয়নে স্বস্ব স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। অনন্তর আত্ম শরীর দেব শরীরের অভেদ চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপে ভূত শুদ্ধি করিয়া মাতৃকান্যাস করিতে হইবে। যথা—

মাতৃকা ন্যাস।

হাত যোড় করিয়া "অস্য মাতৃকা মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষি গায়ত্রি ছন্দো সরস্বতী দেবতা হলো বীজ নিস্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকা ন্যাসে বিনিয়োগঃ।" ইহা পাঠ পূর্ব্বক শিরে হস্ত দিয়া "ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ," পরে মুখে, "ওঁ গায়ত্রীছন্দসে নমঃ" হৃদি "ওঁ মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেতায়ৈঃ নমঃ" গুহ্যে, "ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ" পাদয়ো, "ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।" এই সকল মন্ত্র পাঠে মুখ হৃদয়, গুহ্য, পাদদ্বয়, ক্রমে ক্রমে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে পরে "অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" বলিয়া তর্জ্জণী অঙ্গুলী বৃদ্ধ অঙ্গুলির উপর দিবে; "ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জণীভ্যাং স্বাহা; "উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং বষট্" "এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং;" "ওঁ পং ফং বং ভং মং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, বলিয়া ক্রমে ক্রমে অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি তর্জ্জণী, মধ্যমা, অনামা, এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুলির উপর দিবে, পরে "অং যং রং লং বং শং ষং হং লং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জণী ও মধ্যমাকে সংযোগ করতঃ বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তলস্পর্শ করিয়া তালি দিবে। পরে "অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া তর্জ্জণী, মধ্যমা, অনামিকা, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষস্থল স্পর্শ করিবে, "ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জণী ও মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক, উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং শিখায়ৈ বষট্ বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা শিখা, "এং তং থং দং নং ঐং কায়ায় হুং" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ বাম হস্তের বাহু এবং বাম হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ হস্তের বাহু, "ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্র ত্রয়ায় বৌষট্ দক্ষিণ তর্জ্জণী, মধ্যমা, অনামা দ্বারা দুই চক্ষু ও নাসিকার মূলভাগ স্পর্শ করিবে, "অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ "বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জণী ও মধ্যমা অঙ্গুলি যোগ করতঃ বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তলস্পর্শ করিয়া তালি দিবে। এইরূপে মাতৃকান্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে যথা।—

ক্রমশঃ।

ধর্ম্ম-সংবাদ।

উপদেষ্টাগণ।

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি।—চূড়ামণি মহাশয় বিক্রমপূরাদি স্থান পর্য্যটন করিয়া এখন ময়মনসিং অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। আমরা পত্র পাইয়াছি যে তিনি সত্বরই কলিকাতায় আসিবেন।

শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী—গোস্বামী মহাশয় গত বৈশাখী পুর্ণিমার কলিকাতা হরি-ভক্তি প্রদায়িনী সভার উৎসবোপলক্ষে এখানে আগমন করেন এবং দিবসদ্বয় উক্ত সভার "রাসলীলার গূঢ়তত্ত্ব এবং সাকার ও নিরাকারের মূলতত্ত্ব" "বিষয়ে অতীব যুক্তিপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। এখন তিনি হাওড়ার অন্তর্গত মুগকল্যাণ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া ধর্ম্মপিপাসুর পিপাসা শান্তি করিতেছেন।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন—পরিব্রাজক মহাশয় এখন কাশীতেই অবস্থিতি করিতেছেন। কএকদিবস হইল আমরা তাঁহার নিকট হইতে পত্র পাইয়াছি যে তিনি সত্বরই পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে ধর্ম্মান্দোলনেরজন্য যাত্রা করিবেন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থণা করি তিনি সিদ্ধ মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীস এবং শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়দ্বয়ের এখন পর্য্যন্ত আমরা কোন সংবাদই পাই নাই।

ধর্ম্মোৎসব।

কলিকাতা বিশ্ববৈষ্ণব সভার সাম্বাৎসরিক উৎসব ৩১ শে জ্যৈষ্ঠ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মদন-গোপাল গোস্বামী মহাশয় উক্ত উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর।—বিগত ১১ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণনগরে স্থানে স্থানে ও গোয়াড়ির হরিসভায় বালুচর নিবাসী প্রচারক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিয়াছেন (১) মনুষ্যত্ব [২] মানব জীবনের কর্ত্তব্য [৩] গোধন প্রতিপালন [৪] ভারতে মূর্ত্তি পূজা [৫] সতীত্ব।

অভিনয়।

বেঙ্গল থিয়েটার—বেঙ্গলে কএক সপ্তাহ হইতে জন্মাষ্টমী নামক নূতন পুস্তকের অভিনয় হইতেছে। জন্মাষ্টমীর অভিনয় বড়ই মনোহর হইয়াছে। অষ্টম-বর্ষীয় শিশুর শ্রীকৃষ্ণ বেশে সঙ্গিত সহ তালে ২ নৃত্য অতীব সুন্দর হইয়াছিল। যাঁহারা বাৎসল্য ভাবের সাধক তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই বাল্যলীলা দর্শন করিয়া বিশেষ প্রীতি পাইবেন। বেঙ্গলের অধ্যক্ষগণ পৌরা-নিক ইতিবৃত্ত মূলক গ্রন্থ সমূহের অভিনয় করিয়া "পূরাণ" প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন! আর এই কারণেই তাঁহাদের সকল অভিনয়ই বেশ জমিয়া যায়। ইহার উপর অধ্যক্ষগণের সৌজন্যতায় দর্শকগণ অধিক পরিতুষ্ট হন। যাঁহাদের উদ্দেশ্যই সাধারণকে সন্তুষ্ট করিয়া নিজ ব্যবসা চালান তাঁহারা যদি নিজ ব্রত ভুলিয়া সাধারণের প্রতি অভদ্রোচিত ও সময়ে ২ পশূচিত ব্যবহার করেন তখনও কি তাঁহাদের বুদ্ধিমান বলিতে হইবে? কলিকাতায় আপা-তত: তিনটি রঙ্গভূমি আছে। তিনটিই সাধারণে সুপরিচিত ও প্রবীণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত, কি ব্যবহার ও সৌজন্যতা সম্বন্ধে বেঙ্গলের অধ্যক্ষগণ যেরূপ তৎপর সেরূপ কাহাকেও পরিলক্ষিত হয় না। ভদ্রত সম্বন্ধে বেঙ্গলের নিম্নেই ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষগণের না উল্লেখ যোগ্য; কিন্তু এমারেল্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের ব্যবহা সাধারণে বড়ই নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কএক দি হইল পূর্ব্বাঞ্চল হইতে একজন প্রসিদ্ধ জমিদার কলি-কাতায় আসিয়াছিলেন। লোকটি পরম বৈষ্ণব ও জ্ঞানী তিনি উক্ত তিন থিয়েটারেরই অভিনয় দর্শন করিয় আসিয়া আমাদের বলিলেন, "দেখুন, বেঙ্গল, ষ্টার ও এমারেল্ড এই তিনটি থিয়েটারকে সত্ব, রজ ও তম এইরূপ সজ্ঞা দিলে বেশ হয়"। আমরা বলিলাম কে মহাশয়? উত্তরে তিনি বলিলেন, "বেঙ্গলে যে বিষ অভিনীত হইল তাহা বেশ সাত্বিক ভাব পূর্ণ, থিয়েটা ওয়ালাদের ব্যবহার বড়ই ভদ্রজনোচিত, তদুপ যাহারা অভিনয় করিয়া থাকেন তাঁহাদের অভিন দেখিলেই বোধ হয় সকলেই যেন বিশেষ বিশেষ ভাবে সহিত অভিনয় করিতেছেন। ষ্টারের অভিনয়ে বাহি "কায়দাকারণ" দুরস্ত, কর্ত্তৃপক্ষগণেরও বাহিক এটিকে দুরস্ত কিন্তু দেখিলেই মনে হয় যেন ইহাঁদের ভিতরে "ভাব" নাই। তবে বাহিরে কোন দোষ ধরিবার যো নাই এমারেল্ডে যেন হৈ চৈ ব্যাপার, কিছুই বুঝিবারই যো নাই! থিয়েটারে ঢুকিলেই আপনা হইতেই তমো ভাবে উদয় হয়। তাই বলিতেছিলাম থিয়েটার তিনটিকে যে সত্ব, রজ, তমঃ, এই সজ্ঞা দিলেই উপযুক্ত হয় ইত্যাদি। এরূপ সমালোচনা থিয়েটারের. কর্ত্তৃপক্ষ গণের পক্ষে বড়ই নিন্দনীয়। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ সাধারণের সহিত ভদ্রতা ব্যবহার করিলে তাঁহাদের বিশেষ যশঃ ও লাভ—সুতরাং সে পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমরা ভরসা করি ক্রমে বর্ত্তমানে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে এ সমস্ত দোষ বিদূরিত হইবে।

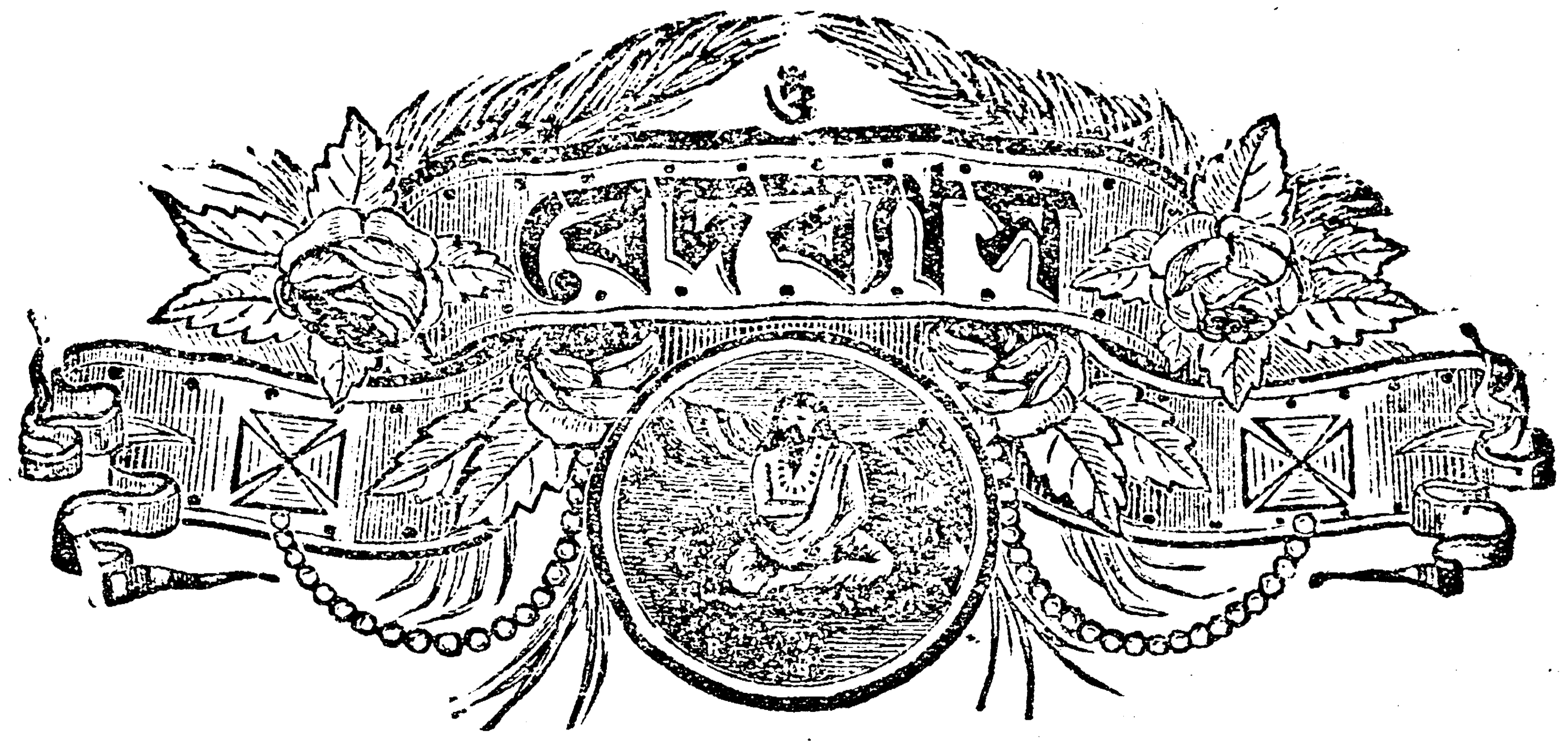

চতুর্থ বর্ষ।

৪র্থ ভাগ। আষাঢ় সন ১২৯৬ সাল। ৩য় খণ্ড।

সাধনপঞ্চকম্।

বেদো নিত্যমধীয়তাং
তদুদিতং কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং,
তেনেশস্যাপিধীয়তাম
পাচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্।
পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং
ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তাম্,
আত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং
নিজগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্ ॥ ১ ॥
সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং
ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাং,
শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং
দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সংত্যজ্যতাম্ ॥
সদ্বিদ্বো হ্যুপসর্প্যতাং
প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাং,
ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং
শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্ ॥ ২ ॥
বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং
শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং
দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং
শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্।
ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতাম্
অহরহর্গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাম্ ॥ ৩ ॥
ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং
প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং
স্বাদ্বন্নং ন তু যত্যতাং
বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্।
শীতোষ্ণাদি বিসহ্যতাং
ন তু বৃথাবাক্যং সমুচ্চার্য্যতাং
ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং
জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্ ॥ ৪ ॥
একান্তে সুখমাস্যতাং
পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং
জগদিদং তদ্ব্যাপিতং দৃশ্যতাম্।
প্রাক্কর্ম্ম প্রবিলোপ্যতাং
চিতিবলান্না পুত্তরে শ্লিষ্যতাং
প্রারব্ধং ত্বিহ ভুজ্যতাম্
অথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্ ॥ ৫ ॥
যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ
সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য।
তস্যাশু সংসৃতিদবানলতীব্রঘোর-
তাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ ॥ ৬ ॥
ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং সাধনপঞ্চকং।

শিবলিঙ্গ পূজন বিধি।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

প্রাণায়াম।

দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকার দক্ষিণ ছিদ্র চাপিয়া ধরিয়া ১৬ বার মূল মন্ত্র জপ করিবে, তখন বাম ছিদ্র দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে, পরে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকার বাম-ছিদ্র চাপিয়া ধরিয়া শ্বাস বদ্ধ করতঃ ৬৪ বার মূল মন্ত্র জপ করিতে হইবে. তৎপরে নাসিকার দক্ষিণ ছিদ্র দ্বারা যত্ন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শ্বাস ত্যাগ এবং তখন ৩২ বার মূল মন্ত্র জপ করিতে হইবে। এইরূপে একবার ইহার বিপরীত ভাবে আর একবার ও প্রথমোক্ত ভাবে আর একবার এই তিন বার প্রাণায়াম করিতে হইবে। ১৬। ৬৪। ৩২ বার জপে অসমর্থ হইলে তাহার চতুর্থ পদে অর্থাৎ ৪। ১৬। ৮ তদশক্তে ১। ৪। ২ বার জপ করিবে। মূল মন্ত্র প্রণব এবং বীজ দ্বারাও প্রাণায়াম করিতে পারে, এইরূপে প্রণা-য়াম করিয়া লিঙ্গ স্থাপন করিতে হইবে।

লিঙ্গ স্থাপন।

তাম্র, কাংস্য, রজত এবং স্বর্ণ পাত্রে শিব পূজা করিবে। কিন্তু তাম্র পাত্রে গব্য লিঙ্গ, স্বর্ণ পাত্রে ভস্মলিঙ্গ পূজন নিষেধ। অতএব প্রশস্ত কোন পাত্রে একটী বিল্ব পত্র চিত করিয়া তাহার উপর মধ্য পত্রে উত্তর মুখ গৌরীপীঠের অগ্র-ভাগ রাখিয়া লিঙ্গ বসাইতে হইবে। যদি অন্য ব্যক্তি দ্বারা লিঙ্গ গঠিত হয় তবে পূজক যখন লিঙ্গ গ্রহণ করিবে. তখন এককালীন ওঁ হরায় নমঃ ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ। শূদ্র ও স্ত্রীরা ওঁ কারের পরিবর্ত্তে নমঃ বলিবে।

এইরূপে লিঙ্গ বসাইয়া লেলিহা মুদ্রা করিয়া লিঙ্গ ধরিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যথা—

লেলিহ মুদ্রা করত দুর্ব্বা, তণ্ডুল অথবা পুষ্পাদি দ্বারা লিঙ্গ ধরিয়া "ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব" বলিতে হইবে। তৎপরে অঙ্গন্যাস যথা—

অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া তর্জ্জণী, মধ্যমা, অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষস্থল স্পর্শ করিবে "নং" শিরসে স্বাহা বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক, "মং শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা শিখা "শিং কবচায় হুং" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাম বাহু এবং বাম হস্তের পঞ্চা-ঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ বাহু, "বাং নেত্র ত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা অনামার অগ্রভাগ দ্বারা দুই চক্ষু ও নাসিকার মুল ভাগ স্পর্শ করিবে, "যঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জণী ও মধ্যমা অঙ্গুলির যোগ করত বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবে, এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া করন্যাস করিতে হইবে, যথা—

"ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" বলিয়া তর্জ্জণী অঙ্গুলী বৃদ্ধ অঙ্গুলীর উপর দিবে, "নং তর্জ্জ-ণীভ্যা স্বাহা" "মং" মধ্যমাভ্যাং বষট্" "শিং অনামিকাভ্যাং হুং "বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্" বলিয়া ক্রমে ক্রমে অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী তর্জ্জণী, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর উপর দিবে, পরে "যঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জণী ও মধ্যমাকে যোগ করত বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তলস্পর্শ করিয়া তালি দিবে।

স্ত্রীলোকেরা ওঁ, নং, মং, শিং, বাং, যঃ ইহার পরিবর্ত্তে শাং শীং শূং শৈং শৌং শঃ এইরূপ বলিবে। পরে ঋষাদি ন্যাস করিতে হইবে।

ঋষ্যাদিন্যাস।

"ওঁ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ" বলিয়া মস্তকে, "ওঁ পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ" বলিয়া মুখে, "ওঁ ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া

হৃদি, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে। অনন্তর ব্যাপকন্যাস।

ব্যাপকন্যাস।

উভয় হস্ত প্রশারণ পূর্ব্বক "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মূল মন্ত্রে হস্তদ্বয় মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত, পাদ হইতে শিরঃ পর্য্যন্ত ৯। ৭ অথবা ৫। ৩ বার লইবে। অতঃপর ধ্যান।

ধ্যান।

ব্যাপকন্যাস করিয়া বাম হস্তে একটী পুষ্প রাখিয়া কূর্ম্ম মুদ্রা করত ধ্যান করিতে হইবে যথা—

ও ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারু-
চন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতি হস্তং
প্রসন্নং॥
পদ্মাসীনং সমন্তাস্ত স্তুতমমর গণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং
বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং
ত্রিনেত্রং॥

এইরূপে ধ্যান পড়িয়া সেই পুষ্প আপন মস্তকে দিবে এবং প্রার্থনা মুদ্রা করিয়া "আমি শিব" এই ভাবিয়া হৃৎপদ্ম মধ্যে ধ্যানোক্তরূপ চিন্তা করত মানস পূজা অর্থাৎ মনে মনে পূজা করিতে হইবে।

মানস পূজা।

মানস পূজাতে প্রথমতঃ আসন প্রদান, পরে স্বাগত বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিবে, পরে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, আভরণ, গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মাল্য এবং বিল্বপত্র ইত্যাদি প্রদান করিয়া "ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া যথা-শক্তি মনে মনে জপ করিবে; পরে স্তুতিবাদ ও প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে। এইরূপে মানসপূজা করিয়া বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন করিতে হইবে; যথা—

বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন।

আপন বামে (অর্থাৎ সম্মুখস্থিত কোশার বাম-দিকে) মৃত্তিকাতে জলের অভ্যুক্ষণ দিয়া তাহার উপর ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি ত্রিপত্রাদি রাখিবে। পরে "ফট্" এই মন্ত্রে জল দ্বারা অর্ঘ্য-পত্র ধৌত করিয়া ত্রিপত্রাদির উপর রাখিবে। পরে 'নমঃ' বলিয়া গন্ধপুষ্প, তণ্ডুল এবং দুর্ব্বা তাহাতে রাখিবে; তৎপরে "ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া পরিষ্কার জল দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পুর্ণ করিবে। তদনন্তর ত্রিপদিকে "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকালা-ত্মনে নমঃ" অর্ঘ্যপাত্রকে "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কালাত্মনে নমঃ" জলকে "উং সোমমণ্ড-লায় ষোড়শকালাত্মনে নমঃ" এই তিন মন্ত্রে ঐ তিন বস্তুকে তণ্ডুলাদি দ্বারা পূজা করিয়া অঙ্কুশ মুদ্রায় অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল তর্জ্জনী অঙ্গুলীর অগ্র ভাগ দ্বারা আলোড়ন করত পূর্ব্বোক্ত গঙ্গে চ যমুনে চৈব এই মন্ত্র পাঠে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিবে, পরে "ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া হৃদয়স্থিত মহাদেবকে ঐ জলে আনয়ন করিয়া "হুং" এইমন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন পুর্ব্বক "ফট্" এই মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা ঐ জলের উপর চালনা করিতে হইবে। এইরূপে গালিনী মুদ্রা চালনা করতঃ "ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া সেই জল দর্শন করতঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা আহুত দেবতার ষড়ঙ্গে পূজা করিতে হইবে। যথা এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ এইরূপে প্রত্যেকবার এতেগন্ধপুষ্পে উল্লেখ করত "নং শিরসে স্বাহা; মং শিখায়ৈ বষট্; শিং কবচায় হুং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, যঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায়ফট" বলিয়া গন্ধপুষ্প সেই জলে দিবে। পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা "ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া সেই জলমধ্যে ঐ দেবতার পূজা করিবে, পরে মৎস্যমুদ্রা দ্বারা সেই জল আচ্ছাদন করিবে; তৎপর সেই জলের উপর মূলমন্ত্র আটবার জপ

করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে; পরে ঘট বলিয়া ঐ জল নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইল এই চিন্তা করিতে হইবে। পরে সেই জলের কিঞ্চিন্মাত্র সামান্য অর্ঘ্যপাত্রে দিবে। স্বর্ণ, রজত, তাম্র এই তিন পাত্রে শিবপূজার অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। উত্তম অর্ঘ্যপাত্র ৩৬, মধ্যম অর্ঘ্যপাত্র ২৪, অধম অর্ঘ্যপাত্র ১২ অঙ্গুল পরিমাণ হইবে। কিন্তু ৮ অঙ্গুলির কম অর্ঘ্যপাত্র কোনমতে হইবে না। স্বর্ণ পাত্রাদির অভাবে মৃণ্ময় পাত্রে অর্ঘ্য স্থাপন করিতে পারে; যদি আপন হস্তে গঠিত হয়। কিন্তু যাহা হইতে জল নিস্থত হয় ও যে পাত্র নাভিবিবর ও পদ্মাকৃতি (অর্থাৎ গোলাকার) এতাদৃশ পাত্র নিষিদ্ধ। শিব এবং সূর্য্যার্চ্চনে শঙ্খে অর্ঘ্যস্থাপন অবিধি।

আবাহনাদি।

এইরূপে বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া বামহস্তে সচন্দন একটী পুষ্প রাখিয়া কুর্ম্ম মুদ্রা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান পড়িয়া সেই পুষ্পে নিঃশ্বাস দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে দেবতাকে লিঙ্গোপরি স্থাপন পূর্ব্বক আবাহন মুদ্রা করিয়া "ওঁ পিনাক ধৃক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" বলিয়া আবাহন, স্থাপনী মুদ্রা দ্বারা "ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ" বলিয়া স্থাপন, সন্নিধাপনী মুদ্রা করতঃ "ইহ সন্নিধেহি ইহসন্নিধেহি বলিয়া সন্নিধাপন, সংবোধনী মুদ্রা করতঃ "ইহ সন্নিরুদ্ধ্যস্ব" বলিয়া সম্বোধন সম্মুখী-করণী মুদ্রা করত "অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ" বলিয়া সম্মুখীকরণ পূর্ব্বক হাত যোড় করিয়া যাবৎ পূজাং করোম্যহং তাবৎ স্থিরোভব" বলিতে হইবে।

লিঙ্গ স্নান।

এইরূপে মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক আবাহনাদি করিয়া যদি সমর্থ হয় তবে লিঙ্গাদি দশমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া জল দ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করাইতে হইবে। যথা—

"ওঁ পশুপতয়ে নমঃ" বলিয়া ৩ বার লিঙ্গোপরি জল দিয়া স্নান করাইবে। এইরূপে স্নান করাইয়া পূজক যে দেবতার উপাসক হয় তদনুসারে বজ্র নিক্ষেপ করিবে, যথা—শাক্ত, শক্তি যোনিতে অথবা ঈশান কোণে; সৌর, ব্রহ্মকমণ্ডলুতে অথবা ঈশান কোণে; গাণপত্য, গজদন্তে অথবা লিঙ্গমূলে; বৈষ্ণব, বজ্রশীলায় অথবা পৃষ্ঠদেশে; শৈব ঈশান কোণে। এইরূপে বজ্র নিক্ষেপ করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা ক্রমশঃ শিবের পূর্ব্বদিকস্থ সদ্যোজাত বক্ত্রে পূজা করিতে হইবে। পূর্ব্বদিগ্ আশ্রয় করিয়া সকল দ্রব্য লিঙ্গোপরি দিবে এবং জ্ঞান করিবে যে, পূর্ব্বাগ্রে পূজা করিতেছি। পাদ্যাদি প্রদানের ক্রম যথা—

পাদ্যাদি প্রদান।

এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইদমাচমনীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইদং স্নানীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবার নমঃ, এই বলিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে বৃদ্ধাঙ্গুলী যোগ করিয়া চন্দন শিবলিঙ্গে প্রদান করিবে। এতৎ পুষ্পং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী তর্জ্জনী অঙ্গুলীতে যোগ করিয়া যে ভাবে উৎপন্ন সেই ভাবে শিবলিঙ্গে পুষ্প প্রদান করিতে হইবে। অনেক পুষ্প হইলে এতানি পুষ্পাণি বলিতে হইবে ও উৎপন্নের ভাব মানিতে হইবে না। ব্রহ্মাণ্ডে যত পুষ্প আছে তাহা পার্থিব শিবলিঙ্গে দেওয়া যায়, তম্মধ্যে কতক বিহিত ও বিশেষ পুষ্প আছে যথা—

দ্রোণ, করবীর, অপরাজিতা, ধুস্তুর এই সকল বিহিত পুষ্প। বিষ্ণুক্রান্ত, কহ্লার, তগর, মল্লিকা, মালতী, যূথিকা, করবীর, পদ্ম, কেতকী, কুন্দ, আমলকী, কুমুদ, কোকনদ, এই সকল ও বনজাত বিশেষ পুষ্প। শ্বেতদ্রোণ, রক্তজবা, কমল, রক্ত-শুক্ল-করবীর এবং কৃষ্ণ শ্বেত-অপরাজিতা এই সকল মন্ত্র পুষ্প।

মালতী, বকুল, জাতি, কুন্দ, শেফালিকা এবং জবা, এই সকল পুষ্প পার্থিব শিবলিঙ্গ ভিন্ন অন্য শিবার্চ্চনে নিষিদ্ধ। কৃমিকীট ভক্ষিত, ভগ্ন, পর্য্যুষিত, অঙ্গস্পৃষ্ট, আঘ্রাত, ভূমিপতিত পুষ্প ত্যজ্য। কিন্তু ভূমিপতিত শেফালিকা ও বকুল ত্যজ্য নহে। তমাল, পদ্ম, ছিন্ন ভিন্নও দেওয়া যায়। গঙ্গাজল, তুলসীদল, বিল্বপত্র, তমাল, আমলকী পত্র, এবং কহ্লার ইহা পর্য্যুষিত ও দেওয়া যায়, কিন্তু কেশকীটাদি সহিত পত্র ও পুষ্প প্রদান করিবে না।

"এতৎ বিল্বপত্রং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া বিল্বপত্রের বোঁটাতে যে বজ্র আছে তাহা ফেলিয়া অধোমুখ (অর্থাৎ উপুড় করিয়া) প্রদান করিবে। যদি অধিক বিল্বপত্র একত্র দেওয়া হয় তবে এতানি বিল্বপত্রাণি বলিতে হইবে; উহাতে উপুড় চিৎ বিবেচনা করিতে হইবে না। বিল্বপত্র সবজ্র দিলে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় জানিবে, বিল্বপত্র ভগ্ন দেওয়া যায়। পত্র, পুষ্প, ফল যে ভাবে উৎপন্ন সেইভাবে দিবে। এষঃ ধূপঃ ওঁ শিবায় নমঃ বলিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলীতে বৃদ্ধা অঙ্গুলীতে যোগ করিয়া ধূপ প্রদর্শন করাইবে।

এষঃ দীপ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া মধ্য-অঙ্গুলীতে বৃদ্ধাঙ্গুলী যোগ করিয়া দীপ দর্শন করাইবে। ধূপ, দীপ দেবতার দক্ষিণে কিম্বা সম্মুখে রাখিবে; মৃত্তিকাতে দিবে না।

এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া অনামিকা অঙ্গুলিতে বৃদ্ধাঙ্গুলি যোগ করিয়া নৈবেদ্য প্রদান করিবে, নৈবেদ্য দেবতার দক্ষিণে বামে এবং সম্মুখে রাখিবে, পৃষ্ঠদেশে রাখিবে না। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য থাকিলে সেই সেই দ্রব্যের নামোল্লেখ পূর্ব্বক ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া প্রদান করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এই পঞ্চদ্রব্য কিম্বা নিবেদন কালীন যদি উপরোক্ত পঞ্চ মুদ্রা না করিতে পারে তবে প্রত্যেক দ্রব্য নিবেদন করার পর সেই দ্রব্য প্রদান জন্য যে মুদ্রা উক্ত আছে সেই মুদ্রা করাইবে। পরে—

ইদং পানার্থ জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ
ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ " "
এতৎ তাম্বুলং ওঁ " "

পরে এষ সচন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। এইরূপে পুষ্পাঞ্জলি বামাবর্ত্তের লিঙ্গের আটদিগে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে, সেই পূজা প্রথমতঃ পূর্ব্বদিগ্ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে,—কিন্তু কদাচ বামাবর্ত্তে হস্ত লইবে না।

ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ, পূর্ব্বদিগ।
ওঁ ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ, পশ্চিমদিগ।
ওঁ রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ, অগ্নিকোণে।
ওঁ উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে নমঃ, বায়ুদিগ।
ওঁ ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ, উত্তরদিগ।
ওঁ পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ, দক্ষিণদিগ।
ওঁ মহাদেবায় সোম মূর্ত্তয়ে নমঃ, নৈঋতিকোণ
ওঁ ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশান কোণে।

এইরূপে অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিয়া প্রাণায়াম করিয়া তির্য্যক্ অঙ্গুলি করিতে হইবে। প্রাণায়াম করার রীতি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে এজন্য পুনরায় লিখিত হইল না। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অবধি কনিষ্ঠা এই ৪ অঙ্গুলি বিলক্ষণরূপে সংলগ্ন করিয়া কিঞ্চিৎ চক্র করিতে হইবে ইহার নাম তির্য্যক্ অঙ্গুলি।

এইরূপে তির্য্যক্ অঙ্গুলি করতঃ উভয়-হস্ত বক্ষঃস্থলে রাখিয়া বস্ত্রে আচ্ছাদন পূর্ব্বক মূল মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

জপ করিবার নিয়ম।

ব্রাহ্মণ সন্তানকে জপ করিবার নিয়ম নূতন করিয়া শিখাইতে হইবে না। জপ করিবার সময় কদাচ মেরু লঙ্ঘন করিবে না বা অঙ্গুলী

বিযুক্ত ও ছিদ্র যুক্ত রাখিবে না। সর্ব্বদা জপের সংখ্যা করিবে। সাধারণ জপ যেমন করিতে হয় আটবার জপ তেমন করিতে হয় না। আট বার জপ করিতে হইলে অনামিকার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনীর মধ্য পর্য্যন্ত আসিতে হইবে।

স্থিরচিত্ত স্থিরেন্দ্রিয় হইয়া সকল বিষয় হইতে মনকে সংযম করতঃ হৃদি মধ্যে পূজিত দেবতাকে ধ্যান পূর্ব্বক মন্ত্র, দেবতা, গুরু, ঐক্য করিয়া মন্ত্রের বর্ণ সকল পরস্পর সংমিলিত এবং স্পষ্ট রূপে অনতিক্রুত ও অনতিবিলম্বে জপ করিতে হইবে, অতি ধীরে জপ করিলে ব্যাধি, অতি দীর্ঘে শরীর ক্ষয় হয়। জপকালীন মস্তক এবং গ্রীবা স্পন্দন এবং দন্ত প্রকাশ হইবে না।

যে জপ নিজের কর্ণগোচর না হয় সেই মানসজপ, যে জপ নিজের কর্ণগোচর হয় মাত্র সেই উপাংশু জপ, স্পষ্টরূপে যে জপ করা হয় সেই বাচিক জপ।

বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপ দশগুণ ফলপ্রদ, উপাংশু জপ হইতে মানস জপ সহস্র-গুণ ফলপ্রদ। মানসজপ সকল সময় করা যায়। শুচি অশুচিতে উহার বাধা নাই।

এইরূপে ১০৮ বার কি যথাশক্তিরূপ করিয়া জপান্তে পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া সামান্যার্ঘ্য পাত্রস্থিত জল, সচন্দন পুষ্প, দূর্ব্বাদি দক্ষিণ হস্তে লইয়া শিথিলভাবে ঐ হস্ত মুঠ করিবে। তাহাতে কনিষ্ঠাঙ্গুলী মূলের নিকট একটী যোনির ন্যায় আকার হয় তাহাই গোযনি মুদ্রা। ঐ মুদ্রা দ্বারা "ওঁ গুহ্যাদি গুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বর॥" এই মন্ত্র পাঠে তেজোরূপ জপ দল শিবের ঊর্দ্ধ-স্থিত-ঈশান-বজ্রে সমর্পণ করিবে, অন্য দেবতার দক্ষিণ হস্তে, দেবীদিগের বাম হস্তে জপ সমর্পণ করিতে হইবে।

এইরূপে জপ সমর্পণ করিয়া কবচ ও মহিম্নঃ স্তবাদি পাঠ করিবে।

স্তব পাঠের নিয়ম।

স্তব চারি প্রকার, উত্তম, অত্যুত্তম, মধ্যম, অধম। দেবোক্ত স্তব উত্তম, স্বায়ংক্ত অত্যুত্তম, মুণিদিগের উক্ত মধ্যম ও পণ্ডিতোক্ত অধম। স্তব পাঠান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে।

প্রণামাদি।

নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্য চক্ষুষে।
নমঃ পিনাক হস্তায় বজ্র হস্তায় বৈ নমঃ॥
নম স্ত্রিশূল হস্তায় দণ্ড পাশাসি পাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্য নাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥
বাণেশ্বরায় নরকার্ণব তারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময় সাগরায়।
কর্পূরকুন্দ ধবলেন্দু জটাধরায় দারিদ্র্য দুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়।
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
ইত্যাদি।

প্রণাম তিন প্রকার কায়িক, বাচিক ও মানসিক। প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। পার্থিব শিবলিঙ্গ অর্দ্ধ-প্রদক্ষিণ বিধি। অতএব শিবলিঙ্গ অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিবে। কদাচ সম সূত্র লঙ্ঘন করিবে না। বাণ ও স্বয়ম্ভু প্রভৃতি লিঙ্গে পূর্ণ প্রদক্ষিণ করিতে পারা যায়। পরে গাল বাদ্য করিতে হইবে, যথা—

দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলী যোগ করিয়া তদ্দ্বারা দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করতঃ বম্ বম্ শব্দে গাল বাদ্য করিতে হইবে—

এইরূপে গাল বাদ্য করিয়া আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে। যথা—

বিশেষ অর্ঘ্য পাত্রস্থ জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া "ওঁ" ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি দেহ ধর্ম্মাধিকারে তো জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা মুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসর্ব্বং শ্রীশিবায় স্বাহা ওঁ

মাং মদীং সকলং সম্যক্ শ্রী শিবচরণে সমর্পয়ে।

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিবলিঙ্গোপরি ঐ জল অর্পণ করিবে, এইরূপে আত্ম সমর্পণ করিয়া করপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, যথা—

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বরঃ॥

এইরূপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সংহার মুদ্রা-দ্বারা বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যথা—

বিসর্জ্জন।

ঈশান কোণে জলাভ্যুক্ষণ দ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া সংহার মুদ্রা দ্বারা একটী নির্ম্মাল্য পুষ্প গ্রহণ করিয়া তাহাতে লিঙ্গস্থ তেজোময় শিবকে আনয়ন করিয়া "ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব" বলিয়া নাসিকাগ্রে লইয়া ঘ্রাণ লইতে হইবে, সেই ঘ্রাণ দ্বারা তেজোময় শিবকে হৃদয়-স্থিত করিয়া [অর্থাৎ হৃদিমধ্যে স্থিত করিলাম বিবেচনা করিয়া] পুনরায় নীয়মান ক্রমে ঐ পুষ্প সহিত হস্তদ্বয় আনয়ন করিয়া সেই পুষ্প পূর্ব্বকৃত ত্রিকোণ মণ্ডলে রাখিবে। এইরূপে বিসর্জ্জন করিয়া—

ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে সচন্দন পুষ্প অথবা জল দ্বারা ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলে চণ্ডেশ্বরের পূজা করিতে হইবে।

এইরূপে চণ্ডেশ্বরের পূজা করিয়া পূজিত শিবলিঙ্গ উত্তম স্থানে রাখিবে।

পরে চরণামৃত ও নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করিবে। শিব নির্ম্মাল্য ও নৈবেদ্যাদি প্রথমতঃ বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিবে, কিন্তু ঈশানবজ্রাপিত সকল বস্তু অগ্রাহ্য জানিবে কদাচ তাহা গ্রহণ করিবে না"

পূজোপচার বহু প্রকার তন্মধ্যে তিন প্রকার সচরাচর হইয়া থাকে যথা—

ষোড়শোপচার—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দনা।

দশোপচার—পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য।

পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য।

ইতি পূজাবিধিঃ সমাপ্তঃ।

মুদ্রাদির বিবরণ।

অঙ্কুশ মুদ্রা।

দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিকে সোজা করিবে তর্জ্জনী অঙ্গুলির মধ্য পর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্যমাতে সংযুক্ত করিয়া তাহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বাঁকা করিবে অঙ্কুশ মুদ্রা হইল।

অবগুণ্ঠন মুদ্রা।

দক্ষিণ হস্ত মুঠ করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলি সিধা এবং অধোমুখ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে এক-বার সেই তর্জ্জনী অঙ্গুলিকে ঘুরাইবে। ইহার নাম অবগুণ্ঠন মুদ্রা।

আবাহনী মুদ্রা।

দুই হস্ত চিত করিয়া অঞ্জলি করিয়া অনামা অঙ্গুলির মূল পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠ আঙ্গুলীদ্বয়ের শিরোভাগ মিলাইয়া আবাহন করিতে হইবে ইহার নাম আবাহনী মুদ্রা।

কূর্ম্ম মুদ্রা।

বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী এবং বাম হস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী যোজনা করিবে এবং দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী উন্নত করিবে এবং মধ্যমা ও অনামিকা বাম হস্তের বৃদ্ধ ও তর্জ্জনীর মধ্য দিয়া বাঁকা করিয়া দিবে, বাম হস্তের মধ্যমা অনামিকা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠে অর্থাৎ ক্রোড়ে বাঁকা করিয়া রাখিবে

এবং কূৰ্ম্ম পৃষ্ঠের ন্যায় দক্ষিণ হস্ত করিবে, ইহার নাম কূৰ্ম্ম মুদ্রা।

গন্ধমুদ্রা।

অঙ্গুষ্ঠ যুক্ত কণিষ্ঠা।

গালিনী মুদ্রা।

দক্ষিণ হস্তের উপর বাম হস্ত রাখিয়া বাম হস্তের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাতে যোগ করিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অনামা পরস্পর সংমিলিত করিবে এবং উভয় হস্তের কনিষ্ঠা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী যে যোগ হইয়াছে তাহা ঐ তর্জ্জনী মধ্যমা এবং অনামা হইতে ব্যবধান রাখিতে হইবে, ইহার নাম গালিনী মুদ্রা।

গোযোনি মুদ্রা।

দক্ষিণ হস্ত মুঠ করিলে তাহাতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর নিকট যে একটী যোনির ন্যায় আকার হয় তাহার নাম গোযোনি মুদ্রা॥

দীপ মুদ্রা।

মধ্যমাঙ্গুষ্ঠ যোগরূপা।

ধূপ মুদ্রা।

তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ-যোগ-রূপা।

ধেনু মুদ্রা।

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অনামিকা বাম হস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠাতে এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা, কনিষ্ঠা, বাম হস্তের তর্জ্জনী অনামিকাতে সংযোগ করিতে হইবে ইহার নাম ধেনু মুদ্রা।

নারাচ মুদ্রা।

দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ-অঙ্গুলির অগ্রভাগে তর্জ্জনী অঙ্গুলি মিলিত করিতে হইবে; মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা করতস্থ ঈর্দ্ধারে খার সহিত বাঁকা করিয়া রাখিতে হইবে। ইহার নাম নারাচ মুদ্রা।

প্রার্থনা মুদ্রা।

দক্ষিণ এবং বাম হস্তের অঙ্গুলি সকল সি[illegible] করিয়া বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত চিতভা[illegible] বক্ষঃস্থলে রাখিতে হইতে ইহার নাম প্রার্থ[illegible] মুদ্রা।

পুষ্প মুদ্রা।

তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ যোগ রূপা।

মৎস্য মুদ্রা।

দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠ দেশে বাম হস্তের [illegible] ঠিক সমভাবে সংলগ্ন করিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধা[illegible]ঙ্গুলিদ্বয় বিলক্ষণরূপে চালনা করিতে হইবে। ইহার নাম মৎস্য মুদ্রা।

লিঙ্গ যোন্যাদি মুদ্রা।

লিঙ্গ, যোনি, ত্রিশূল, অক্ষমালা, বর, অভ[illegible] মৃগ খট্টাঙ্গ, কপালিনী, ডমরু, এই দশ-মুদ্রা।

বাহুল্যভয়ে ইহাদের লক্ষণ লিখিত হই[illegible] না। এই গুলি না করিলে যে পূজা অসি[illegible] হইবে তাহা নহে। করিতে পারিলে ভ[illegible] বটে।

লেলিহা মুদ্রা।

তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা সমান করি[illegible] অথোমুখ করিবে এবং অনামিকার অগ্রভা[illegible] বৃদ্ধ-অঙ্গুলী যোগ করিবে অনিষ্ঠা অঙ্গুলি[illegible] সরল করিবে ইহার নাম লেলিহা মুদ্রা।

সন্নিধাবনী মুদ্রা।

দুই হস্ত মুঠ করিয়া পরস্পর সংলগ্ন কর[illegible] বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় উন্নত করিতে হইবে। ইহা[illegible] নাম সন্নিধাবনী মুদ্রা।

সম্মুখীকরণী মুদ্রা॥

দুই হস্ত মুঠ করিয়া পরস্পর চিতভা[illegible] সংলগ্ন করিতে হইবে, ইহার নাম সম্মুখীকরণী মুদ্রা।

সংবোধনী মুদ্রা।

দুই হস্ত মুঠ করিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলীদ্বয় মুষ্টি[illegible] মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে।

সংহার মুদ্রা।

বাম হস্ত অধোমুখ করত তদুপরি দক্ষিণ হস্ত উৰ্দ্ধভাবে রাখিবে, কনিষ্ঠা অবধি সকল অঙ্গুলি মধ্যে অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া পরস্পর বন্ধন করত ঘুর্ণায়মানে সম্মুখে লইয়া পুনরায় [illegible]নীয় মান-ক্রমে হস্তদ্বয় লইবে। ইহার নাম সংহার মুদ্রা।

অধোমুখে বাম হস্তে উৰ্দ্ধাস্যং দক্ষ হস্তকং ক্ষিপ্তাঙ্গুলীরঙ্গুলীভিঃ সংগ্রথ্য পরিবর্ত্তয়েৎ এষা সংহার মুদ্রাস্যাং বিসর্জ্জন বিধৌস্মৃতা॥

স্থাপনী মুদ্রা।

আবাহনী মুদ্রার হস্তকে অধোমুখ করিলে যেরূপ হয় তাহার নাম স্থাপনী মুদ্রা।

বৈরাগ্য।

আজকালকার ধৰ্ম্ম প্রচারকগণ বলেন যে, "ত্যাগ করিবার কোন আবশ্যক নাই"—তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, রাজর্ষি জনকের মত "ভোগ" ও "যোগ" দুই করিতে চাহেন। বিশেষতঃ নব্য থিয়সপীষ্ট দলের মতই যে, জনকের পথাবলম্বন করিয়া যোগানুষ্ঠান করিলেই যোগের চরম সীমায় যাওয়া যায়, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই; তাঁহাদের মতে "ত্যাগ আশ্রম" [সন্ন্যাস] কেবল কথা মাত্র।

আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের এ কথার কোন প্রতিবাদ করিব না; আবার দেখিলাম যে, চুপ করিয়া থাকাও ভাল হইতেছে না, কারণ ভেদজ্ঞানই সমাজে যত অনিষ্ট উৎপাদন করে, এই ভেদজ্ঞানই বহু সম্প্রদায়, বহু মত এবং শাস্ত্রাদির বিরোধের কারণ। সমাজ হইতে এই ভেদজ্ঞান যত কমিয়া যায়, ততই ভাল ও আমাদের মঙ্গল জনক; আর একটি কারণ এই যে, এ সংসারে কেহই স্বাধীন নহে, সকলেই পরস্পর পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা করে, সুতরাং আর উদাসীন থাকিতে পারিলাম না।

এখন প্রমাণ করিব যে, বৈরাগ্যের আবশ্যক আছে। প্রথম তাঁহারা যে যুক্তি ও শাস্ত্রাবলম্বন করিয়া বলেন যে, "ত্যাগ করিবার কোন আবশ্যক নাই, রাজা জনকের মত ভোগ কর," সেই যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিব যে "ত্যাগ স্বীকার" (বৈরাগ্য) বিশেষ আবশ্যক আছে। অধিকারী অনুসারে পরমার্থ চিন্তা ত্রিবিধ, যথা, অধমাধিকারীগণের জন্য স্বকাম কৰ্ম্ম [যাগযজ্ঞাদি] ও সাকার উপাসনা বিধি, মধ্যমাধিকারীর নিস্কামকৰ্ম্ম ও অষ্টাঙ্গ যোগ, এবং উত্তমাধিকারীগণের ত্যাগাশ্রম [সন্ন্যাস] নির্দ্দিষ্ট আছে, আর ইহাই সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়। গীতার ৩য় অধ্যায়ে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, "লোক সকল আপনার প্রকৃতি অনুসারে কৰ্ম্মযোগ ও সাংখ্যযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়," এবং ১৩শ অধ্যায়েও বলিয়াছেন যে, "ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরা॥" ইহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা বহু জন্ম হইতে স্বকাম কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি; সেই জন্য আমাদের মন এত চঞ্চল হইয়াছে। যে একদণ্ড কৰ্ম্ম না করিলে থাকিতে পারে না, মনে ঐ স্বকাম কৰ্ম্মের সংস্কার থাকায় পুনর্পুন কৰ্ম্ম করিবার জন্য [সংস্কারানুসারে] বিষয়ে [ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যবস্তুতে] ইন্দ্রেয়গণ ধাবিত হয়। এই অবস্থায় একবারে কৰ্ম্ম ত্যাগ [বৈরাগ্য] গ্রহণ না করিয়া নিস্কাম কৰ্ম্ম [কৰ্ম্মযোগ] অর্থাৎ পূৰ্ব্ব সংস্কার জন্য চিত্ত বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই জন্য ভোগ বাসনা ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের আর কৰ্ম্মে আশক্তি থাকে না। কৰ্ম্মে রতি না থাকিলে মন গুটাইয়া আইসে, কারণ ইন্দ্রিয়গণ কৰ্ম্মের জনক, কৰ্ম্ম বাসনার জনক, সুতরাং কৰ্ম্ম ত্যাগ হইলেই মন

গুটাইয়া আসিবে। "মন গুটাইয়া আসিলেই অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে মন না ছুটিলেই লোক জ্ঞান যোগের [সাংখ্য জ্ঞানের] অধিকারী হয়। এই সাংখ্য জ্ঞানের অধিকারীগণই বৈরাগ্যাশ্রয় অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহাঁদের ইন্দ্রিয় আর কিছুতেই বিষয়ে ছোটে না. ইন্দ্রিয় বিষয়ে না ছুটিলে মনও প্রসব [বৃত্তি] শূন্য হয়; মন প্রসব শূন্য হইলেই পুরুষের আর বিষয়ানুরাগ থাকে না, তখন ইন্দ্রিয়গণকে বল পূর্ব্বক যদি কর্ম্মে [স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ে] নিয়োগ করা যায়, কিছুতেই কর্ম্ম [কি স্বকাম কি নিস্কাম] করিতে পারিবে না। এমন কি দেহ রক্ষা জন্য কর্ম্ম করিতেও বিরক্ত হয়, ঢেকাইয়া ঢেকাইয়া দেহ যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগি কর্ম্ম করাইতে হয়; এই রূপ অবস্থার নামই "বৈরাগ্য"।

"বৈরাগ্য যত্ন করিয়া গ্রহণ করিতে হয় না, নিস্কাম ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, [উপসাধ্যায় মোক্ষ শাস্ত্রাদি অধ্যায়ন] করিতে করিতে আপনিই "বৈরাগ্য" আসিয়া পড়ে, তখন আর মন কিছুতেই বিষয়ে সন্তোষ লাভ করে না। বিষয় বিষবৎ বোধ হয়, ত্যাগই সুখকর বোধ হয়। যেরূপ বালিকারা খেলাঘর পাতিয়া ধুলার অন্নাদি লইয়া সুখ বোধ করে, আবার যৌবনাবস্থায় জ্ঞানোদয়ে তাহা ত্যাগ করিয়া গৃহিণী হইয়া স্বরূপ অন্নাদি প্রস্তুতই পরম সুখকর বোধ করে। বিষয় ভোগ আর বৈরাগ্যও ঠিক সেই রূপ। অর্থাৎ যেরূপ বালিকারা অজ্ঞান বশত ধুলার অন্নাদি প্রস্তুত করে, সেইরূপ পূর্ব্ব জন্মের আরাব্ধ কর্ম্মের সংস্কার জন্য মোহ বশতঃ লোকে বলিয়া থাকে যে, "ত্যাগ করিবার কোন আবশ্যক নাই"। ফলতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস বশত [প্রয়োজন না থাকিলেও] ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে ছুটিয়া যায়, তাই আমরা কর্ম্ম করি। এইরূপ কর্ম্মকেই নিস্কাম বলা যাইতে পারে, যদি ঐ কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন পরমার্থ চিন্তা করে, এবং কিছু কাল উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া ঐরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া আইসে. চিত্ত শুদ্ধ হইলেই আপনা হইতেই 'বৈরাগ্য" আসিয়া পড়ে। এই বৈরাগ্য ক্রমে দৃঢ় [অর্থাৎ পরম বৈরাগ্য হইলেই "আত্মজ্ঞান"] সাংখ্য জ্ঞান হয়। এই সাংখ্য জ্ঞানই যোগের চরম সীমা, এবং বসিকার নামক বৈরাগ্য [বার বৈরাগ্য] না হইলে অন্য কোন উপায়েই যোগের চরম ফল লাভ হয় না।

জনক রাজার দৃষ্টান্ত দিয়া আধুনিক ধর্ম্ম প্রচারকগণ বলিয়া থাকেন যে, "ত্যাগ করিবার কোন আবশ্যক দেখি না," এটী তাহাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মত। কেবল পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস বশতঃ [প্রয়োজন না থাকিলেও] জনকের ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে ছুটিত বলিয়াই তিনি রাজকার্য্য করিতেন, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য পরমার্থ দিকে ছিল, এবং তিনি যাবৎ ঐরূপ নিস্কাম ভাবে রাজকার্য্য ও পরমার্থ চিন্তা করিয়াছিলেন, তাবৎ যোগের চরম সীমা [অর্থাৎ পরমবৈরাগ্য বা সন্ন্যাস দ্বারা যে পদ লাভ হয়] প্রাপ্ত হন নাই। শান্তিও মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায় জনকের প্রতি সুলভার উপদেশ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, রাজা জনক অপেক্ষা বিতরাগিণী সুলভার জ্ঞান কত উচ্চ। অতএব যে জনকের দৃষ্টান্ত দিয়া আধুনিক ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ বলেন যে, "বৈরাগ্য [Indifference and asceticism] গ্রহণের কোন আবশ্যক দেখি না" সেই জনকের বিষয় ভালরূপ অনুশীলন করিলেই স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে "বৈরাগ্য ভিন্ন মোক্ষ হয় না।" দ্বিতীয়তঃ রাজা জনকের উপদেষ্টা অষ্টাবক্র প্রথমেই বলিয়াছেন, যে, "যদি মুক্তি ইচ্ছা কর, তবে বিষয় বিষবৎ জ্ঞানে ত্যাগ করতঃ দয়া, ক্ষমা, আর্জ্জব ও সন্তোষাদি সদ্গুণের সেবা কর।"

এখন বলিতে পারেন যে, ঐ অষ্টাবক্রই বলিয়াছেন যে, ত্যাগ, গ্রহণ, সুখ, দুঃখ,

বন্ধ, মোক্ষ, কিছুই নাই; আমি [আত্মা] সদা মুক্ত; ভোগ ও বৈরাগ্য একই কথা, অতএব বৈরাগ্যের আবশ্যক কি? অষ্টাবক্রের ঐরূপ উক্তির অভিপ্রায় এই যে, বিধিপূর্ব্বক কাম্য ও নিস্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে বৈরাগ্য [সন্ন্যাস] হয়, এই সন্ন্যাস দ্বারা আত্মজ্ঞান হয়, আত্মতত্ত্ব পরিবোধ হইলে পুরুষ জীবন্মুক্ত [অভিমান শূন্য] হইয়া "ইচ্ছা" "অনিচ্ছা" এবং "পরেচ্ছা" এই তিন প্রকারে প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় করেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষ অভিমান শূন্য হইয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। যেরূপ জলে বা আদর্শে মুখ প্রতিবিম্ব দর্শন কালে জল ও আদর্শ এবং তটস্থ বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব লক্ষিত হয় না. সেই রূপ তাঁহারা কর্ম্ম করিলেও তাঁহাদের বুদ্ধিতত্ত্বে কর্ম্ম জন্য নুতন বাসনার সংস্কার পড়ে না, অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধিতে একমাত্র আত্মতত্ত্বই উপলব্ধি হয়, অন্য তত্ত্ব সকল [মায়া ও তৎকার্য্য বিশ্ব] সরসী তটস্থিত বৃক্ষের ন্যায় অলক্ষিত থাকে। সুতরাং তাঁহারা কর্ম্মকরিলেও কর্ম্ম জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, মানাপমান, শুভাশুভ, সুখদুঃখ কিছুই তাঁহাদের বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হয় না। যেরূপ সুষুপ্তি কালে সুপ্তব্যক্তিকে মশকাদি দংশন করিলে অভিমান শূন্য হইয়া হস্ত চালনা করে, জীবন্মুক্ত পুরুষও সেইরূপ ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এক্ষণে শুনিলেনত অষ্টাবক্রে কিরূপ ভোগের উপদেশ আছে? — নব ধর্ম্মপ্রচারকগণের [যাঁহারা বলেন "ভোগ ও যোগ দুই হইতে পারে] কর্ম্ম কি ঐরূপ অনুষ্ঠীত হইয়া থাকে?—

এইবার যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিব যে, বৈরাগ্য ভিন্ন মোক্ষ হয় না। এখন দেখা আবশ্যক যে, মোক্ষ কি? — এতদুত্তরে হয়ত বলিবেন যে, আমরা যাহা চাহি, তাহাই মোক্ষ"। ভাল বলুন দেখি যে; আমরা কি চাহি?—অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আমরা দুঃখের নিবৃত্তি চাই। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, দুঃখ দূর করিবার জন্য এই জগতে সকলেই ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এইস্থানে জিজ্ঞাস্য যে, কি হইলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়?— না সুখ হইলেই আমাদের দুঃখ দূর হয়। দুঃখের অভাবই কি সুখ?— না, আমরা এগারটি ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখ দুঃখ দুইটীই পৃথক পৃথক অনুভব করি। এইখানে বলিতে পারেন যে, ঐ সুখ দুঃখ কি এগারটী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর [বিষয়ের] ধর্ম্ম [গুণ]?— না। তাহার প্রমাণ কি?—ভাল বলুন দেখি; যে, আমাদের জীবনে প্রত্যহ যে, জাগ্রত, ও স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থা ঘটে ইহার কোন্ অবস্থায় আমরা অধিক সুখ অনুভব করি?—অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সুষুপ্তি কালে আমাদের সকল দুঃখ দূর হয়; এবং পরম সুখে থাকি। ঐ সময়ত আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় না, তবে কেন সুষুপ্তি কালে সুখ ভোগ হয়?—এখন্ চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি যে, এই সুষুপ্তি অবস্থা দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে না যে, সুখ বিষয়ের [ইন্দ্রিয় গৃহীত বস্তুর] ধর্ম্ম [গুণ] নহে? সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করে না, অথচ বেশ সুখানুভব হয়, সুতরাং বলিতেই হইবে যে, বিষয়ের গুণ সুখ নহে; তবে সুখ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সুষুপ্তি কি বিচার করিলেই সুখ যে কি তাহাও প্রতীতি হইবে। সুষুপ্তি কি এখন্ তাহা বিচার—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, স্মৃতি এবং নিদ্রা [মনের] এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি [গুণ] বা অবস্থা। নিদ্রিত অবস্থায় মন তম অভিভূত হইয়া একাকার বৃত্তি [অর্থাৎ বহু বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া "আমি

সুখে নিদ্রত আছি", এইরূপ একটী মাত্র বৃত্তি] ধারণ করে। এই একটী মাত্র বৃত্তিই সুষুপ্তি অবস্থা। এই সুষুপ্তি দেখিয়াই আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই যে, "মনোবৃত্তি নিরোধ" [সুষুপ্তি] আর "সুখ" একই বস্তু। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমরা যাহা চাই, তাহাই "মোক্ষ" বাচ্য। আমরা কি চাই? না দুঃখের নিবৃত্তি অর্থাৎ সুখ চাহি। সুখের স্বরূপ কি?—ঐ সুষুপ্তিতেই দেখুন যে, সুখ কি?—অর্থাৎ "মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যাহা থাকে, তাহাই সুখস্বরূপ"; মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে সুষুপ্তি হয়, তবে সুষুপ্তিই কি "সুখস্বরপ"? তাহা বলিতে পারেন না, কারণ সুষুপ্তিতেও "আমি সুখে নিদ্রিত আছি", এইরূপ এক বৃত্তি থাকে, যখন এই একটী বৃত্তিও থাকিবে না, তখন্ পূর্ণ "সুখস্বরূপ" [আনন্দ] প্রকাশিত হইবে। এই "আনন্দ স্বরূপ" অবস্থাই [মোক্ষ] আমরা চাই। ক্রমে যখন সমস্ত উপলব্ধি শূন্য হইবে তখন পূর্ণ মোক্ষাবস্থার উপনীত বুঝিতে হইবে। ইহাই নিবৃত্তি মার্গে স্বধর্ম্ম। এই যুক্তির সত্যতা চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

* "মোক্ষ" কি অর্থাৎ পুরুষ যাহা চায়, তাহাত নিরাকৃত হইল। এখন্ দুঃখ কি অর্থাৎ "আমরা যাহা চাহি না", তাহা নিরাকরণ করা আবশ্যক হইয়াছে। স্বপ্নাবস্থা বিচার করিলেই দুঃখ যে কি তাহা নির্ণীত হইবে; এই স্বপ্ন যে কি তাহা সকলেই জানেন, অর্থাৎ এই স্বপ্নকালে আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয় হইতে উপরত হয়, এবং অন্তরেন্দ্রিয় [মন] স্বীয় কার্য্য অর্থাৎ অসংখ্য বৃত্তি [বিপর্য্যয়, বিকল্প, ও স্মৃতি] কল্পনা করে; মনের যত কল্পনা [বৃর্ত্তি] বাড়ে ততই আমাদের দুঃখ বৃদ্ধি পায়। হয় না হয়, এই স্বপ্নাবস্থাতেই তাহা দেখুন। অর্থাৎ স্বপ্ন কালেত বিষয় সকল [ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু] থাকে না, তবে কেন আমাদের দুঃখ ও সুখ বোধ হয়? এতদুত্তরে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সুখদুঃখ সকলই মনের ধর্ম্ম; তাহার কারণ এই যে, স্বপ্ন কালেত বিষয় থাকে না, কেবল একমাত্র মন ও তাহার কার্য্য [মনোবৃত্তি] থাকে; সুতরাং বলিতে হইবে যে, দুঃখ ও সুখ মনের ধর্ম্ম অর্থাৎ মনের অসংখ্য বৃত্তিই [প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, স্মৃতি] "দুঃখ"। মনোবৃত্তির একাগ্রতা [একাকারবৃত্তি—যেরূপ নিদ্রা] "সুখ", এবং মনের নিরুদ্ধাবস্থা [অর্থাৎ প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, স্মৃতি ও নিদ্রা বৃত্তি শূন্য হওয়া] "সুখ-স্বরূপ" বা "কৈবল্য", এই "কৈবল্য"ই "মোক্ষ"।

এই "মোক্ষ" [কৈবল্যাবস্থা] লাভ করিতে পারিনা বলিয়াই আমাদের এত "অশান্তি" [দুঃখ] আর এই "অশান্তি" দূর করিবার জন্যই জাগ্রতাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ বিষয় মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কিছুতেই সুখ পাইতেছে না, তাই আমাদের মনে নূতন নূতন বিষয় বাসনা উদয় হইতেছে।

বলুন দেখি যে, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার মধ্যে কোন্ সময় আমাদের কথঞ্চিৎ দুঃখ নিবৃত্তি হয়, এবং অপেক্ষাকৃত সুখ পাই? সকলকেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে, সুষুপ্তিতে আমাদের "দুঃখ নিবৃত্তি" হয়, আর এই সময় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অপেক্ষা অধিক সুখ বোধ হয়। কেন সুষুপ্তিতে দুংখের নিবৃত্তি হয়?

চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় বলিয়া সুষুপ্তিতে দুঃখ থাকে না। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, আমারা সুষুপ্তিই চাই, আর এই সুষুপ্তিতেই যে একবারে দুঃখ থাকেনা; তাহা নহে। কে বলে যে আমরা সুষুপ্তি চাই? প্রত্যহত আমাদের এই অবস্থা হয়, তবে আবার দুঃখ আইসে কেন? ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বিষয় ও নিদ্রা দ্বারা কিঞ্চিৎ দুঃখ লাঘব হয়, অত্যন্ত দুঃখ দূর হয় না।

এক্ষণে দেখা যাগ যে, কি হইলে "দুঃগের অত্যন্ত নিবৃত্তি" হয়। পূর্ব্বেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, সুখদুঃখ মনের ধর্ম্ম। মনবৃত্তি একাগ্র হইলে কথঞ্চিৎ সুখ হয়, এবং একবারে "মনবৃত্তি শূন্য" হইলেই মনধর্ম্মের [সুখদুঃখের] নিবৃত্তি হয়। এই "সুখ দুঃখের নিবৃত্তিই" "অত্যন্ত দুঃখের নিবৃত্তি" বা "মোক্ষ" জানিবেন। এখন্ প্রশ্ন যে, কি করিলে "মন লয়" [মনবৃত্তি শূন্য] হয়? এটী স্বতঃসিদ্ধ যে মনের যত বৃত্তি ততবিষয়, কিম্বা যত বিষয় তত বৃত্তি। অর্থাৎ মনবৃত্তি থাকিলেই বিষয় থাকিবে, বিষয় থাকিলেই বৃত্তি থাকিবে, সুতরাং বিষয় ত্যাগ ও বৃত্তি নিরোধ দুই আবশ্যক হইতেছে, তাহাহইলেই "মন লয়" হয়।

মনবৃত্তি নিরোধের উপায়ই "বৈরাগ্য ও অভ্যাস", "যোগ", এবং "জ্ঞান"। "বৈরাগ্য ও অভ্যাস" দ্বারা মন আর বিষয়ে ছোটে না। "যোগ" দ্বারা প্রাণ [ক্রিয়া শক্তি] নিরুদ্ধ হয়, প্রাণ নিরুদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়গণ আর স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। এবং "জ্ঞান" দ্বারা মন, দশেন্দ্রিয়, ভোগায়তন দেহ এবং বিষয়ের অনিত্যত্ব উপলব্ধি হয়; সুতরাং আমরা যাহা চাই ["মোক্ষ"] তাহা পাইবার উপায়ই "বৈরাগ্য", "যোগ", এবং "জ্ঞান"।

বৈরাগ্যে ভোগ বাসনার নিরোধ, যোগে প্রাণের নিরোধ, এবং জ্ঞানে মন, ইন্দ্রিয়, দেহ ও বিষয়ের অনিত্যত্ব জ্ঞান হইলে তবে "মোক্ষ" [পুরুষ যাহা চায়] হয়। অতএব প্রমাণ হইল যে, "ভোগ" ও "যোগ" দুই হয়না।

আর একটী কথা, যে, তাঁহারা যাহাকে 'ভোগ" বলেন, [অর্থাৎ অন্ন জল, স্ত্রী 'আদি] আমরা এই ভোগকে "ক্ষুৎপীপাসা কামাদি পীড়ার ঔষধ" বলিয়া থাকি'—যথা, "তৃষা শুষ্যত্যাস্যে পিবতি সলিলং সাদুসুরভি, ক্ষুধার্ত্তঃ সন্ শালীন্ কবলয়তি শাকাদি বলিতান্। প্রদীপ্তে কামাগ্নৌ সুদৃঢ়তর মাশ্লিষংতিবধূং প্রতিকারো ব্যাধেঃ সুখমিতি বিপর্য্যস্যতি জনঃ॥" ইতি।

প্রায়শ্চিত্ত বিধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জ্ঞানতঃ বিমাতৃ গমন করিলে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ছেদন পূর্ব্বক তাহা অঞ্জলিতে রাখিয়া সরলভাবে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে গমন করিতে করিতে বা জলন্ত লৌহময় প্রতিমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিয়া দেহত্যাগ তাহার প্রায়শ্চিত্ত। অথবা চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত। গুরুতর সংসর্গ জ্ঞান পূর্ব্বক একবার করিলে, গুরু সংসর্গ ছয় মাস করিলে, তিনটী লঘু সংসর্গ একবৎসর করিলে, একটী লঘু সংসর্গ তিন বৎসর করিলে, এবং একটী লঘুতর সংসর্গ নয় বৎসর করিলে মহাপাতক হয়। অজ্ঞাতে করিলে ইহার দ্বিগুণ সময়ে মহাপাতক হয়। আচার্য্যত্ব আচার্য্যশিষ্যত্ব, বিবাহ পূর্ব্বক উপগমন, এবং এক পাত্রে পক্বান্ন ভোজন—গুরুতর সংসর্গ। অষ্টকাদিযজ্ঞে পৌরোহিত্য যজমানত্ব, অধ্যাপকত্ব, ছাত্রত্ব, উপগমন * এবং একপাত্রে

* টীকা।—স্বরূপতঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখ, বন্ধন মোক্ষ এ সকল কিছুই নাই, কেবল একমাত্র শুদ্ধবুদ্ধ আত্মাই নিত্য বিদ্যমান আছেন, এবং অজ্ঞানে সমস্ত দৃশ্যই কল্পিত হয়, যাহা দ্বারা এইরূপ উপলব্ধ হয়, তাহাই "তত্ত্ব-জ্ঞান" বা "মোক্ষ"।

* বিবাহের পর পতিত নিজ ভার্য্যার সহিত বা পতিত শূদ্রা প্রভৃতির সহিত সংসর্গ—উপগমন শব্দে বুঝিবে।

ভোজন—গুরু সংসর্গ। একপীঠে উপবেশন, এক অশ্বাদিতে আরোহণ, এক শয্যায় শয়ন, এবং এক পংক্তিতে ভোজন—লঘু সংসর্গ। গাত্রস্পর্শ, নিঃশ্বাস গ্রহণ, এবং আলাপ—লঘুতর সংসর্গ। মূল পাপীর যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, তাহার এক চতুর্থাংশ ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ সংসর্গীর কর্ত্তব্য। মূল পাপীর মরণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত থাকিলে, সংসর্গী অষ্টাদশ বার্ষিক ব্রত করিবে। মরণের অংশবিশেষ নাই, মরণ ও চতুর্বিংশতি বার্ষিক ব্রত সমান। চতুর্বিংশতি বার্ষিক ব্রতের চতুর্থাংশ ন্যূন অষ্টাদশ বার্ষিক ব্রত হয়। দ্বিতীয় সংসর্গী অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত, তৃতীয় সংসর্গী এক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। চতুর্থ সংসর্গীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। মূলপাপীর সহিত সংসর্গকারী-প্রথম সংসর্গী, তাহার সংসর্গ দ্বিতীয় সংসর্গী, তাহার সহিত সংসর্গী তৃতীয় সংসর্গী। পূর্ব্বোক্ত সময়ের অল্প-সময় সংসর্গ করিলে ভাগহারে প্রায়শ্চিত্ত ন্যূন হইবে। কেবল মহাপাতকে নহে, উক্ত নয় প্রকার পাপের মধ্যে যে কোন পাপকারীর সহিত সংসর্গ করিলেই উক্ত রীতি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। পতিতোৎপন্ন পুরুষ পতিত কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্তের তিনভাগের এক ভাগ, পতিতোৎপন্না স্ত্রী নয় ভাগের এক ভাগ প্রায়শ্চিত করিবে।

অনুপাতক প্রায়শ্চিত্ত।

অগম্যাগমন ব্যতীত জ্ঞানকৃত সকল অনুপাতকে দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। অজ্ঞানকৃত অনুপাতকে তদর্দ্ধ। আর জ্ঞানকৃত অগম্যাগমনে মরণ বা চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত।

উপপাতক প্রায়শ্চিত। জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ স্বামিক গোবধে সপ্তদশ প্রাজাপত্য, কর্ম্মান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাহাদিগকে একটী বৃষ এবং একটী গো, দক্ষিণা দিবে। অজ্ঞানতঃ করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত,—একটী বৃষ ও একটী গো দক্ষিণা। জ্ঞানতঃ ক্ষত্রিয়ের গোহত্যা করিলে দ্বাদশ প্রাজাপত্য তাহার প্রায়শ্চিত। দক্ষিণা যথা শক্তি। অজ্ঞানতঃ অর্দ্ধ। জ্ঞানতঃ বৈশ্যস্বামিক গোহত্যা করিলে দশ প্রাজাপত্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত। যথাশক্তি দক্ষিণা। অজ্ঞানতঃ অর্দ্ধ। শূদ্রস্বামিক গোবধে চার প্রাজাপত্য। অজ্ঞানতঃ অর্দ্ধ। গর্ভিণী বা বহুদুগ্ধবতী গোবধে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত আর গাভীর কেবল গর্ভ হত্যা করিলে নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যথা উৎপন্নমাত্র গর্ভবধে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের এক চতুর্থাংশ, কর চরণাদি অঙ্গবিশিষ্ট গর্ভবধে অর্দ্ধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন অথচ চেতনা শূন্য গর্ভবধে তিনভাগ এবং চৈতন্য শূন্য গর্ভবধে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। মিতাক্ষরাকারের মত গর্ভিণী গোবধে, গর্ভ তারতম্য অনুসার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত এবং তাহার এক চতুর্থাংশ, পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত এবং তদর্দ্ধ পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত এবং তিনভাগ আর দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে! গর্ভের তারতম্য উৎপন্নমাত্র ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত রূপে জানিবে। অতিবৃদ্ধা অর্থাৎ তৃণ চর্বণেও অসমর্থা, অতিকৃশা অর্থাৎ কৃশতা নিবন্ধন দোহন বাহনের অযোগ্যা, দুইবর্ষ বয়স্ক এবং মৃত্যুজনক রোগাক্রান্তা গাভীবধ করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত। এক প্রযত্ন নিষ্পন্ন বহুগোবধে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত, যথা গৃহদাহে বহুগোনিহত হইলে গো স্বামীর দ্বিগুণ অপালন প্রায়শ্চিত্ত হইবে ইত্যাদি। অজ্ঞানতঃ একটী গোহত্যা বহুলোককে মিলিয়া করিলে, যে গোহত্যায় যে ব্রত বিহিত আছে প্রত্যেক পুরুষ তাহার এক চতুর্থাংশ করিয়া; এবং বহুলোককে মিলিয়া এক প্রযত্নে বহু গোহত্যা করিলে, প্রত্যেক পুরুষ অর্দ্ধেক করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর বহু লোককে মিলিয়া এক প্রকার প্রযত্নে এক গো আর এক প্রযত্নে আর এক গো, এইরূপ বহু গো হত্যা করিলে, যতগুলি গো নিহত হইবে প্রত্যেক

[...]র তত-অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যথা তিনটী [...] নিহত হইলে তিন অর্দ্ধেক অর্থাৎ দেড়গুণ [...]শ্চিত্ত প্রত্যেকের হইবে ইত্যাদি। জ্ঞানতঃ [...]লে দ্বিগুণ। একবর্ষ বয়স্ক গোহত্যা করিলে [...] প্রায়শ্চিত্তের এক চতুর্থাংশ, তিনবর্ষ বয়স্ক [...]হত্যার তিনভাগ, তৎপরে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। [...]রুকে সায়ংকাল হইতে আটক করিয়া এবং [...] কাশ বাহু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে, [...]ঃকালে বন্ধন খুলিয়া দিবে। অন্য সময়ে [...]টক করিয়া রাখায় গোবধ হইলে এক প্রজাপত্যের এক চতুর্থাংশ [১] অন্য দ্রব্য দ্বারা বন্ধন [...] অন্যকালে বন্ধন করিয়া রাখায় গোবধ হইলে [...], লাঙ্গল বা গাড়ীতে জুতিয়া অধিক কষ্ট [...]ওয়ায় গোহত্যা হইলে তিনভাগ [৩] আর [...]হস্ত দীর্ঘ এক অঙ্গুষ্ঠ স্থূল, সপত্র সরস দণ্ড [...]হারে গোহত্যা হইলে এক প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত হইবে। [৪] যথাক্রমে নখচ্ছেদন, [১] [...] লোম চ্ছেদন, (২] শিখবর্জ্জিত কেশ চ্ছেদন [...] এবং সশিখ বপন [৪] পূর্ব্বাহ কৃত্য। ইহা[...]লে তৎকার্য্য প্রবৃত্ত হইলে যথাক্রমে চান্দ্রা[...]র এক চতুর্থাংশ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত হইবে। [...] কূপাদিতে ফেলিয়া দেওয়ায় বা নাসাকর্ণাঙ্গ [...]চ্ছেদন করায় গোবধ হইলেও উক্ত দণ্ড প্রহারের [...] প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অপালন নিমিত্ত গোবধে [...] প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। গোপালনের ভার [...]ক্ত রাখালের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে রাখালকে [...]প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। নচেৎ স্বামীর [...]র্ত্তব্য। তিনবর্ষ বয়ঃক্রম অবধি গোরু, [...]পালন বশতঃ বিনষ্ট হইলে, প্রজাপত্যের [...]ক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। শৃঙ্গভঙ্গ [...]স্থিভঙ্গাদি করিলে তাহাতে যদি গোবধ [...]য় তাহা হইলে এক প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। [...] গোরুর উপকারার্থ যথা নিয়ম কোন উপ[...]চিত কার্য্য করিতে গিয়া তাহাতে গোবধ হইলে [...]প্রায়শ্চিত্ত নাই। সেই কার্য্য যথা,—চিকিৎ[...]সাদি। রুগ্ন গো আহত হইয়া পাঁচ সাত দশ পা গমন, ভোজন, পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। ইতি গোবধ প্রায়শ্চিত্ত।

জ্ঞানতঃ ক্ষত্রিয় বধে ষড় বার্ষিক ব্রত, বৈশ্য বধে ত্রৈবার্ষিক এবং শূদ্র বধে এক বার্ষিক ব্রত করিবে। নির্গুণ ক্ষত্রিয়াদি বধে যথাক্রমে ত্রৈবার্ষিক, অষ্টাদশ মাসিক ও নবমমাসিক ব্রত করিবে। জ্ঞানতঃ গুণশালিনী ব্রাহ্মণী বধে ষড় বার্ষিক ব্রত, ক্ষত্রিয়াবধে তিন বার্ষিক, বৈশ্যা ও শূদ্রাবধে এক বার্ষিক ব্রত করিবে। একবারমাত্র সবর্ণ পুরুষের সহ ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণীবধে এক বার্ষিক ব্রত, ক্ষত্রিয়ের দ্বিগুণ, বৈশ্যের ত্রিগুণ, আর শূদ্রের চতুর্গুণ। আর বধের প্রয়োজক, অনুমন্তা এবং নিমিত্তী। যথাক্রমে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের তিন ভাগ, অর্দ্ধেক এবং এক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ঐরূপ ব্যভিচারিণী ক্ষত্রিয়াবধে ক্ষত্রিয়ের ষাণ্মাসিক ও বৈশ্যবধে বৈশ্যের ষাণ্মাসিক ব্রত, শূদ্রাবধে শূদ্রের মাসিক ব্রত প্রায়শ্চিত্ত। নানা পুরুষের সহিত ব্যভিচারিণী অথবা নীচবর্ণোপভুক্তা ব্রাহ্মণীকে বধ করিলে চর্ম্মপাত্র, ঐরূপ ক্ষত্রিয়াকে বধ করিলে ধনু, বৈশ্যাকে বধ করিলে ছাগল ও শূদ্রাকে বধ করিলে ভেড়া দিবে, ইহা অজ্ঞানকৃত বধে। চাণ্ডালাদি অধম জাতির সহিত ব্যভিচারিণী স্ত্রী বধে পাপ নাই। * যে জাতির গর্ভস্থ বালক হত্যা করিবে সেই জাতীয় পুরুষ বধে যে প্রায়শ্চিত্ত, উহাতেও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বালিকা হত্যা করিলে তজ্জাতীয় স্ত্রী হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বালক কি বালিকা বলিয়া নিশ্চয় না হইলে পুরুষ বধের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ গর্ভ বধে দ্বাদশবার্ষিক, ক্ষত্রিয় গর্ভবধে ত্রৈবার্ষিক, বৈশ্য

* ইহা শূলপানি প্রভৃতির মত। বস্তুতঃ "হীনবর্ণো পভুক্তায়া ত্যাজ্যা বধ্যাপি বা ভবেৎ" এই বচনে হীন বর্ণ সংসর্গিনী স্ত্রী ত্যাজ্য কিংবা বধ্য হইবে বিধি থাকায় নিকৃষ্ট বর্ণ সংসর্গিনী স্ত্রীবধে পাপ নাই, চাণ্ডালাদি জাতি, বর্ণ নহে, সকল বর্ণের অধম সুতরাং হীন বর্ণের স্বারসিক অর্থই গ্রাহ্য।

গর্ভবধে অষ্টাদশ মাসিকও শূদ্রগর্ভ বধে নবমাসিক ব্রত করিবে। ফলবন্ত বৃক্ষাদি ছেদনে প্রজাপত্য, সামান্য বৃক্ষাদি ছেদনে বৃঙ্গকৃচ্ছ ব্রত। চৈত্য প্রভৃতি আবশ্যকীয় স্থানের বৃক্ষাদি ছেদনে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত। অভিচার করিলে অতিকৃচ্ছ (তিন প্রাজাপত্য তুল্য) করিবে। ব্রাহ্মণ অজ্ঞাতে একবার শূদ্রান্নভোজন করিলে তিন দিন উপবাস তাহার প্রায়শ্চিত্ত (অনুকল্প ১৷৷০ কাহন কড়ি)। রজক, কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, ডোম, ভিউ, নট ইত্যাদি অন্ত্যজ জাতির অন্ন একবার ভোজনে চন্দ্রায়ণের অর্দ্ধ ব্রত। অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ কম চার প্রাজাপত্য করিবে। ইহা জ্ঞানতঃ প্রতিগ্রহ এবং ভোজনে সমান প্রায়শ্চিত্ত। কাপালিনান্ন ভোজনেও এই প্রায়শ্চিত্ত। চণ্ডাল, যবন ম্লেচ্ছাদির অন্ন ভোজনে ইহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত।

সর্ব্বত্র উচ্ছিষ্ট ভোজনে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত। গোমাংস ভোজনে দুই প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত এবং দ্বিজাতিগণের পুনরুপনয়ন, উপনয়নের অনুকল্প চান্দ্রায়ণ ব্রত। হাঁস, ঘুঘু, পানকৌড়ি চক্রবাক চেড়ুই ইত্যাদি পক্ষী ভোজনে তিন দিন উপবাস ইহা অজ্ঞানতঃ। মৎস্য ভোজনে তিন দিন উপবাস, কসাই দোকানের মাংস ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। পলাণ্ডুলশুন গাঁজর, পলাণ্ডুসদৃশ বস্তু পাতালকোঁড়, গ্রাম্য শূকর, গ্রাম্য কুক্কুট, বীর্য্য, বিষ্ঠা এবং মূত্র একবার ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ এবং দ্বিজগণের পুনরুপনয়ন। অসৌচান্ন ভোজন করিলে এক প্রাজাপত্য। দ্বিজ গণ্ডুষ না করিয়া ভোজন করিলে ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিবে। যজ্ঞোপবীত শূন্য হইয়া ভোজন করিলে স্নানান্তে একশতবার গায়ত্রী জপ করিয়া উপবাস করিবে। মৃত্তিকা ভক্ষণে একাহ উপবাস, অভক্ষ অস্থি প্রভৃতি দূষিত অন্ন ভোজন করিলে স্নানান্তে সূর্য্য পূজা করিয়া ঘৃত ভোজন পূর্ব্বক উপবাস করিবে—ইহা অজ্ঞানতঃ। মাছের কাঁটা, শামুক

শঙ্খ, ঝিনুক বা কড়ি দূষিত অন্ন ভোজন
বৃষ্টিজল পান করিলে পঞ্চগব্যপান করিয়া
দিন উপবাস। ইহা অজ্ঞানতঃ।

কৃমি কীটাদি দূষিত অন্ন, জ্ঞানতঃ দুই
ভোজন করিলে গোমূত্র ও গোময় ভক্ষণ পূ
তিনদিন উপবাস করিবে। কেশ, মক্ষিকা,
বা কাঁচা মাংস জ্ঞান পূর্ব্বক ভোজন ক
ঘৃত ভোজন পূর্ব্বক তিনদিন উপবাস করি
ভোজনকালে অশৌচ হইলে তৎক্ষণাৎ ভো
পরিত্যাগ করিয়া স্নান করিবে—একগ্রাস ভো
করে ত একদিন, সমস্ত অন্ন ভোজন ক
তিনদিন উপবাস করিবে। ব্রাহ্মণো
ভোজনে ব্রাহ্মণ মহাব্যাহৃতি মন্ত্রপূত জল
করিয়া একদিন উপবাস, ক্ষত্রিয়ের উ
ভোজনে ব্রাহ্মী শাকরসের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ
পূর্ব্বক তিনদিন উপবাস, বৈশ্যের উ
ভোজনে তিনদিন উপবাসের পর পীত সূর্য্যা
বৃক্ষের ক্বাথ পান করিয়া একদিন উপবাস, শূ
চ্ছিষ্ট ভোজনে ছয়দিন উপবাস করিবে। সম
দ্বাদশ দিন উপবাস, সজাতির উচ্ছিষ্ট ভো
ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মহাব্যাহৃতি মন্ত্রপূত জল
পূর্ব্বক উপবাস, বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভোজনে ক্ষ
য়ের তিনদিন উপবাস, শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজ
ক্ষত্রিয়ের ছয়দিন, এবং বৈশ্যের তিনদিন উ
বাস, আর সজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজনে শূদ্রে
একদিন উপবাস প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট ভোজন ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণো
প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত, বৈশ্যের এক চ
র্থাংশ, ক্ষত্রিয়োচ্ছিষ্ট ভোজনে বৈশ্যের ব্রা
ণোচ্ছিষ্ট ভোজনে ক্ষত্রিয়ের মত প্রায়শ্চি
হইবে। বিড়াল, কাক, গো, কুক্কুর, নকু
প্রভৃতির উচ্ছিষ্ট ভোজনে, তিন দিন উপবা
অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণাদির সহিত এক পংক্তি
ভোজন করিলে অহরাত্র উপবাসী থাকি
স্নানান্তে পঞ্চগব্য পান করিবে, ইহা অজ্ঞানকৃ
স্থলে। ক্ষত্রিয়ের সহিত এক পংক্তিতে ভোজ

রিলে নক্তব্রত বৈশ্যের সহিত করিলে এক
দিন উপবাস, শূদ্রের সহিত করিলে দুইদিন
উপবাস। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। এক পংক্তিস্থ
কোন ব্যক্তি উঠিয়া গেলে অন্ন ভোজন
করিবেনা করেত সন্তাপন ব্রত করিবে।
রাপাত্রস্থ জল পান করিলে একপক্ষ যাবক
পান বা এক প্রাজাপত্য, মদ্য পাত্রস্থ জল
পান করিলে সাতদিন যাবক পান করিবে।

ক্রমশঃ।

ধর্ম্মানুষ্ঠান।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি
হাশয় তাঁহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যা নামক গ্রন্থে
লিখিয়াছেন, "যে যে গুণের দ্বারা যে যে
বস্তু সেই সেই বস্তু হইয়াছে তাহাই তাহা-
দের ধর্ম্ম। কতকগুলি গুণ বিশেষ দ্বারা
আমরা মনুষ্য এবং গবাশ্বাদি পশু হইয়াছে।
মনুষ্য এবং গবাশ্বাদির মধ্যে কতকগুলি গুণ
সাধারণ আছে এবং কতকগুলি অসাধারণ
আছে। যদি মনুষ্যজাতির অসাধারণ গুণ
গুলির অভাব হয় তাহা হইলে মনুষ্য ক্রমশঃ
গবাশ্বাদিতে পরিণত হইতে পারে।" শ্রীযুক্ত
তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে একথারও
উল্লেখ করিয়াছেন যে মনুষ্যজাতির বিশেষ
গুণ গুলির অভাব হইলে মনুষ্য ক্রমে বন
মনুষ্যাদিতেপরিণত হইতে পারে। যে গুণ বিশেষ
গুলি দ্বারা মনুষ্য গবাশ্বাদি পশু হইতে পৃথক
হইয়াছে তাহাই মনুষ্যের অসাধারণ গুণ। মন্বাদি
শাস্ত্রে সেই সকল গুণ গুলিকেই যথাক্রমে ধৃতি,
ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়, নিগ্রহ,
ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এবং ইহাদের
আনুসঙ্গিক আরও কতকগুলিকে ধর্ম্মের লক্ষণ
বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ এই
সকলের উন্নতি করিতে পারিলে ধর্ম্মের উন্নতি
করা হইবে। ধর্ম্মের উন্নতি করিতে পারিলে

মনুষ্যের পূর্ণত্ব লাভ হইবে অর্থাৎ যাঁহার ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তিনিই আদর্শ মনুষ্য। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যাহা মনুষ্যের ধর্ম্ম তাহা দ্বারাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব তাহার অভাবে মনুষ্যের মনুষ্যত্বের হ্রাস হইয়া থাকে। ধৃতি ক্ষমাদি গুণ গুলি যখন মানবের ধর্ম্ম তখন ঐ গুলিরই উন্নতি সাধনের দ্বারা, যে, ধর্ম্মের উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপে ধর্ম্মোন্নতি দ্বারা মনুষ্য এমন কি ঈশ্বরত্বও লাভ করিতে পারে। এই যুক্তির দ্বারা এক্ষণে, এই পৃথিবীতে মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য কি তাহাও নির্দ্ধারিত হইতেছে। কারণ, দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্মের উন্নতি করাই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই পৃথিবীতে আমরা সচরাচর যে সকল কার্য্য করি তাহার অনুষ্ঠানের দ্বারা যদি ধৃতি ক্ষমাদি গুণ গুলির উন্নতির ব্যাঘাৎ হয় তাহা হইলে সে সকল কার্য্য অকার্য্য এবং ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের মনুষ্যত্বের হ্রাস হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে কোন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং কোন কোন কার্য্যে অননুষ্ঠান দ্বারা আমাদের ধৃতি ক্ষমাদি অন্তর্নিহিত বৃত্তি গুলির উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে, ইহা আমাদের দেখাইয়া দেয় কে? আমাদিগের শাস্ত্র সমূহই এ বিষয়ে আমাদিগের পথ প্রদর্শক। কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদিগের ধৃত্যাদি বৃত্তি সকলের গৌণ অথবা মুখ্যভাবে উন্নতি সাধিত হইবে সেই সকল কার্য্য কি এবং তাহার অনুষ্ঠান কিরূপেই বা করিতে হইবে তাহা শাস্ত্রেই লিখিত আছে। যদি আমরা শাস্ত্রোক্ত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত এবং স্ব বুদ্ধি বিজৃম্ভিত কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমরা অভিলষিত ফল কখনই প্রাপ্ত হইব না। একটী উদাহরণ দ্বারা

বুঝান যাউক;—অক্রোধ একটী বৃত্তি। ইহার অভ্যাসের দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি হয়। কেহ কোন অপকার করিলে তাহার প্রতিশোধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ না করার নাম অক্রোধ। আমি এই বৃত্তিটীর উন্নতি করিতে চাই। আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা এবং চেষ্টা যে আমি কায়িক বা মানসিক কোন প্রকারেই ক্রোধ প্রকাশ করিব না। ক্রোধ বৃত্তিকে অন্তরে আদৌ উদৃক্ত হইতে দিব না। কিন্তু এই কার্য্য সম্পাদন করিতে আমাদের শাস্ত্রে যে সকল উপদেশ এবং নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অনুবর্ত্তী না হইয়া কেবল মাত্র ক্রোধ সংযম করিব এইরূপ ধারণা এবং উদ্দেশ্য করিয়া সেচ্ছামত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলাম। মনে করুন, আমি ক্রোধ সংযমে প্রয়াসী থাকিয়াও মৎস্য মাংসাদি যথেচ্ছাক্রমে আহার কবিতেছি। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ বিধি আছে, যাহারা ধর্ম্ম প্রয়াসী তাহারা মেধ্য আহারাদি করিবেন এবং মৎস্য মাংস প্রভৃতি ত্যাগ করিবেন। মৎস্য, মাংস পলাণ্ডু প্রভৃতি উগ্রবীর্য্য দ্রব্য আহারে যে কাম ক্রোধাদি বৃত্তির সমধিক উত্তেজনা হয় তদ্বিষয়ে বোধ হয় কাহার ও সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি যদি ঐ সকল উগ্রবীর্য্য দ্রব্যাদি সর্ব্বদা আহার করি অথচ ধর্ম্মোন্নতির জন্য কাম ক্রোধাদির দমন করিব এরূপ ইচ্ছা করি আমার ঐ ইচ্ছা কতদূর ফলবতী হইবে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন! আবার দেখুন! ধর্ম্মোন্নতির জন্য ভক্তি বৃত্তির পরিপুষ্টি সাধন করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদের শাস্ত্রে আছে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে তাঁহার মুর্ত্তি গঠন, তাঁহার পূজা. পবিত্র আহার, সদাচার ইত্যাদি আবশ্যক। কিন্তু আমি ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আধুনিক ব্রহ্মোপাসকদিগের ন্যায়, অস্নাত অবস্থায়, অশুচী বস্ত্রে, অসমাহিত চিত্তে, অপরিচিত ও নানা জাতীয় ব্যক্তিগণের সহিত, এক অতি প্রকাণ্ড গৃহে, কাষ্টাসনে (যাহা চিত্ত সংযমের পক্ষে অত্যন্ত অপ্রসস্ত) বসিয়া কোন অলক্ষি অনির্দ্দিষ্ট (Undefined) দেবতা উপলক্ষে অসংস্কৃত ভাষায় চীৎকার করিলে হৃদয় মধ্যে যথার্থ ভক্তি বৃত্তির উচ্ছাস কখনই হইবে না। যথার্থ ভক্তির উচ্ছাস হইলে মনুষ্যের হৃদয়ে বৈরাগ্য বিবেকাদির উদয় হয়, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায় মধ্যে বিবেক বৈরাগ্যাদির বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মই যখন আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল এবং সেই ধর্ম্মের উন্নতির উপায় যখন একমাত্র শাস্ত্রেই লিখি আছে তখন সুগভীর-জ্ঞান সম্পন্ন, পরমা তত্ত্ববিৎ, ঋষিগণ প্রণোদিত শাস্ত্র সকলই আমাদের একমাত্র সম্বল। যাহারা ধর্ম্ম-কা তাঁহাদিগকে আমরা বারংবার অনুরোধ ক তাহারা যেন শাস্ত্রোপদিষ্ট বিধি পরিত্যাগ করি কখন ও স্বকপোলকল্পিত কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠা না করেন।

কোন শিক্ষকের অধীনে না রাখিয়া কো বুদ্ধিমান বালককে বিদ্যাভ্যাস কালে স্বাধীনভা তাহার ইচ্ছামত তাহার যাহা ভাল লাগে সেই সকল পুস্তকাদি পাঠ করিতে দেওয়া যায় তাহ হইলে তাহার শিক্ষা যেমন কার্য্যকরী হয় না পরন্তু নিতান্ত একদেশদর্শী হওয়ায় তাহা অনিষ্টকারী হইয়া থাকে, ধর্ম্মসম্বন্ধে সেইরূপ যাহারা নিজের বুদ্ধিমাত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মা নুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের সেই সকল অনু ষ্ঠান সম্পূর্ণ ফলদায়ক হয় না, বরং কখন কখন তাহাদের অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে। এই কারণেই অনেক বালককে, সন্ন্যাস আশ্রমের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইলেও, গৈরিক বস্ত্র পরি ধান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেখা যায় অনেককে সাকার উপাসনায় তৃপ্তি হইল না বলিয়া ব্রহ্মসমাজে গিয়া নিরাকার ঈশ্বরে উপাসনায় নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। কি

তাহারা ঐ সকল কার্য্যের অধিকারী না হওয়ায় এবং বিধি পূর্ব্বক ঐ সকল কার্য্য না করায় উহার ফলপ্রাপ্ত হন না। পরন্তু সংসার আশ্রমে থাকিলে পরোপকার, দয়া, দান প্রভৃতির দ্বারা আত্মোন্নতির যে কিছু সুযোগ পাইতেন তাহাও নষ্ট করিয়া "ধোবীকা কুত্যার" ন্যায় "নেহিঘরকা নেহি ঘাটকা" হইয়া এই দুর্লভ মানবজন্ম বৃথা অপব্যায়িত করিয়া থাকেন। গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিলে, কিম্বা গৃহত্যাগ করিয়া হতভাগ্যের ন্যায় পথে পথে বিচরণ করিয়া বেড়াইলে কিছু সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

মনকে সংযত করাই প্রকৃত বৈরাগ্য। অনেক বৈরাগীকে দেখিয়াছি, বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন, বন্ধুত্যাগ করিয়াছেন, পুত্র, দারা, পিতা, মাতা, গৃহাদিত্যাগ করিয়াছেন—সমস্তত্যাগ করিয়া অতি কঠোর ব্রতও অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু গঞ্জিকা সেবনটী ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি গঞ্জিকার দাস হইয়া অনেক সময়ে সন্ন্যাসীর অনুপযুক্ত অতি কুৎসিৎ কার্য্য করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাই যদি সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য হইল কৃপণ বা বেশ্যাশক্ত কি দোষ করিল? কৃপণ আত্ম সুখ ত্যাগ করিয়াছে, পুত্র কলত্রাদির প্রতি তাহার নজর নাই কিন্তু তাহার মন সেই স্তুপীকৃত অর্থের মায়াতেই মূগ্ধ! বেশ্যাশক্ত ব্যক্তিও পুত্র কলত্রাদী ত্যাগ করিয়াছে অর্থের প্রতি তাহার মমতা নাই। সে, দিগবিদিগ্ জ্ঞান শূন্য হইয়া কেবলমাত্র সেই কুটীলার কটাক্ষতেই মুগ্ধ হইয়া আছে। অতিরিক্ত নেশাখোর ব্যক্তি যে নেশার দাস হইয়া সংসার ত্যাগ করিবে ও হোহো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়! তাই বলিয়া উহাকে বৈরাগী বা সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারেনা। যখন পূর্ব্বোক্ত ধৃতি ক্ষমাদি বৃত্তি গুলির উন্নতি সাধন করাই আমাদের ধর্ম্ম তখন সেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া কতকগুলি যথেচ্ছা বাহিক অনুষ্ঠান করিলে কি হইবে? যেমন বাহিক শৌচ আন্তরিক শৌচের প্রতিপোষক, সেইরূপ বাহিক অনুষ্ঠানগুলি আন্তরিক অনুষ্ঠানের প্রতিপোষক হওয়া চাই। কিন্তু যিনি মনকে পবিত্র করিতে চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র "স্নান করা, গা-মাজা, নখ খোঁটা, কাপড় কাচা" ইত্যাদি লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকেন তিনি শুচীবায়ূগ্রস্থ হইয়া ইহলোকে পরম অসুখে জীবন যাপন করেন। মৎস্য, মাংস প্রভৃতি খাদ্য ত্যাগ করিলে কাম ক্রোধাদি বৃত্তির দমন ও চিত্ত শুদ্ধির পক্ষে সহকারী হয় বটে, কিন্তু যথার্থ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বদা বিষয় চিন্তায় নিবৃত্ত ও নানাবিধ কুকর্ম্মে রত থাকিয়া কেবলমাত্র মৎস্য মাংস ত্যাগরূপ বাহিক অনুষ্ঠান করিলে কি ফল হইবে বল? আমাদিগের দেশের ভট্টাচার্য্যগণ প্রায় সকলেই নিরামিষ ভোজী এবং গব্যাহারী কিন্তু তাঁহারা সাধারণ ভদ্রলোক অপেক্ষা কাম ও ক্রোধ বৃত্তির দমন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কৃতকার্য্য হইয়াছেন এরূপ বোধ হয না, বরং কেহ কেহ সময়ে সময়ে এমন জঘন্য কার্য্য করিয়া থাকেন যাহাতে তাহাদিগকে মানুষ বলিতে লজ্জা করে। তাই বলি কেবল বাহিক অনুষ্ঠান লইয়া ব্যস্ত থাকিলে ধর্ম্ম হইবে না এবং কেবলমাত্র বাহিক ক্রিয়া দেখিয়া সাধু বা অসাধু বলিয়া কাহাকেও মনোমধ্যে ধারণা করিবেন না। যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ তাঁহারা আন্তরিক অনুষ্ঠান ভুলিয়া গিয়া কেবল মাত্র বাহিক অনুষ্ঠানেই মত্ত হইবেন না। গৈরিক বস্ত্র পরিধান না করিয়াও বৈরাগী হওয়া যায়, পুত্র, কলত্র, গৃহ প্রভৃতি ত্যাগ না করিয়াও তাহাদের মায়ায় অনাসক্ত হওয়া যায়, কিন্তু গৈরিক বস্ত্র পরিধান বা গৃহ ত্যাগ করিলেও, অন্তরে বৈরাগ্য না জন্মিলে কেবলমাত্র ভেকধারী হইতে হয়। ভেকধারী হওয়া মহাপাপ। মনুতে ভেকধারীগণকে ভিক্ষা বা আশ্রয় দিতে নিষেধ আছে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে কদাপি ভেকধারী না হইয়া সকলেই পূর্ব্বোক্ত ধৃতিক্ষমাদি আন্তরিক বৃত্তি গুলির (ইহা দিগকে মনু ধর্ম্মের

লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উন্নতি সাধন দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আত্মার কল্যাণ সাধনে তৎপর হউন। ইতি।

সাধুদর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৎপরই অকস্মাৎ কোন পারিবারিক প্রয়োজনে আমায় কলিকাতা চলিয়া আসিতে হয়। প্রায় বৎসরাধিককাল অতিবাহিত হইলেও আমি নানা বিঘ্ন বাধা প্রযুক্ত পুনরায় কাশী দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম। এই সময় বহুশ্রদ্ধেয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। কথা প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট স্বামীজীর কথা উত্থাপন হওয়ায় তিনি তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ঘটনা উল্লেখ করিলেন। তিনি স্বামীজীর পূর্ব্ব জীবনেরও অনেক আভাস দিলেন। তিনি বলিলেন গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে পূর্ব্বে তাঁহার বাসস্থান ছিল। যথারীতি সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া দুইটি উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া তিনি আশ্রমান্তর গ্রহণ করেন। এখনও তাঁহার এক পুত্র কটক প্রদেশে বিশিষ্ট পদে কার্য্য করিতেছেন”। স্বামীজীর আশ্রম ত্যাগের পর তাঁহার পুত্রদ্বয় একবার তাঁহার দর্শন লালসায় অন্বেষণে বাহির হন এবং বহু অনুসন্ধানের পর লক্ষ্ণৌ সহরের প্রান্তস্থিত এক উদ্যানে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তিনি পুত্রদ্বয়কে অকস্মাৎ এরূপভাবে সমাগত দেখিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া নানা বাক্যালাপান্তর তাঁহাদের সেদিবসের জন্য বিদায় দেন। পর দিবস তাঁহারা উদ্যানে গিয়া দেখেন কেহ কোথাও নাই—উদ্যান জনশূন্য। বহু বৎসরান্তর প্রাণসম পুত্র দর্শনেও তাঁহার কিছু মাত্র মায়ার সঞ্চার হইল না! মায়া আর তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া নিজ কর্তৃত্ব প্রকাশে সক্ষম হইল না। স্বামীজী পুত্রপ্রতি ভ্রুক্ষেপ ও না করিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গেলেন। সন্তানদ্বয় বহু অনুসন্ধানেও আর কোন তত্ত্বই পাইলেন না। তাহার পর তাঁহার আর কোন আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। নানা দেশ ও তীর্থ ভ্রমনান্তর তিনি অবশেষে কাশী ক্ষেত্রে শেষ আশ্রম অতিবাহিত করিতে সংকল্প করেন এবং এই অবস্থায় আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

কিছুদিবস পরে পুনঃরায় আমি কাশী যাই। এবার কাশী যাইয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার সমস্ত আশা ভরসা চিরতরে বিনষ্ট হইল। পিতার মুখে শুনিলাম স্বামীজী স্থুল কলেবর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই দেহ-ত্যাগ বৃত্তান্ত অতীব বিস্ময়কর। কোন পীড়া নাই, জ্বালা নাই, যন্ত্রনা নাই, অকস্মাৎ এক দিবস মৌনাবলম্বন করিয়া গৈরিক বসনাচ্ছাদিত মৃগচর্ম্মাসনোপরি শয়ন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ স্বতন্ত্র একখণ্ড কষায় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। কাহারও সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ নাই—একবারে নিস্তব্ধ। ক্ষণ মধ্যে এ বার্ত্তা তাঁহার ভক্তবৃন্দ মধ্যে প্রচারিত হইল। সকলে আসিয়া তাঁহার এরূপ অভূত পূর্ব্ব ভাবান্তর দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। স্বামীজী পূর্ব্ব দিবস হইতে কিছুই আঁহারাদি করেন নাই। সকলে তজ্জন্য আরও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমার বৃদ্ধ পিতাঠাকুর মহাশয় অবস্থা দেখিয়া সযতনে কিছু দুগ্ধ ও দুইটি বোম্বাই আম লইয়া স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর পদতলে উপবেশন করিলেন এবং ধীর স্বরে স্বামীজীকে সম্বোধন করিয়া কিঞ্চিৎ আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী তাহার এই অনুরোধ শ্রবণ করিয়া স্মিতমুখে হস্ত- সঞ্চালন কয়িয়া আহারে অনিচ্ছা ও অনাবশ্যক ভাব প্রকাশ করিলেন। তখন তাঁহার দেহের কোন

বৈলক্ষণ্যই নাই—দেহের যেমন কান্তি পূর্ব্ববৎ তদ্রূপই রহিয়াছে। অধিকন্তু সে সময়ে সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন একরূপ অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া সমস্ত গৃহের কি যেন এক প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছে। তাঁহার অঙ্গের দিকে যেন আর দৃষ্টি রাখা যায় না। সমবেত সকলে স্তম্ভিত হইয়া এই অপরূপ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন এবং ভক্তিতে ও প্রেমে বিগলিত হইয়া অনবরত আনন্দাশ্রু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সকলেই নির্ব্বাক, স্পন্দনহীন। যেন কোন দৈববলে বিমুগ্ধ। এইরূপে একদণ্ডকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। সকলেই অনিমেষ নেত্রে স্বামীজীর দিকে লক্ষ্য করিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। আহা! সে সমাধি আর ভাঙ্গিল না। আনন্দ কাননের আর একটি অপূর্ব্ব সৌরভান্বিত পুষ্প বৃন্তচ্যুত হইল।

সমাপ্ত।

তীর্থ—কলঙ্ক।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বেদব্যাসে “তারকেশ্বরের মহান্ত” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। মহান্তের দুস্কৃতি বহুদিন হইতে সমাজ মধ্যে আলোচিত হইতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি তাহার কোন একটা প্রতিবিধানের চেষ্টা হইল না। হিন্দু সমাজ মৃত, নচেৎ দেবাদিদেব মহাদেবের সম্মুখে তাঁহারই পূজকের এ ঘোর অত্যাচার হিন্দু সমাজ অবলীলাক্রমে বহুদিবস হইতে সহ্য করিতেছে। হায়! যদি আজ, ভারতে এক জন প্রকৃত হিন্দু রাজা থাকিতেন তাহা হইলে কি মহান্ত সদর্পে অতুলনীয়া দেবোপমা হিন্দু রমনীর সতিত্ব নষ্ট করিয়া স্বীয় পাশববৃত্তি চরিতার্থের সুযোগ পাইত? শাস্ত্রে শুনিয়াছি চারিপোয়া পাপের সঞ্চার হইলেই পৃথিবীতে কলির, পূর্ণ আধিপত্য হইবে। তখন ভূত ভাবন ভগবান স্বয়ং কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া পাপীকুল নির্ম্মূল করিবেন। আজ প্রাণের ভিতর কেবল এই প্রশ্ন উঠিতেছে যে “আর পাপের বাকি” কি? এখনও কি পাপ চারিপোয়ায় পূর্ণ হয় নাই? আমাদের বোধ হয় যে চারিপোয়ারও যদি অধিক হওয়া সম্ভব থাকে তাহাও বুঝি হইয়াছে। ভবিষ্যত পুরাণে কত শত পাপের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু মহান্তের এ অভূতপূর্ব্ব কৃত্তির সদৃশ পাপের কথা উল্লেখ দেখি না। তাই মনে হয় যেন সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ বুঝি পাপের যে এত দূর সীমা আছে তাহা জানিতে পারিয়াও মনে স্থান দেন নাই। হিন্দু সমাজ! আজ তোমায় ভৈরব রবে আহ্বান করিতেছি, জাগ্রত হও, নচেৎ তোমার চিরপতন অবশ্যম্ভাবী। তুমি ভাবিতে পার যে একক মহান্ত কি করিবে? মহান্ত একক নহে, ঐ দেখ শত শত মহান্ত তোমায় গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে। কেবল তারকেশ্বর নর-পিশাচগণের লীলাক্ষেত্র নহে, ভারত ব্যাপিয়া তীর্থ-ক্ষেত্র মাত্রেই এইরূপ পাশব কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে। পাপের শ্রোতে সোনার ভারত উলটি পালটি খাইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু এখনও উপায় আছে। একবার মহা নিদ্রা ত্যাগ কর, একবার শিশ্নোদর ভুলিয়া যাও, একবার বিলাসকে পদবিদলিত করিয়া বীরের ন্যায়, কৃতি সন্তানের ন্যায়, ঋষি পুত্রের ন্যায় দণ্ডায়মান হও, দেখিবে পিশাচের দল ভস্মিভূত হইয়া যাইবে, আবার কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষ স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়া নিজ সন্তানগণের উদ্ধার সাধন করিবেন। বঙ্গবাসী! তুমি ধন্য! তোমার জন্ম সার্থক! আট বৎসর যে তুমি ঐকান্তিক চেষ্টায় তোমার মাতৃভূমির সেবা করিয়া আসিলে সেই পুন্য বলে আজ তোমার এ দেবগণ প্রার্থনীয় স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ রক্ষণ কামনায় তোমায় মাতাই-

য়াছে। আজ বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে তোমার জয় ঘোষিত হইতেছে। আর বেদব্যাস! আপনি জগৎ গুরু, আপনি এ সময় হিন্দুকে এরূপ মন্ত্রে দীক্ষিত করুন যাহাতে হিন্দুসন্তান স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পন করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হন।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বেদব্যাসে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে আমরা সর্ব্বান্তকরণে উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করি। সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এ আয়োজনের সূচনা করা হউক। প্রকৃত নিষ্টাবান এবং সমাজ রক্ষণেচ্ছু হিন্দুগণকে আহ্বান করা হউক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধ্যাপক মণ্ডলীকে সমবেত করা হউক। ইহাঁরা সকলে মিলিয়া একটি সমাজ গঠিত করুন। তাহারা বিধিমত প্রকারে তীর্থ-ক্ষেত্রের এবং সমাজের বিবিধ আবর্জ্জনারশি পরিধৌত করিতে বদ্ধপরিকর হউন।

বঙ্গবাসী পাঠে অবগত হইলাম যে "কয়েকজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু মিলিয়া তারকেশ্বর সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন প্রস্তাব গুলি পাঠ করিয়া আমরা পরম সুখী হইয়াছি, সুতরাং আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

১ম,—প্রথমতঃ তারকেশ্বর তীর্থের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তারকেশ্বরের সুবন্দোবস্ত হইলে, অন্যান্য তীর্থের সংস্কারকার্য্যে মনোনিবেশ করা উচিত।

২য়,—তারকেশ্বরের মহান্তকে গদিতে রাখা উচিত কি না? মহান্ত দোষী হউন, নির্দ্দোষ হউন,—তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার নামে যে কলঙ্ক রটিয়াছে, শুধু সেই কলঙ্ক জন্যই, তাঁহার গদিতে থাকা উচিত কি না?

৩য়,—মহান্ত যদি দোষী সাব্যস্ত হন—অথচ যদি গদি না ছাড়েন, তখন আইন-অনুসারে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার উপায় অবলম্বন করা উচিত কিনা?

৪র্থ,—আদালতে প্রকাশ, মহান্ত রুগ্ন এবং অকর্ম্মণ্য, এবং বহুমূত্র রোগবিশিষ্ট। এ কথা সত্য হইলে, এরূপ অকর্ম্মণ্য এবং রুগ্ন ব্যক্তিকে মহান্তের পদে নিযুক্ত রাখা যায় কি না? মহান্ত যদি অকর্ম্মণ্য হইয়াও গদি না ছাড়েন, তবে আইন-অনুসারে তাঁহাকে পদচ্যুত করা উচিত কিনা?

৫ম,—দেবদর্শনে যে সকল বিঘ্নবাধা আছে, তাহা সহজে শীঘ্র দূর করিবার উপায় কি? পয়সা দিতে না পারিলে, যে সকল যাত্রী লাঞ্ছিত হয়, তাহাদের উদ্ধারের সহজ উপায় কি? তারকেশ্বরে স্নানের জলের উপায় কি? স্নানের জন্য যে দেব-সরোবর আছে, সংস্কার অভাবে তাহার জল দূষিত হইয়াছে। মহান্ত নিজের জন্য একটী পুকুর কাটাইয়াছেন। তাহার জল ভাল। কিন্তু তাহাতে মহান্ত কাহাকেও স্নান করিতে দেন না। ঐ দূষিত জলে স্নান, এবং ঐ জল পান করিয়া যাত্রীগণ অনেক সময় রোগ গ্রস্ত হয়। যাত্রীগণের এই কষ্ট বিমোচনের উপায় কি?

উল্লিক্ষিত প্রস্তাবগুলি লইয়া সমাজ মধ্যে বিশেষ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আমরা সপ্তাহ মধ্যে এসম্বন্ধে তুমুল আন্দোলনের প্রত্যাশা করি। একবার সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হউন, দেখিবেন যে স্বয়ং ভগবান সদাশিব আমাদের সহায় হইবেন।

ধর্ম্মসংবাদ।

ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি,—গত ১০ই আষাঢ়ে পরাণপুর হইতে এক পত্র পাইয়াছি, তাহাতে লিখিতেছেন,—"গত পরশ্বঃ তারিখে মুক্তগাছা হইতে ফিরিয়াছি। অম্বুবাচীর পর যে দিন যাত্রার ভাল দিন থাকে সেই দিনই কলিকাতা যাত্রা করিব"।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী—লিকাতা বিশ্ব বৈষ্ণব সভায় সাম্বাৎসরিক উৎ-ব নির্ব্বেঘ্নে সমাধা করিয়া এখন তিনি নিজ হ শান্তিপুরে চলিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী—আমরা লক্রমে (এবং কার্য্য বিবরণও ভালরূপে জ্ঞাত া থাকায়) সামধ্যায়ী মহাশয়ের সংক্ষেপ কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিতে পারি নাই। সামধ্যায়ী হাশয়ের মুখে ও অন্যান্য উপায়ে সামধ্যায়ী হাশয়ের কার্য্য বিবরণ শুনিয়া সুখী হইলাম। কেবল তাঁহার যত্নে তিনটি আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। তিনি দার্জিলিং, জলপাইগুরি, রংপুর প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শুনিলাম পুনঃরায় তিনি ধর্ম্মোপদেশ দানার্থ নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে বাহির হইবেন।

আমরা যে কএক জন ধর্ম্মোপদেষ্টার কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করি তাঁহাদের ব্যতিত যে আর স্বার্থত্যাগী ধর্ম্মোপদেষ্টা বঙ্গদেশে নাই তাহা যেন কেহ মনে না করেন। তবে আমাদের সহিত যাঁহাদের সংস্রব আছে এবং যাঁহাদের গতিবিধির বিষয় আমরা সহজে অবগত হইয়া থাকি কেবল তাঁহাদেরই বিষয় আমরা পত্রস্থ করি মাত্র। আমরা অবগত আছি যে এ সময় অনেক স্বধর্ম্মহিতৈষী মহাত্মা সমাজ মধ্যে ধর্ম্মভাব উদ্দিপম করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা কায়-মন-বাক্যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

ধর্ম্মোৎসব।

বরিশাল,—বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ বরিশাল ধর্ম্ম রক্ষিনী সভার নবগৃহ প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হইয়াছে। গৃহখানি দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় স্মল কজ্ কোর্টের জজ বাবু নফর চন্দ্র ভট্ট মহাশয় যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

হাবড়া—চাঁদভাগ। "আর্য্য ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শান্তি[illegible]রর বিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী আসিয়া অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

নোয়াখালি।—ভুলুয়া—আমিসাপাড়া। বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অত্র জিলাস্থ প্রসিদ্ধ দত্তপাড়াগ্রামে—"সমাজ-সংশোধিনী" সভার দ্বিতীয় বার্ষিকী পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবারে ইহার মাসিক অধিবেশন হয়। এই সভার সঙ্গে একটী "আর্য্য গ্রন্থালয়" নামক লাইব্রেরী সংস্থাপন হইয়াছে।

বালেশ্বর—জলেশ্বর—লক্ষ্মন্নাথ। সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত হেরম্বনারায়ণ রায় মহাশয়ের বিমাতা পরম মাননীয়া গোলকমণি ঠাকুরাণী একটি সুদীর্ঘ ও সুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়, ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালি ভোজন দান ধ্যানাদি যথেষ্ট হইয়াছিল।

সমাজ।

দাঁইহাট হরি সভায় সমাজ বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য যে উদ্যোগ আয়োজন হইল তাহার আর কোন আলোচনা না দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। সমাজ বন্ধন দৃঢ় করা অতীব গুরুতর কার্য্য; সুতরাং গুরুত্ব অনুসারে আয়োজনেরও প্রয়োজন। আশা করি উদ্যোগীগণ একবার স্বার্থ ভুলিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। মানবের অসাধ্য কিছুই নাই।

পুস্তক সমালোচন।

বঙ্গবাসীর শাস্ত্রপ্রকাশ। আমরা বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত এক সেট শাস্ত্রপ্রকাশ গ্রন্থ সমালোচনার্থ উপহার পাইয়াছি। এরূপ বৃহৎ গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সমালোচনা করা আমাদের মত ক্ষুদ্র পরমায়ু বিশিষ্ট

ব্যক্তির কার্য্য নহে। একটি জীবন কাটিয়া যাইবে তথাপি হয়ত শাস্ত্রপ্রকাশ একবার মন্ত্র পাঠ ঘটিবে না। সুতরাং প্রকৃত সমালোচনা অসম্ভব। তবে আনন্দের কথা এই যে যখন প্রথম শাস্ত্রপ্রকাশের বিজ্ঞাপন বাহির হয় তখন বঙ্গবাসীর অনেক শত্রু হাসিয়াছিল, কত টিটকারীও দিয়াছিল। কিন্তু এখন সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শাস্ত্রপ্রকাশ নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ অবয়বে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান যাহার সহায় সামান্য মানবের শত্রুতায় তাহার কি করিবে।

ধর্ম্মরত্নম। শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন ঘটক কর্ত্তৃক প্রণীত। ধর্ম্মরত্নে অনেক জানিবার বিষয় আছে। ইহা পাঠে অনেকে সুখী হইবেন।

যোগশাস্ত্র। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মাসে মাসে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ভক্ত মহাশয় অবতরণীকায় উল্লেখ করিয়াছেন, যে শিবসংহিতা, ঘেরন্তসংহিতা, গোরক্ষসংহিতা, দত্তাত্রেয়, যোগীপঙ্কক, হটযোগপ্রদীপিকা, যোগার্ণব, যোগবীজ, যোগচিন্তামণি, যোগতারাবলী, পাতঞ্জলসূত্র, ললিতরহস্য, ব্রহ্মজ্ঞান তন্ত্র, প্রভৃতি বহুতর প্রয়োজনীয় যোগগ্রন্থ এইরূপ ভাবে যোগশাস্ত্র নাম দিয়া প্রকাশ করিতেছেন। অনুবাদ, ছাপা, কাগজ সমস্তই উত্তম।

আত্মরক্ষার মূলমন্ত্র। গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ নাই। ইহাতে জানিবার অনেক বিষয় আছে।

কৃষ্ণজীবনী, গীতগোবিন্দ, বেদবিষয়ে দার্শনিকদিগের মত। এই তিনখানি পুস্তকই শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রণীত।

অভিনয়।

এমারেল্ড। গতবারে থিয়েটারের অভিনয় এবং তৎসহ রঙ্গভূমির কর্ত্তৃপক্ষদিগের সম্বন্ধে আমরা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম
এবার আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম
বর্ত্তমানের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে ক্রমে এমা
ল্ডের পূর্ব্বদোষ অন্তর্হিত হইতেছে। এমা
শনৈঃ শনৈঃ যেরূপ উন্নতির দিকে অগ্র
হইতেছে এইরূপ উন্নতিরদিকে দৃষ্টি থাকি
সত্বর উক্ত রঙ্গভূমি নূতন আকার ধ
করিবে।

বিবিধ।

পোষ্ট আপিসের নিয়মানুসারে ৩০ শে
মধ্যে আমাদের বেদব্যাস ডাকে দিতে হই
সেই জন্য অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে এবার বে
ব্যাস প্রকাশিত হইল। সুতরাং অনেক ভ
ভাল বিষয় আমরা এবার সন্নিবেশিত করি
পারিলাম না।

কাশীর আঃ ধঃ প্রঃ সভা বেদ বিদ্যা
বিস্তারের জন্য প্রাণপণ যত্নে আয়োজন করি
ছেন। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের অদ
উদ্যম অতুলনীয়। ভগবান তাঁহাকে
জীবী করুন এই প্রার্থনা। আমরা শুনিয়া
হইলাম যে তিনি বেদবিদ্যা বিস্তারের জ
অর্থ সংগ্রহের একটি নূতন উপায় উদ্ভা
করিয়াছেন। প্রত্যেক হিন্দু পরিবারকে অ
রোধ করা হইতেছে যে তাঁহারা প্রত্যহ এ
মুষ্টি তণ্ডুল কোন নির্দ্দিষ্ট পাত্রে বেদ বিদ
বিস্তার উদ্দেশ্য রাখিয়া দিবেন। মাসান্তে উ
তণ্ডুল বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু অর্থ হইবে তাহা
উক্ত সভায় প্রেরণ করিলে সভা সাদরে গ্রহ
করিবেন। আমরা হিন্দু মাত্রকেই উক্ত পর
মর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে অনুরোধ করি।

২৩ শে বৈশাখ বরিশাল বাল্যাশ্রমের এ
অধিবেশনে কতকগুলি ছাত্র ধুমপান করিবে
বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, এই সভায় বা
অশ্বিনী কুমার দত্ত, ও বাবু শরদিন্দু মিত্র, উপ
দেষ্টা উপস্থিত ছিলেন।

চতুর্থ বর্ষ।

৪র্থ ভাগ। শ্রাবণ সন ১২৯৬ সাল। ৪র্থ খণ্ড।

গঙ্গাষ্টকম্।

দবধি তব নীরং পাতকী নৈতি গঙ্গে।
দবধি মলজালৈর্নৈব মুক্তঃ কলৌ স্যাৎ॥
ব জলকণিকালং পাপিনাং পাপশুদ্ধ্যৈ,
তিতপরমদীনান্ ত্বং হি পাসি প্রপন্নান্॥ ১॥
ব শিবজললেশং বায়ুনীতং সমেত্য
াদি নিরয়জালং শূন্যতামেতি গঙ্গে!।
লগিরিসমূহাঃ প্রস্ফুটন্তি প্রচণ্ডাঃ,
য়ি সখি বিশতাং নঃ পাপশঙ্কা কুতঃ স্যাৎ?॥
ব শিবজলজালং নিঃসৃতং যর্হি গঙ্গে।
কলভুবনজালং পূতপূতং তদাভূৎ।
ভটকলিবার্ত্তা দেবি! লুপ্তা যমোঽপি
ধিকৃতবরদেহাঃ পূর্ণকামাঃ সকামাঃ॥ ৩॥
মধুবনপূগৈঃ রত্নপূগৈর্নপূগৈ-
ধুমধুবনপূগৈর্দেবপূগৈঃ সুপূগৈঃ।
হরপরমাঙ্গে মাসি মায়েব গঙ্গে!
মেসি বিষতাপং দেবদেবস্য বন্দ্যে!॥ ৪॥
লিতশশিকুলাভৈরুত্তরঙ্গৈস্তরঙ্গৈঃ
মিতনদনদীনামঙ্গসঙ্গৈরসঙ্গৈঃ।
বিহরসি জগদণ্ডে খণ্ডয়ন্তী গিরিন্দ্রান্
রময়সি নিজকান্তং সাগরং কান্তকান্তে!॥৫॥
তব পরমহিমানং চিত্তবাচামমানং
হরিহরবিধিশক্রা নাপি গঙ্গে! বিদন্তি।
শ্রুতিকুলমভিধত্তে শঙ্কিতং তং গুণান্তং
গুণগণনবিলাপৈর্নেতি নেতীতি সত্যম্॥ ৬॥
তব নুতিনতিনামান্যপ্যঘং পাবয়ন্তি
দদতি পরমশান্তিং দিব্যভোগান্ জনানাম্।
ইতি পতিতশরণ্যে! ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি মাত-
র্ললিততরতরঙ্গে! চারুগঙ্গে! প্রসীদ॥ ৭॥
শুভতরকৃতযোগাদ্বিশ্বনাথপ্রসাদাৎ
ভবহরবরবিদ্যাং প্রাপ্য কাশ্যাং হি গঙ্গে!।
ভগবতি! তব তীর নীরসারং নিপীয়
মুদিতহৃদয়কুঞ্জে নন্দসূনুং ভজেঽহম্॥ ৮॥
গঙ্গাষ্টকমিদং কৃত্বা ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাম্।
সত্যজ্ঞানানন্দতীর্থযতিনা স্বর্পিতং শিবে॥ ৯॥
তেন প্রীণাতু ভগবান্ শিবো গঙ্গাধরো বিভুঃ॥
করোতু শঙ্করঃ কাশ্যাং জনানাং সন্ততং শিবম্॥

ইতি সত্যজ্ঞানানন্দতীর্থযতিনা বিরচিতং
গঙ্গাষ্টকং সম্পূর্ণম্॥

গতি।

মানব মৃত্যু শয্যায় শয়িত, অঙ্গনে উত্তান-দেহে ইষ্ট-নাম জপ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান-বিহীন। শেষ সময় উপস্থিত দেখিয়া স্বজনগণ উচ্চৈঃসরে রোদন করিতে করিতে কর্ণবিবরে "নারায়ণ, নারায়ণ" শব্দ করিতে থাকে। এ কার্য্যের রহস্য কি? মরণ সময়ে কর্ণকুহরে তারকনাম শ্রবণ করায় কেন? কেন এরূপ ব্যবহার পূর্ব্বাপর প্রচলিত, এরূপ ব্যবহারের মূলে কোন সত্য আছে কি না এবং এই ব্যবহার শাস্ত্রানুমোদিত ও সঙ্গত কি না একবার অলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"যং যং বাপি স্মরন্‌ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ ॥৬॥
ভগবদ্গীতা।

শ্রুতি ও এই ভগবদ্বাক্যে বিশদরূপে বলিয়া দিতেছে যে, প্রয়াণকালে ভাবনানুসারে নবীন দেহ লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত্যুকালে সদ্ভাবের আবির্ভাব হইলে সদ্গতি হইবে, এই অভিপ্রায়ে অন্তিম সময়ে মুক্তিপ্রদনামাবলী শ্রবণ করায়। অজামিল নিরন্তর পাপ-নিরত হইয়াও শেষ সময়ে "নারায়ণ" "নারায়ন" করিয়া দুষ্কৃতি হইতে উদ্ধার লাভ পাইয়াছিল। জীবমুক্ত সাধু সাধকগণ অভ্যাস বলে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তন্মনা হইয়া ধ্যান রত থাকেন, জগৎ ব্রহ্মময় অবলোকন করেন, মৃত্যু যাতনায় অভিভূত হন না, কুচিন্তা ও সংসার চিন্তা নির্ম্মল পবিত্র মনোমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না, কাজে কাজেই নির্ব্বাণ পদলাভ করিয়া অমর হন। সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্যই এই যে, যেন পরিণামে সদ্গতি হয়।

কর্ম্মবশে জীব বহুবিধ। জীবগণ বহুধা হইলেও চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জগণ গ্রাম্যধর্ম্ম ব্যতীতও উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংসারে লোকও অনুষ্ঠানে তদ্রূপ। কেহ সুকৃতি ও সাধনা বলে, জনন নাশক জনার্দ্দনের সাযুজ্য লাভের অধিকারী হইয়াছেন, সংসার পাশ ছেদন করিয়াছেন, জন্ম মৃত্যু তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না, সেই সমস্ত মুক্ত পুরুষের অন্য গতি নাই, সর্ব্ব বরণীয় গতিই তাঁহার গতি। দহর, শাণ্ডিল্য ও সম্বর্গ প্রভৃতি বিদ্যা সাধনায় পরিণামে দেবযান পথে গতি লাভ করিবেন। আর কেহ যথাবিহিত কর্ম্ম তৎপর, ইষ্টাপূর্ত্তদত্ত প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠানে পিতৃযান পথের পান্থ হইয়া পিতৃলোকে তাহার ফলভোগ করিবেন। ইহাদের আবার ভবধামে আগমন করিতে হইবে। আসিয়া কর্ম্মানুরূপ জন্মে সংসারের সুখ সম্ভোগ করিতে হইবে। অপর কেহ পাপাচারে মরণোত্তর যামী যাতনায় অভিভূত হইয়া কৃমি কীটাদি দেহ ধারণ করিয়া থাকে। ঘৃণিত দেহে, ঘৃণিত জীবনে স্বদুষ্কৃতির ফলভোগ করে। কিন্তু, সংসারে পাপ পুণ্যের মিশ্রাচারে অধিকলোক মর্ত্ত্যধামে আবির্ভূত হইয়া মিশ্রফল ভোগ করিয়া থাকে। সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে জন্মকালীন গ্রহগণ অনুকূল বা প্রতিকূল থাকে। গ্রহগণ মানব দেহে বিশেষ আধিপত্য করিয়া থাকে। এবং গ্রহগণের শুভাশুভ ভাবে অবস্থান ও দৃষ্টি অনুসারে সংসারে সুখ দুঃখ হয়। অদৃষ্ট ফলভোগ এরূপেই হইয়া থাকে।

আমরা পরকাল-প্রস্তাবে জীবের স্বরূপ ও পুনর্জন্মাদির কথা প্রতিপাদন করিয়াছি। এখন পরকালে ও মরণের পর জীবগণের গতি কি রূপে কেমন করিয়া হইয়া থাকে, তাহার কি আলোচনা করিব। ঐ যে মানব মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইতেছিল, বান্ধবগণ চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত ছিল, অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া 'আমাকে' জান আমি কে এরূপ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ধ্বনি করিতেছিল, সেই ব্যক্তি যাবৎ তাহার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে না মিশিয়া ছিল তাবৎ কোনরূপে উত্তর প্রদান করিতে পারিয়াছিল। জ্ঞানিগণের প্রাণ বর্ণিতরূপে উৎক্রমণ করিয়া পরম দেবতায় মিশিয়া যায়, অবিদ্বানগণ প্রাগ্‌ভাবিত দেব, মনুষ্য বা ব্যাঘ্রাদিভাব প্রাপ্ত হয়। জীব সেন্দ্রিয় ও সমনস্ক পূর্ব্বদেহ পরিহার করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, ইহা বেদবাক্য। তৃণ জলায়ূকার ন্যায় পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর লাভ করে। মরণ সময়ে কর্ম্মায়ত্ত ভাবিদেহের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। কর্ম্মানুসারে ভাবিতে ভাবিতে কাঞ্চন কীটের ন্যায় ভাবিদেহে আমি এই দেহী এরূপ অধ্যাস জ্ঞানে অতীত স্মৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়। নবীন দেহ পঞ্জরাধ্যক্ষ হইয়া গন্তব্যস্থানে ক্রমে ক্রমে গমন করিতে আরম্ভ করে। ঐ অবস্থাকে প্রেত অবস্থা বলে। মরণকালে প্রাণ জীবের সহিত একীভূত হয়, প্রয়াণকালে ঐ সূক্ষ্মদেহ জল সহযোগে প্রয়াণ করে। এবম্ভূত যে সূক্ষ্মাবয়ব তাহা স্থূলদেহের অঙ্কুর স্বরূপ। ত্রিবৃৎকরণ অনুসারে জল ত্র্যাত্মক। ভূত গ্রামের পঞ্চীকরণ ও ত্রিবৃৎকরণ প্রথা যাহা শ্রুতিতে বর্ণিত আছে তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ত্র্যাত্মক জল, তেজ, অপও অন্নময়,—অন্ন পার্থিব। উহাতে দেহের রক্ষা ও ধারণ হয়। ধারণ হয় বলিয়া বাতপিত্ত ও শ্লেষ্মাকে ধাতু বলে। ত্রিবৃৎকৃত জলে ভাবিদেহের বাতপিত্ত শ্লেষ্মা ধাতুর পরিপোষণ করে। অবশেষে ঐ দেহী কর্ম্মানুসারে আতিবাহিক সাহায্যে যথোপযুক্ত স্থানে নীত হইয়া থাকে। অর্চ্চি প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আতিবাহিক দেবতা বলে, উহারা কর্ম্মানুরূপ ভোগস্থানে পৌঁছিয়া দেয়, যেমন ইষ্টাপুর্ত্তাদি কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ চন্দ্রমণ্ডলে অধিরুঢ় হয়। তথায় ভোগানুসারে অবস্থান করিয়া আবার মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হইতে হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে এই অবরোহ ক্রম বর্ণিত আছে।

স্নেহময় পাত্র হইতে স্নেহ দ্রব্য নিঃসারিত হইলেও যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তদ্রূপ সুকৃতির ভোগ পর্য্যবসিত হইলেও যাহা বাকি থাকে, তাহাতেই মনুষ্যাদি দেহ এবং মনুষ্য মধ্যে সুখী, ধনী প্রভৃতির ঘরে জন্ম হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যে "অপূর্ব্ব" নিরূপিত আছে তদনুসারে সুখ দুঃখ এবং যে অনুশয় নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে অবরোহাদি হয়, এরূপ জীবের গতি ও আগতি হইয়া থাকে। কর্ম্ম-বন্ধন মুক্ত না হইলে চিরকাল এই গতি থাকিবে। গতির প্রক্রিয়ানুসারে জীবের জন্ম মৃত্যু সুনিশ্চিত। জন্ম, স্থিতি ও নিধন এ অবস্থাত্রয়ই তাপদায়ক। সদনুষ্ঠান ও শিষ্টাচারে তাপের হ্রাস হয়। পূর্ব্বে যে গ্রহ-বৈগুণ্যের কথা লিখিত হইয়াছে, সেই প্রতিকূল গ্রহগণ ও শাস্ত্রবিহিত শিষ্টাচারের তত বিরুদ্ধাচরণ করে না। সদ্গতি সকলেরই প্রার্থনীয়। সদাচার ভিন্ন সদ্গতি হয় না। সদাচার স্বেচ্ছাচার নহে। সংসারী স্বার্থ-নিরত মানুষ সদাচার নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ। যাহারা সংসারের অতীত, অথচ সংসার অভিজ্ঞান আছে, হৃদয়ের সদ্বৃত্তিগুলি পরিস্ফুরিত, তাঁহারাই সদাচার নিরূপণে সমর্থ। শাস্ত্রোপদেশ ভিন্ন গুরুচর্য্যা ভিন্ন, সদাচার শিক্ষা হইতে পারে না। সদাচার ভিন্ন সদ্গতি হয় না। অনেকেই সংসারে কাপট্যের দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত, হয়ত অন্তর কালিমাময়, বহিরাবরণ মনোহর, কিন্তু মন মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হয় নাই। মনে মনে সঙ্গোপনে পাপাচার স্রোত খরবেগে প্রবাহিত, সুযোগ প্রতিক্ষায় পাপানুষ্ঠান বিরত আছে। লোভ, কাম ও অর্থই লোককে সমধিক পাপী করে। এরূপ বাহিরে শিষ্টতার আস্তরণ বিস্তার করিয়া ভিতরে ভিতরে কলুষ ক্ষতে শোণিতের ধারা প্রবাহিত হইলে কখনই সদ্গতির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। এই ঘোর কলিকালে,—পান ভোজন ও বিলাসিতার আধিপত্য প্রচুর রূপে প্রচারের

সময়ে, স্বার্থ, কাম, যশোপিপাসা অনুচিত অধিকারের প্রচলন সময়ে, মূর্ত্তি-বিহীন ধর্ম্মের ভয় সঙ্কুচিত হওয়ার অধিকার কালে,—সদাচার ও সদ্গাতির আশা অতি ক্ষীণা। ধর্ম্মে কর্ম্মে, আহারে বিহারে স্বার্থ ও ব্যভিচার। স্বার্থ জগতে চিরকাল প্রচলিত, কিন্তু ইহার মাত্রা অধিকতর হইলে পরাশিষ্ট অনায়াসে সম্পাদিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে প্রাগ্ বর্ণিত অবস্থা সমস্ত বিশেষরূপে প্রচলিত ও উপাদেয় বোধে সমাদৃত সুতরাং ভ্রষ্টাচার ব্যভিচার, অস্থিতাচার ও অমিতাচার প্রচারিত হইয়া নরকের ভার অনর্গল করিতেছে। আর সদ্গাতির আশা কোথায়। বাবুদলের অনেকেরই পুনর্জন্মে সুতরাং পরকালে আস্থা নাই। পরকাল কথাটীমাত্র ব্যবহার করেন কিন্তু ইহার স্বরূপ বুঝেন না। আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস নাই, কেবল যুক্তি জালে অচিন্ত্য অলৌকিক তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াসী। নির্ম্মূল তর্কের কোন দিন প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না, এই মোটা কথাই অবগত নহেন, অবগত হইলেও বুদ্ধি বিচারে ধারণা হয় না। তাই কেহ বলেন পরকালে অনন্ত উন্নতি, কেহ বলেন মৃত্যু হইলেই ফুরাইল, এই সমস্ত লোকায়ত মতে মতিমান্ লোক সদ্গাতির অভিলাষী নহেন, সেরূপ প্রস্তুতও হন না।

পরকালের ভয় অন্তরে জাগরূক না থাকিলে পাপাচারে ভয় থাকে না। লোকে অনেক সময় অনেকে কেবল লোক লাজ ভয়ে পাপাচারে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু এ লজ্জা অচির স্থায়ী। পাপীর সংখ্যা অধিক হইয়া উঠিলে তখন আর কে কাহাকে লজ্জাভয় করিবে? লজ্জার আবরণ অতি লঘু হইয়া পড়ে। কারণ মনে পাপস্রোত প্রবল-বেগে ধাবিত হইলে, ক্রমে প্রবলতর হইয়া সকল বাধাই অতিক্রম করে। ধর্ম্মভয় অগ্রেই যায়, লোক মর্য্যাদা ও লোকভয় অল্পকাল থাকিয়া নির্ম্মূল হয়। তখন ঐহিক সুখভোগই একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। অন্তিমের কথা মনে আসে না, কেহ উত্থাপন করিলেও বিতণ্ডা বাদে নিগৃহীত হয়। কেহ কেহ যৌবনের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যায় প্রথমতঃ পার্থিব সুখভোগকে জীবনের একমাত্র কার্য্য স্থির করিয়া তদুপযোগী ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু শোণিতের বেগ প্রশমিত হইতে আরম্ভ হইলে, স্বকৃত অত্যাচারের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং মৃত্যুভয় মনে সমুদিত হইয়া সুপথের পান্থ করে। তখন সদ্গাতির জন্য চেষ্টা হয়। চেষ্টা হইলে ও প্রকৃতিস্থ হইতে অনেক যত্ন ও অভ্যাসের প্রয়োজন। কেহ তাহাতে বিপন্ন হন, ক্লেশ বোধে সদাচার পরিহার করিয়া পূর্ব্ববৎ হইয়া উঠেন। কেহ সেই সকল বিপৎপাত বাহুবলে বিদূরিত করিয়া সদাচারের জন্য একান্ত লোলুপ হইয়া কৃতকৃত্য হন। আবার কেহ অচিরে কৃত্রিম তপস্বী সাজিয়া পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হন, কেবল পরনিন্দা ও পরকুৎসা প্রভৃতির জন্যই তপস্যার ভাণ প্রকাশ করেন। এরূপ লোক অতি নিন্দিত ও অন্যের বিরাগ ভাজন ও অশ্রদ্ধার পাত্র হন। এমন আশ্চর্য্য যে কতক লোকের কোনও মূল্য নাই, ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। ইহারা সময়োপযোগী, সমাজোপযোগী বেশ ধারণ করিয়া যখন যেখানে গমন করেন, তত্রত্য লোকের আচার ব্যবহারই উত্তম বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহার প্রশংসায় বাক্‌যন্ত্রের ক্ষয় করেন, আবার তাহা ছাড়িয়া তাহার বিরুদ্ধ সমাজে গেলেও তদনুরূপ অনুষ্ঠান ব্রতে ব্রতী হন। এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, দেখা যায় অনেক লোকই সদ্গাতিলাভের অনুপযুক্ত।

নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিতে জীবগণের গতি নিরূপিত আছে, ইহা সতত মনে রাখা কর্ত্তব্য। এবং পরকালের আস্থাবান থাকিয়া অধর্ম্মে ও অকর্ম্মে বিরত থাকা উচিত।

"তদয ইহ রমণীয় চরণা অভ্যাসো হযত্তে রমণীয়াং যোনি মাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয় যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা; অথ য ইহ কপুয় চরণা অভ্যাসো হযত্তে কপুয়াং যোনিমাপদ্যেরণ্ শ্বযোনিং বা শুকর-যোনিং বা চণ্ডাল যোনিং বা ॥৭॥
অথৈতয়োঃ পথোন কতরেণ চনতানী-মানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেত তৃতীয়ং স্থানং তেনাসৌ লোকোন সম্পূর্য্যতে তস্মাজ্জুগুপসতে তদেষ শ্লোকঃ ॥৮॥ ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ ॥

প্রায়শ্চিত্ত বিধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কুক্কুরের বা স্ত্রীলোকের উচ্ছিষ্ট জল পান করিলে শঙ্খপুষ্পী রসের সহিত সিদ্ধদুগ্ধ পান করিয়া এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট জল পান করিলে কুশমূল রসের সহিত সিদ্ধদুগ্ধ পান করিয়া তিন দিন কাটাইবে,—ইহা অজ্ঞানতঃ। চণ্ডালের ভাণ্ডজল বা কূপজল পান করিলে, ব্রাহ্মণের তিনদিন উপবাস, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দুইদিন, শূদ্রের একদিন উপবাস,—ইহা অজ্ঞানতঃ। অজ্ঞানতঃ চাণ্ডালস্পৃষ্ট জল দুগ্ধাদি পান করিলে সান্তপণ করিবে। জ্ঞান পূর্ব্বক চাণ্ডালস্পৃষ্ট জলাদি পান করিলে তিনদিন উপবাস এবং একদিন পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

অন্ত্যজখানিত কূপ তড়াগাদিতে স্নান বা তাহার জলপান করিলে উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে, ইহা অজ্ঞানতঃ। অন্ত্যজ ভাণ্ডস্থিত জলপানে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মকূর্চ্চোপবাস, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যথাক্রমে এক চতুর্থাংশ করিয়া ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত,—ইহা অজ্ঞানতঃ। ব্রাহ্মণ শূদ্রের জলপান করিলে, একদিন উপবাসের পর বিল্ব, পদ্ম, পলাশ এবং কুশ এই সমস্তের জলপান করিয়া থাকিবে। (ইহার অনুকল্প এক গো) পীতাবশিষ্ঠ জল, গ্রাসাবশিষ্ঠ ভোজ্য, অথবা কেবল বাম হস্তোস্থিত জল দুইবার খাইলে তিনদিন উপবাস করিবে। জলছত্র প্রভৃতি কতিপয় স্থানের জলপান করিলে স্নান পূর্ব্বক উপবাস করিবে। বিষ্ঠা মূত্র স্পৃষ্ট কূপজল পান করিলে তিনদিন উপবাস,—ইহা অজ্ঞানতঃ। বিষ্ঠামূত্রস্পৃষ্ঠ কুম্ভের জলপান করিলে মহাসান্তপন করিবে। মৃতপঞ্চনখ দূষিত কূপের জল পান করিলে ব্রাহ্মণ তিনদিন, ক্ষত্রিয় দুইদিন আর বৈশ্য একদিন উপবাস এবং শূদ্রনক্ত ব্রত করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। (যাহার পাঁচটা নখ আছে সেই প্রাণীকে পঞ্চনখ বলে, যথা মনুষ্যাদি।) সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া সন্ধ্যার পর হবিষ্য ভোজনের নাম নক্ত। গাভী, ছাগী এবং মহিষী ব্যতীত অন্য কাহারও দুগ্ধপান করিবে না, করিলে প্রায়শ্চিত্ত হইবে। প্রসব হইবার পর দশদিন পর্য্যন্ত গাভী প্রভৃতিরও দুগ্ধ অশুচি, তদ্ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত আছে। বিবৎসা গাভীর দুগ্ধও অপেয়। প্রায়শ্চিত্ত-তিনদিন উপবাস। মাখন তোলা দুধ, ঘি'র খাঁকুরি, জলবৎ ঘোল বা খইল প্রভৃতি অত্যন্ত উদ্ধৃত স্নেহ এবং গৃহীত সার যে কোন বস্তু খাইলে একদিন উপবাস।

এই অভক্ষ ভক্ষণ বা অপেয় পান স্থলে বিশেষ বচন না থাকিলে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত, ক্ষত্রিয়ের তিনভাগ, বৈশ্যর অর্দ্ধ, আর শূদ্রের এক চতুর্থাংশ হইবে। চৌর্য্য প্রায়শ্চিত্ত,—অপহৃত দ্রব্য ধন-স্বামীকে কোন-রূপে প্রদান করিয়া চৌর্য্য-প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। মণিমুক্তা প্রবাল, প্রস্তর পাত্র, লৌহ কাংস্য অপহরণ করিলে বারদিন ফল ভোজন বা ছয় দিন উপবাস করিবে। দ্রব্যের আধিক্যাদি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত অধিক হইবে। রজত, অশ্ব, ভূমি ইত্যাদি অপহরণে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত। ক্ষুদ্র পশু হরণে প্রাজাপত্য। ব্রাহ্মণ বারংবার ধান্য, ধন, (গাভী প্রভৃতি) এবং অন্নাদি অপহরণ করিলে এক বৎসর প্রাজাপত্য

(৩০টী প্রাজাপত্য) করিবে। অন্য জাতির অপহরণ করিলে উচিত মত স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তণ্ডুল, ফল মূল, তৈল, ঔষধ, জল, মৃত্তিকা মধূ, গুড়, কার্পাস, ঘৃতাদি অপহরণ কৃচ্ছ্রপাদ ব্রত কবিবে। তৃণকাষ্ঠ বৃক্ষাদি অপহরণে তিন দিন উপবাস। স্বল্প বৃত্তিচ্ছেদে,—চান্দ্রায়ণ। জীবিকা নির্ব্বাহক ভূমি প্রভৃতি অপহরণে, যে জাতির বস্তু তাহার বধে যে প্রায়শ্চিত্ত, তাহা করিবে। দেব দ্রব্য বা ব্রহ্মস্ব অপহরণে অধিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

অব্যভিচারিণী অসম্পর্কীয়া ব্রাহ্মণী গমনে ব্রাহ্মণের দ্বিবার্ষিক ব্রত, ক্ষত্রিয়া গমনে ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যা গমনে বৈশ্যের বার্ষিক ব্রত, শূদ্রা গমনে শূদ্রের নবম মাসিক ব্রত। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের পত্নী হইলে ত্রৈবার্ষিক ব্রত। উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় পত্নী হইলে দ্বিবার্ষিক ব্রত, উৎকৃষ্ট শূদ্রপত্নী হইলে বার্ষিক ব্রত পূর্ব্বোক্ত সজাতি দিগের করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়াগমনে ব্রাহ্মণের নবম মাসিক, উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় পত্নী গমনে অষ্টাদশ মাসিক ব্রত, বৈশ্যা ও সৎ শূদ্রাগমনে যাণ্মাসিক ব্রত। বৈশ্যা ও সৎ শূদ্রাগমনে ক্ষত্রিয়ের নবমাসিক, অধম শূদ্রাগমনে ত্রৈমাসিক ব্রত। সৎ শূদ্রাগমনে বৈশ্যের বার্ষিক ব্রত, অধম শূদ্রাগমনে নবপাক্ষিক ব্রত। অন্ত্যজাগমনে প্রায়শ্চিত্ত পরে উক্ত হইবে। ব্রাহ্মণী গমন শূদ্রের মহাপাতক। নীচ জাতীয় পুরুষের উচ্চ জাতীয় স্ত্রী গমন অনুপাতক। যথা ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণীগমন, বৈশ্য শূদ্রের ক্ষত্রিয়াগমন এবং শূদ্রের বৈশ্যাগমন। জ্ঞানকৃত এই পাপে ক্ষত্রিয়াদির মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণীগমনে ক্ষত্রিয়ের ষাড়বার্ষিক ব্রত, বৈশ্যের নববার্ষিক ও শূদ্রের দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত। ক্ষত্রিয়া গমনে বৈশ্যের যাড়বার্ষিক, শূদ্রের নববার্ষিক ব্রত এবং বৈশ্যাগমনে শূদ্রের যাড়বার্ষিক ব্রত। জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত পাপের এতাদৃশ তারতম্য—বাচনিক। একজনের-সহিত-ব্যভিচারিণী-স্ত্রী

গমনে তদীয় প্রায়শ্চিত্তের এক চতুথাংশ ক প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সজাতি বা উৎকৃষ্ট জাতি সহিত ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণী গমনে ব্রাহ্মণে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত, ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাগমনে মহা সান্তপন, শূদ্রাগমনে একমাস যাচক পান (এ প্রজাপত্যের তুল্য)। ক্ষত্রিয়াগমনে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যা এবং তাদৃশ ব্রাহ্মণীগমনে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে একপক্ষ গোমূত্র ব্যবহার (ছয় প্রাজাপ তুল্য), শূদ্রের দ্বিগুণ। ক্ষত্রিয়াগমনে বৈশ্য শূদ্রে ব্রাহ্মণী গমনোক্ত প্রায়শ্চিত্তের একচতুর্থাং ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত। বৈশ্যাগমনে শূদ্রের অর্দ্ধ প্রা শিচত্ত, বৈশ্যের অতিকৃচ্ছ্র ব্রত *। ইহা অজ্ঞা কৃত পাপে। সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত ব্যক্তির স্ত্রী গমনে পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তের তিন ভাগের এ ভাগ প্রায়শ্চিত্ত সকলেরই হইবে। তিন জনে সহিত ব্যভিচারিণী গমনে উক্ত প্রায়শ্চিত্তে তিন ভাগের এক ভাগ প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

চারি জনের সহিত ব্যভিচারিণী—শূদ্রাগমনে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সেই বস্ত্র সহ স্নান করি ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ কুম্ভ দিবে। বৈশ্যাগমনে একদিন উপবাস, একনক্ত করিয়া ব্রাহ্মণভোজ করাইবে। ক্ষত্রিয়াগমনে তিনদিন উপবাসী থাকিয়া এক আঢ়ি যব ব্রাহ্মণকে দিবে। ব্রাহ্মণীগমনে তিনদিন উপবাসী থাকিয়া ব্রাহ্ম

---

* "ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োরস্থেব ভূত জাতীয় ভার্য্যা গমনে কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্রে।" প্রায়শ্চিত্ত বিবেক। "এবং ভূতয়োঃ নিবৃত্তানিবৃত্ত ধর্ম্ম কর্ম্মণোঃ—কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রে" ইতি গোবিন্দানন্দ কৃত টীকা।

নবদ্বীপনিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ইহার অনুবাদ করিয়াছেন "ক্ষত্রিয়াগমনে ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাগমনে বৈশ্যের কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত অনু ১৮ কাহন বস্তুতঃ "ধর্ম্মবর্জ্জিত ক্ষত্রিয় বৈশ্যের স্ত্রীগমনে কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য আর ধর্ম্মনিরত ঐ জাতির স্ত্রীগমনে অতিকৃচ্ছ্র" এইরূপ অনুবাদ বিশুদ্ধ এতদনুসারে মূলও লিখিত হইয়াছে।

পাছে নামজাদা লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া মূর্খগনের ভ্রম হয় এই জন্য এই টীকা প্রদত্ত হইল।

কে ঘৃতপূর্ণ পাত্র দিবে। আর ব্রাহ্মণ ঐরূপ স্ত্রীতে উপগত হইলে যথা ক্রমে তিনদিন উপবাসী থাকিয়া জল কুম্ভদান (১), তিনদিন উপবাসী থাকিয়া লৌহশিলা দান (২), তিন দিন উপবাসী থাকিয়া ধনু দান (৩), এবং তিন দিন উপবাসী থাকিয়া মৃগচর্ম্ম দান (৪), করিবে। পাঁচ জনের সহিত ব্যভিচারিণী—ব্রাহ্মণীগমনে সকল বর্ণেরই কমণ্ডলু দান। ক্ষত্রিয়াগমনে অস্ত্রদান, বৈশ্যাগমনে প্রতোদ দান এবং শূদ্রাগমনে দ্বিজাতির স্নানান্তে প্রাণায়াম, শূদ্রের কেবল স্নান প্রায়শ্চিত্ত।

নিম্ন জাতীয় পুরুষের সহিত ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি স্ত্রীগমনে গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত। অর্থাৎ সেই সমস্ত স্ত্রী লোকের যে প্রায়শ্চিত্ত তাহার এক চতুর্থাংশ কম প্রায়শ্চিত্ত সংসর্গকারীদিগের হইবে। স্ত্রীলোক যে জাতীয় পুরুষের সহিত ব্যভিচারিণী হইবে, সেই পুরুষের যে প্রায়শ্চিত্ত, ঐ স্ত্রীরও সেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

বৈশ্যাগমনে এক প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। রজস্বলা গমনে তিন দিন উপবাসী থাকিয়া ঘৃতভোজন করিবে। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, এবং সংক্রান্তি ইহাদিগকে পর্ব্ব বলে। পর্ব্বে স্ত্রী গমন করিলে এক দিন উপবাস করিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা, শ্রাদ্ধদিনে এবং পূর্ব্বদিনে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে একদিন উপবাস করিবে। দিবসে মৈথুন, ইচ্ছা পূর্ব্বক উলঙ্গ পরস্ত্রী দর্শন, উলঙ্গ হইয়া স্নান, উষ্ট্র যানারোহন এবং গোপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে একদিন উপবাস করিবে। ঋতুর চতুর্থদিবস হইতে ষোড়শ দিনের মধ্যে স্ত্রী সংসর্গ না করিলে তিনদিন উপবাস করিতে হয়। তবে পর্ব্ব বা পীড়া নিবন্ধন উহা না করিলে প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। গোগমনে বার প্রাজাপত্য। বিষ্ণুক্ত গোব্রত। অন্য পশুগমন দুইবার করিলে কৃচ্ছ্রপাদ, অন্ত্যজ জাতির স্ত্রী গমনে দুই চান্দ্রায়ণ, চব্বিশবার গমনে মরণ বা চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত। রজক চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ, ভিল্ল এই সমস্ত জাতি অন্ত্যজ। এতদ্ভিন্ন ডোম, ব্যাধ, বাগ্দি, দুলে, শুঁড়ি প্রভৃতি জাতিও অন্ত্যজ মধ্যে গণনীয়। কাপালিক জাতির স্ত্রীগমনে দুই চান্দ্রায়ণ, রঘুনন্দনের মত। পরিবেত্তা চারচন্দ্রায়ণ গোবিন্দানন্দের মত। (জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিলে কৃত বিবাহ কনিষ্ঠ) পরিবিত্তি (ঐ জ্যেষ্ঠ) ঐ বিবাহে যাজক, কন্যা সম্প্রদান কর্ত্তা এবং উক্তরূপে বিবাহিত স্ত্রী সেই পাপক্ষয়ার্থ ত্রিংশৎ প্রাজাপত্য প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। শূদ্রের অর্দ্ধ। ১৫ বৎসর দুই মাস পর্য্যন্ত অনুপনীত ব্রাহ্মণ ২১ বৎসর দুই মাস পর্য্যন্ত অনুপনীত ক্ষত্রিয়, আর ২৩ বৎসর দুইমাস পর্য্যন্ত অনুপনীত বৈশ্য ব্রাত্য। পিতামাতা এবং ধনাভাবে ব্রাত্য হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত তিন প্রাজাপত্য। আলস্যাদি দোষে ব্রাত্য হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্রাত্য স্তোমযাগ বা উদ্দালক ব্রত (এক চতুর্থাংশ অধিক নয় প্রাজাপত্য তুল্য)। তৎপরে উপনয়ন হইতে মাসতুত ভগিনী, পিসতুত ভগিনী, মামাত ভগিনী, সগোত্রা, সমান প্রবরা কিংবা মাতামহ সপিণ্ডা প্রভৃতি অবিবাহ্য কন্যা বিবাহ করিলে চান্দ্রায়ণ, বিবাহ পূর্ব্বক সম্ভোগ করিলে সার্দ্ধ চান্দ্রায়ণ। গর্ভোৎপাদনে কৃচ্ছ্রাব্দের চতুর্থাংশ (চান্দ্রায়ণ তুল্য) আর সার্দ্ধ চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য, ইহা অজ্ঞানকৃত পাপে, জ্ঞানতঃ দ্বিগুণ। এবং প্রায়শ্চিত্তের পর সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া মাতৃবৎ ভরণ পোষণ করিবে। ব্রাহ্মণ যথা—বিধি বেদাধ্যয়ন না করিলে, যজ্ঞ না করিলে ও পুত্রোৎপাদন না করিলে ইহার এক একটী পাপে দ্বাদশ প্রাজাপত্য এবং বৃষ সমেত দশটী গো দক্ষিণা দিবে। অনাতুর গৃহস্থ, সন্ধ্যাহ্নিকাদি নিত্য কার্য্য একদিন না করিলে, একদিন উপবাস প্রায়শ্চিত্ত, অভ্যাসে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য। তিন বৎসর না করিলে দ্বাদশ

বার্ষিক ব্রত। শূদ্র পতিতাতিরিক্ত অযজ্য যাজনে শতবার তরৎ সম্বন্ধীয় মন্ত্র জপ করিবে, একবার শূদ্র যাজনে এক প্রাজাপত্য।

যাহার অন্ন ভোজনে যে প্রায়শ্চিত্ত প্রতিগ্রহেও সেই প্রায়শ্চিত্ত। পতিত ব্যক্তির অন্ন ভোজনে চান্দ্রায়ণ। পতিত কৃতপ্রায়শ্চিত্তের দ্রব্য গ্রহণে বৈশ্বানরী যাগ চান্দ্রায়ণ তুল্য। উপপাতকী প্রভৃতির কৃত প্রায়শ্চিত্ত দ্রব্য গ্রহণে অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ, মলাবহ প্রভৃতি পাপীর কৃত প্রায়শ্চিত্ত দ্রব্য গ্রহণে এক শতবার তরৎ সমন্ধীর জপ (অনুকল্প পাঁচ কাহন ১২ পণ) করিবে এবং প্রতিগৃহীত দ্রব্য ত্যাগ সকলেরই কর্ত্তব্য। তীর্থাদি স্থানে প্রতিগ্রহ, গ্রহণাদিকালে প্রতিগ্রহ, তিল, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম এবং মহাদান প্রভৃতি প্রতিগ্রহও পাপজনক, তৎক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পোষ্যবর্গের প্রতিপালনার্থ এক বৎসর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবৃত্তি ছাড়া ধনাবর্দ্ধন করিলে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ স্থলভেদে প্রায়শ্চিত্ত তারতম্য হইবে। রক্তবস্ত্র, সিন্দুরাদি রক্তবর্ণ বস্তু, রত্ন, গুড়, গন্ধদ্রব্য, মধু, রস, দুগ্ধ, হিং, ধুনা, গুগ্‌গুল, দধি, মোম, ঘৃত, লবণ, পুস্তক, তৈল, অশ্ব, গো, ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ, লাক্ষা প্রভৃতি বিক্রয়ে তিনদিন উপবাস *। উদ্যান, তড়াগ, পুস্করিণী প্রভৃতি বিক্রয়ে পঞ্চদশ প্রাজাপত্য।

ক্রমশঃ।

তর্ক সংগ্রহ।

নিধায় হৃদি বিশ্বেশং বিধায় গুরুবন্দনং।
বালানাং সুখবোধায় ক্রিয়তে তর্ক সংগ্রহ ॥

অনুবাদ। জগৎপাতা বিশ্বেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এবং বিদ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নমস্কার পূর্ব্বক, বালক অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ ধারণা করিতে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের অনায়াসে পদার্থ তত্ত্বজ্ঞান হইবার নিমিত্ত এই তর্ক সংগ্রহ গ্রন্থ রচিত হইতেছে।

মন্তব্য। শাস্ত্রকারগণ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন, তাহার উদ্দেশ্য গ্রন্থখানি নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইবে। এইরূপে কায়িক বাচিক বা মানসিক কোনরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া তাহা গ্রন্থের আদিতে লিখিয়া থাকেন, শিষ্যগণও গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার সময় এইরূপ মঙ্গলাচরণ করিবে, তাই স্বয়ং তথাবিধ আচরণ করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন।

এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, মঙ্গলাচরণ করিলেই যে, নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তি হইবে, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। কাদম্বরী গ্রন্থের আদিতে প্রভুত মঙ্গল থাকিয়াও তাহা সমাপ্ত হয় নাই, পক্ষান্তরে কিরণাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গল না থাকিয়াও তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। অতএব মঙ্গলাচরণ, দুরিতক্ষয়ে বা গ্রন্থ সমাপ্তি কাহারই কারণ নহে।

ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপে বুঝিতে হইবে, বিঘ্নাভাব না হইলে কাহারই গ্রন্থ সমাপ্তি হয় না, কাদম্বরী কর্ত্তার অনেক বিঘ্ন ছিল বলিয়াই তাদৃশ মঙ্গলাচরণেও সমস্ত নষ্ট হয় নাই, সুতরাং গ্রন্থও সমাপ্ত হয় নাই; কিরণাবলীকার প্রভৃতির স্বভাবতঃই বিঘ্নাভাব ছিল বলিয়া মঙ্গল না থাকিলেও অনায়াসে গ্রন্থ সমাপ্তি হইয়াছে; এই বিঘ্নাভাব কাহারও বা স্বাভাবিক কাহারও বা জন্মান্তরীয় মঙ্গলাচরণ দ্বারা নষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তর্ক সংগ্রহ ইতি তর্কন্তে প্রতিপাদ্যন্তে ইতি তর্কা দ্রব্যাদয় পদার্থাস্তেষা সংগ্রহ সংক্ষেপেণ স্বরূপ কথনং— অর্থাৎ দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের লক্ষণাদি সংক্ষেপরূপে ইহাতে অভিহিত আছে; এই জন্যই বলা হইয়াছে বালানাং সুখবোধায় ইতি।

* "মধুচ্ছিষ্ট সর্পিঃ" এই বচনাংশের অনুবাদে স্মৃতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন "উচ্ছিষ্ট ঘৃত" বস্তুতঃ তাহা নহে, মধুচ্ছিষ্ট শব্দে মোম বোধ হয়, "মধুচ্ছিষ্টন্তু শিফকম্" ইতি অমর কোষ।

উল্লিখিত পদার্থ সকল গ্রন্থান্তরে থাকিলেও তাহা অতি মহৎ বলিয়া অনায়াসে বোধ জন্মে না, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অল্প পরিশ্রমেই সমস্ত পদার্থ জ্ঞান জন্মিবে।

গ্রন্থমাত্রেই অনুবন্ধ-চতুষ্টয় থাকে এবং তাহাতেই পণ্ডিতগণ তাদৃশ পুস্তক পাঠে যত্ন করিয়া থাকেন। যথা বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অধিকারী; এই চারিটী অনুবন্ধ; প্রকৃত তর্ক সংগ্রহ গ্রন্থের বিষয় দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ, প্রয়োজন পদার্থ তত্ত্বনিশ্চয়, সম্বন্ধ প্রতিপাদ্যতা ও প্রতিপাদকতা, যে ব্যক্তি তত্ত্বনিশ্চয় কামনা করে সেই ইহার অধিকারী।

মূল। দ্রব্যগুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়াভাবাঃ সপ্ত পদার্থাঃ।

অনুবাদ। পদের অর্থ, অর্থাৎ শব্দের শক্তি দ্বারা যাহার বোধ হয় তাহার নাম পদার্থ; উহা সাতপ্রকার; যথা,—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব।

মন্তব্য। জড়তত্ত্ব বা অনাত্মরাশি হইতে আত্মাকে পৃথক্‌রূপে বোধ জন্মানই সমস্ত দর্শনের মূল প্রয়োজন এবং ইহাই মুক্তির অসাধারণ কারণ। উভয়ের স্বরূপ প্রদর্শন না করিলে এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থকে পৃথক্‌রূপে বুঝান যায় না; তাই সমস্ত দর্শনেই দেখা যায় অগ্রে পদার্থের বিভাগ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এক একটী করিয়া জাগতিক সমস্ত পদার্থ বুঝাইতে বা বুঝিতে হইলে তাহা কখনই সুসম্পন্ন হয় না; এক জীবন কেন, অনন্ত মন্বন্তরেও শেষ হয় না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ পদার্থ সমস্তর শ্রেণী [ক্লাস] বিভাগ করিয়া বোধ কার্য্যের সুগম উপায় উদ্ভাবন করিয়াগিয়াছেন। বৈশেষিককার ভগবান্ কণাদের মতে পদার্থ সকল দ্রব্যাদি সাত ভাগে বিভক্ত, যদিচ ন্যায় প্রণেতা গোতম প্রমাণাদি ষোড়শভাগে পদার্থ বিভাগ করিয়াছেন তথাপি এই সপ্ত বিভাগের সহিত তাঁহার অনৈক্য নাই, অর্থাৎ দ্রব্যাদি সপ্ত ভাগকেই প্রকারান্তরে প্রমাণাদিরূপে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ তর্ক সংগ্রহে উভয় মতেরই সামঞ্জস্য আছে।

মূল। তত্র দ্রব্যাণি পৃথিব্যপ্তেজোবাষ্বাকাশকালদিগাত্মমনাং সি নবৈব।

অনুবাদ। সেই দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, ও মন, এই নয়টী দ্রব্য পদার্থ। যাহাতে গুণ ও কর্ম্ম সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাহাকে দ্রব্য পদার্থ বলে। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, উৎপত্তিক্ষণে দ্রব্যে গুণ থাকে না, "আরব্ধং দ্রব্যং ক্ষণমগুণং তিষ্ঠতি," অর্থাৎ একক্ষণে [উৎপত্তিক্ষণে] দ্রব্য অগুণ থাকে, এবং আকাশাদি বিভু পদার্থে কর্ম্ম নাই, সুতরাং উক্তলক্ষণ কিরূপে হইতে পারে? ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপ,— "গুণ বত্ত্বং দ্রব্যত্ত্বং," ইহার তাৎপর্য্য, গুণ বদ্বৃত্তি পদার্থ বিভাজকোপাধি মত্ত্বং, দ্রব্যত্বং, অর্থাৎ যে পদার্থ বিভাজক উপাধি, সর্ব্ববাদি সম্মত গুণবত্ [পরমাণু, কিম্বা উৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণে ঘটপটাদি] পদার্থে থাকে তাদৃশ দ্রব্যত্বরূপ পদার্থ বিভাজক উপাধি বিশিষ্ট যে, তাহাকেই "দ্রব্য" বলে, সুতরাং "দ্রব্যত্ব জাতিমত্ত্বং দ্রব্যত্বং" ইহাই প্রকারান্তরে বলা হইল। ঐরূপ "কর্ম্মবত্ত্বং দ্রব্যত্বং" অর্থাৎ "কর্ম্মবদ্বৃত্তি পদার্থ বিভাজকোপাধিমত্ত্বং দ্রব্যত্বমিতি"। যদিচ আকাশাদি দ্রব্য পদার্থে কর্ম্ম নাই, কিন্তু তাহাতে দ্রব্যত্ব জাতি আছে, উহা পদার্থ বিভাজক এবং ঘটাদি কর্ম্মবত্ পদার্থ বৃত্তি। পদার্থ বিভাজক উপাধি ও সপ্তবিধ, যথা, "দ্রব্যত্বং গুণত্বং কর্ম্মত্বং সামান্যত্বং, বিশেষত্বং, সমবায়ত্বং, অভাবত্ব মিতি"।

মন্তব্য! মূলে আত্ম শব্দে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বুঝিতে হইবে। নীলরূপ ও কর্ম্ম প্রতীয়মান হয় বলিয়া অন্ধকারকে অতিরিক্ত দ্রব্য পদার্থ বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে, "তমস্তমাল বর্ণাভং চলতীতি প্রতীয়তে। রূপবত্ত্বাত্ কর্ম্মবত্ত্বা দ্দ্ব্য ন্তু দশমং তমঃ।" অর্থাৎ

অন্ধকার তমাল বৃক্ষের ন্যায় নীলবর্ণ এবং চলিতেছে বলিয়া প্রতীতি হয়, সুতরাং উহাতে কর্ম্ম ও গুণ আছে বলিয়া দ্রব্য ব্যবহার কেন না হইবে; উহাতে গন্ধ নাই বলিয়া পৃথিবী নহে এবং নীলরূপ আছে বলিয়া জলাদিও নহে, অতএব অতিরিক্ত দশম দ্রব্য পদার্থ। সিদ্ধান্তে অন্ধকার অতিরিক্ত পদার্থ নহে; উহা তেজোঽভাব স্বরূপ। যেমন আলোক অপসরণ হয় সেই সঙ্গে অন্ধকারও চলিতেছে বলিয়া ভ্রম জন্মে, ঐরূপ কর্ম্ম প্রতীতিও ভ্রম।

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থভিন্ন প্রতিযোগিতা, অনুযোগিতা, কারণতা, কর্ম্মতা, আধেয়তা, অধিকরণতা প্রভৃতি অনেক পদার্থ ন্যায় শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহাও অতিরিক্ত নহে, তত্তৎ স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে, যেমন প্রতিযোগিতা প্রতিযোগি স্বরূপ অনুযোগিতা অনুযোগি স্বরূপ ইত্যাদি। এইরূপ শক্তি ও সাদৃশ্য প্রভৃতি ও অতিরিক্ত নহে। মীমাংসামতে শক্তি একটী অতিরিক্ত পদার্থ, ন্যায়শাস্ত্রে উহা খণ্ডিত হইয়াছে। ঐরূপ সাদৃশ্যও তত্তদ্ধর্ম্ম স্বরূপ। ইহার খণ্ডন মণ্ডন অতি বিস্তীর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

মূল। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সংখ্যা পরিমাণ পৃথক্ত্ব সংযোগ বিভাগ পরত্বা পরত্ব গুরুত্ব দ্রবত্ব স্নেহ শব্দ বুদ্ধি সুখ দুঃখেছাদ্বেষ প্রযত্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কারাশ্চতুর্ব্বিংশতিগুণাঃ।

অনুবাদ। দ্রব্য কর্ম্মভিন্নত্বেসতি সামান্যবত্বং গুণত্বং অর্থাৎ দ্রব্য ও কর্ম্ম ভিন্ন যে পদার্থে সামান্য (জাতি) আছে তাহাকে গুণ বলে; এই গুণ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, যথা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, শব্দ, বুদ্ধি (জ্ঞান) সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণাদি অগ্রে প্রদর্শিত হইবে।

মন্তব্য। লঘুত্ব গুণটীকে অতিরিক্ত বলা হয় নাই উহা গুরুত্বের অভাব স্বরূপ। বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে গুণাদিকে অতিরিক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ হয় নাই, উহা দ্রব্যেরই অবস্থা বিশেষ। কেহ কেহ বা দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কেবল গুণকেই স্বীকার করেন, কেননা প্রত্যক্ষে রূপরসাদিরই অনুভব হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

শিক্ষা।*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আর্য্যসন্তানগণের বিদ্যারম্ভের ব্যবস্থা হইয়াছে। বেদবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করাই ব্রাহ্মণ কুমারগণের একমাত্র উদ্দেশ্য। এজন্য তাঁহারা বিদ্যারম্ভের পর হইতেই বেদাঙ্গ ব্যাকরণাদির অধ্যয়নে নিযুক্ত হইবেন। স্বীয় পিতা অথবা পিতামহাদি অভিভাবকগণের নিকটে শিক্ষালাভ করাই প্রথমকল্প। তাহাতে কোনরূপ অভাব থাকিলে স্থানান্তরে তপোবনবাসী ঋষি সন্নিধানে অথবা পণ্ডিতগণের মঠে কিম্বা রাজকীয় বিদ্যামন্দিরে শিক্ষার্থ গমন করিবেন। স্বজাতীয় অথবা উৎকৃষ্ট জাতীয় পণ্ডিত ভিন্ন কেহ অধ্যাপক হইতে পারিবেন না। কারণ, হীন জাতীয় শিক্ষকের প্রতি আন্তরিক অবজ্ঞা উপস্থিত হইতে পারে। আহারাদির দ্বারা ছাত্রগণের পরিপোষণ সহকারে বিদ্যাদান করা অধ্যাপকের পরমধর্ম্ম; তদ্রূপ অবিচলিত চিত্তে গুরু শুশ্রূষা ও গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা ও শিষ্যগণের পরমধর্ম্ম। এইরূপে পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের পরম উন্নতি দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের নব প্রচলিত শিক্ষা বিভাগে সে সাহায্য লুপ্তপ্রায়। শিক্ষকগণের কেবল স্বার্থের সহিত ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইতেছে। ছাত্রগণ ও বেতনগ্রাহী কর্ম্মচারী মনে করিয়া শিক্ষকের সহিত আদান প্রদানের সম্বন্ধ ভিন্ন ভক্তিশ্রদ্ধা কাহাকে বলে, তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন। ইহাতে আভ্যন্তরীণ আর একটী ঘোরতর অনিষ্ঠ হইতেছে যে, গুরুর উপদেশে ছাত্রগণের অভিনিবেশ ও বিশ্বাস ক্রমশঃ যারপর নাই শিথিল হইয়া আসিতেছে। গুরূপদেশে অভিনিবেশ না থাকিলে বিদ্যার্থীর বিদ্যাশিক্ষা কখনও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। প্রত্যুত, তাহাতে অধ্যাপকের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন প্রভৃতি বিপরীত ফল ফলিত য়য়। এ বিষয়ে আর্য্য জাতীয় গুরু শিষ্য প্রণালী নিঃস্বার্থভাবে সুরক্ষিত এবং বর্ত্তমান নানাদেশীয় শিক্ষা প্রণালী হইতে নিঃস্বার্থতা প্রযুক্ত উৎকৃষ্ট।

জাতি, গুণ, ব্যবসায় ভেদে আর্য্যগণের শিক্ষা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। পুরাকালে ব্রাহ্মণ কুমারগণ প্রথমতঃ বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হইতেন। বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে পরিশেষে ক্ষত্রিয় সন্তানাদির অধ্যাপনের নিমিত্ত ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতি ও অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু, বেদাধ্যয়নে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ছিল। শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রগাঢ়তা পর্য্যন্তই এ শিক্ষার ফল নহে; কুমারগণ পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে গুরুর নিকটে সুরক্ষিত এবং সুশিক্ষিত হওয়াতে মৌখিক উপদেশেই অধিকাংশ নীতিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেন। নিতান্ত শৈশব অবস্থা হইতেই মহানুভাব গুরুগণের পবিত্র চরিত্র আদর্শ লাভ করিতেন। তাদৃশ সাধুচরিত্র অধ্যাপক ও সহাধ্যায়িগণের সংসর্গে নিজ নিজ চরিত্র ধর্ম্মভাবে সংগঠিত করিতে কিছুমাত্র কঠিনতা অনুভব করিতে হইত না। স্বেচ্ছাচার অত্যাচার ব্যভিচারের দুর্গন্ধ তাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রকে স্পর্শ করিতে পারিত না। হৃদয় পরম পরিশুদ্ধ, মার্জ্জিত ও সুগঠিত হইত বলিয়াই তাঁহাদের চক্ষুতে সমস্ত সংসার দেবভাবে পরিপূর্ণ হইত। জিতেন্দ্রিয়তাই ব্রাহ্মণ জীবনের সারব্রত। যদি কখন কোন দুর্ঘটনা বশতঃ সে ব্রতের ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীমুখ দর্শন, তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। প্রবল ইন্দ্রিয় সকল সুধীর পণ্ডিতগণের অন্তঃকরণকে ও বিচলিত করে, এজন্য মাতা কিম্বা ভগিনীর সহিত ও নির্জ্জনে একাসনে বসিবার বিধি নাই। যুবতীর নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করা পাপের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। গুরুপত্নী যুবতী হইলে দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিবে অধোবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। পদস্পর্শ করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিবার অধিকার পর্য্যন্ত ও নাই। নীচ জাতীয় হীনপ্রকৃতি জনগণের সংসর্গ বিদ্যার্থীর পক্ষে অশেষ দোষাবহ। গুরুগৃহ নিবাসী ছাত্রগণের মধ্যে কাহারও চরিত্রে কোনরূপ দোষস্পর্শ হইলে তাঁহার সম্বন্ধে উৎকট প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্তে যথোপযুক্ত দণ্ড না হইলে মরণকাল পর্য্যন্ত পাতিত্য [অর্থাৎ পাপের দণ্ডভোগ] বিধান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাত্রনিবাস হইতে বহিস্কৃত ও আর্য্য সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। ছাত্র জীবনে চরিত্র সম্বন্ধে কঠিন শাসন ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? বিদ্যাধ্যয়ন কালে ছাত্রগণের সম্বন্ধে যে সকল কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত বিহিত হইয়াছে, তাহাতে বিলাসিতার লেশ মাত্রও নাই। যে সকল পরিধান পরিচ্ছদের আবশ্যক, তাহাতে সংসা-

* ১২৮৯ সালের হিন্দুরক্তিকায় রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় মহোদয়ের বিজ্ঞাপনানুসারে "কেবল যুক্তিমূলে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" প্রতিপাদনের জন্য বঙ্গদেশ হইতে বঙ্গভাষায় যে ষোলখানি ও ইংরাজীতে যে একখানি গ্রন্থ লিখিত হয়, এবং বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃত্বাধীনে ঐ ১৭ খানির মধ্যে যেখানি সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হয় আর্য্য-ধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের প্রণীত সেই গ্রন্থখানি হইতে এই "শিক্ষা" বিভাগটি পুনরালোচিত হইল।

রের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পিতামাতার গলগ্রহ হইতে হয় নাই, গুরুজনকে পথের ভিক্ষুক করিয়া আত্ম জীবনকেও ঘৃণিত, প্রেত, বিলাসিতার প্রতিমূর্ত্তি করিতে হয় নাই। একখানি উত্তরীয় আর একখানি পরিধেয়, ইহা ভিন্ন তৃতীয় বস্ত্র রক্ষা করিবার নিয়ম নাই। সঞ্চয়ের বশবর্ত্তী হইলে পাছে ভোগ তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয় এই আশঙ্কায়, দৈনিক আহারের জন্য প্রতিদিন ভিক্ষা পর্য্যটনের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতেও ভুক্ত্য-বস্তুর অতিরিক্ত ভিক্ষা করিয়া গৃহস্থগণের পীড়ন ও অকারণ সময় যাপন করা নিষিদ্ধ। গুরুর প্রতি অবিচলিত ভক্তি স্থাপন না করিলে এবং তাঁহার উপদেশে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে, তিনি ছাত্র সমাজে দস্যু নামে অভিহিত হইতেন।

অপর, ছাত্রগণের একত্র অবস্থান ও এক গুরুর শিষ্য, ঐ সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত পরস্পরের যে বন্ধুত্ব ও ধর্ম্মতো ভ্রাতৃত্ব বদ্ধমূল হয়, শাস্ত্রকারগণ তাহারই কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সহাধ্যায়ীর মৃত্যু হইলে সহাধ্যায়ীকে তাহার অশৌচ প্রতিপালন করিতে হইবে। যাহাতে সে বন্ধুত্ব চিরদিনের জন্য সুদৃঢ় হয়, তজ্জন্য নিজবংশীয় বা অন্য সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারীর অভাবে সহাধ্যায়ীর ধন মহাধ্যায়ীর প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাঠান্তে তাঁহাদের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইলে, কোনকালে যাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ বা পরিচয় নাই, যিনি পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের রীতি নীতি আচার, ব্যবহার প্রভৃতি চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, পূর্ব্বে এরূপ ব্যক্তি কখনও আর্য্যবিদ্যার পরীক্ষক নিযুক্ত হইতে পারিতেন না, ছাত্রগণও কয়েকখানি গ্রন্থের কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াই জীবন্মুক্তি লাভ করিতেন না। রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, সামাজিকতা, সভ্যতা, বিদ্যা, জ্ঞান, বুদ্ধি, কার্য্য-কৌশল, সহিষ্ণুতা, সংসারের উপযোগি শ্রম-দক্ষতা ধর্ম্মপরায়ণতা, বিবেক, বৈরাগ্য, জিতে-ন্দ্রিয়তা ইত্যাদি মানবের যে কিছু উৎক[illegible] লক্ষণ আছে, ছাত্রকে তাহার অধিকাংশ বিষ[illegible] আচার্য্য সন্নিধানে পরীক্ষিত হইতে হইত[illegible] যিনি ছাত্রগণের শৈশবকাল হইতে পুত্রনির্ব্বি-শেষে ভরণ পোষণ ও শিক্ষা প্রদান করি[illegible] আসিতেছেন সেই সমস্ত ছাত্রের চরিত্র সম্ব[illegible] তিনি যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে[illegible] অন্যের কথা দূরে থাকুক, পিতা মাতা ও তাহা[illegible] শতাংশের একাংশে তাদৃশ অভিজ্ঞতা লা[illegible] করিতে পারেন না। এই জন্যই আর্য্যশিক্ষা[illegible] অধ্যাপক ভিন্ন কাহারও ছাত্রের সকল বিষয়[illegible] পরীক্ষায় অধিকার নাই। পূর্ব্বকালে অধ্যা-পক স্বয়ং ছাত্রগণের ভরণ পোষণের ব্যয়ভা[illegible] বহন করিতে অসমর্থ হইলে অথবা ছা[illegible] সংখ্যার আধিক্য প্রযুক্ত তাঁহাদের ভিক্ষা প্রদা[illegible] করিতে গৃহস্থগণের কাতরতা বোধ হইলে[illegible] রাজা রাজকোষ হইতে উক্ত ব্যয়ের সম্পূ[illegible] সাহায্য করিতেন। শিক্ষাকার্য্য যাহাতে সুচা-রূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য ব্যয়ভার বহন ক[illegible] রাজনীতির প্রধান-ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে[illegible] এইরূপে ক্ষত্রিয় কুমারগণ ও যথানিয়মে গৃ[illegible] অভিভাবকগণের নিকটে অভাবে, বিদ্যাল[illegible] বা তপোবনবাসী ঋষিগণের আশ্রমে আ[illegible] গ্রহণ করিয়া বিদ্যারম্ভ করিতেন॥

(ক্রমশঃ)

অদৃষ্টের ক্রিয়া প্রণালী।

আয়ুর্জনক অদৃষ্টের কার্য্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে (২য় ভাগের ২৯৬ হইতে ৩০২ পর্য্য[illegible] এবং ৩য় ভাগের ৮১ হইতে ৮৯ পর্য্যন্ত) ক্র[illegible] পরম্পরায়, অদৃষ্টের লক্ষণ, বিভাগ, কোন্ জাতীয় অদৃষ্টের দ্বারা কোন্ জাতীয় ক্রিয়া[illegible] হয়, এবং জন্মজনক অদৃষ্টের ক্রিয়া প্রণালী

এতাবৎ বিষয়গুলি একরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে; এখন আয়ুর্জনক অদৃষ্টের ক্রিয়া প্রণালী বলিব। অদৃষ্টের দ্বারা আমাদের আয়ুর উৎপত্তি, রক্ষা, বৃদ্ধি ও ক্ষয়াদিকার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হয় তাহা প্রতিপাদন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

পরন্তু আয়ুর উৎপত্তি রক্ষা, ও বৃদ্ধি ক্ষয়াদি কি প্রকারে হয়, তদ্বিষয় বুঝিতে হইলে, প্রথমে, আয়ুর বিবরণ জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আয়ু কাহাকে বলে, আয়ুর লক্ষণ ও প্রকৃত অবস্থা কি, আয়ুর আধার কে, ইত্যাদি বিষয়-গুলি না জানিলে, তাহার উৎপত্তি, রক্ষা ও ক্ষয় বৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায় না। অতএব প্রথমে তাহাই চিন্তা করা যাউক।

আয়ুর লক্ষণ।

"আয়ু" বলিলে, নানাজনে নানারূপে বুঝিয়া থাকেন; অনেকে বলেন; "সংসারে, যে যত-দিন জীবিত থাকিবে তাহা ভগবান্ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের নামই আয়ু"। এই মতের পক্ষপাতী হইলে বহুতর শাস্ত্রের মিথ্যাবাদিতাদি দোষ ঘটিয়া উঠে, তাহা পরিহার করা যায় না। শাস্ত্রে শত শত স্থানে লিখিত আছে যে, "অমুক কার্য্য করিলে আয়ুর ক্ষয় হয়, এবং অমুক কার্য্য করিলে আয়ুর বৃদ্ধি হয়" যথা;—"নহীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে। পরস্ত্রী সঙ্গমো যাদৃক্ * * *" (মনু) "অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ। আলস্যাদন্ন দোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি" (মনু) "এতএবাসয় স্তীক্ষ্ণাঃ কৃন্তন্ত্যায়ুংষি দেহিনাং" (মহাভারত) "বলমায়ুর্যশোহন্যাচ্ছি-শূনামন্ন ভক্ষণং" (জ্যোতিষ) এইরূপ আরও শত শত স্থানে আছে। আবার আয়ুর বৃদ্ধি সম্বন্ধেও শাস্ত্র আছে যথা;—"দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে" (শ্রুতি) "আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং" (শ্রুতি) "আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ" (ভগবদ্গীতা) "আয়ুষ্যং পুষ্টিকং তৈলং" (পুরাণ) ইত্যাদি। কিন্তু ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট সময়ের নাম যদি আয়ু হয়, তবে, তাহার বৃদ্ধি আর হ্রাস কদাচ হইতে পারে না; যাহার কমী বেশী হইতে পারে তাহার আর নির্দ্দিষ্টতা কি? আর যদি ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট সময়েরও কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে, তবে, ভগবানেরও ভ্রান্তি বা অসমর্থতা দোষ আরোপিত করিতে হয়, নতুবা ঐ ঋষিবাক্যগুলিকেই মিথ্যা বলিয়া স্থির করিতে হয়; কিন্তু এই উভয় পক্ষই অনুচিত; অতএব এই মতটি অসঙ্গত বিবেচনা হয়।

অনেকের ধারণা আছে যে, "দেহ বা দেহীয় যন্ত্র-সমষ্টির কোনরূপ শক্তি বিশেষের নাম আয়ু" এই ধারণাটি অনেকাংশে সঙ্গত বোধ হইলেও, শাস্ত্রীয় বিরোধ অপহার করা যায় না। শাস্ত্র বলেন, "শতায়ুর্ব্বৈপুরুষঃ" (শ্রুতি) "বর্ষশতৈরপিপুরুষায়ুষৈঃ" * * (শাভা) ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা, আত্মাকে আয়ুর আধার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু দৈহিক শক্তি বা দেহীয় যন্ত্র-সমষ্টির শক্তি যদি আয়ু হয় তবে, দেহ-কেই আয়ুর আধার বলিতে হয়, আত্মা কদাচ তাহার আধার হইতে পারে না, সুতরাং শ্রুতির বিরোধ হইল; অতএব এই মতেরও সর্ব্বথা অনুসরণ করা যায় না।

উক্ত বিরোধ নিরাকরণের নিমিত্ত, অনেকে, আত্মার শক্তি বিশেষকেই আয়ু বলিয়া বুঝেন, কিন্তু তাহাতেও শাস্ত্রীয় বিরোধ পরিহার করা হয় না; কারণ অনেক শাস্ত্রেতে, দেহকেও আয়ুর আধার বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, যথা;—"আয়ুঃসত্ত্ব বলারোগ্যসুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ" (ভ, গীতা] এবং "আয়ুষ্যং পুষ্টিদং তৈলং" ইত্যাদি (পুরাণ)। এই সকল স্থানে আহারের দ্বারা এবং তৈল মর্দ্দনের দ্বারা আয়ুর বৃদ্ধি বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু আহার আর তৈলমর্দ্দনের সহিত দেহেরই ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ, অতএব আহারাদির দ্বারা ভাল বা মন্দ যাহা কিছু ঘটে, তাহাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেহেরই হয়, সুতরাং দেহকে বাদ দিয়া কেবল আত্মার শক্তি বিশেষকে আয়ু বলিলে উক্ত বচন সকলের অসঙ্গতি হয়,—অতএব ঐ মতেরও ঐ কান্তিক পক্ষপাত করা যায় না। এতদ্ব্যতীতও, আয়ুর সম্বন্ধে বহুলোকের বহুবিধ কল্পনা আছে; কিন্তু তাহা আলোচনার অযোগ্য বিবেচনায় উত্থাপন করা গেল না।

এখন আয়ুর প্রকৃত অর্থের অনুসরণ করা-যাউক,—যাহাতে কোন শাস্ত্র ও কোন যুক্তির বিরোধাশঙ্কা না হয়। আমাদের বিবেচনায়, পরস্পরে মিলিত হইয়া, আত্মার শক্তি বিশেষ এবং দেহের শক্তি বিশেষ এতদুভয়ই "আয়ু", আয়ু বলিলে এই উভয়কেই বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে, দেহের যে শক্তি বিশেষ আছে তাহা আত্মার শক্তি হইতে বিভিন্ন নহে, উহা তাহারই রূপান্তর বা বিস্তৃতি অবস্থা মাত্র, অতএব বাস্তবিক পক্ষে কেবল আত্মার শক্তি-কেই আয়ু বলা যাইতে পারে। ইহা বিস্তার পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করা যাইতেছে, তাহা হই-লেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের এই দেহটি যে কতকগুলি যন্ত্রের সমষ্টি অবস্থামাত্র, একথা অনেকবার অনেক স্থানে বলিয়াছি। ঐ সকল যন্ত্রগুলির আপনা-পন অস্তিত্ব রক্ষার উপযোগী একপ্রকার শক্তি বিশেষ আছে, সেই শক্তিটি যতদিন থাকে ততদিন পর্য্যন্তই উহাদের স্বীয় স্বীয় আকৃতিটা সুব্যূঢ় ভাবে থাকে এবং নিজ নিজ স্বভাব ও অবস্থায় রক্ষিত হইয়া উহারা আপনাপন কার্য্য করিতে পারে। আর ঐ শক্তির যখন ক্ষয় হইয়া যায়, তখন, উহাদের আকৃতির, সেই সুবূঢ়ভাব নষ্ট হইয়া, অভ্যন্তরে এক-প্রকার শ্লথভাব বা শিথিলতা সমুৎপন্ন হয়, সুতরাং উহাদের স্বাভাবিক অবস্থা ও প্রকৃতি অন্যথা হইয়া পড়ে। তখন সহস্র ঔষধ সহস্র শক্তি প্রয়োগ করিলেও আর উহার প্রকৃতিস্থ হয় না, এবং আপনাপন কার্য্য করিতে কিছুমাত্র সক্ষম হয় না, তখনই মৃত্যু ঘটনা সম্পাদিত হয়। এই শক্তিকেই "ধর্ম্ম ব্যাখ্যায়" "দেহের কার্য্যকরী শক্তি" বল হইয়াছে [১ম প ৫১ পৃ]। দেহের এই শক্তিটি স্বাধীন নহে, ইহা আপনা হইতেই দেহ মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই, দেহের যন্ত্রে দ্বারা ও হয় নাই, কিন্তু জীবাত্মার শক্তি অধীন, উহা জীবাত্মার শক্তিরই কার্য্য, তাহ হইতেই উহার বিকাশ, তাহার স্থায়িত্বেই উহার স্থায়িত্ব এবং তাহার বিনাশেই বিনাশ।

এই দেহটাকে আপনার অধীন রাখিবা নিমিত্ত, আমাদের জীবাত্মার একপ্রকার শক্তি বিশেষ আছে, ঐ শক্তির বিস্তারের দ্বারা জীব এই দেহটাকে আপনার করিয়া রাখিয়াছে দেহের উপরে নিজত্ব প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে আমরা হস্তের দ্বারা কোন ভারী দ্রব্য উত্তো লন কালে, দেহের মধ্যে, যেরূপ এক শক্তি বিশেষের পরিস্ফুরণ অনুভব করিয়া থাকি জীবাত্মার ঐ শক্তিটি ও ঠিক সেইরূপই অনুভূত হয়। একটু নিমগ্ন হইয়া নিপু ভাবে লক্ষ্য করিলে অন্তরে অন্তরে এইরূপ অনুভব হয় যে, আমাদের জীবাত্মা যেন একরূপ বল প্রয়োগ করিয়া, এই জড় দেহট ধরিয়া রাখিয়াছে। আমরা হঠাৎ কোন কারণে (পড়িয়া যাওয়ার সময়) এই দেহটা সোজা প্রকৃতিস্থ করা কালে, আত্মাকে যে একরূপ শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়, কিম্বা শয়ি থাকিয়া পুনরুত্থিত অথবা উপর হইয়া পুনর্ব্বার সোজা হওয়ার সময়ে যে এক শক্তির প্রয়োগ করিতে হয় তাহার অনুভব করিতে পারিলেই আত্মার এই শক্তিটির অবস্থাও অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়। কারণ, ঐরূপ এক

ক্তি বিশেষের প্রয়োগ করিয়াই, আমাদের ীবাত্মা এই দেহটাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কটু নিপুণ হইয়া দেখিলে, সময় সময়, ইহার ক প্রকৃত অবস্থারও অনুভব হইতে পারে, ন্তু সকল সময় নহে। যদি কখনও, নুভবের সহিত, সর্ব্বব্যাপিকা সর্ব্বভূতময়ী কৃতিদেবীর ক্রোড়ে, নিজের কর্তৃত্ব প্রভু-াদি সমস্ত ব্যাপার, সমস্ত ক্রিয়া, ও সমস্ত র্য্য ঢালিয়া দিয়া কিছু কালের জন্য স্থির ইয়া থাকা যায়, কিম্বা শ্রীশ্রীজগদম্বার ক্রোড়ে সিয়া, যদি কখনও গা এড়িয়া দেওয়া যায়, বে তখন এই শক্তির যথাবৎ অনুভব য়া থাকে। তখন এরূপ মনে হয় যে, আমা-র আত্মা যেন, আপন আরব্ধতা হইতে, এই হটাকে ছাড়িয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল, ং ইহার পূর্ব্বে যেন এই শরীরের ত্যেক যন্ত্র, প্রত্যেক অবয়ব ও প্রত্যেক ু পরমাণুগুলিকে, আত্মসাৎ করার নিমিত্ত করূপ খিঁচিয়া ধরিয়া ছিল, তাহা এইক্ষণে রিত্যাগ করিল, দেহের অণু পরমাণুগুলি ন এখন স্বাধীনতা পাইল, যেন একরূপ ঙ্কোচ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ঈষৎ বিস্তৃতির ব গ্রহণ করিল।

অনেকে বলিতে পারেন যে, আত্মার ঐরূপ কটি শক্তি থাকিলে, আমরা সর্ব্বদার জন্য, হা অনুভব করিতে পারি না কেন? ইহার ত্তরে, এখানে এইমাত্র বলিলেই চলিবে , যে কারণে তোমার দেহের মধ্যবর্ত্তী ফুস, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী প্রভৃতি কোন-া যন্ত্রের ক্রিয়া বা কোনরূপ শক্তিকে নুভব করিতে পারিতেছ না, সেই কারণেই ামার আত্মার ঐ শক্তি ও তাহার ক্রিয়ার ছুমাত্র অনুভব হইতেছে না; ফুস্ফুস-তোমারই বুকের মধ্যে থাকিয়া প্রতি ল ৭ বার করিয়া ভস্ত্রার ন্যায় আকুঞ্চিত ও ারিত হইতেছে এবং ছরৎ-ছরৎ করিয়া হৃৎপিণ্ডকে রক্তরাশি দিতেছে, তাহা কি তুমি অনুভব করিতেছ? কিম্বা, তোমার ঐ হৃৎপিণ্ড যে, প্রতিপলে ৩০ বার করিয়া ধমনীর মধ্যে পিচকিরীর ন্যায় রক্ত ঠেলিয়া দিতেছে তাহা কি অনুভব করিতেছ? অথবা, সেই রক্তরাশি যে, পাইপের জলের ন্যায়, তোমার সর্ব্বশরীর-ব্যাপী লক্ষ লক্ষ ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত হইয়া প্রতিপলে ৩০ বার করিয়া সর্ব্ব শরীর ঘুরিয়া আসিতেছে তাহা কি তোমার অনুভবে আসি-তেছে? কখনই না, তুমি তাহার কিছুই অনু-ভব করিতেছ না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ ফুস্ফুস ও হৃদপিণ্ডাদির, যদি কখন ও নূতন করিয়া কোন একটু ক্রিয়া হয়, সর্ব্বদা যেরূপে চলিতেছে তাহার একটু অন্য প্রকার অবস্থায় গতি হয়, বা কোন প্রকার একটু "ভুর-ভুর" "সুর্-সুর্" করিয়া উঠে, তবে তাহা তৎক্ষণাৎই অনুভবে আইসে। এইরূপ পরি-বর্ত্তিত নূতন ক্রিয়া অতি সামান্য ও অতি সূক্ষ্ম হইলেও তাহা জ্বলন্তভাবে অনুভূত হয়, অথচ তাহার শত সহস্রগুণে অধিকতর বেগবতী ক্রিয়া, সর্ব্বদার নিমিত্ত ফুস্ফুসাদির মধ্যে, হইতেছে তাহা কিছুই অনুভূত হয় না, ইহার কারণ? আমরা বিবেচনা করি সর্ব্বদা থাকাই ইহার কারণ। যে দিন হইতে তোমার দেহের উৎপত্তি হইয়াছে সেই দিন হইতেই ফুস্ফুস হৃৎপিণ্ডাদির মধ্যে ঐরূপ ক্রিয়া হইয়া আসিতেছে, ক্ষণকালের নিমিত্তও তাহার বিশ্রাম নাই, সুতরাং তাহার অনুভবটা আর তোমার গ্রাহ্যে আসিতেছে না, উহা অতি স্থূলতর হইলেও তোমার গণ্য হইতেছে না, কিন্তু যখন উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তখন তাহার নূতনত্ব জন্মে বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তোমার গ্রাহ্যতায় আইসে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ "ধর্ম্মব্যাখ্যায়" লেখা হইয়াছে, সুতরাং আর বিস্তারের আবশ্যক নাই।

আত্মার ঐ পূর্ব্বোক্ত শক্তিটির অনুভব বিষয়েও

এইরূপই বুঝিবে, আত্মার ঐ শক্তিও সর্ব্বদাই আছে, যে সময় তোমার দেহোৎপত্তির আরম্ভ হইয়াছে সেই সময় হইতেই ঐ শক্তিটি বিকসিত হইয়া দেহের উপর পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া করিতেছে, সুতরাং তাহার অনুভব হইল বলিয়া তোমার গ্রাহ্যে আসিতেছে না, গণ্যও হইতেছে না. কিন্তু পূর্ব্বমতে, যখন তাহার একটু পরিবর্ত্তন হয়, একটু অন্যরূপ হয়, তখন তাহার নূতনত্ব জন্মে, সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাহার অনুভব হয় এবং গ্রাহ্যে আসিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক, ঐ ফুসফুসাদির শক্তি ও ক্রিয়া এবং আত্মার এই শক্তি আর ক্রিয়ার, স্বভাবাবস্থায়ও যে কখনও অনুভব হইতে না পারে তাহা নহে, উহা স্বভাবাবস্থায়ও হইতে পারে, কিন্তু সকলের নহে। যাহারা অতিশয় অস্থির চিত্ত এবং যাহারা শরীরের অভ্যন্তরে নিবিষ্ট হইতে পারে না, তাহাদের উহা হয় না, আর যাঁহারা একটু স্থির চিত্ত হইয়া ঐ সকল ক্রিয়ার কোন একটি লক্ষ্য করিয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত নিবিষ্টভাবে থাকিতে পারেন তাঁহাদের স্বভাবাবস্থায়ও ইহার অনুভব হয়।

আত্মার এই শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ গোতম মহর্ষি, ন্যায় দর্শনের ৩য় অধ্যায়ে ২য় আহ্নিকে ২৯ সূত্রে বলিয়াছেন যে "স্মরতঃ শরীর ধারণো পপত্তেরপ্রতিষেধঃ" এবং ভগবান্ বাৎস্যায়ন মহর্ষি বলিয়াছেন যে "আত্মমনঃ সন্নিকর্ষজশ্চ প্রযত্নো দ্বিবিধঃ; ধারকঃ প্রেরকশ্চ" আর পাতঞ্জলদর্শনে ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন যে "প্রযত্ন শৈথিল্যানন্ত সমাপত্তিভ্যাং" (২ পা ৭ সূ)।

আত্মার এই শক্তিটি আছে বলিয়াই আমাদের দেহ জীবিত রহিয়াছে, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, এবং ইহার পুষ্টি ক্রিয়া, উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি ও স্থিতি হইতেছে এবং পরিচালন ও জ্ঞান শক্তির ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। আর ইহা না থাকিলে দেহটা জীবিত থাকিত না, গতায়াত করিতে পারিত না, বাড়ি[illegible] পারিত না, পুষ্ট ও হইত না, পরিচালিত [illegible] জ্ঞাত ও হইত না, উহা সাধারণ মৃৎপিণ্ডে[illegible] ন্যায় পড়িয়া থাকিত। অধিক কি, ঐ শ[illegible] না থাকিলে দেহটি উৎপন্ন হইতেই পারি[illegible] না। এই শক্তি দ্বারাই দেহের সহিত আত্ম[illegible] সংযোগ বা সম্বন্ধ হয়, আত্মা এই দেহকে আপনার করিয়া লয় এবং দেহের জৈবনি[illegible] কার্য্য নিষ্পাদিত হয়। এই জন্যই বাৎস্যা[illegible] মহর্ষি বলিয়াছেন যে, "সদেহস্যাত্মনো মনস[illegible] সংযোগো বিপচ্যমান কর্ম্মাশয় সহিতো জীব[illegible] মিষ্যতে" (ন্যায়ভাঃ)।

পূর্ব্বে যে, দৈহিক শক্তি বিশেষের বিষ[illegible] বলিয়াছি, তাহাও আত্মার এই শক্তির অধী[illegible] আত্মার এই শক্তির দ্বারাই দেহের সেইশক্তি[illegible] জন্মিয়া থাকে এবং ইহার হ্রাস ও বৃদ্ধিতে[illegible] তাহার ও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সুতরাং উক্ত দৈহি[illegible] শক্তিকে আত্মার এই শক্তির রূপান্তরম[illegible] বলিতে পারা যায়। এজন্য উক্ত দৈহিক শ[illegible] আর জীব শক্তি এতদুভয়ের মধ্যে জীব শক্তি[illegible] প্রধান ও প্রভু।

আত্মার এই শক্তিটির নামই "আয়ু[illegible] ইহারই অস্তিত্বে দেহের অস্তিত্ব এবং ইহ[illegible] বিনাশেই দেহের বিনাশ, ইহা থাকিতে[illegible] দেহ কদাচ বিনষ্ট হইতে পারে না, এবং ই[illegible] না থাকিলেও মৃত্যুগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাই[illegible] পারে না। পূর্ব্বোক্ত দৈহিক শক্তি এই আ[illegible] রই বিস্তৃত অবস্থা বলিয়া কোন কোন শা[illegible] তাহাকে কখন ২ "আয়ু" বলা হইয়াছে সুতরাং[illegible] সকল শাস্ত্রের কোন বিরোধ নাই,—এই জন[illegible] আমরাও "ধর্ম্মব্যাখ্যাতে" মোটামোটী মতে[illegible] দৈহিক শক্তিকে আয়ু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি[illegible] এজন্যই চরক সংহিতায় (আয়ুর্ব্বেদে) বলি[illegible] ছেন যে "সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতৎ ত্রিদ[illegible] বৎ। লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাত্তত্রসর্ব্বং প্রতি[illegible] ষ্ঠিতং॥" এবং "শরীরেন্দ্রিয় সত্ত্বাত্ম সংযোগ[illegible]

[illegible]ধারি জীবিতম্। নিত্যগশ্চানুবন্ধশ্চ পর্য্যায়ৈ[illegible]রায়ু রুচ্যতে॥" ইহার ভাবার্থ এই যে, আত্মা অন্তঃকরণ, এবং দেহ, ইহারা তিনেই প্রাণের অবলম্বন যষ্টি স্বরূপ, ইহাদের তিনের সংযোগ হইলেই প্রাণিগণ জীবিত থাকে, এই সংযোগের অবলম্বনেই সমস্ত প্রাণিজগত্ অবস্থিতি করিতেছে। জীবাত্মা, একরূপ শক্তি বা সম্বন্ধ বিশেষের দ্বারা, এই ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত দেহটাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, সেই সম্বন্ধ বা শক্তি বিশেষই উক্ত সংযোগ এবং তাহারই নাম আয়ু। আয়ুরূপ শক্তির দ্বারা আত্মা এই দেহকে ধরিয়া রাখিয়াছে এ নিমিত্ত, আয়ুর নামান্তর "ধারী"; এবং ইহারই অবলম্বনে জীবনের অবস্থিতি এ নিমিত্ত, ইহার আর এক নাম "জীবিত"; এই আয়ুর সর্ব্বদাই ক্ষয় হইতেছে এ নিমিত্ত ইহার অন্য নাম "নিত্যগ"; এবং ইহা জীবের সহিত দেহকে বন্ধন করে বলিয়া ইহাকে "অনুবন্ধ" ও বলা যাইতে পারে।

আয়ু বিষয়টি কি তাহা একরূপ জানা হইল, অতঃপর ইহার পরিমাণ এবং তাহার স্থিতি, বৃদ্ধি, ও হ্রাস কি প্রকারে হয় তাহাও জানা আবশ্যক, নতুবা, অদৃষ্টের দ্বারা উহার হ্রাস বৃদ্ধি কি প্রকারে হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় [illegible], অতএব সংক্ষেপ মতে তাহাও কিছু বলা [illegible]ইতেছে।

আয়ুর পরিমাণ।

আয়ু শক্তি যে, আমাদের দেহের উপরে [illegible]স্থিত হইয়া ক্রিয়া করিতেছে তাহা প্রদর্শিত [illegible]য়াছে, উক্ত আয়ুশক্তির একটা পরিমাণ [illegible]ছে ইহাও বলিতে হইবে। কারণ সৃষ্টির [illegible]দূর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে, কোন [illegible] বা কোন শক্তিকেই অপরিমিত ভাবে [illegible]কতে দেখা যায় না সকলেরই একটা নিয়মিত [illegible]মাণ আছে। কিন্তু এখানে আমরা দৈশিক [illegible] কালিক পরিমাণের কথা বলিতেছি না, ইহা "তৌলিক পরিমাণ"। তুলা বা ওজনের দ্বারা যাহার নির্ণয় করা যায় তাহাকে "তৌলিক পরিমাণ" বলে। ১৴ মণ ভারী কোন দ্রব্য হস্তের দ্বারা উত্তোলন করিতে, বাহুর যে বল বা শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় তাহার পরিমাণও কিঞ্চিদধিক ১৴ মণ বলিতে পারা যায়; এবং ৴৫ ভারী কোন দ্রব্য তোলিতে যে বলের প্রয়োগ হয় তাহার ৴৫ শের পরিমাণ বলিতে পারা যায়, এইরূপে শক্তির ওজন হইতে পারে; শক্তির এইরূপ পরিমাণকেই তৌলিক পরিমাণ বলিতে পারা যায়। আয়ুশক্তির ও এইরূপ এক প্রকার নিয়মিত তৌলিক পরিমাণ আছে, উহাকেও ১৴ মণ ২৴ মণ ইত্যাদি সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করা যাইতে পারে। এ কথাটি, আপাততঃ, অনেকের হাস্যজনক হইতে পারে, কিন্তু একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বোধ হয়, তাহা হইবে না। প্রথমে, আয়ুর কার্য্যের প্রতি একবার মনোনিবেশ করুন, তবেই, আয়ুর তৌলিক পরিমাণ আছে, কি না, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

সর্ব্বদা পরিচালনাদি ক্রিয়া এবং বিভিন্ন জাতীয় নানাবিধ পদার্থের রাসায়ন সংযোগাদি নিবন্ধন, আমাদের দেহে, সর্ব্বদাই এক প্রকার তাপ উৎপন্ন হইতেছে; ঐ তাপ এত অধিক, যে, বাহ্যবায়ু যদি উহার সামঞ্জস্য রক্ষা না করে, তবে, অল্পকালের মধ্যেই, বোধ হয়, এই দেহটা শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় দগ্ধ হইতে পারে, অথবা দ্রবীভূত হইয়া বাষ্পাকারে উড়ীয়া যাইতে পারে; অধিক কি, বাহ্য বায়ুর সামঞ্জস্য রক্ষা সত্ত্বেও, উহা যে পরিমাণে আছে তাহা ৯৮ রেখার কম নহে। তৎপর আবার, সৌর তাপও তাহার সহায়তা করিতেছে। উক্ত উভয়বিধ তাপ একত্রিত হইয়া, আমাদের দেহের অবয়ব রাশিকে সর্ব্বদা দগ্ধ করিয়া উড়াইয়া দিতেছে। তদ্ব্যতীত, দেহের ক্রিয়ার

দ্বারাও, তদীয় অণুরাশি বিশ্লিষ্ট ও ইতস্ততো-বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে, এবং উহাদের স্বাভাবিক চেষ্টা দ্বারাও অনেক পরিমাণে ঐ কার্য্যের সহায়তা হইতেছে। এমন কি, ঐ সকল কারণে, আমাদের দেহের এত ক্ষয় হইতেছে যে, কিছুকাল পর্য্যন্ত, যদি অবাধে ঐ ক্ষয় কার্য্য সম্পাদিত হইত তবে, বোধ হয়, দেহের অস্তিত্বও অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হওয়া যাইত না, কিন্তু তাহা হইতে পারে না, ঐরূপ অবাধে দেহের ক্ষয় হইতে পারে না। আমাদের আয়ুশক্তিই সর্ব্বদার নিমিত্ত ঐ ক্রিয়ার প্রতিকূলতা করিয়া বাধা সাধন করিতেছে। আয়ুশক্তি, দেহের অণুরাশিকে আপনার করিয়া টানিয়া রাখিতেছে এবং তাহাদের বৃঢ়ত্ব রক্ষা করিতেছে; আর যাহারা অবূ্যঢ় অবস্থায় আছে তাহাদিগকেও সুবূ্যঢ় করিতেছে; কিন্তু তথাপি, সমস্ত অণুরাশিকে কোন মতেও রাখিতে পারিতেছে না, উহা অনেক পরিমাণে উড়ীয়া যাইতেছে। আয়ুশক্তির দ্বারা জীবের আত্মসাংকৃত বস্তু গুলিকে, (দেহাবয়ব অণুরাশিকে) ভৌতিক শক্তি যেন কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে, তখন জীবের আপনার ভাগ বা অবলম্বন কমিয়া যাইতেছে, জীব যেন আত্মহারা মত হইতেছে, সুতরাং তখন আবার আপনার আয়ু শক্তিকে, সহস্র বাহুরূপে, চারিদিকে বিস্তার করিয়া অবলম্বনের (ভৌতিক অণুরাশির) আকর্ষণ করিতেছে। অন্ন পানাদি যখন উদরসাৎ হইতেছে তখন ঐ আয়ুশক্তিই "পোষণ শক্তির" আকার গ্রহণ করিয়া, ঐ ভুক্ত পীত দ্রব্যের অংশগুলিকে দেহের মধ্যে মিশাইয়া লইতেছে, আয়ুশক্তিই উহা আত্মসাৎ করিতেছে, সুতরাং দেহের ক্ষীণাংশের আবার পরিপূর্ণতা হইতেছে, দেহের অস্তিত্বটা রক্ষা পাইতেছে। এইরূপে, দেহের মধ্যে, সর্ব্বদাই নদী প্রবাহের ন্যায় ঘটনা উপস্থিত হইতেছে। এই হইল আয়ুশক্তির কার্য্য। এখন বুঝিতে হইবে যে, যে ভৌতিক শক্তির দ্বারা আমাদের দেহাবয়বগুলি উড়ীয়া যাইতেছে, তাহা অপরিমিত নহে, বাষ্পাদির শক্তির ন্যায়, ঐ শক্তিরও অবশ্যই একটি নিয়মিত পরিমাণ আছে, সুতরাং তাহার প্রতিকূল ক্রিয়াকারিণী আয়ুশক্তিরও নিয়মিত তৌলিক পরিমাণ আছে, ইহা নিশ্চয় হইল। এখন আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি বিশযে মনো-নিবেশ করুন।

আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধির প্রণালী।

ভৌতিক শক্তি আর আয়ু শক্তি যে, পরস্পর বিরুদ্ধভাবে ক্রিয়া করিতেছে, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে; অতএব এখন ইহা বলাবাহুল্য যে উক্ত ভৌতিক শক্তির দ্বারাই সর্ব্বদা আয়ু শক্তির হ্রাস হইতেছে এবং আয়ুশক্তি দ্বারাই আবার ভৌতিকশক্তিরও ক্ষয় হইতেছে, আর উহার বৈপরীত্য হইলেই উভয়ের বৃদ্ধি হই থাকে। অর্থাৎ ভৌতিক শক্তির হ্রাসাবস্থা হইলেই আয়ুশক্তির বৃদ্ধি অবস্থা হইল, এব আয়ুশক্তির হ্রাসাবস্থা হইলেই ভৌতিক শক্তি বৃদ্ধি অবস্থা হইল। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাউক তবেই কথাটা আর একটু বিশদ হইবে একখানি গাড়ীকে ধাক্কা দিয়া দিলে, উহ প্রথমে, কিছুকাল যে ভাবে চলে, পরে আ সেইরূপ গতিতে চলে না, উহার গতি ক্রমে কমিতে থাকে, সুতরাং কিছুদূর পর্য্যন্ত গি অবশেষে একবারেই স্থগিত হইয়া থাকে এখানে বুঝাযায় যে, ধাক্কা দেওয়া কালে গাড়ীখানির মধ্যে, যে শক্তিটি জন্মিয়াছি তাহা ক্রমে নষ্ট হইয়া গেল, সুতরাং গাড় খানি আর চলিতে পারিল না। এই শ নাশের কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবী আপন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব গাড়ীখানি, যেখানে আছে সেইখানেই, টানি রাখিতেছে, পরে যখন ধাক্কা দেওয়া য

তখন, ঐ পার্থিব শক্তিকে বাধিত করিয়া গাড়ীখানি চলিতে থাকে, এবং পৃথিবীর পরপরবর্ত্তী অংশের ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণের দ্বারা গাড়ীর ঐ শক্তি ক্রমে বাধিত হইতে থাকে, সুতরাং অবশেষে এককালে ক্ষয় প্রাপ্ত বা অসমর্থ হয়, গাড়ীখানি আর চলিতে পারে না। কিন্তু ঐ গাড়ীখানিতে যদি ক্রমাগত ধাক্‌কা দেওয়া যায়, তবে পৃথিবীর পর পরবর্ত্তী অংশের শক্তির দ্বারা যেমন উহার পূর্ব্বলব্ধ শক্তির হ্রাস হইতে থাকে, তেমন আবার পরপর লব্ধ শক্তির দ্বারায় উহা চলিতে থাকে। এইরূপে যতক্ষণ চালাও ততক্ষণই চলিবে। কিন্তু এইরূপ করিতে করিতে যখন তোমার দেহের শক্তি ফুরাইয়া যাইবে, তুমি ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তখন আর নূতন-নূতন ধাক্কা দেওয়া হইবে না, সুতরাং গাড়ীও আর চলিবে না।

দেহব্যাপক আয়ু শক্তি আর দেহীয় ভৌতিক শক্তির ও পরস্পরের ঐরূপ বাধ্য বাধক সম্বন্ধ এবং ঐরূপই ক্ষয়বৃদ্ধির নিয়ম। ভৌতিক নিয়মানুসারে, ভৌতিক ক্রিয়া প্রভাবে, ভৌতিক শক্তির দ্বারা, দেহের অণুরাশি বিশ্লিষ্ট ও বিকীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে উড়ীয়া যাইতেছে, এই অবস্থায়, আত্মার আয়ুশক্তি বিনিযুক্ত হইয়া, ঐ শক্তির বাধা করিয়া, উহাদিগকে প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সংশ্লিষ্ট, ঘনীভূত ও সুবূ্যঢ় করিতেছে, আবার ভৌতিক শক্তির দ্বারা উহা ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, এবং তৎক্ষণাৎ, আত্মা হইতে বিনিযুক্ত হইয়া, আবার আয়ুশক্তি আসিতেছে, আবার সেই ক্রিয়া করিতেছে। এইরূপ আবার ক্ষীণ হইতেছে, আবার আসিতেছে, আবার ক্ষীণ হইতেছে, আবার আসিতেছে। এইরূপ সঙ্ঘর্ষণের দ্বারা, উভয়েরই কার্য্যও সর্ব্বদাই হইতেছে; আয়ু শক্তির দ্বারা বাধিত হইতে-হইতে, ভৌতিক শক্তির কার্য্যও সর্ব্বদাই হইতেছে, এবং ভৌতিক শক্তির দ্বারা বাধিত হইতে-হইতে, আয়ু শক্তির কার্য্যও সর্ব্বদাই হইতেছে, দেহের ক্ষয়ও হইতেছে আবার রক্ষাও হইতেছে। এইরূপ সঙ্ঘর্ষণ করিতে করিতে যখন আয়ু শক্তি ফুরাইয়া যাইবে, আত্মার আয়ুশক্তি-সঞ্চিত ভাণ্ডার শূন্য হইবে, তখন আর কোথা হইতে আসিয়া, পুনঃপুনঃ ঐ অভাব বা ক্ষয়ের, পরিপূরণ করিবে? তখন একবারেই ক্ষয় পাইয়া যাইবে, সুতরাং ভৌতিক শক্তিরই জয়পতাকা উড়ীবে, জয়ধ্বনি পড়িবে, তখন সমস্ত শৌর্য্য, বীর্য্য, অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া সংসার লীলা সম্বরণ করিতে হইবে। এই হইল আয়ুর নিত্য ক্ষয় বৃদ্ধির প্রণালী।

অতঃপর, যদি এমত কোন কারণ ঘটে যে, উক্ত ভৌতিক শক্তি যে পরিমাণে আছে তদপেক্ষায় আরও অধিকতর বলবতী হয়, তাহা হইলে তাহার বাধার নিমিত্ত আত্মাকেও অনেক অধিক পরিমাণে আয়ুশক্তির বিনিয়োগ করিতে হয়, নতুবা, সেই পূর্ব্ববৎ শক্তি দিলে, ঐ প্রবলতর ভৌতিক শক্তির প্রতি প্রভুত্ব করা যায় না, সুতরাং তখনই দেহের বিনাশ হইয়া যায়, অতএব অধিকতর বল দেওয়া চাই। তাহা হইলেই শীঘ্র শীঘ্র আয়ুশক্তির শেষ হইয়া, ভাণ্ডার আয়ু-শূন্য হয়; জীব শীঘ্রই কালগ্রাসে নিপতিত হয়। আর যদি, এমত কোন উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, যে, তদ্দ্বারা উক্ত ভৌতিক শক্তির বল ক্ষীণভাবেই থাকিবে, অধিক প্রবল হইতে পারিবে না, তাহা হইলে আত্মার, আয়ু শক্তিও অল্প অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলেই চলিতে পারে, তবে সুতরাং আয়ুর ক্ষয়ও অল্প পরিমাণেই হয় এবং আয়ুর ভাণ্ডারও শীঘ্র শূন্য হইতে পারে না, তবেই আয়ুর বৃদ্ধি করা হইল।

এজন্যই পাতঞ্জল দর্শনে বলিয়াছেন যে, "সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম, তৎসংযমাদ-

পরান্তজ্ঞান মরিষ্টেভ্যোবা" (৩ পাঃ সূ) এবং তদীয় ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস মহর্ষি বলিয়াছেন যে,—"আয়ুর্বিপাকং কর্ম্মদ্বিবিধং সোপক্রমং, নিরুপক্রমং। তত্রযথার্দ্র বস্ত্রং বিতানিতং লঘীয়সা কালেন শুষ্যেৎ তথা সোপক্রমম্। যথা চ তদেব সম্পিণ্ডিতং চিরেণ সংশুষ্যেৎ এবং নিরুপক্রমম্। যথারাগ্নিঃ শুষ্কে কক্ষে মুক্তো বাতেন সমং ততোযুক্তঃ ক্ষেপীয়সা কালেন দহেত্তথা সোপক্রমং ; যথা বা সএবাগ্নিস্তৃণরাশৌ ক্রমশোবয়বেষু ন্যস্তশ্চিরেণ দহেত্তথা নিরুপক্রমং"। এতদুভয়ের মর্ম্মার্থ এই যে, জীবের আয়ুশক্তি দ্বিবিধ ; এক, সোপক্রম ; দ্বিতীয়, নিরুপক্রম। যাহার কার্য্য অধিক বেগের সহিত অধিক পরিমাণে শরীর মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে তাহাই "সোপক্রম", আর যাহার কার্য্য অতি অল্প বেগের সহিত অল্প পরিমাণে, দেহ মধ্যে, বিস্তৃত হইয়াছে তাহা নিরুপক্রম। আর্দ্র বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া মেলিয়া দিলে, যেরূপ শীঘ্রই তাহার জলাংশটা শুকাইয়া যায়, কিম্বা ঝঞ্জা-বায়ু-প্রবাহের স্থানে, বিস্তৃত শুষ্ককাষ্ঠ মধ্যে অগ্নিদিলে, যেমন শীঘ্রই তাহা দগ্ধ হইয়া যায়, এই সোপক্রম আয়ুও তেমন অতি সত্বরেই ক্ষয় পাইয়া যায়। এবং সঙ্কোচিত আর্দ্র বস্ত্র শুকাইতে, যেরূপ অধিক কালের আবশ্যক হয়, কিম্বা নির্ব্বাত প্রদেশে, তৃণের গাদা বা পালার উপরে অগ্নি দিলে, তাহা যেমন অধিককালে দগ্ধ হইয়া থাকে, নিরুপক্রম আয়ুও তেমন অধিক কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম আয়ুর নৈমিত্তিক ক্ষয় ও নৈমিত্তিক বৃদ্ধি।

আবার আরও কএক প্রকারে ইহার নৈমিত্তিক ক্ষয় বৃদ্ধি আছে, কিন্তু তাহা ভৌতিক শক্তির সংস্রবে নহে, তাহা আত্মার সংস্রবে। আত্মার মধ্যে যদি এমত কোন ঘটনা হয় যে, আয়ুশক্তির খুব প্রবলতর বেগ জন্মাইয়া দেয়, তবেই আয়ুটি শীঘ্র শীঘ্র ব্যয়িত হইয়া গেল, সুতরাং আয়ুর ক্ষয় হইল। আর যদি এমত কোন উপায় হয় যে তদ্দ্বারা উহার বেগ কমিয়া আত্মার মধ্যেই স্তম্ভিত হয়, তাহা হইলেই উহা চিরকালে শেষ হইবে, জীবন দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে, সুতরাং আয়ুর বৃদ্ধি হইল বলা যাইতে পারে। অথবা এমন কোন বিরুদ্ধ শক্তি যদি আত্মাতে প্রকাশিত হয়, যদ্দ্বারা আয়ুশক্তি তিরস্কৃত হয়, কিম্বা এমন কোন শক্তি জন্মে, যে আয়ুর অনুকূলতা করে, তাহা হইলেও আয়ুর হ্রাস এবং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, জন্ম কালীনই যদি উহা বাধক শক্তির দ্বারা বাধিত থাকে, কিম্বা অনুকূল শক্তির দ্বারা অনুকূলিত হয়, তাহা হইলে জন্মকালেই স্বল্পায়ু বা দীর্ঘায়ু হইয়া জন্মিবে। এইরূপে চারি প্রকারে আয়ুর নৈমিত্তিক হ্রাস ও নৈমিত্তিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আয়ুর স্বরূপ, লক্ষণ, অবস্থা, ক্রিয়া, আধার, পরিমাণ, রক্ষা, ও ক্ষয় বৃদ্ধির বিষয় একরূপ জানা হইল, এখন অদৃষ্টের সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ, অদৃষ্টের দ্বারা কি প্রকারে উহার উৎপত্তি, রক্ষা ও হ্রাস বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

ক্রমশঃ।

বেদ বিদ্যালয়।

কুমার-পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ৺ কাশীক্ষেত্রে একটি বেদ-বিদ্যালয় সংস্থাপনে কৃত সংকল্প হইয়া তজ্জন্য বিশেষ আয়োজনে তৎপর হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের হৃদয় সর্ব্বদা সাধু অনুষ্ঠানে উৎসাহিত। সুতরাং এ মহদানুষ্ঠান তাঁহারই হৃদয়ের উপযুক্ত, সন্দেহ

নাই। আমরা নিম্নে তাঁহার "ভিক্ষালিপি" প্রকাশ করিলাম। আগামী বারে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিতে ইচ্ছা রহিল। এই ভিক্ষালিপি দেশ বিদেশে প্রেরিত হইতেছে।

ভিক্ষা লিপি।

বেদ-বিদ্যা বিস্তারের সাহায্যার্থ, আপনার ও আপনার পরিচিত বর্গের রন্ধনশালায় বা ভাণ্ডার গৃহে একটী নূতন (হাঁড়ি) "মঙ্গল ঘট" রাখিয়া দিবেন। সেই ঘটের গাত্রে "অন্ন পূর্ণা" চিহ্নিত ভিক্ষালিপি আটা দিয়া আঁটিয়া রাখিবেন। প্রত্যহ সকলের অন্ন পাকের জন্য যখন চাউল লইবেন, সেই সময় সেই গৃহীত তণ্ডুলরাশি হইতে একমুষ্টি ঐ "মঙ্গল ঘটে" ভিক্ষা স্বরূপ রাখিয়া দিবেন।

প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রত্যেকের বাটী হইতে সঞ্চিত তণ্ডুলরাশি একত্র করাইয়া বাজার দরে উহা কাহাকেও বিক্রয় করিয়া সংগৃহীত মূল্য—"কাশী—ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদক" এই ঠিকানায় পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

গৃহস্থগণ ইহাও স্মরণ রাখিবেন, যে, ৺কাশী ধামের বেদ-বিদ্যালয়ের জন্য অন্নপূর্ণার নামে যিনি প্রত্যহ একমুষ্টি বা দুই বেলা দুইমুষ্টি অন্ন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভিক্ষা দিবেন, অন্নপূর্ণার কৃপায় তাঁহার রন্ধনশালায় কখনও অন্নের অভাব হইবে না। অন্নপূর্ণা বিমুখ হইলে ত্রিভুবন অন্বেষণ করিলেও মুষ্টি মেয় অন্ন পাওয়া যায় না। আশা করি, কোন গৃহস্থের দ্বারাই অন্নপূর্ণা বিমুখ হইবেন না।

"মঙ্গল ঘট" স্থাপন করিলে রন্ধনকালে প্রতি গৃহস্থের প্রত্যহ অন্নপূর্ণা দর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যা স্মরণ হইবে। গৃহস্থ কুশলে থাকিবেন। আধি ব্যাধি বিপদাদি কালে কল্যাণ কামনা করিয়া মঙ্গলময়ীর মঙ্গলঘটে অর্থাদি দিতে পারিবেন। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, মন্ত্রদীক্ষা উপলক্ষে, শ্রাদ্ধাদি পৈত্র কার্য্য, যজ্ঞ ও পূজাদি দৈব কার্য্য কালে যেন "মঙ্গল ঘট" পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

মা অন্নপূর্ণা গৃহস্থের মঙ্গল করুন।

৺ কাশী ধাম যোগাশ্রম তাং—	অনুগত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন (পরিব্রাজক)

যে বিদেশীয় মহাত্মাগণকে ভিক্ষাদানাধ্যক্ষ হইতে অনুরোধ করা হইতেছে, তাঁহাদিগকে যে প্রার্থনা পত্র খানি প্রেরিত হয়, তাহারও প্রতিলিপি নিম্নে প্রকটিত হইল।

মহাশয় !

যে গুরুতর ধর্ম্মার্থ কার্য্যের ভার আপনাকে লইতে অনুরোধ করিলাম, তাহা হয়তো আপনার অবকাশাভাব বশতঃ সমস্ত স্বয়ং করিয়া উঠিতে পারিবেন না। এই জন্য একটি প্রস্তাব করিতেছি, তদনুসারে ব্যবস্থা করিলে কার্য্যের অনেকটা সুবিধা হইতে পারিবে।

আমার প্রস্তাবিত বেদ-বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ভিক্ষালিপির মর্ম্ম প্রতি হিন্দু গৃহস্থকে বুঝাইয়া প্রতি গৃহে "মঙ্গল ঘট" স্থাপনার্থ এক জন মিষ্টভাষী ধর্ম্মশীল সুচতুর পুরুষকে নিযুক্ত করুন। মাসান্তে সকলের গৃহ হইতে তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য তিনি এক জন ভারবাহক সঙ্গে লইবেন। আপনার তত্ত্বাবধানে ও আদেশক্রমে সংগৃহীত অন্নরাশি বিক্রীত হইবে। মূল্য যাহা আদায় হইবে, তাহা হইতে শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে ভারবাহক সহ সংগ্রহকারীকে পারিশ্রমিক (কমিশন) দিবেন। মঙ্গল ঘট স্থাপন যত বাড়িবে, ততই বেদ-বিদ্যালয়ের মঙ্গল, গৃহস্থের মঙ্গল এবং সংগ্রহকারীরও মঙ্গল এবং ভারতভূমির পরম মঙ্গল।

মঙ্গল ঘটে লাগাইবার কাগজ (অন্নপূর্ণা

চিহ্নিত) যখন যত প্রয়োজন হইবে, আমাকে লিখিলেই পাঠাইয়া দিব।

যে যে গৃহস্থ "মঙ্গল ঘট" স্থাপন করিবেন, সেই পুণ্যাত্মাদিগের নাম ও ঠিকানা আপনার নিকট একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। ইতি

অনুগত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন।

মুষ্টি ভিক্ষাদাতা ধর্ম্মাত্মাগণকে একটি কথা এই খানে বলিয়া রাখি। হিন্দুর প্রত্যেক গৃহেই প্রত্যহ কত বৈষ্ণব, সাধু ও দীন দুঃখীকে মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই, তাহার উপর বেদ-বিদ্যালয়ের জন্য আর এক মুষ্টি বাড়িল। ভিক্ষা মুষ্টিমেয় বাড়িল বটে, কিন্তু ফল বাড়িল পর্ব্বত পরিমাণে। স্ত্রী ও পুরুষ, সকলেই মনে রাখিবেন,—এই মুষ্টি অন্ন ভোগে লাগিবে বেদ-বিদ্যার্থীদিগের এবং বেদ পারগ আচার্য্যদিগের, তাহাতে আবার কাশী ধামে। কাশীতে একটিমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অন্যত্র লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হইয়া থাকে। আশা করি ঘরে বসিয়া অনায়াসে এই মহাপুণ্যার্জ্জনে কোন হিন্দুই বিমুখ হইবেন না। মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন যে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদিকে অথবা অনাচার কদাচারে দূষিত পতিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সামান্য দানের সমান ফল হয়, আর যে কেবল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মাইয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এই অভিমান করে মাত্র, তাহাকে খাওয়াইতে দ্বিগুণ ফল হয়, যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহাকে ভোজন করাইলে দশ সহস্র গুণ এবং অধীতবিদ্য বেদপারগ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অনন্ত গুণ ফল হইয়া থাকে। যথা (মনু ৭ম অঃ)

"সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
অধীতে দশ সাহস্রং অনন্তং বেদ-পারগে॥"

ধর্ম্মাত্মাগণ! আপনাদের পিতৃধন আপনারা রক্ষা করিবেন, তাহাতে আর অধিক বলিব কেন! জাতীয় সম্পত্তি পিতৃ সম্পত্তি, দ্বিজাতির সর্ব্বস্ব ধন ব্রহ্মবিদ্যা সকলেরই রক্ষণীয়। তবে এইমাত্র বলি,

"সেক্তব্যো যদি মারবস্তরুরয়ং
পাথোল পাথোদ বৈ-
রব্যাজং কুরু সিঞ্চ কিং চিরয়সে
কালঃ পরিক্রামতি।
মূলে মুক্ত রসে দলে বিগলিতে
শুষ্কে তথা বল্কলে
নস্যাদস্য পরিস্থিতি প্রভুরহো
ধারাপি বারাং তব॥"

মরুভূমিস্থ একটি তরু আকাশমার্গে একখণ্ড মেঘকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া কাতর বাক্যে ডাকিয়া বলিল, হে জলদ! আমি তো আর বাঁচিনা, শীঘ্র জল সিঞ্চন কর, বিলম্ব করিতেছ কেন? উপযুক্ত কাল অতিবাহিত হইতেছে এখন যদি জল না দাও, তবে যখন আমার মূল রসাকর্ষণে অপটু হইবে, পত্রগুলি ঝরিয়া পড়িয়া যাইবে, বল্কল শুষ্ক হইবে; তখন তোমার প্রবল ধারায় ধরা ভাসাইয়া দিলেও আমি পুনর্জ্জীবিত হইব না।

মহাত্মাগণ! এখনও বেদাচার্য্য ২।৪ জন আছেন। ইহাঁরা দেহত্যাগ করিলে বেদ-বিদ্যার পুনরভ্যুদয়ের জন্য শত চেষ্টা করিলেও এবং আপনাদিগের অজস্র ধন ব্যয়িত হইলেও কোন সুফল ফলিবে না। তাই বলি শীঘ্র।

ধঃ প্রঃ

ধর্ম্ম-সংবাদ।

উপদেষ্টাগণ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি,—চূড়ামণি মহাশয় নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া গত ৭ই শ্রাবণ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পথে ভাঙ্গা ও ফরিদপুরে তত্রস্থ হিন্দুগণের অনুরোধে কএকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তিনি আপাততঃ কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ৺ সারদীয় পূজা পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতাতেই থাকিবেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ—বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মোপদেশাদি প্রদান করিয়া আসিয়া বেদান্তবাগীশ মহাশয় এলবার্ট হলে তীর্থ সম্বন্ধে অতীব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। এখন তিনি কিছুকাল কালিঘাটেই থাকিবেন।

পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী—গোস্বামী মহাশয় এতদিন শান্তিপূরেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। শীঘ্রই তাঁহার ময়মনসিংহ প্রদেশে যাইবার সম্ভাবনা আছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—বিদ্যার্ণব মহাশয় ইতিমধ্যে কলিকাতায় আসিয়া ক্রমান্বয়ে ৩৪ টী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে বহুলোকের সমাগম হইত। তাঁহার উদ্দিপনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতা মাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিদ্যার্ণব মহাশয় এখানে আরও কিছু দিবস থাকিয়া বক্তৃতাদি দিতে সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাঁহাকে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। এখন তিনি তাঁহার নিজ বাড়ি কুমারখালিতেই অবস্থিতি করিতেছেন।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন—পরিব্রাজক মহাশয় কএক মাস ধরিয়া কাশীধামে বেদবিদ্যালয় স্থাপনার্থ কাশীতেই রহিয়াছেন। তিনি বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন শুনিয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম। বিশ্বেশ্বর করুন তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য সত্বর কার্য্যে পরিণত হউক।

ধর্ম্মান্দোলন।

নদীয়া—মুড়াগাছা—বহিরগাছি। ১২ শ্রাবণ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায়বাহাদুর চন্দ্রগ্রহণের উপলক্ষে নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিয়া গুরুধাম বহিরগাছিতে আসেন, এখানে তিনি পুরশ্চারণ ও বহুতর ব্রাহ্মণ ভোজন করান। গুরু গোষ্ঠিবর্গকে প্রণামী দিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে দান করেন। এখানে তিনি সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা ও তৎসঙ্গে গোরক্ষণী সভা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

বাঁকুড়া। এখানে পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত রামানন্দ গোস্বামী মহাশয় আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের বক্তৃতা ও গীতাদি শাস্ত্রের মর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন।

মেদিনীপুর — কাঁথী। কাঁথিতে একটি "আর্য্যধর্ম্ম সংরক্ষিণী" সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীরামপুর। বৎসরেক মাত্র শ্রীরামপুরে হরিভক্তিপ্রদায়িণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস ও শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত হরি সভার বাটী নির্ম্মাণার্থ ২ দুই কাটা জমি দান করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ — সাহানগর। মুর্শিদাবাদের শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুর অত্রস্থ হিন্দুসমাজের প্রার্থনানুসারে "মুর্শিদাবাদ আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার" গৃহনির্ম্মাণ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এককালীন ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচন।

ব্রহ্ম-নিরূপণ। শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। আজকাল এই ধর্ম্ম বিভ্রাটের দিনেও ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারের অভাব নাই। লোকে ধর্ম্ম বুঝাইতে যত ব্যগ্র বুঝিতে কেহ তত ব্যগ্র নহে। এই অল্পদিন মধ্যে নূতন নূতন ধর্ম্ম-গ্রন্থে দেশ ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু ইহার মধ্যে একখানি পাঠ্য গ্রন্থ খুজিয়া পাওয়া ভার। সমস্তই স্বকপোল কল্পিত মতে পরিপূর্ণ। শাস্ত্র প্রাধান্য বজায় রাখিয়া শাস্ত্রের অনুগমন করিয়া কেহই বড় চলিতে চাহেন না। সুতরাং মীমাংসাও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। ব্রহ্মনিরূপণ সে দোষের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছেন। ইহাতে শাস্ত্রমত সম্পূর্ণ প্রবল রাখিয়া শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসরণ করিয়া অতি বিশদরূপে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহা পাঠে ধর্ম্ম রাজ্যের অতি গূঢ় সহস্য সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। তন্ত্র শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য উদ্ভেদিত হইবে। এবং ব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভে চিত্ত উৎসাহিত হইবে। ধর্ম্মপিপাসু মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সুখী হইবেন। বেদব্যাস কার্য্যালয়েও উক্ত পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৸৹ তের আনা মাত্র।

পরমকল্যাণগীতা। পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী বিরচিত। মূল্য ১৲ মাত্র। গ্রন্থখানি সুবৃহৎ অথচ মূল্য অতি সামান্য। ছাপা কাগজ সমস্তই উত্তম। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে এ নব গীতার সকল মীমাংসা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থের সহিত ইহার অর্থের বেশী কিছু যে সম্বন্ধ আছে তাহা বলিয়া আমাদের বোধ হইল না। যখন পরমহংস স্বামী বলিয়া প্রণেতার নামোল্লেখ আছে তখন আমরা আ বেশী কিছু সমালোচনা করিতে প্রয়াসী নহি।

বিবিধ।

তারকেশ্বর মহান্ত সম্বন্ধে কি করা কর্ত্ত তাহাই স্থির করিবার জন্য বলরাম দের ষ্ট্রী একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়, শ্রীযু ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আস গ্রহণ করেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালি বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্র মান্য গণ্য পণ্ডিতগণ উপস্থিত প্রস্তাবনা করেন। প্র ক্রমে সভা কর্ত্তৃক অ হয়।

হরে গঙ্গাধরে শঙ্ক নেত্রোত্থ-বৈশ্যানরে ত্রৈলোক্যসারে হ ...বৃত্তিমমলামনৈস্ত কি

যশোহরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নারায়ণ দেব নোয়াখালির মাজিষ্ট্রেট হইয়া তথায় গমনকালে বরিশাল নগরে অবতরণ করেন। দেব বাহাদুর মাননীয় শ্রীযু বাবু নফরচন্দ্র ভট্ট স্মলকজ কোর্টের জজ মহশয়ের সমভিব্যবহারে ১৩ই শ্রাবণ রবিব স্থানীয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় উপস্থিত হইয়া হিন্দিগের সহিত আপ্যায়িত করিয়াছেন। বাল্যাশ্রমের ছাত্রমণ্ডলি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ পাশে নিবদ্ধ হইয়াছে।

শুনিতে পাইলাম বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী স অন্তর্গত বাল্যাশ্রমের ছাত্র সংখ্যা ক্রমাগত বৃ প্রাপ্ত হইতেছে। বড়ই সুখের বিষয়।

আমরা দুঃখিত হইলাম নবদ্বীপের পণ্ডিত হরিনাথ তর্ক সিদ্ধান্ত ম শয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার নিকট না দেশীয় ছাত্র নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, ই একজন প্রবীন নৈয়ায়িক ছিলেন। তি বেদব্যাসের একজন বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

প্রস্রা
প্রভৃতির মধ্য দি
কুক্কুর; শৃগাল,
করিলে, স্নান প্রা
স্থানের প্রাধান্য এবং
সারে হইবে। অ
হইবে না, দাহ করিলে
মূল্য তর্প

ওঁ

বেদব্যাস

চতুর্থ বর্ষ।

ভাদ্র সন ১২৯৬ সাল। ৪র্থ খণ্ড।

অপরাধভঞ্জনস্তোত্রম্।

শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং, শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপি বরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তম্। নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং চাঙ্কুশং বামভাগে, নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্ব্বতীশং ভজামি॥ ১॥

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্। বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥ ২॥

আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতঃ সন্, বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ। যদ্যদ্বা তত্র দুঃখং ব্যথয়তি বিষমং শক্যতে কেন বক্তুং, ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৩॥

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা, নো শক্যং চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি। নানারোগোত্থদুঃখাদুদরপরিবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি, ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো!॥ ৪॥

প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্ম্মর্ম্মসন্ধৌ, দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতীস্বাদুসৌখ্যে নিষণ্ণঃ। শেষে চিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো! মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং, ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো!॥ ৫॥

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতমতেরাধিদৈবাদিতাপৈঃ, পাপৈ রোগৈর্ব্বিয়োগৈরসদৃশবপুষং প্রৌঢ়হীনঞ্চ দীনম্। মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্র মতি মম মনো ধূর্জটের্দ্ধ্যানশূন্যং, ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো!॥ ৬॥

নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবায়াকুলাখ্যং, শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে চ সারে। নষ্টো ধর্ম্মো বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো!॥ ৭॥

স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং, পূজার্থং বা কদাচিদ্ বহুতরুগহনাৎ খণ্ডবিল্বৈকপত্রম্। নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধপুষ্পে ত্বদর্থং, ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৮ ॥

দুগ্ধৈর্ম্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দ্ধটশতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং, নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতৈঃ পূজিতং ন প্রসূনৈঃ। ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্ব্বিবিধরসযুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপহারৈঃ, ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো! ॥ ৯ ॥

নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধস্ত্রিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো, নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টিস্ত্রিগুণ বিরহিতং নৈব দৃষ্টং কদাচিৎ। উন্মত্তাবস্থয়া ত্বাং বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি, ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো! ॥ ১০ ॥

ধ্যানং চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো, হব্যং তে লক্ষসংখ্যং হুতবহবদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ। নো জপ্তং গাঙ্গতীরে ব্রতপরিচরণৈ রুদ্রজপ্যৈর্ন বেদৈঃ, ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো! ॥ ১১ ॥

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়! মরুৎকুম্ভকে সূক্ষ্মমার্গে, শান্তে স্বান্তে প্রলীনে প্রকটিতগহনে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে। লিঙ্গং ত্বদ্‌ব্রহ্মবাচ্যং সকলমভিমতং নৈব দৃষ্টং কদাচিৎ, ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো! ॥ ১২ ॥

গঙ্গাতীরে প্যুষিত্বা দলকুসুম ফলৈঃক্ষালিতৈর্গাঙ্গ তোয়ৈর্গাঙ্গং নির্ম্মায় লিঙ্গং শতশতশতকং নার্চ্চিতং ভূতলে মে। ন লিঙ্গংগেহমধ্যে ধরণিতলগতৈর্মৃত্তিকাগোময়ৈর্ব্বা, ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব সম্ভো ॥ ১৩ ॥

বপুঃ প্রাদুর্ভাবাদনুমিতমিদং জন্মনি পূ... পূরারে ন প্রায়ঃ ক্বচিদপি ভবন্তং প্রণতবা... নমম্মুক্তঃ সংপ্রত্যহমতনুরগ্রেপ্যনতিমাং মহে... ক্ষন্তব্যং তদিদমপরাধদ্বয়মপি ॥ ১৪ ॥

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষ... যৌবনং, প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কা... জগদ্ভক্ষকঃ। লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যু... চলং জীবনং, তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ! ... রক্ষ রক্ষাধুনা ॥ ১৫ ॥

চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে... সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থ-বৈশ্বানরে... দন্তিত্বক্‌কৃতিসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হ... মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমমলামন্যৈস্তু কি... কর্ম্মভিঃ ॥ ১৬ ॥

কিং দানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তে... রাজ্যেন কিং, কিং বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দ্দেহে... গেহেন কিম্। জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে... ত্যাজ্যং মনো! দূরতঃ, স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতে... ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্ ॥ ১৭ ॥

করচরণকৃতং বা কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিদিতমবিদিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে! শ্রীমহাদেব! শম্ভো! ॥ ১৮

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং
হস্তে কপালং সিতং খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং
সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সি " দুঃখিত হইলাম
গঙ্গাফেনসিতা জটা পয়সি তচ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধনি...
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং...
শঙ্করঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশঙ্করাচার্য...
ভগবৎকৃতমপরাধভঞ্জনস্তোত্রং সমাপ্তম্।

প্রায়শ্চিত্ত বিধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মিথ্যাকথা বলিলে বিষ্ণু স্মরণ করিবে, অভ্যাসে, অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ। উচ্ছিষ্ট মুখে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র দর্শন করিলে উপবাস করিবে। তৈল মাখিয়া বা ক্ষৌরী হইয়া স্নানের পূর্ব্বে শৌচ প্রস্রাব করিলেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। বিপ্র অগ্নি প্রভৃতির মধ্য দিয়া গমন করিলেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, বিড়াল, বেশ্যা দংশন করিলে, স্নান প্রাণায়াম উপবাসাদি দংশন স্থানের প্রাধান্য এবং দংশনের আধিক্য অনুসারে হইবে। আত্মঘাতী ব্যক্তির দাহাদি হইবে না, দাহ করিলে দাহকের অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ তুল্য তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত, বহন করিলে বা উদ্বন্ধন মৃতের রজ্জুচ্ছেদন করিলে একাহ উপবাস। শৌচ প্রস্রাব করিয়া জল না লইলে, সেই বস্ত্রের সহিত স্নান এবং গোস্পর্শ কর্ত্তব্য। কোনরূপে থাকিতে না পারিয়া উহা করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত। অগ্নি জলাদিতে বিষ্ঠাদি অশুচি দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে এক প্রাজাপত্য।

দেব গৃহের ইট কাষ্ঠাদি লইয়া বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিলে চান্দ্রায়ণ। গৃহীত ব্রত একবার কোনরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে তিনদিন উপবাস করিয়া ঐ ব্রত পালন করিবে।

বিশেষোক্তি না থাকিলে উপপাতকে চান্দ্রায়ণ বা পরাক (পাঁচ প্রাজাপত্য তুল্য) প্রায়শ্চিত্ত করিবে, পাপের গুরু লাঘব অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থেয়।

ভার্য্যাকে ক্রোধ বশতঃ মাতৃ সম্বোধন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এক প্রাজাপত্য। তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে হইলে ঋষি চান্দ্রায়ণ (তপ্তকৃচ্ছ্র তুল্য) কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ছিন্নোপবীত ব্রাহ্মণ, মনস্তাপ, প্রাণায়ামত্রয় এবং একদিন উপবাস করিবে। শূদ্র কর্ত্তৃক ছিন্নোপবীত ব্রাহ্মণ এক উপবাস এবং শতবার গায়ত্রী জপ করিবে। চাণ্ডালাদি কর্ত্তৃক ছিন্নোপবীত ব্রাহ্মণ মহা সান্তপনদ্বয় করিবে। উপবীতচ্ছেদী শূদ্রের এক প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। ম্লেচ্ছদেশ গমনে পুনঃ সংস্কার বা চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত।

জাতিভ্রংশকর পাপ বারংবার করিলে মহা সান্তপন। ব্রাহ্মণ পীড়নে বিশেষ ব্যবস্থা আছে,—যথা দণ্ড উদ্যত করিলে এক প্রাজাপত্য, আঘাত করিলে অতিকৃচ্ছ্র, এই অতিকৃচ্ছ্র স্মার্ত্ত এবং মিতাক্ষরা মতে প্রাজাপত্য দ্বিগুণ, শূলপাণি মতে তিনগুণ ইত্যাদি। সাঙ্করীকরণ পাপে এক মাস যাবক পান, দুই প্রাজাপত্য তুল্য। অভ্যাসে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, অত্যন্তাভ্যাসে চান্দ্রায়ণ। অপাত্রীকরণ পাপে চতুরহসাধ্য তপ্তকৃচ্ছ্র (প্রাজাপত্য তুল্য), অভ্যাসে মহা সান্তপন, অত্যন্ত অভ্যাসে চান্দ্রায়ণ। মলাবহ পাপে তিন দিন যাবক পান (অনুকল্প ১ কাহন) অভ্যাসে চারদিন সাধ্য তপ্তকৃচ্ছ্র, অত্যন্তাভ্যাসে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র। চাণ্ডাল, রজস্বলা, পতিত, শব, শবস্পর্শী, কুক্কুর এবং বিষ্ঠাদি অন্তর্বিস্পর্শে স্নান এবং ঘৃত ভোজন করিয়া অন্ন ভোজন। পীড়িত ব্যক্তি অন্তর্বিস্পর্শ করিলে, সুস্থ ব্যক্তি স্নান করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে; এইরূপ দশ বার করিবে। চাণ্ডালাদি স্পর্শ করিয়া স্নান না করিয়া অথবা শৌচ প্রস্রাবের পর রীতিমত শৌচ না করিয়া ভোজন করিলে এক প্রাজাপত্য। আমান্ন ভোজনে ইহার এক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত। উচ্ছিষ্ট মুখে চাণ্ডালাদি অন্ত্যজাতি এবং রজস্বলা স্পর্শে এক প্রাজাপত্য। তৈল মাখিয়া চণ্ডালাদি স্পর্শ করিলে পঞ্চগব্য পান পূর্ব্বক উপবাস। রজক প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতি স্পর্শে আচমন, জ্ঞান পূর্ব্বক স্পর্শে যে অঙ্গস্পৃষ্ট হইবে তাহা প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন, মস্তক স্পর্শে স্নান, উচ্ছিষ্ট হইয়া অনুর্দ্দিষ্ট ঐ সকল জাতি স্পর্শে একদিন দুগ্ধ পান; উচ্ছিষ্ট ঐ

সকল জাতি স্পর্শে তিনদিন উপবাস। উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ, উচ্ছিষ্ট বস্ত, কুক্কুর বা (উচ্ছিষ্ট) শূদ্র স্পর্শে এক এক উপবাস এবং পঞ্চগব্য পান, অনুচ্ছিষ্ট স্থলে নক্ত। উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ, উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ স্পর্শে, উভয়েরই স্নান করা বিধি। উচ্ছিষ্ট ক্ষত্রিয়স্পর্শে উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণের নক্ত। উচ্ছিষ্ট বৈশ্যস্পর্শে উপবাস, উচ্ছিষ্ট বৈশ্যস্পর্শে উচ্ছিষ্ট ক্ষত্রিয়ের নক্ত, উচ্ছিষ্ট শূদ্রস্পর্শে উপবাস, উচ্ছিষ্ট বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট শূদ্রস্পর্শে নক্ত এবং ঘৃত ভোজন। "উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণস্পর্শে উভয়েরই যে স্নান কর্ত্তব্য, ইহা অজ্ঞানতঃ, জ্ঞান পূর্ব্বক হইলে নক্ত করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে" এই কথা শূলপাণি বলেন। ভোজন সময়ে উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট হইয়া সেই অন্ন ভোজন করিলে ব্রহ্ম কূর্চ্চ করিবে। নীলী রক্তবস্ত্র পরিধান করিলে একদিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে ইহা অজ্ঞানতঃ, জ্ঞানে দ্বিগুণ হইবে। উচ্ছিষ্ট মুখে ও লশুন পলাণ্ডু সুরা প্রভৃতি স্পর্শে তিনদিন কুশজল পান এবং গায়ত্রী জপ (অনুকল্প ১।০ কাহন)। অনুচ্ছিষ্ট হইয়া স্পর্শ করিলে স্নান করিবে। উচ্ছিষ্ট হইয়া বিষ্ঠাস্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত স্নান, উচ্ছিষ্ট মুখে ঐ সকল স্পর্শে স্নানান্তে একাহ উপবাস। অন্যের বিষ্ঠামূত্রাদি, এবং রজস্বলার রজস্পর্শে অনুচ্ছিষ্ট ব্যক্তি স্নান করিবে। দুই জন রজস্বলা পরস্পর স্পর্শ করিবে না, সবর্ণা রজস্বলা স্পর্শে একদিন উপবাস এবং পঞ্চগব্য পান। ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা রজস্বলা স্পর্শে ব্রাহ্মণীর যথাক্রমে তিনদিন, পাঁচদিন, ছয়দিন উপবাস ও পঞ্চগব্য পান কর্ত্তব্য। রজস্বলা চাণ্ডালাদি স্পর্শও করিবে না। এইরূপ বিজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনতি বিস্তৃতরূপে বলা হইল।

প্রকাশ্য পাপে যে যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইল রহস্য পাপে ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহার বিংশতি ভাগের এক ভাগ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষে ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, শূদ্রের পক্ষে ষাট ভাগের এক ভাগ, প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। আপনাকে লইয়া দুই জনের অধিক লোকে যে পাপ জানে না তাহা রহস্য পাপ। মরণ প্রায়শ্চিত্ত পাপে প্রায়শ্চিত্ত হ্রাস নাই। অথবা জ্ঞানকৃত মহাপাতকেও মনু কথিত বার্ষিক ব্রত করিবে। ইহা পঞ্চদশ প্রাজাপত্যের তুল্য। অন্য পাপে গুরু লাঘব অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত কল্পনীয়।

শ্বিত্র প্রভৃতি স্বল্প কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, মধুমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, ক্ষয়কাশ বহুকাল স্থায়ী, অতিসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত এবং নেত্র নাশন প্রভৃতি রোগ জন্মান্তরীণ মহাপাতক জন্য; জালোদরী, যকৃত, প্লীহা, সামান্য শূল, ব্রণ, সামান্য শ্বাস, চির-অজীর্ণ, চিরজ্বর চিরচ্ছর্দ্দি, ভ্রম, মোহ, গলগণ্ড, সোমরোগ ও বিসর্প প্রভৃতি রোগ জন্মান্তরীণ উপপাতক জন্য; ধনুষ্টঙ্কার, চিত্রদেহ, চিরকম্প, বল্মীক এবং পদ্ম কাঁটা প্রভৃতি রোগ সামান্য পাপ জন্য।

গলৎকুষ্ঠ অর্শ প্রভৃতি রোগ অতি পাতক জন্য, মহাপাতক জন্য রোগদ্বয় বা রোগত্রয় কঙ্কর অতিপাতক জন্য (?)। রোগ সূচিত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত পরাকের অর্দ্ধ, সমান্য পাপে ছয় ভাগের একভাগ অতিপাতকে দুই পরাক প্রায়শ্চিত্ত।

অথ ব্রত স্বরূপ নির্ণয়।

তিনদিন মাত্র দিবসে একবার ভোজন, তিনদিন নক্ত, তিনদিন অযাচিত ভোজন এবং তিনদিন উপবাস এই দ্বাদশ দিন সাধ্য ব্রতের নাম প্রাজাপত্য বা কৃচ্ছ্র। নিরন্তর ছয়দিন উপবাস প্রাজাপত্য তুল্য, প্রাজাপত্যের অনুকল্প একটী ধেনু। দিবসে ভোজনে ছাব্বিশ, নক্ত ভোজনে বাইস এবং অযাচিত ভোজনে চব্বিশ গ্রাস, ইহার অতিরিক্ত ভোজন নিষেধ। প্রত্যেক গ্রাস অক্লেশে মুখ-প্রবেশের উপযুক্ত পরিমাণ হওয়া চাই। একদিন দিবা ভোজন একদিন নক্ত, দুইদিন অযাচিত ভোজন আর দুইদিন উপবাস এই ছয় দিন সাধ্যব্রতের নাম কৃচ্ছ্রান্ন। একদিন এক তক্ত একদিন নক্ত, এক দিন অযাচিত ভোজন আর একদিন উপবাস এই চারিদিন সাধ্যব্রতের নাম পাদকৃচ্ছ্র।

এই প্রাজাপত্যব্রতে যে কয়দিন ভোজন বিহিত আছে, তাহাতে এক এক গ্রাস বা যতগুলি অন্ন হস্তে ধরে তাহা ভোজন আর তিনদিন উপবাস এই দ্বাদশদিন সাধ্যব্রতের নাম অতিকৃচ্ছ্র। ইহার অনুকল্প তিনটী ধেনু। মিতাক্ষরা মতে নয়দিন প্রত্যহ আমলক ফলবৎ এক এক গ্রাস ভোজন যে অতিকৃচ্ছ্রে আছে তাহার অনুকল্প তিন ধেনু। আর যতগুলি অন্ন হস্তে ধরে তাহা ভোজন যে অতিকৃচ্ছ্রে তাহার অনুকল্প দুই ধেনু,—স্মার্ত্তমতে দুই ধেনু। এক বিংশতি দিন জল মাত্র আহার এই ব্রতের নাম কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র। ইহার অনুকল্প ছয়টী ধেনু। তিনদিন সায়ংকালে ছয়পল পরিমিত তপ্ত জল পান, তিনদিন প্রভাতে তিনপল পরিমিত তপ্ত দুগ্ধ পান, তিনদিন মধ্যাহ্নে তপ্ত ঘৃত পান এবং তিনদিন তপ্ত দুগ্ধের বাষ্প পান এই দ্বাদশ দিন সাধ্যব্রতের নাম তপ্তকৃচ্ছ্র। ইহার অনুকল্প পাদন্যূন চারটী ধেনু।

একদিন তপ্ত দুগ্ধ পান, একদিন তপ্ত ঘৃত পান, একদিন জল পান এবং একদিন উপবাস, এই বারদিন সাধ্যব্রতের নামও তপ্তকৃচ্ছ্র, ইহার অনুকল্প ১ ধেনু। কুশজল, গব্যদুগ্ধ, দধি, গোমূত্র, গোময় এবং ঘৃত ভোজন করিয়া পরদিন উপবাস, এই দুই দিন সাধ্যব্রতের নাম সান্তপন, অনুকল্প এক কাহন কড়ির সুবর্ণাদি। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং কুশজল এই ছয়টী দ্রব্য এক একটী করিয়া যথাক্রমে ছয়দিনে আহার করিয়া সপ্তম দিনে উপবাস, এই সপ্তদিন সাধ্যব্রতের নাম মহা সান্তাপন, অনুকল্প দুইটী ধেনু। জপ হোম তৎপর হইয়া নিরন্তর বারদিন অনাহারের নাম পরাক, অনুকল্প পাঁচটী ধেনু। অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পরদিন কেবল পঞ্চগব্য পান এই দুইদিন সাধ্য ব্রতের নাম ব্রহ্মকূর্চ্চ। পঞ্চগব্য পানের বিশেষ নিয়ম এই, গোময়ের দ্বিগুণ গোমূত্র, ঘৃত চতুর্গুণ, দুগ্ধ আর দধি আটগুণ ইত্যাদি পরিমাণ আছে, গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র বা প্রণব দ্বারা মন্ত্রপূত করিয়া ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণীয়, কুশজল এবং গোময়ের পরিমাণ আধ তোলা, উক্ত সান্তপন ব্রতেও এই নিয়মে পঞ্চগব্য পান, জানিবে। অনুকল্প সান্তপনবৎ।

পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যাতে ব্রতারম্ভ, সেই দিন পঞ্চদশগ্রাস ভোজন, তৎপর দিন হইতে এক এক গ্রাস কমাইয়া প্রতিপদে চতুর্দ্দশ গ্রাস, দ্বিতীয়াতে ত্রয়োদশ গ্রাস, ইত্যাদি, চতুর্দ্দশীতে এক গ্রাস ভোজন তৎপরদিনে উপবাস, আবার প্রতিপদ হইতে এক এক গ্রাস বাড়াইয়া ভোজন,—যথা প্রতিপদে এক গ্রাস, দ্বিতীয়াতে দুই গ্রাস ইত্যাদি ক্রমে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই একত্রিংশদ্দিন সাধ্য ব্রতের নাম চান্দ্রায়ণ, ইহার অনুকম্প সার্দ্ধসপ্তধেনু। তপ্তকৃচ্ছ্র-বার্ষিক ব্যতীত সকল প্রায়শ্চিত্তেই তিনবার স্নান, তপ্ত কৃচ্ছ্রে একবার। সকল প্রায়শ্চিত্তেই দ্বিজাতি, অঘমর্ষণাদির অন্যতম মন্ত্রজপ করিবে। গ্রাস অঙ্গুলির অগ্রভাগে রাখিয়া গায়ত্রী দ্বারা মন্ত্রপূত করিয়া লইবে, ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকিবে ইত্যাদি বিশেষ নিয়ম মিতাক্ষরা হইতে জ্ঞাতব্য।

শূদ্রের মন্ত্রজপ ব্যতীত আর সমস্ত নিয়ম পালনীয়। বার্ষিক ব্রত ত্রিংশত প্রাজাপত্যতুল্য, দ্বাদশবার্ষিক ব্রত ৩৬০ প্রাজাপত্যতুল্য, ত্রৈবার্ষিকাদি ব্রত এই ভাগহারে হিসাব করিয়া লইবে। প্রাজাপত্যের অনুকম্প উক্ত হইয়াছে। ধেনুমূল্য ৩ কাহন কড়ি, গোমূল্য ১ কাহন, বৃষমূল্য পাঁচ কাহন, এক উপবাসের অনুকম্প ৮ পণ। যেখানে ধেনুর অঙ্গ বা পাদ বিহিত আছে সেখানে সেই অঙ্গের বা পাদের মূল্য ১।০ কাহন বা ১২ পণ দিবে। প্রকৃত

বস্তু অভাবে মূল্য দান করিবে। যে পাপ যে প্রায়শ্চিত্তে উক্ত হইয়াছে সেই প্রায়শ্চিত্তের সমান অন্য প্রায়শ্চিত্তেও সেই পাপ নষ্ট করিতে পারে। যথা যে স্থলে, চান্দ্রায়ণ বিহিত আছে সেখানে সার্দ্ধ সপ্ত প্রাজাপত্য করিলেও পাপ-ক্ষয় হইবে ইত্যাদি।

সেই প্রায়শ্চিত্ত বা তৎসমসীল অন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে একান্ত অসমর্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে অনুকল্প বিহিত। কিন্তু "প্রভুঃ প্রথমকল্পস্যযোঽনুকল্পেন বর্ত্ততে নসাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতের্ব্বিদ্যতে ফলম্" অর্থাৎ মুখ্যকল্প করিতে সমর্থ ব্যক্তি অনুকল্প অবলম্বন করিলে তাহার কিছুমাত্র ফল হয় না। এইত শুনিলে কি পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? প্রায়শ্চিত্তের কঠোরতা অনুভব করিয়া বোধকরি ভয় পাইতেছ বা মনে করিতেছ অনুকল্পে সারিবে? কিন্তু নিশ্চয় জানিও ধর্ম্মসাধনায় ফাঁকি চলে না।

তুমি ভাই অর্থোপার্জ্জনের জন্য সকল কষ্ট সহ্য করিতে পার আর প্রায়শ্চিত্তের সময় মহা অসমর্থ হও! বলিহারি তোমার পাপনাশোচ্ছা! তোমার পাপ যাইবে না, ত যাইবে কা'র?

আর ভাই ধার্ম্মিক! তুমি চাতুর্ম্মাস্য নক্ত ব্রত করিয়া স্বর্গলাভে অভিলাষী হও কিন্তু অজ্ঞানতঃ গোবধ করিলে কড়ি উৎসর্গ ভিন্ন আর ত কিছু কর না, যদি ধর্ম্মভয় থাকিত, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যদি ধর্ম্মে প্রকৃত আস্থা থাকিত, তাহা হইলে আর হৃষ্ট পুষ্ট সুস্থকায় বিবিধ ক্লেশ সহিষ্ণু ব্যক্তি ও কড়ি উৎসর্গ করিয়া সমাজে ব্যবহৃত হইত না। এখন আমাদিগের ধর্ম্ম অনেক বিষয় আমাদিগের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র হইয়াছে। কড়ি উৎসর্গ ভিন্ন আর কিছু যে, প্রায়শ্চিত্ত আছে ইহা অনেকে অবগতই নহেন, এমনি অবস্থা পড়িয়াছে। হে নারায়ণ! আমাদিগকে সকল পাপ হইতে রক্ষাকর।

আমি কেন?

সামবেদীয় তলবকার শ্রুতির প্রথম খণ্ডে কয়েকটী 'কেন', আছে। অপৌরুষেয় বেদবাণী বিশদরূপে তত্রত্য যাবতীয় 'কেন, র মীমাংসা করিয়া নানা উপায়ে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রথমে কতিপয় 'কেন' আছে বলিয়া ঐ শ্রুতিকে কেনোপনিষদ্ বলে। কেনোপনিষদ অধ্যয়ন করিয়াছি আদ্যন্ত মুখস্থ রাখিয়াছি কিন্তু অন্তরস্থ হয় নাই, পড়িয়াছি 'কেন', শিখি নাই কেন? বুঝিতে পারি না। তবে মনের মধ্যে সময়ে সময়ে বিষয় বিশেষে "কেন" কেন? এরূপ বুভুৎসার উদ্রেক হয়। একদা শ্রাবণের বারিধারা নিরীক্ষণ করিতে ২ দেখিতে লাগিলাম একটী কীট কতকগুলি সন্তান প্রসব করিল; সদ্যোজাত সন্তানগুলি কূর্দ্দন করিতে করিতে দুই একটী তৎক্ষণাৎ ভবলীলা সম্বরণ করিল। ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম আমি কেন? আমি কেন ভবে আসিলাম? আমার সঙ্গে আরও অনেকে আসিয়া এইরূপ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে, তাহারাই বা কেন আসিয়াছিল কি দিয়া বলিব? যখন আমি কেন তাহাই জানি না। শৈশবের ক্রিয়া কলাপ বিস্মৃত হইয়াছি। কৌমার কাল অবসান হইলে পোগণ্ডের প্রারম্ভ কালোচিত ক্রীড়া নিরত হইয়া নিত্য নূতন অশন বসনাদির জন্যে গুরুজনকে যাতনা দিয়াছি, কিন্তু ভবে কেন আসিলাম কখনও ভাবিয়া দেখি নাই। পরে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া অবসর পাইলেই অবিদ্যার অনুধ্যান করিয়াছি,—সংসারে বড় হইব। এই বাসনা নিয়ত জাগরূক ছিল, কিন্তু কালে বয়স ও দেহই বড় হইল, মনের বাসনা মনেই বিলীন হইতে লাগিল। ক্রমে কৈশোরান্তে যৌবনের আবির্ভাব। যৌবন বড় সুখের সময় এবং সর্ব্বজন-বরণীয়। যোগিগণ যোগ প্রভাবে স্থির যৌবন থাকেন।

শোর বয়স্ক অজাতশ্মশ্রুগণের অনেকে গুম্ফ কাশ জন্য ব্যস্ত হইয়া ক্ষৌর সাহায্য গ্রহণ রেন, প্রৌঢ়গণ পলিতাকার প্রচ্ছন্ন রাখিবার নসে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য । এরূপ সুখের জীবনের বসন্ত প্রভাত য়ে বিষয়-কীট আমার হৃদয় শতদল কর্ত্তন রিতে লাগিল। 'আমি কেন আসিলাম' এই ব ক্ষণকালের জন্যও উদিত হইল না; ত্মবিস্মৃত হইয়া মোহান্ধকারের আবেশে মনা সাগরে ঝাঁপ দিয়া অতলতলে মগ্ন হই-। প্রতি নিয়ত কামতরঙ্গে পরবশ হইয়া হারই তুষ্টিসাধনে চেষ্টাতৎপর হইতে লাগি-ম। ভাবি, স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া আন-ত হইব কিন্তু আশার আশাই সার, পদে-প্রমাদে বিপদে পতিত হই। যদিও কদাচিৎ ষ্ট বশতঃ কোন কামের পরিপূরণ হয়, কিন্তু হাতে তৃপ্তি নাই। প্রত্যুত লালসা বহ্নি সন্দীপিত য়া আরও দগ্ধ করে। সংসার কাননে সতর্ক-বিচরণ করিলেও অতর্কিত রূপে দাব-দাহ স্থিত হইয়া প্রাণমন পুড়িয়া ছারখার করে। কি অশেষ যাতনা সহ্য করিতেই ভবে সিয়াছিলাম? সংসার কি কারাগার? তবেত কেই কারাবদ্ধ ও আমারমত দুঃখী! না, নহে, অনেকেই কৃতী, জ্ঞানী, পুণ্যাত্মা, —আমি কেন আসিলাম? সংসারের য় জ্বলিতে জ্বলিতে সময়ে সময়ে চঞ্চলার কের ন্যায় বৈরাগ্যের আভার আবেশ হয়, তে কদাপি অনুতাপানল প্রজ্বলিত হয়। তেই মনের মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপিত আমি কেন? আমি কেন আসিলাম কোনরূপেই মীমাংসা করিতে পারি না। তঃ শাস্ত্রজ্ঞের শরণ লইলাম, শাস্ত্রজ্ঞ বলি-শাস্ত্র চিন্তায় সংসার চিন্তার হ্রাস হইবে। দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, আমার শাস্ত্রানুশীলনে ফলিবে কেন? বেদ, বেদান্ত অভ্যাস রাছিলাম, বেদাঙ্গ দেখিয়াছি, দর্শন স্পর্শ করিয়াছিলাম, যোগাদি শাস্ত্রেও গুরুপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু আমি শিষ্ট হইতে পারি নাই। পড়িয়াছি, শুনিয়াছি কিন্তু বুঝি নাই। সেইজন্যই আজ এই পূর্ব্বপক্ষ, "আমি কেন"? শ্রুতির মধ্যে বহু বিদ্যাবিমণ্ডিত ছান্দোগ্য শ্রুতি বড়ই মনোহর। উহাতে বহুবিদ্যা-সাধন প্রণালী আছে। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, শাণ্ডিল্য বিদ্যা, দহর বিদ্যা প্রভৃতি অধিকারিভেদে বিন্যস্ত আছে। তাহা আদ্যন্ত অধ্যয়ন করিলাম কিন্তু আমার শান্তি নাই,—বুঝি নাই, আমি কেন? আমার স্কন্ধে, মূর্ত্তিমতী অবিদ্যা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বিস্তার করিতেছে। আমি, শুষ্ক, শীর্ণ, নীরস, কোন্ রসে অবিদ্যা কুহকিনী আমাকে সম্ভোগ করিতেছেন তাহা অবিদ্যাই জানে। যদি অবিদ্যার পাশ ছেদন করিতে অভিরুচি হয় তবে যেন উহা দৃঢ়তর হইয়া থাকে। অসতী অবিদ্যা পিশাচী বয়সে বর্ষীয়সী হইলেও তরুনী রূপীয়সী। অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইলেও আপাত মনোরম বিলেপনে প্রচ্ছন্ন। কাপট্যের প্রচ্ছদ পট, কামের কঞ্চুক, ও কুহকের আস্তরণে সজ্জিত। অনুরাগ মণ্ডনে আপাদ মস্তক পরিমণ্ডিত। বিলাস-বিলোল-লোকন ভঙ্গী, মুখে মধুর কপট হাসি ও মায়ামগ্ন বচন রচন এবং অপূর্ব্ব হাব ভাবে কাহার সাধ্য মুগ্ধ না হয়? এ সর্ব্বনাশিনী, মায়াবিনী আমার স্কন্ধে কেন? ইহার অনুমাত্র ও বিবেচনা নাই, ধনী দরিদ্র সুরূপ কুরূপ, বালক বৃদ্ধ, সুস্থ রুগ্ন, ভালমন্দ কিছুই বিচার নাই, ত্রিভুবন কুক্ষিস্থ করিয়াও বিরাম নাই, এই স্বর্ব্বৈশ্যাই সংসারের সর্ব্বনাশের নিদান। অবিদ্যার কুপ্রেমে, সহজে মন মজিয়া যায়। সেই প্রেম পাশ দুশ্ছেদ্য, সুদৃঢ়। কেবল জীবন্মুক্ত সুপুরুষগণ জীবনান্তে নিষ্কৃতির অনুমতি প্রাপ্ত হয়, আর সকলেই তাহার সুপ্রশস্ত চত্বরে আবির ন্যায় সংবদ্ধ।

ছন্দোগ্য শ্রুতির বিদ্যায় আমার বিদ্যালাভ হইল না, কেন্দ্রে যাহার পাপগ্রহ, ত্রিকোণে

পাপযুক্ত-বুধ, বুধের বারে বিদ্যারম্ভ তাহার বিদ্যা হইবে কেন? বলবতী অবিদ্যা তাহার নবম স্থান, কর্ম্ম স্থানে রাহু। বিদ্যাত হইল না, বরং নিরাশার প্রভাব প্রবল হইয়া পরিম্লান ও বিষণ্ন করিতে লাগিল। দেখিলাম—দেব-পূজ্য জগদ্গুরু নারদঋষি যাবতীয় শাস্ত্র ও বিদ্যা অভ্যাস করিয়াও কৃতকৃত্য হইতে পারিলেন না। দুঃখ সংবিগ্নমানসে ভগবান্ সনদ্কুমারের চরণসরোজ সমীপে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন "সোহংভগবো মন্ত্র বিদেবাস্মি নাত্মবিদ্ শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দশেভ্যস্তরতি শোক মাত্ম বিদিতি সোহং ভগবঃ শোচামি তংমা ভগবাঞ্চোকস্যপারং তারয়ত্বিতি"। নারদ অসকৃৎ ব্রহ্মচর্য্যে পরিপূত হইয়া সনদ্কুমারের বেদোপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন; ষড়ূর্ম্মি বিরহিত হইয়া ব্রহ্মগুণ গান করিতে লাগিলেন; পরমা নিবৃত্তিলাভে চিরসুস্থ হইলেন। মাদৃশ মানব কীট কেমন করিয়া জানিবে এবং কেমন করিয়া বলিবে আমি কেন? বেদ বেদান্ত রত্নের বিমল স্নিগ্ধ চিক্কণ জ্যোতিতে আমার অন্তর জ্যোতির্ম্ময় হইল না। কেন হইবে? সুসংস্কৃত ঘৃত আম-মৃৎপাত্রে রক্ষিত হইলে তাহা রক্ষিত হয় কি? অচিরে গলিয়া পাত্র নষ্ট হয়। অবিদ্যা ঘোরে কিছুকাল বিষয়-মদিরা পান করিয়া সাধকের অনুসরণ করিলাম। সাধক গণ আদৌ আমার গাত্র গন্ধে ক্লেশানুভব করিতে লাগিলেন, শেষে দয়া করিয়া দুই একটী পথ দেখাইয়াছিলেন। আমার বাসনা এই যে, আমি সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব, তপস্যাদি দ্বারা শরীরের ক্লেশ জন্মাইতে পারিব না। বহিরঙ্গ সাধনায় নিপুণ না হইয়াই অন্তরঙ্গ সাধনে বলবান হইব। সংযম-সাধনে অচিরে সবিকল্প সমাধি-ধনে ধনী হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিব। কার্য্যকালে যমের সেবা না করিয়া নাড়ী শুদ্ধির অনুষ্ঠান করিতে করিতেই প্রাণজয় চেষ্টা করিতে

লাগিলাম। লাভ,-রোগ। প্রাণজয়ে প্রাণান্ত, তথাপি
ধ্যান প্রয়াসী হইয়া বরনীয় অনুধ্যান করিতে
নয়ন মুদ্রিত করিলাম। ধ্যান আরম্ভ না হইতে
হইতেই কুহকিনী অবিদ্যা সহচরী পরিবৃতা হইয়া
মনোমন্দিরে সমাসীনা, মধুরস্বরে বলিতে লাগি
প্রিয়তম! কেন ক্লেশ পাও, আমার সহ সংযো
সুখে নিদ্রা যাও, ইহাই পরমানন্দ। আমা
ঐ কথাগুলি বড়ই মধুর বোধ হইল, তখ
তাহার অঞ্চল ধরিয়া অনুসরণ করিলাম, বুঝি
পারিলাম না আমি "কেন"? প্রেয়সী অবিদ্যা
যখন মানের ভান্ করে, তখনই একদি
ছুটিয়া যাই। কিন্তু অবিদ্যার সেই মা
প্রণয়-মান,—ঈর্ষ্যা সম্ভূত নহে। সুতরাং
রসে রসান্তর হয় না, নিরন্তর খরবেগে আ
রসের সঞ্চার। অবিদ্যা কখন মুগ্ধা, কখন
মধ্যা, কখন বা প্রগল্ভা, যখন যাহা আবশ্য
তখনই তাহার আয়োজন। যখন অবি
মানভরে অবাঙ্মুখী হইলেন, আমিও যখন অবি
দ্যার মায়া কথঞ্চিৎ দেখিলাম বুঝিলাম, তখ
ধীরে ধীরে মৃদু গমনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকা
উপাসক সম্প্রদায়ের চরণরেণু শিরোধার্য্য করি
লাম। তখন আবার দেখিলাম, কেহ হৃদয় শতদ
উপাস্য দেবতাকে সংস্থাপন করিয়া মানস উপচা
অর্চ্চনা করিতেছেন, এবং সাধনায় সমা
কাম হইয়া আপনার মনোভীষ্ট বর গ্রহ
করিতেছে। কেহ, সগুণ ব্রহ্ম উপাস্য ও নিগু
হইলে জ্ঞেয় এই বৃদ্ধ বেদান্তবাণীর অনুস
করিয়া পরোক্ষ ধ্যানে নিমগ্ন। কেহ বা
পূজার বৃহৎ আয়োজন করিয়া এক অভ্যাসে
ব্যস্ত। কেহ বা কেবল আড়ম্বর করিয়া খ্যাতি
লাভ করিতে প্রয়াসী;—অন্তর অবিদ্যার ঘো
নীলাম্বরে সমাচ্ছন্ন। ইহারা ও আমি অনুষ্ঠানে
প্রায় একরূপ, পার্থক্য এই যে, উহাদের বরং আড়
ম্বর আছে, আমার সেটুকুও নাই। প্রথম বর্ণি
উপাসকগণ প্রথমতঃ আমার সহিত আলা
করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু আমি মু

হাদিগের হইতে অনেক অভিজ্ঞ, সুতরাং
লাপ করিলেন, আমি প্রাচীনের উপদেশ
ণ করিলাম। গ্রহণ করিয়া স্ববুদ্ধি সংযোগ
রিলাম। যদিও প্রতি দেবতাই আমার মত
পীকে উন্নত ও উদ্ধৃত করিতে পারেন, তথাপি
ধান দেবতার সমীপে উপস্থিত হওয়া ভাল-
াধে ব্রহ্মার নিকটে গেলাম। কিছুকাল
হার উপসর্পণা করিতে করিতে মনে হইল,
ক্ষা বড়দেবতা নহে, যেহেতু বিষ্ণুর নাভিপদ্ম
হইতে সমুৎপন্ন। তবে
ঃ না

গ্রন্থান্তে স্নান করিয়া তাহার উপর ভক্তি হইল না, সে দিন হইতে আমি চির রোগী। এবং ভানুসুনুর কোপে প্রপীড়িত।

আমি সকল দেবতাকেই প্রশ্ন করিয়াছিলাম "আমি কেন"? কোন দেবতাই উত্তর দিলেন না। বরং এক একটী উপসর্গ লাগাইয়া দিলেন। আমি পুরুষ দেবতার পূজা ছাড়িয়া দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। দেবাপেক্ষা
অন্তরে দয়ার

চতুর্থ বর্ষ।

৪র্থ ভাগ। পৌষ সন ১২৯৬ সাল। ৯ম খণ্ড।

রাবণকৃতশিবতাণ্ডব।

জটাকটাহসম্ভ্রমভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী
বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূর্দ্ধনি।
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকে
কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম॥ ১॥

ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীবিলাসবন্ধুবন্ধুর-
স্ফুরদ্দৃগন্তসন্ততিপ্রমোদমানমানসে।
কৃপাকটাক্ষধোরণীনিরুদ্ধদুর্ধরাপদি
ক্বচিদ্দিগম্বরে মনো বিনোদমস্তু বস্তুনি॥ ২॥

জটাভুজঙ্গপিঙ্গলস্ফুরৎফণামণিপ্রভা-
কদম্বকুঙ্কুমদ্রবপ্রলিপ্তদিগ্বধূমুখে।
মদান্ধসিন্ধুরাস্ফুরত্ত্বগুত্তরীয়মেদুরে
মনো বিনোদমদ্ভুতং বিভর্ত্তু ভূতভর্ত্তরি॥ ৩॥

ললাটচত্বরজ্বলদ্ধনঞ্জয়স্ফুলিঙ্গয়া
নিপীতপঞ্চসায়কং নমন্নিলিম্পনায়কম্।
সুধাময়ূখরেখয়া বিরাজমানশেখরং
মহঃ কপালি সম্পদে সরিজ্জটালমস্তু নঃ॥ ৪॥

সহস্রলোচনপ্রভৃত্যশেষলেখশেখর-
প্রসূনধূলিধোরণীবিধূসরঙ্ঘ্রিপীঠভূঃ।
ভুজঙ্গরাজমালয়া নিবদ্ধজাটজূটকঃ
শ্রিয়ে চিরায় জায়তাং চকোরবন্ধুশেখরঃ॥ ৫॥

করালভালপট্টিকাধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বল-
দ্ধনঞ্জয়াহুতীকৃতপ্রচণ্ডপঞ্চসায়কে।
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীকুচাগ্রচিত্রপত্রক-
প্রকল্পনৈকশিল্পিনি ত্রিলোচনে রতির্মম॥ ৬॥

নবীনমেঘমণ্ডলোনিরুদ্ধদুর্দ্ধরস্ফুরৎ
কুহুনিশীথিনীতমঃপ্রবন্ধবদ্ধকন্ধরঃ।
নিলিম্পনির্ঝরীধরস্তনোতু কৃত্তিসুন্দরঃ
কলানিধানবন্ধুরঃ শ্রিয়ং জগদ্ধুরন্ধরঃ॥ ৭॥

প্রফুল্লনীলপঙ্কজপ্রপঞ্চকালিমপ্রভা-
বিড়ম্বিকণ্ঠকন্দলীরুচিপ্রবদ্ধকন্ধরম্।
স্মরচ্ছিদং পুরচ্ছিদং ভবচ্ছিদং মখচ্ছিদং
গজচ্ছিদান্ধকচ্ছিদং তমন্তকচ্ছিদং ভজে॥ ৮॥

অখর্ব সর্বমঙ্গলাকলাকদম্বমঞ্জরী-
সরিৎপ্রবাহমাধুরীবিজৃম্ভণামধুব্রতম্।

হইলাম। কিয়ৎকালাতীতে দেখি কতকগুলি
লোক হরিনাম গানে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে
আর মধ্যে ২ বলিতেছে "হরের্ণামৈব কেবলম্"।
উহা অতি সরল ভাবিয়া আমি তাহাতে যোগ
দিলাম। মনের দৃঢ়তা নাই, ভক্তি সাধন
নাই। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম-
ণোচিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান নাই, আমার
লেন না। মুক্তি হইবে? যাহারা শাস্ত্রাধিকার
কুমারের চরণসরোজ সমীপে ৬ পদ...
কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন "সোহং ভগবো
মন্ত্র বিদেবাস্মি নাত্মবিদ্ শ্রুতং হ্যেব মে ভগ-
বদ্দশেভ্যস্তরতি শোক মাত্ম বিদিতি সোহং
ভগবঃ শোচামি তংমা ভগবাঞ্ছোকস্যপারং তার-
য়ত্বিতি"। নারদ অসকৃৎ ব্রহ্মচর্য্যে পরিপূত
হইয়া সনদ্‌কুমারের বেদোপদেশে আত্মজ্ঞান
লাভ করিলেন; ষড়ূর্ম্মি বিরহিত হইয়া ব্রহ্ম-
গুণ গান করিতে লাগিলেন; পরমা নির্বৃত্তিলাভে
চিরসুস্থ হইলেন। মাদৃশ মানব কীট কেমন
করিয়া জানিবে এবং কেমন করিয়া বলিবে আমি
কেন? বেদ বেদান্ত রত্নের বিমল স্নিগ্ধ চিক্কণ
জ্যোতিতে আমার অন্তর জ্যোতির্ম্ময় হইল না।
কেন হইবে? সুসংস্কৃত ঘৃত আম-মৃৎপাত্রে
রক্ষিত হইলে তাহা রক্ষিত হয় কি? অচিরে
গলিয়া পাত্র নষ্ট হয়। অবিদ্যা ঘোরে কিছুকাল
বিষয়-মদিরা পান করিয়া সাধকের অনুসরণ
করিলাম। সাধক গণ আদৌ আমার গাত্র গন্ধে
ক্লেশানুভব করিতে লাগিলেন, শেষে দয়া করিয়া
দুই একটী পথ দেখাইয়াছিলেন। আমার
বাসনা এই যে, আমি সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ
করিতে পারিব, তপস্যাদি দ্বারা শরীরের ক্লেশ
জন্মাইতে পারিব না। বহিরঙ্গ সাধনায় নিপুণ
না হইয়াই অন্তরঙ্গ সাধনে বলবান হইব।
সংযম-সাধনে অচিরে সবিকল্প সমাধি-ধনে ধনী
হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিব। কার্য্য
কালে যমের সেবা না করিয়া নাড়ী শুদ্ধির অনু-
ষ্ঠান করিতে করিতেই প্রাণজয় চেষ্টা করিতে

কিছু ঔদাস্য হইল। এবার তীর্থ ভ্রমণ কর...
বাসনা হইল! আমার মত পাপীর তীর্থে উ...
হইবে কেন? যাহার ভাবশুদ্ধি নাই তা...
তীর্থ স্নানে বিশেষ ফল নাই। নানা তীর্থ ...
করিয়া ক্রমে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মি...
স্থলে উপনীত হইলাম। তথায়, সাধু অস...
জ্ঞানী মূর্খ, ভক্ত পামর, সরল কপট, সু...
কুজন প্রভৃতি বিস্তর লোকের, সমাগম। ত্রি...
নীর জল স্রোতে নারীত্রয়ের বিশুদ্ধি. স...
পারিলাম না আমি ...তে করিতে এক ...
যখন মানের ভান্ করে, তখনই ...অপনে...
ছুটিয়া যাই। কিন্তু অবিদ্যার সেই মান...
প্রণয়-মান,—ঈর্ষ্যা সম্ভূত নহে। সুতরাং ...
রসে রসান্তর হয় না, নিরন্তর খরবেগে আ...
রসের সঞ্চার। অবিদ্যা কখন মুগ্ধা, কখন...
মধ্যা, কখন বা প্রগল্‌ভা, যখন যাহা আবশ্...
তখনই তাহার আয়োজন। যখন অবি...
মানভরে অবাঙ্মুখী হইলেন, আমিও যখন অবি...
দ্যার মায়া কথঞ্চিৎ দেখিলাম বুঝিলাম, তখ...
ধীরে ধীরে মৃদু গমনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকা...
উপাসক সম্প্রদায়ের চরণরেণু শিরোধার্য্য ক...
লাম। তখন আবার দেখিলাম, কেহ হৃদয় শতদ...
উপাস্য দেবতাকে সংস্থাপন করিয়া মানস উপচা...
অর্চ্চনা করিতেছেন, এবং সাধনায় সমা...
কাম হইয়া আপনার মনোভীষ্ট বর গ্রহ...
করিতেছে। কেহ, সগুণ ব্রহ্ম উপাস্য ও নিগু...
হইলে জ্ঞেয় এই বৃদ্ধ বেদান্তবাণীর অনুস...
করিয়া পরোক্ষ ধ্যানে নিমগ্ন। কেহ বা...
পূজার বৃহৎ আয়োজন করিয়া এক অভ্যা...
ব্যস্ত। কেহ বা কেবল আড়ম্বর করিয়া খ্যাতি...
লাভ করিতে প্রয়াসী;—অন্তর অবিদ্যার ঘো...
নীলাম্বরে সমাচ্ছন্ন। ইহারা ও আমি অনুষ্ঠানে...
প্রায়একরূপ, পার্থক্য এই যে, উহাদের বরং আ...
ম্বর আছে, আমার সেটুকুও নাই। প্রথম বর্ণি...
উপাসকগণ প্রথমতঃ আমার সহিত আলা...
করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু আমি মু...

ওঁ

বেদব্যাস

চতুর্থ বর্ষ।

৪র্থ ভাগ। পৌষ সন ১২৯৬ সাল। ৯ম খণ্ড।

রাবণকৃতশিবতাণ্ডব।

জটাকটাহসম্ভ্রমভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী
বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূর্দ্ধনি।
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকে
কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম ॥ ১ ॥

ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীবিলাসবন্ধুবন্ধুর-
স্ফুরদ্দৃগন্তসন্ততিপ্রমোদমানমানসে।
কৃপাকটাক্ষধোরণীনিরুদ্ধদুর্দ্ধরাপদি
কচিদ্দিগম্বরে মনো বিনোদমস্তু বস্তুনি ॥ ২ ॥

জটাভুজঙ্গপিঙ্গলস্ফুরৎফণামণিপ্রভা-
কদম্বকুঙ্কুমদ্রবপ্রলিপ্তদিগ্‌বধূমুখে।
মদান্ধসিন্ধুরাস্ফুরত্ত্বগুত্তরীয়মেদুরে
মনো বিনোদমদ্ভুতং বিভর্ত্তু ভূতভর্ত্তরি ॥ ৩ ॥

ললাটচত্বরজ্বলদ্ধনঞ্জয়স্ফুলিঙ্গয়া
নিপীতপঞ্চসায়কং নমন্নিলিম্পনায়কম্।
সুধামযূখরেখয়া বিরাজমানশেখরং
মহঃ কপালি সম্পদে সরিজ্জটালমস্তু নঃ ॥ ৪ ॥

সহস্রলোচনপ্রভৃত্যশেষলেখশেখর-
প্রসূনধূলিধোরণীবিধূসরঙ্‌ঘ্রিপীঠভূঃ।
ভুজঙ্গরাজমালয়া নিবদ্ধজাটজূটকঃ
শ্রিয়ে চিরায় জায়তাং চকোরবন্ধুশেখরঃ ॥ ৫ ॥

করালভালপট্টিকাধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বল-
দ্ধনঞ্জয়াহুতীকৃতপ্রচণ্ডপঞ্চসায়কে।
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীকুচাগ্রচিত্রপত্রক-
প্রকল্পনৈকশিল্পিনি ত্রিলোচনে রতির্মম ॥ ৬ ॥

নবীনমেঘমণ্ডলোনিরুদ্ধদুর্দ্ধরস্ফুরৎ
কুহূনিশীথিনীতমঃপ্রবন্ধবন্ধকন্ধরঃ।
নিলিম্পনির্ঝরীধরস্তনোতু কৃত্তিসুন্দরঃ
কলানিধানবন্ধুরঃ শ্রিয়ং জগদ্ধুরন্ধরঃ ॥ ৭ ॥

প্রফুল্লনীলপঙ্কজপ্রপঞ্চকালিমপ্রভা-
বিড়ম্বিকণ্ঠকন্দলীরুচিপ্রবদ্ধকন্ধরম্।
স্মরচ্ছিদং পুরচ্ছিদং ভবচ্ছিদং মখচ্ছিদং
গজচ্ছিদান্ধকচ্ছিদং তমন্তকচ্ছিদং ভজে ॥ ৮ ॥

অখর্ব সর্বমঙ্গলাকলাকদম্বমঞ্জরী-
সরিৎপ্রবাহমাধুরীবিজৃম্ভণামধুব্রতম্।

স্মরান্তকং পুরান্তকং ভবান্তকং মখান্তকং
গজান্তকান্ধকান্তকং তমন্তকান্তকন্তজে ॥ ৯ ॥

জয়ত্যদভ্রবিভ্রমভ্রু জঙ্গমশসদ্বিনি-
র্গমক্রমস্ফুরৎকরালভালহব্যবাট্ জ্বলন্।
ধিমিং ধিমিং ধিমিং ধ্বনন্মৃদঙ্গতুঙ্গমঙ্গল-
ধ্বনিক্রমপ্রবর্ত্তিতপ্রচণ্ডতাণ্ডবঃ শিবঃ ॥ ১০ ॥

দৃষদ্বিচিত্রতল্পয়োর্ভুজঙ্গমৌক্তিকস্রজো-
র্গরিষ্ঠরত্নলোষ্ঠয়োঃ সুহৃদ্বিপক্ষপক্ষয়োঃ।
তৃণারবিন্দচক্ষুষোঃ প্রজামহীমহেন্দ্রয়োঃ
সমপ্রবৃত্তিকঃ কদা সদাশিবং ভজাম্যহম্ ॥ ১১ ॥

কদা নিলিম্পনির্ঝরীনিকুঞ্জকোটরে বসন্
বিমুক্তদুর্ম্মতিঃ সদা শিরস্থমঞ্জলিং বহন্।
বিলোললোললোচনাললামভাললগ্নকং
শিবেতি মন্ত্রমুচ্চরন্ সদা সুখী ভবাম্যহম্ ॥১২॥

নিলিম্পনাথনাগরীকদম্বমৌলিমল্লিকা-
নিগুম্ফনির্ভরক্ষরন্মধুষ্ঠিকামনোহরঃ।
তনোতু নো মনোমুদং বিনোদিনীমহর্নিশং
পরশ্রিয়ঃ পরং পদং তদঙ্গজত্বিষাং চয়ঃ ॥ ১৩ ॥

প্রচণ্ডবাড়বানলপ্রভা শুভপ্রচারণে
মহাষ্টসিদ্ধিকামিনীজনাবহূতজল্পনা।
বিভক্তবামলোচনাবিবাহকালিকধ্বনিঃ
শিবেতিমন্ত্রভূষণা জগজ্জয়ায় জায়তাম্ ॥ ১৪ ॥

নমামি পার্ব্বতীপতিং নমামি জাহ্নবীপতিং
নমামি ভক্তবৎসলং নমামি রক্তলোচনম্।
নমামি চন্দ্রশেখরং নমামি দুঃখমোচনং
তদীয়পাদপঙ্কজং স্মরাম্যহং মহেশ্বরম্ ॥ ১৫ ॥

রাবণেন কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
পুত্রপৌত্রাদিকং সৌখ্যং লভতে মোক্ষমেব চ
॥ ১৬ ॥

ইতি দশবদনকৃতঃ শিবতাণ্ডবঃ
সম্পূর্ণঃ।

হিন্দু বিবাহে আয়ুর্ব্বেদীয় অভিমত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সাত বৎসরের পর বিবাহের বিধান দ্বার অর্থাৎ জ্ঞানোন্মেষ হইবার পর, যেরূপ হিন্দু কন্যার বিবাহ দেওরার মত সমর্থিত হইয়াছে পিতার গৃহে অবিবাহিতাবস্থায় কন্যার রজো দর্শনের নিন্দাশ্রুতিতে, তদ্রূপ, ঋতুমতী হইবা পূর্ব্বে হিন্দুকন্যার বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্য অবধারিত হইয়াছে। যথা,—

অত্রি এবং কাশ্যপ বলেন;—

পিতুর্গৃহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষালী স্মৃতা।
যস্ত তাং বরতে কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ
অশ্রাদ্ধেয়মপংক্তেয়ং তং বিদ্যাৎ বৃষলীপতিং

"যে কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃ রজোদর্শন করেন, তিনি বৃষলী অভিহিত হ বেন এবং তাহার পিতা ভ্রূণহত্যার পা পাপী হইবেন। যে অজ্ঞান ব্রাহ্মণ সে কন্যাকে বরণ করিবেন, তাহার শ্রাদ্ধাদি তাহার সহিত আহারাদি করা বিধেয় নহে অপিচ তাহাকে বৃষলীপতি বলা যায়।"

কেবল ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে; মহাভার রজঃপ্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে হিন্দুকন্যার বিবাহের সুস্প বিধানও রহিয়াছে। যথা;—

অতোহপ্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ

"রজঃপ্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে পিতা ক সম্প্রদান করিবেন।"

সুতরাং ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে হিন্দুকন্যা বিবাহ হওয়াই যে শাস্ত্রসিদ্ধ, তদ্বিষয়ে কাহ ও আর কোন আপত্তি হইতে পারে না। এ রূপ বিধানের সুযুক্তিও পরিলক্ষিত হয়।

১। হিন্দুমতে, কন্যা যখন ঋতুমতী হ বেন, তখনই তাহার গর্ভাধান সংস্কার ক আবশ্যক। গর্ভাধান সংস্কার দ্বারা গর্ভ এবং গর্ভস্থ সন্তান উভয়ই সংস্কৃত হয়।

দেবল বলেন,—

সকৃচ্চ সংস্কৃতা নারী সর্ব্বগর্ভেষু সংস্কৃতা।
যং যং গর্ভং প্রসূয়েত স গর্ভঃ সংস্কৃতো ভবেৎ॥

"এক বার স্ত্রীলোকের গর্ভাধান সংস্কার হইলেই, সমুদায় গর্ভের জন্য সংস্কৃতা হইয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে। অপিচ তিনি যে যে গর্ভপ্রসব করিবেন, তৎসমুদয়ই সংস্কৃত হইয়া থাকে।"

ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না হইলে, গর্ভধানসংস্কারও হইতে পারে না। সুতরাং তৎগর্ভজাত অসংস্কৃত সন্তান, হিন্দু-তেজবীর্য্যের পূর্ণবিকাশও প্রাপ্ত হইতে পারে না।

অঙ্গিরা বলেন,—

চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্ব্বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥

"চিত্রকর্ম্ম যেরূপ ক্রমশঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা উন্মীলিত হয়, বিধিপূর্ব্বক সংস্কার দ্বারাও তদ্রূপ ব্রাহ্মণধর্ম্মের উন্মীলন বা বিকাশ হইয়া থাকে।"

কিরূপে সংস্কারদ্বারা এই মহতী ক্রিয়া সাধিত হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তদ্বিষয় আলোচ্য নহে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দুধর্ম্ম অনুসারে সংস্কার হীন মনুষ্য অপূর্ণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২। সংস্কারতত্ত্বের পূর্ণতাসাধনের জন্য প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বে হিন্দুকন্যার বিবাহ যেরূপ প্রয়োজনীয়, জীবনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যৌবনোদ্গমের প্রারম্ভে হিন্দুকন্যার পতিগ্রহণও তদ্রূপ আবশ্যকীয়। যৌবন বিষমকাল; এ সময়ে ইন্দ্রিয়সমূহের বিকাশ হয়; কখন কখন কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপরেও, এই সময়ে ইন্দ্রিয়গণের প্রভুত্ব দেখা যায়। এই সময় সর্ব্বপ্রকার আধিব্যাধি হইতে রক্ষা করিবার জন্য পিতা অপেক্ষাও পতি অধিক ক্ষমাবান। এজন্য

হিন্দুমতে পতির প্রতিই এই সময়ে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার। মনু বলেন।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।

"কন্যাকে বালিকা বয়সে পিতা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং যৌবনে পতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিবেন।"

বাস্তবিক এই সময়ে হিন্দুকন্যা পিতৃগৃহ অপেক্ষা পতিগৃহে যে সমধিক সুরক্ষিতা হইতে পারেন, বোধ হয়, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি নাই। এজন্য যৌবনোদ্গমে যখন সংসারবৃত্তে, কন্যার ইতঃস্ততঃ বিচলিত হইবার সম্ভাবনা, পিতা তৎপূর্ব্বেই তাহার পতিরূপ কেন্দ্র স্থির করিয়া দিবেন। কেন্দ্র স্থির হইলে, আর, বিষয়বাসনা বা ভোগলালসা কেহই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। তিনি নিয়তই কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিয়া থাকেন। এইরূপে সতীত্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য, হিন্দুর রক্তপ্রবাহের পবিত্রতা রক্ষারজন্য যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই হিন্দুকন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। এবং এই জন্যই আজিও হিন্দুদের (Pounding asylearm)পাউণ্ডীং এছাইলমের প্রয়োজন হয় নাই;—আজিও হিন্দুমতে কোর্টসিপের (Courtship) প্রয়োজন হয় নাই।

৩। স্ত্রীজাতির আর্ত্তবদর্শনের পূর্ব্বেই বিবাহ হওয়া, যে, বিধেয়, তাহা হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিবাহ একীকরণযোগ! সপ্তপদীগমন তাহার উপনয়ন সংস্কার মাত্র; সপ্তপদীগমনের পর স্ত্রী পুরুষে একত্র বাস সম্ভাষাদি করিলে, অধ্যাত্মযোগ পূর্ণতা লাভ করে। এই পূর্ণতা লাভের পর, শারীরিক পূর্ণতালাভ ঘটিলে, যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাই পূর্ণ সন্তান। এদিকে, ঋতুমতী হইলেই স্ত্রীজাতি গর্ভবতী হইবার যোগ্য হয়েন। সুতরাং ঋতুমতী হইবার কিছু পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির বিবাহ হইলেই

পরস্পরের একত্র বাস সম্ভাষাদি দ্বারা আধ্যাত্ম সম্মিলনের পূর্ণতা সাধন হইতে পারে। তৎপরে দৈহিক পূর্ণতা সাধিত হইলে, যদি, সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাহইলে পূর্ণসন্তান উৎপন্ন হইতে পারে। ঋতুমতী হইবায় পরে বিবাহ হইলে দৈহিক পূর্ণতালাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু পরস্পরের বাসসম্ভাষাদিদ্বারা অধ্যাত্ম্য-যোগের পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে না হইতেই সন্তান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। কাজে কাজেই তদ্দ্বারা হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া পড়ে: অতএব শাস্ত্রই বল, আর যুক্তিই বল, সর্ব্ববিধ উপায়েই ঋতুমতী হইবার পুর্ব্বে, হিন্দুকন্যার বিবাহ হওয়া উচিত, একবাক্যে ইহাই সুপ্রমানিত হয়। সুতরাং কন্যার ঋতুমতী হইবার প্রকৃত কাল কি? তাহা স্থির হইলেই, হিন্দু কন্যার বিবাহের কাল স্থির হইয়া যায়। অতএব এক্ষণে হিন্দুকন্যার ঋতুমতী হওয়ায় কাল স্থির করা যাউক।

আমরা যতদুর দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের ধারণা এই যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে কন্যার প্রথম রজোদর্শনের কালনির্ণয়ের সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ নাই। তবে, অঙ্গিরা এবং মনুর বিবাহযোগ্য কাল-নির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে দ্বাদশবৎসরই হিন্দুকন্যার প্রথম ঋতুমতী হইবার কাল, ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণের এইরূপ অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ অঙ্গিরার "অত উর্দ্ধং রজস্বলা" এই পারিভাষিক বচনের দ্বারা দশবৎসরের পরেই প্রথম রজোদর্শনের কাল বলিয়া আভাস পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদে এই বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। সুশ্রুত বলেন,

রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে,
তদ্বর্ষাৎ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্।

দ্বাদশবৎসরের পর রস হইতেই স্ত্রীলোকের রজঃসংজ্ঞক রক্ত প্রবর্ত্তিত হইয়া, পঞ্চাশৎ বৎসরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

১৪শ, অঃ শোণিতবর্ণনীয় সূত্র, সুশ্রুত।

তদ্বর্ষাৎ দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক পুনঃ
জরাপক্কশরীরণাং যাতি পঞ্চাশতঃক্ষয়ম্॥

দ্বাদশবৎসরে প্রবর্ত্তমান সেই রজোরক্ত পঞ্চাশবৎসরে শরীর জরাজীর্ণ হইলে, পুনরায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

৩য়, অঃ গর্ভবিক্রান্তি শারীর, সুশ্রুত।

বাগ্‌ভট বলেন,

মাসি মাসি রজঃ স্ত্রীণাং রসজ স্রবতি ত্র্যহম্।
বৎসরাৎ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥

"দ্বাদশবৎসরের পরে স্ত্রীজাতির মাসে মাসে তিন দিবস করিয়া রসধাতুর পরিণামভূত রজঃ সংজ্ঞক রক্ত প্রবর্ত্তিত হয় এবং উহা পঞ্চাশ বৎসরের পরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

উপরি লিখিত বচনগুলির অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে, স্পষ্টই লক্ষিত হয়, যে, দ্বাদশবৎসরে বা দ্বাদশবৎসরের পরই স্ত্রীজাতির প্রথম রজো-দর্শণের কাল*, ইহাই আয়ুস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের মত। এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে রজোদর্শনের পূর্ব্ব কাল অর্থাৎ দ্বাদশবৎসর হিন্দুকন্যার বিবাহের উচ্চতর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"রজোদর্শনের পূর্ব্বকালে হিন্দুকন্যার বিবাহ হওয়া বিধেয়" ইহা যেরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ বলিয়া প্রমাণীকৃত এবং যুক্তিদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের ঋষিবচনও ঠিক তদ্রূপ ইহার অনুকুলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুশ্রুত বলেন,—

অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতি বর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নীমা বহেৎ॥ "অনন্তর পঞ্চবিংশতিবর্ষবয়স্ক

* "দ্বাদশবৎসরে বা দ্বাদশবৎসরের পরে" এইরূপ বিকল্প নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য এই যে, "দ্বাদশাৎ" এই পদটি পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, উর্দ্ধশব্দের সহিত যোগ না করিয়া ল্যবলোপে পঞ্চমী" এই সূত্র অনুসারে ল্যবন্ত অধিকৃত্য বা অতীত্য শব্দ দ্বাদশ শব্দের পর লোপ করা যাইতে পারে। সুতরাং "দ্বাদশবৎসরে বা দ্বাদশবৎসরের পরে" এই উভয়বিধ অর্থই গ্রহণ করা যায়।

পুরুষের সহিত দ্বাদশবর্ষীয়সী কন্যার বিবাহ-প্রদান করিবে।" সুতরাং যুক্তিদ্বারা, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা এবং আয়ুর্ব্বেদদ্বারা একবাক্যে সুপ্রমাণিত হইল, যে, দ্বাদশ বৎসরই হিন্দুকন্যার বিবাহের উর্দ্ধতম বয়স।

এক্ষণে পুরুষের বিবাহের বয়োনিরূপণ আবশ্যক। স্ত্রীজাতির বিবাহযোগ্য কালনিরূপণ সম্বন্ধে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত যেরূপ মত সঙ্ঘর্ষণ দেখা যায়, কিন্তু বড়ই সুখের বিষয় যে, পুরুষের বিবাহ-যোগ্য কালসম্বন্ধে হিন্দুমতের সহিত, ভিন্নসম্প্রদায়ের সেইরূপ কোন মত-ভেদ নাই। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কেহই পুরুষের বাল্যবিবাহ অনুমোদন করেন নাই। মনু বলেন,—

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবিশেৎ॥

"বেদত্রয়, বেদদ্বয় বা একটি বেদ অধ্যায়ন পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যপরিপালন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে।"

এই অধ্যয়নকালের সময়ও মনু নিরূপণ করিয়াছেন। যথা,—

ষট্‌ত্রিংশদব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥

"ছত্রিশবৎসর গুরুকূলে বেদব্রত পালন করিতে হইবে; ব্যক্তিভেদে তদর্দ্ধ আঠার বৎসর তচ্চতুর্থাংশ নয় বৎসর বা বেদপাঠোপযোগী কাল এই ব্রত আচরণ করিতেই হইবে।"

এদিকে সকলেই বোধহয় অবগত আছেন, উপনয়নগ্রহণ না করিলে, বেদপাঠের অধিকার জন্মে না। আর অষ্টম বৎসর হইতে দ্বাদশ বৎসরই উপনয়নের প্রশস্তকাল। সুতরাং উপনয়ন গ্রহণের নিম্নতম অষ্টবর্ষ ও বেদপাঠের নিয়তম নয় বৎসর যোগ করিলে, কিঞ্চিৎ ন্যুনাধিক অষ্টাদশবর্ষ পুরুষের বিবাহের নিম্নতর সংখ্যা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ নিম্নতর বয়সে বিবাহ হওয়া, মনুর সার্ব্বভৌম অভিমত বলিয়া বোধ হয় না। এজন্যই তিনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন;

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ *

"ত্রিশবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তি দ্বাদশবর্ষীয়সী অভিমত কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। চব্বিশবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তি অষ্টবর্ষা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন ইহার পুর্ব্বে বিবাহ হইলে ধর্ম্মে অবসন্ন হইতে হয়।"

বাস্তবিক, যৌবনের প্রারম্ভে অর্থাৎ অষ্টাদশাদি বর্ষে বিবাহ হওয়া অবস্থাবিশেষে নিয়মিত বুঝিতে হইবে। যাহারা ভোগবিলাসে বর্দ্ধিত, ইন্দ্রিয়চরিতার্থে তৃষিত, আমাদের বিবেচনায় তাঁহারাই এই বিধানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন। সাধারণতঃ অষ্টাদশেরও উর্দ্ধতম বয়সেই হিন্দুপুরুষের বিবাহ হওয়া বিধেয়। এজন্য মনুর ন্যায় মহর্ষি সুশ্রুতও বলেন,—

অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নী-মাবহেৎ॥

"পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়স্ক পুরুষের সহিত দ্বাদশবর্ষীয়সী কন্যার বিবাহ প্রদান করিবে। সাধারণতঃ পুরুষের এইরূপ যৌবনবিবাহ কর্ত্তব্য হইলেও, ভুজবলভীম এবং বাগ্‌ভটে † বিংশবর্ষে সন্তানোৎপাদনের বিধান আছে দেখিয়া, আমারা অবস্থাবিশেষে অষ্টাদশবর্ষই, পুরুষের বিবাহের নিম্নতর সংখ্যা, সে কালের ঋষিদিগের অনুমোদিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

ক্রমশঃ।

* কেহ কেহ "ধর্ম্মে সীদতি সত্বর" এস্থলে "আশ্রম ধর্ম্মের হানি হইলে আরও সত্বর বিবাহ করিতে পারা যায়" এরূপ অর্থ মনে বরেন।

† পুমান বিংশতিবর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবর্ষয়া॥ ভুজবলভীম
পূর্ণষোড়শবর্ষা স্ত্রী পূর্ণবিংশেন সঙ্গতা॥ বাগ্‌ভটঃ।

বঙ্গ ভাষা বিকাশিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২য় অধ্যায়।

সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার মূল, ইহা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহু অন্বেষণে স্থির করিয়াছেন।

আর্য্য শব্দ কোনও সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি ব্যবহৃত হয় নাই, আর্য্য শব্দের অর্থ ধার্ম্মিক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্ক বাচস্পতি মহাশয় ও স্বীয় সংস্কৃতাভিধানে লিখিয়াছেন।

"কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে সবা আর্য্য ইতিস্মৃতঃ"।

যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণকারী এবং অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অননুষ্ঠায়ী হইয়া প্রকৃতাচায়ে অবস্থিত, তিনিই আর্য্য বলিয়া কথিত। আর্য্য সৎকুলোদ্ভব ইত্যমরঃ। শ্রেষ্ঠঃ পূজ্য ইতি শব্দ রত্নাবলী। ইংরাজীমতে সকল জাতিই আর্য্যজাতি সম্ভূত। সংস্কৃতকে মূল ভাষা নির্দ্ধারণ করিয়া এই গীমাংসায় তাঁহারা উপনীত হন্। *

তাঁহাদের যুক্তি যাহাই হউক, সংস্কৃত ভাষা যে আদি ও মূল ভাষা তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। আমরা সেই মূল সংস্কৃত ভাষাকেই সমগ্র ভাষার উৎপত্তির মূল বলিয়া বঙ্গভাষাকে গণনায় দ্বিতীয়া ভাষা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছি, কারণ পরে প্রদর্শিত হইবে। সংস্কৃত ভাষার অগ্রিমত্ব সম্পর্কে যখন ভিন্ন দেশীয় বিজাতীয় পণ্ডিতগণও অসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করেন, তখন তদর্থে বহু প্রয়াস বাহুল্য। সুতরাং এখন বঙ্গভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

---

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত রেভেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "প্রাচীন ; গ্রীক, রোমক্, পারসিক, হিব্রু, হিন্দু ইংরাজ ইহারা সকলেই ককেশস্ বংশ সম্ভুত (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আর্য্য জাতির মধ্যে গণ্য)। কাস্পিয়ান সাগরের অনতিদূরস্থ ককেশশ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ইহারা প্রথম সম্ভূত হয়েন। কাস্পিয়ান শব্দ কাশ্যপ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। হিন্দু শাস্ত্রে এ জন্য ইহাঁরা কশ্যপ পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। প্রিচার্ড সাহেবও এই মতের অনুমোদন করেন। মানব ও মনুষ্য শব্দার্থ দ্বারাও ইহাঁদের এক বংশ সম্ভুতের প্রমাণ হয়। উহাঁরা বলেন আর্য্য শব্দের গভীর ও বিস্তৃত অর্থে এই বুঝা যায় যে, আসিয়া ও ইউরোপের প্রায় সমুদায় সভ্য জাতিই অর্থাৎ হিন্দু, পারসীক, কেল্তিক, দৈতলিক্, রোমিক্, গ্রীক্, সক্লাভোনিক্ ও ইলিরীক, প্রভৃতি সমুদায় শ্রেষ্ঠ ও সভ্য জাতি প্রাচীন্ আর্য্য নাম ধারী। ভাগিরথী তীরাদ্যবস্থিত শ্যামল বর্ণ খর্ব্বকায় শর্ম্মোপারিক ব্রাহ্মণ তনয় ও রাইন নদী তীরবর্ত্তী শূভ্রবর্ণ দীর্ঘকায় জর্ম্মণ বা শর্ম্মন্ এবং ভারত বিজেতা গৌরাঙ্গেরাও তদ্বিজিত হিন্দুরা এবং ইরানস্থ জোরস্ত্রিকেরা এক আর্য্যবংশ সম্ভূত। প্রাচীন আর্য্যবংশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া প্রথমতঃ উত্তর পশ্চিমাভিমুখ হইয়া ইউরোপে কেল্তিক ও দৈতলিক্ জর্ম্মণিক ও সক্লাভনিক রোমক্ ও গ্রীক্জাতির সৃষ্টি করেন। এবং পশ্চাৎ দক্ষিণবাহী হইয়া হিমালয়ের দুর্ভেদ্য হিমানী ভেদ পূর্ব্বক সরস্বতী শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও সিন্দু এই সপ্তনদসংকুল সপ্তনদ প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া পড়েন। আর্য্যদর্শন বৈশাখ ১২৮১।৯ পৃষ্ঠা ৭।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের যুক্তির স্বরূপে উহাঁরা বলেন যে, আর্য্যজাতি পরস্পার বিভিন্ন হওয়ার পূর্ব্বে যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতেন, ইউরোপায় ও ভারতীয় ভাষা সকলে সেই সমুদায় শব্দ

বঙ্গদেশীয় ভাষাকে বঙ্গভাষা বলে বলিয়াই গ্রে বঙ্গদেশের গীমা নির্ণয় প্রদর্শিত হইতেছে। ঙ্গদেশ নিরূপিত হইলেই বঙ্গভাষা কাহাকে লে তাহা সহজে স্থিরতর হইবে। বঙ্গদেশের গীমা সম্বন্ধে প্রথমতঃ রাজকীয় ভূগোল বেত্তাদিগের মত প্রকাশ করিতেছি। "ইংরেজাধিত ভারতবর্ষ শাসন কার্য্যের সুবিধার নিমিত্তে শটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে বিভক্ত হইয়াছে। তাহাতে সর্ব্বোপরি গবর্ণরজেনারেল এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃত্ব করেন। দশটী স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই,—(১) মান্দ্রাজ (২) বোম্বাই এই দুই প্রদেশে দুইজন গবর্ণমেণ্ট এবং দুইটী ব্যবস্থাপক সভা আছে। (৩) বাঙ্গালা (৪) উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও (৫) পাঞ্জাব এই তিন প্রদেশে তিনজন লেপ্টেণ্টর গবর্ণরের অধীন। ইহার মধ্যে কেবল বাঙ্গালায় একটী ব্যবস্থাপক সভা আছে। (৬) অযোধ্যা (৭) মধ্য প্রদেশ এবং

দ্যাপিও লক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় পতা পুত্র কলত্র ঘরবাড়ী দেবতা বৃক্ষ প্রভৃতি দ সকল মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায়, র্ত্তমান ইউরোপ ও আসিয়াবাসী তাবৎ সভ্য প্রদায়েরই এক ভাষা ছিল। এক বংশের াক না হইলে এইরূপ হয় না, ভিন্ন ভিন্ন াষার নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দগুলিতে কেমন সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা উপর অপ্পর। ত্রি থ্রি। লী বুল। অষ্ট আকৃটো। শত ছেণ্ট্। ক টি্র। একশেষ এক্ছেঁছ। সত্য থ্। পারাবত পেরেটচ্। বীরা বিয়ার রা সেরি। মদিরা মেডিরা। হত হট্। র্ব্বর বার্ব্বেরিয়ান্। অলি এলি। নাসানেছাছ্। পদ পেডিছ। নাভি নেব। দন্তডেন্টিছ। স্তপ ইষ্টুপা। পিতৃ পাতৃ। তৃ মাট্। অহং আই। সুনু ছন্। ক্ত নক্টছ। নবম নুবেম। পোতস োটাম। নপ্তৃ নেপ্টৃ। অস্তি এছটি। ম ছেম্। অন্তর এনোদর। অগ্নি গ্নিছ। দৌপিতর যুপিটর। কৈলাস কয়ন্ কেইলো। শর্ব্বর ছরবেরছ। ফুল্বর ারা। লোভ লভ। লাপ লাফ। (উচ্চস্য) নাম্ নেম্। উক্ষা অকস্ বা অক্ষ। ারা আওয়ার। পণ পণ। জ্ঞাতি গ্নাটি। ক গেমেট। দদামি ডিডামি। বৃষল বৃছিছ। অক্ষ অক্ছিছ। কাটা কট্। অস্ত্র এমণ্টন্। পিঙ্গল পজল। উল্লূক আউল। মুষ মাউচ্। গত গট্। ত্রিপদ ট্রিপড্। পথ পাথ। ন নো। ত্রিবল ট্রেবল।

প্রোক্ত শব্দ সাদৃশ্যে বর্ত্তমান ভারতবাসী ও ইউরোপবাসী সভ্যগণ যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন, তাহার আদি এক মূল ভাষা বিদেশীয় ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ সংস্কৃতকেই সেই মূল ভাষা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহারাই বলেন কি সঙ্গীত, কি গণিত, কি চিকিৎসা কি ব্যায়াম, কি বস্তুবাচক, কি জীব বাচক, যে বিষয়ক শব্দ লইয়াই আমরা তুলনা করিয়া দেখি, তাহাতেই এই মূল ভাষার সহিত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যথা বলি বুল। বরাহ বোর। ক্রম্মেলক কেমেল্। গো কাউ। পিলু এলি এফেণ্ট।

সংখ্যাবাচক।

ত্রি, থ্রি, টি। অষ্ট অক্টো। সপ্ত ছেপ্টা হপ্টা।

জীববাচক।

মূষ মূষিক মাউছ। মানব মেন। পারাবত্ত পেরেট্ছ! মশক কীট মছকুইটো।

অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় বাচক।

পদ পেডেছ পড্। নাসা নেভ। কপাল কেপট্। হৃদ হার্ট্।

বস্তুবাচক।

অম্বরাল অমেলা। পাত্র পট্। নেমু

ইংরেজাধিকৃত (৮) ব্রহ্মদেশ এই তিন দেশ তিন চিফ কমিশনের অধীন। এবং (৯) বেরার (১০) মহীশূর ও কুর্গ এই তিন প্রদেশ তিনজন কমিশনের অধীন। বেরার ও মহিশূর ইংরেজদিগের নিজ অধিকারে নহে। এই দুই প্রদেশের রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের রাজ্য শাসন করেন।

প্রথমতঃ বাঙ্গলা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পাঞ্জাব প্রভৃতি মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডে ভিন্ন ভারত বর্ষান্তর্গত ইংরেজাধিকৃত সমু স্থানই বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ছি কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পাঞ্জাব ও অযোধ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হও অবধি বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধী কেবল বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা ছোট নাগপু আশাম ও কোচবেহার প্রদেশ রহিয়াছে এই কয়েকটী বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর নিয় প্রদে বলা গিয়া থাকে। বাঙ্গালা লেপ্টেনেণ্ট গব রের অধীন বলিয়া এই কয়েকটী প্রদেশকে সমষ্টিতে বাঙ্গালা বলা যায়।

জিলা বিভাগ ও তৎ সমুদায়ের অবস্থা বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কর্ত্তৃক বাঙ্গ বেহার উড়িষ্যা ছোট নাগপুর আশাম ও কু বেহার এই ছয়টী প্রদেশ শাসিত হয়। এ কয়টী প্রদেশের পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৮২ ডিগ্রী হই ৯৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এবং উত্তর অক্ষ সার্দ্ধ ১৯ ডিগ্রী হইতে সার্দ্ধ ২৮ ডিগ্রী প বিস্তৃত। ইহার দীর্ঘ ছোট নাগপুর প্রদে

লীমন্। পিষ্ট পেরেট্। নৌ নেভি। ত্রিবল টেবুল্।

১। সংস্কৃত ত্রিশব্দ গ্রীকে ত্রেশ। শ্যাকশনে থ্রিস। সুইডিসে ত্রি। জর্ম্মাণে দ্রি। ফরাসী ভাষায় এইস। ইটালীয়ান্ ত্রি। স্পেনীয় ট্রেশ। লাটিনে ট্রিশ্। ইংরাজিতে থ্রি। বাঙ্গলা তিন।

২। সংস্কৃত কোন শব্দ। ফরাসী কোণা। ইটালী কোণা। ইংরাজী কোণ্। স্পেনীয় কোনোশ্। লাটীন্ কোণস্। আরবী কোণ্। বাঙ্গালা কোন। গ্রীক্ কোনশ্। হিব্রু কোনীশ্। জর্ম্মণি কোণা।

৩। সংস্কৃত যবন শব্দ। লাটিন্ যুবেনিয়। সাকৃশন যুঙ্। জেন্দ যিবান্। সুইডিশ্ যুঙ্। দিনেমার যুঙ্গ। গথিক যুগস্। জর্ম্মান্ জঙ্গ। ওলন্দাজ জঙ্। ইটালীয় যুন্। হিব্রু যুঙ্। গ্রীক অবন্। বাঙ্গালা যবন্। পারসি যুবান্। আরবী যোনা। পালিভাষা যোয়ন্। চীন্ যোহন্। পর্টুগাল যোভন্। তুরস্ক জমরঙ্গস। রোমান্ যিহোহানেন। সোম্রতিক যোহানান্। প্রাচীন যিহুদী যোনেস্। উর্দ্দু যবন্। ফরাসী যন্। ডিউনিক্ জওন্।

৪। সংস্কৃত বলীবর্দ্ধ শব্দ বাঙ্গালা বলদ। ইংরাজী বুল। জর্ম্মণ বুলি। সাক্সেন্ বোলান্। লাটিন্ বুলা। ফ্রেঞ্চ বুলো। ইটালী বোলা। দিনেমার বলড্। সুইডিস্ বুলার। গথ বৌল।

৫। সস্কৃত নাম শব্দ বাঙ্গালা নাম। ইংরাজী নেম। শাক্সন্ নামা। জর্ম্মণ নেমি। লাটিন নমেন। ডেনিশ্ নামিশ্। ফরা নমিশ্। সুইডিস্ নম্। চীন্ নন্। আর নম্। পুরাতন ইটালী নম্।

উপুরি লিখিত শব্দগুলি উদাহরণ স্ব প্রদর্শিত হইল। এইরূপ অসংখ্য শব্দ আ তদ্দ্বারা বিদেশীয় পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতে যে একপ্রাচীন বংশ হইতেই গ্রীক, জর্ম্মাণ, পারসীক প্রভৃতি সমুদায় সম্ভ্রান্ত বংশ উ হইয়াছে। সেই প্রাচীন বংশই আর্য্য নামে খ্যাত। তাঁহাদের বাসস্থান আচার ব্যবহার প্রকৃতি ব্যবহার উপযোগী সকল এক প্রকারই ছিল। এ সম্বন্ধে আমা কোন মতামত এখানে দিলাম না। সময়া আলোচনীয়।

শ্চিম সীমা হইতে আশাম প্রদেশের পূর্ব্ব মা পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ১০০০ মাইল। প্রশস্ত মালয় পর্ব্বত হইতে উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমা র্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৫০০ মাইল, এই কয়েকটী দেশের বিস্তৃতি দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বর্গ ইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় চারি কোটি।

এই প্রদেশ সমূহের সীমা উত্তরে হিমালয় র্ব্বতের অন্তর্গত নেপাল, সিকিম, তিব্বতের য়দংশ ও ভুটান্ এবং আখা, দুফলা, মিরি, সমি প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির বসতি স্থান। র্ব্বে উত্তর কোণ হইতে কতকদূর পর্য্যন্ত ধীন ব্রহ্মদেশ, মণিপুর ও নাগা, লুসাই ইয়েন মিকার প্রভৃতি পার্ব্বত্যাধিকৃত ব্রহ্মশের অন্তর্গত আরাকন জিলার পূর্ব্ব সীমাত, যে সমুদায় দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতে রিপূর্ণ। পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে আরাকান জিলা ং দক্ষিণে চট্টগ্রাম হইতে পুরী পর্য্যন্ত ঙ্গীয় অখাত। পশ্চিম দক্ষিণ কোণে মান্দ্রাজ সিডেন্সির অন্তর্গত গঞ্জামজিলা। পশ্চিমে ভারতবর্ষের অন্তর্গত সম্বলপুর উত্তর শ্চিম প্রদেশান্তর্গত মির্জ্জাপুর গাজিপুর ও রক্ষপুর জিলা।

এই চতুঃসীমান্তর্গত ছয়টী প্রদেশের মধ্য বাঙ্গালা অবস্থিত আছে। বাঙ্গালার উত্তর শ্চিম কোণে বেহার। পশ্চিম দক্ষিণ কোণে ড়িষ্যা। পশ্চিমে ছোট নাগপুর। উত্তর পূর্ব্ব ণে আসাম। এবং উত্তরে কুচবেহার।

বেহার ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যা এই তিন শ, উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সমুদ্র ন্ত ক্রমান্বয়ে অবস্থিত আছে। যদি হিমালয় স্থিত কুচবেহার অন্তর্গত দার্জ্জিলিং নগর তে রাজমহল ও বালিগঞ্জ নগর দিয়া দ্রের নিকটবর্ত্তী উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে এক রেখা টানা তবে বেহার ছোট নাগপুর ও আশাম ঐ র পশ্চিমদিকে থাকিবেক। এবং উত্তরে অল্পদূর পর্য্যন্ত কুচবেহার তৎপর বাঙ্গালা এই দুই প্রদেশ ঐ রেখার পূর্ব্ব দিকে থাকিবেক। বাঙ্গালার দক্ষিণে সমুদ্র। উত্তরে কুচবেহার ও আশামের কিয়দংশ। কুচবেহার ও আশাম হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ দিয়া দীর্ঘাকার হইয়া পশ্চিম দারজিলিং নগর হইতে পূর্ব্ব দিকে নদিয়া নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বাঙ্গালা সীমা উত্তরে কুচবেহারের অন্তর্গত দার্জিলিং কুচবেহার ও গারো পর্ব্বত জিলা এবং আসামান্তর্গত খাসিয়া জয়ন্তীয় পর্ব্বত ও নাগা পর্ব্বত জিলা। পূর্ব্বে মণিপুর নাগালুসাই খাইয়ের মিকার প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির বসতি স্থান এবং ইংরেজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আরকান জিলা। দক্ষিণে আরাকান জিলা, বঙ্গীয় অখাত এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর জিলা ও সহর ভঞ্জমহাল। পশ্চিমে ছোটনাগপুরান্তর্গত সিংভূম ও মানভূম জিলা। পশ্চিমে ছোটনাগপুরান্তর্গত এবং বেহারান্তর্গত সাঁওতাল পরগণা ও পুর্ণিয়া জিলা। (১) বেহার (২) উড়িষ্যা (৩) ছোটনাগপুর (৪) আসাম (৫) কুচবেহার (৬) বাঙ্গালা এই ছয়টী প্রদেশের মধ্যে বাঙ্গালা সর্ব্বাপেক্ষায় বিস্তৃত। ইহার বিস্তার প্রায় একলক্ষ বর্গ মাইল।

বাঙ্গালার লোক সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই-কোটি। বাঙ্গালা পাঁচভাগে বিভক্ত। বাঙ্গালার পাঁচবিভাগে ২৮টী জিলা। প্রথমতঃ। বর্দ্ধমান বিভাগ বাঙ্গালার পশ্চিম দক্ষিণাংশে স্থিত। ইহা ছয়টী জিলাতে বিভক্ত। সর্ব্বদক্ষিণে মেদিনীপুর ১। ইহার উত্তর পূর্ব্বকোণে হাওড়া ২। তাহার উত্তরে হুগলি ৩। তাহার উত্তরে বর্দ্ধমান ৪। বর্দ্ধমানের পশ্চিমে ও মেদিনীপুরের উত্তরে বাঁকুড়া ৫। বর্দ্ধমাণ ও বাঁকুড়ার উত্তরে বীরভূম।

দ্বিতীয়তঃ। রাজসাহি বিভাগ বাঙ্গলার উত্তর পশ্চিমাংশেস্থিত। ইহাতে সাতটী জিলা। পশ্চিম দক্ষিণ কোণে অর্থাৎ বীরভূমের পূর্ব্বে

মুরশীদাবাদ বা বহরমপুর ১। তাহার উত্তর পূর্ব্বে রামপুর বোয়ালিয়া বা রাজসাহি ২। ইহার পূর্ব্ব দক্ষিণে পাবনা ৩। রাজসাহীর উত্তর পূর্ব্বে ও পাবনার উত্তরে বগুড়া ৪। বগুড়ার উত্তরে রঙ্গপুর ৫। তাহার পশ্চিমে বগুড়ার উত্তর পশ্চিমে এবং রাজসাহীর উত্তরে দিনাজপুর ৬। দিনাজপুর এবং রাজসাহীর পশ্চিমে মুরশিদাবাদের উত্তরে মালদহ ৭।

তৃতীয়তঃ। প্রেসিডেন্সি বিভাগ। বাঙ্গলার মধ্যভাগে বর্দ্ধমানবিভাগের পুর্ব্বে এবং রাজসাহীর দক্ষিণে স্থিত। ইহা পাঁচটী জিলায় বিভক্ত। পশ্চিম দক্ষিণ কোণে মেদিনীপুরের পূর্ব্ব সুন্দর বন ১। তাহার উত্তরে হাওড়া ও হুগলির পুর্ব্বে চব্বিশ পরগণা ২। ইহার পশ্চিমাংশে কলিকাতা নগর এবং সহরতলী ৩। চব্বিশ পরগণার উত্তরে বর্দ্ধমানের পুর্ব্বে মুরশিদবাদের পূর্ব্ব দক্ষিণে ও রাজসাহীর দক্ষিণে নদিয়া বা কৃষ্ণনগর ৪। নদিয়া চব্বিশ পরগণা ও সুন্দরবনের পুর্ব্বে ও পাবনার দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত যশোহর ৫।

চতুর্থতঃ। ঢাকাবিভাগ। বাঙ্গলার মধ্যে এবং উত্তর পূর্ব্বাংশে স্থিত হইয়া প্রেসিডেন্সি ও রাজসাহি বিভাগের পুর্ব্বে স্থিত। এই বিভাগ ছয়টী জিলায় বিভক্ত। পশ্চিম দক্ষিণ কোনে যশোহরের পূর্ব্বে ও সমুদ্রের উত্তরে বাখরগঞ্জ বা বরিশাল।১। বাখরগঞ্জর উত্তর পশ্চিমে ও যশোহরের উত্তর পূর্ব্বে এবং পাবনার পূর্ব্ব দক্ষিণে ফরিদপুর।২। ফরিদপুরের উত্তর পুর্ব্বে ও বাখরগঞ্জের উওরে ঢাকা।৩। ঢাকার উত্তরে পাবনার ও বগুড়ার পূর্ব্বে এবং রঙ্গপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণে ময়মনসিংহ বা নসিরাবাদ।৪। তাহার পূর্ব্বে শ্রীহট্ট।৫। তাহার পূর্ব্বে দীর্ঘাকারে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত কাছাড় ৬।

পঞ্চমতঃ। চট্টগ্রামবিভাগ। বঙ্গজিলার পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে এবং ঢাকা বিভাগের পুর্ব্বে ও দক্ষিণে স্থিত। ইহা চারিটি জিলায় বিভক্ত। পশ্চিম দক্ষিণাংশে বাখরগঞ্জের পুর্ব্বে সমুদ্রে[র] উত্তরে ভুলুয়া নোয়াখালি বা সুধারাম।১। তাহার উত্তরে ও ঢাকার পূর্ব্বে ময়মনসিংহে[র] পূর্ব্ব দক্ষিণে ও শ্রীহট্টের পশ্চিম দক্ষিণে ত্রিপু[রা] বা কুমিল্লা।২। ত্রিপুরার পূর্ব্বে শ্রীহট্টে[র] দক্ষিণে ও কাছাড়ের দক্ষিণাংশের পশ্চি[মে] পার্ব্বত্য ত্রিপুরা। ইহার দক্ষিণ পূর্ব্বে কাছা[]ড়ের পশ্চিম দক্ষিণে ভুলুয়ার পূর্ব্বে এবং বঙ্গো[প]অখাতের পূর্ব্বে উত্তর পারে দীর্ঘাকারে বিস্তৃ[ত] চট্টগ্রাম।৩। ইহার পূর্ব্ব দিয়া দীর্ঘাকা[রে] বিস্তৃত পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম।৪।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামও ঢাকাবি[ভা]গের মধ্য স্থিত বটে কিন্তু উহা ইংরেজ শাস[না]ধীন নহে, সুতরাং কোনও বিভাগের অন্ত[র্গত] জিলা সমুহ মধ্যে পরিগণিত হয় না, ইহা ত্রিপু[রার] মহারাজা কর্ত্তৃক শাসিত হয়। এই স্থান [] সম্পুর্ণ রূপে পার্ব্বত্য ও জঙ্গলাবৃত এবং কা[] গুলি পার্ব্বত্য ও অসভ্য জাতীয় লোক[দিগের] আবাস স্থান। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম স্বা[ধীন] ত্রিপুরা ছিল; ১৮৬৬ সনে গবর্ণমেণ্ট ঐ স্থা[নের] পর্ব্বদিক জরিপ করিয়া কাছাড় জিলার দ[] বৃদ্ধি করিয়া চট্টগ্রাম জিলার সহিত মিলাই[য়া] পর অবধি মধ্যস্থিত এই স্থানটি পার্ব্বত্য ত্রি[পুরা] নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

উপরি বর্ণিত চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থান স[] কে বঙ্গদেশ বলে এবং এই স্থানবাসীদি[গের] ভাষাকেই বঙ্গভাষা বলে।

এখন সংস্কৃতশাস্ত্রানুসারে বঙ্গদেশের কি[] সীমা নির্ণয় ও প্রদর্শিত হইয়াছে [] যাউক। বঙ্গঃ সতু প্রাচিদেশান্তর্গত [] বিশেষঃ। অঙ্গবঙ্গা মঙ্গাুরকা অন্তর্গিরি [] র্গিরাঃ। শাল্বা মাগধ গোনর্দ্ধা প্রাচ্যাং জন[] স্মৃতাঃ। মৎস্যপুরাণ বচনং।

আগ্নেয্যামঙ্গবঙ্গেপ ত্রিবঙ্গ ত্রিপুরাকে[] বলিঙ্গৌ চঙ্ক কিস্কিন্দা বিদর্ভ [] দয়ঃ। জ্যোতিষতত্ত্ব বচনং।

অস্ত্যসীমাবচনং।

রত্নাকরং সমরভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ
শক্তি সঙ্গমতন্ত্র। ৭ পটল।

মহাকবি কালিদাশ কৃত রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয়ে বঙ্গদেশের বিবরণ ও সীমাস্থীর হয়। "সয়যৌ প্রথমং প্রাচীং" ২৮ ৩২ "পৌরস্ত্যানেবমক্রমং" ৩৪। ৩৯ বঙ্গানুৎখায়তরসানেতানৌ সাধনোদ্যতান। নিচখান জায়স্তাস্তান্ গঙ্গাশ্রোতোন্তরেষুসঃ ৩৬। ৪১। প্রথম মুদ্রিত শ্লোকাঙ্কঃ। পরে প্রাচীন পুস্তকের শ্লোকাঙ্ক। প্রথম ও দ্বিতীয় দর্শিত শ্লোক বঙ্গদেশ পূর্ব্বাবস্থিতের প্রমাণক। পরশ্লোকে বঙ্গীয় রাজাদিগের নৌযুক্ত গঙ্গার শ্রোতঃ বর্ণিয়াছেন পূর্ব্ব দর্শিত পুরাণজ্যোতিষ তন্ত্রের সহিত বঙ্গের সীমার একতা এবং রাজকীয় ভুগোলের সহিত ও অধিকাংশই একতা হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

বর্ণ বিচার।

ভগবান্ মনু জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—

আসীদিদন্ত মো ভূতম প্রজ্ঞাতম লক্ষণং।
অপ্রতর্ক্যম বিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
১ম অধ্যায়॥ ৫॥

প্রলয় কালে এই জগৎ এ প্রকারে প্রকৃতিতে লীন ছিল যে, উহা প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রকার প্রমাণের বিষয় ছিল না, যেন জগৎ নিদ্রিতাবস্থায় ছিল॥ ৫॥

প্রলয়ানন্তর বহিরিন্দ্রেয়ের অগোচর অব্যাহত সৃষ্টি সামর্থ্য সম্পন্ন ও প্রকৃতি প্রেরক পরমেশ্বর স্বেচ্ছাকৃত দেহ ধারী হইয়া এই আকাশাদি পঞ্চ ভূত ও মহদাদিতত্ত্ব, যাহা প্রলয় কালে সূক্ষরূপে অব্যক্তাবস্থায় ছিল, সেই সমুদয় স্থুলরূপে প্রকাশ করতঃ আপনিই প্রকাশিত হইলেন॥ ৬॥ *

যিনি সকল লোক বেদ পুরাণ ইতিহাসাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, যিনি মনোমাত্রগ্রাহ্য, অবয়ব বিহীন, নিত্য ও সকল ভূতের অন্তরাত্মা হয়েন এবং যাঁহার ইয়ত্তা করা যায় না, তিনি স্বয়ংই মহদহঙ্কারাদি কার্য্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন॥৭॥

সেই পরমাত্মা প্রকৃতিরূপে পরিণত আপন শরীর হইতে নানা প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে, কিরূপে সৃষ্টি সম্পাদন হইবে এই সঙ্কল্প করিয়া প্রথমতঃ জল হউক বলিয়া আকাশাদি ক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করিলেন॥ ৮॥

অর্পিত বীজ সুবর্ণ নির্ম্মিতের ন্যায় ও সূর্য্য সন্নিভ প্রভাযুক্ত একটি অণ্ড হইল, ঐ অণ্ডে সকল লোকের জনক স্বয়ং ব্রহ্মাই শরীর পরিগ্রহ করিলেন॥ ৯॥

ব্রহ্মা পরমাত্মা হইতে পরমাত্মার স্বরূপ হইয়া মনের সৃষ্টি করিলেন, যেমন এক এক সময়ে এক এক প্রকার জ্ঞানের আধার বলিয়া সৎ স্বরূপও প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া অসৎ স্বভাব, মনের সৃষ্টির পুর্ব্বে অভিমানের জনক ও স্বকার্য্য সাধনক্ষম অহং অর্থাৎ আমি বোধক অহঙ্কার তত্ত্বেরও সৃষ্টি করিলেন॥ ১৪॥

ব্রহ্মা অহঙ্কার তত্ত্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বর হইতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন। যে মহত্তত্ত্ব আত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া আত্ম শব্দে কথিত হইয়াছে। আর সত্ত্ব রজস্তমোগুণ যুক্ত জন্তুপদার্থ সকল সৃষ্টি করিলেন এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের গ্রাহক শ্রোত্র ত্বক চক্ষু জিহ্বা নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রির ও

---

* যে সমস্ত শ্লোক বিশেষ আবশ্যক তাহারই মূল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, অপরগুলির কেবল বাঙ্গলা অনুবাদ দেওয়া হইল।

বাক্য পাদ হস্ত গুহ্য উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি করিলেন ॥ ঐ ॥ ১৫ ॥

অসীম কার্য্য নির্ম্মাণ সমর্থ অহঙ্কার ও তন্মাত্র পদ বাচ্য পঞ্চ ভূত। অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয় তন্মাত্রের বিকার পঞ্চ মহাভূত তাহাতে তন্মাত্র ও অহঙ্কারের যোজনা করিয়া মনুষ্য পশু পক্ষী স্থাবর প্রভৃতি সমুদয় ভূতের সৃষ্টি করিলেন ॥ ঐ ॥ ১৬ ॥

পঞ্চ মহা ভূতের যে সকল সূক্ষ্ম অংশ এবং স্থূল ভাগ, তৎক্রমে অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল ভাগ হইতে স্থূলতর ভাগ ইত্যাদি ক্রমে এই জগৎ সৃষ্ট হইল। ঐ ॥ ২৭ ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টি কালে যে জাতিকে যাদৃশ কর্ম্মে অর্থাৎ ব্যাঘ্র হরিণ মানবাদি-রূপে নিযুক্ত করিলেন তাহারা বারম্বার সৃষ্ট হইয়াও স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সেই সেই কর্ম্মই আচরণ করিতে লাগিল ॥ ঐ ॥ ২৮ ॥

যেমন বসন্তাদি ঋতু আপন আপন অধিকার কালে চুত মঞ্জরী প্রভৃতি আপন চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শরীর ধারী পুরুষেরাও আপন আপন কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ ॥ ৩০ ॥

লোকানান্ত বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥
ঐ ॥ ৩১ ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর ভূলোকাদি প্রজা বৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, উরু ও পদ, হইতে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি করিলেন ॥ ঐ ॥ ৩১ ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর আপন শরীরকে দুই খণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ ও অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন। ঐ উভয়ের পরস্পর সংযোগে বিরাট নামক পুরুষ উৎপন্ন হইল ॥ ঐ ॥ ৩২ ॥

সেই বিরাট পুরুষ হইতে মনু, মনু হইতে দশ জন প্রজাপতি, তাঁহাদের হইতে আবার সপ্ত মনুর সৃষ্ট হইল। ইহারা দেবতা, দেবতার বাসস্থান, কতিপয় মহর্ষি, যক্ষ রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, অজাগরাদি নাগ ও সর্প, বিদ্যুৎ বজ্র, মেঘ, বক্র, ইন্দ্রধনু, কিন্নর, বানর, নানা প্রকার পক্ষী, গবাদি পশু, নানাপ্রকার মৃগ মনুষ্য, দুই পংক্তি দন্ত বিশিষ্ট অশ্বাদি জন্তু এবং হিংস্র জন্তু, কৃমি, শলভ, জলৌকা, মক্ষিকা, মৎকুণ, মশক ও বৃক্ষ লতাদি স্থাবর ইত্যাদি পৃথক পৃথক সৃষ্টি করিলেন। ইত্যাদি।

এইরূপে আর্য্য-ঋষিগণ সামাজিক, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য অনাদি-কাল হইতে বর্ত্তমান বর্ণ ভেদ সমাজে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আজ আমরা যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় পাইয়া সেই আর্য্য প্রথা উঠাইয়া দিতে চাই। ভগবানও স্বয়ং বলিয়াছেন "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টা গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ"। গুণ কর্ম্ম ভেদে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। এখানে অনেকে এইরূপ অর্থ করেন যে মনুষ্য যেমন যেমন কর্ম্ম বা বৃত্তি করিয়াছে, তদনুসারে বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা, যে যুদ্ধ করিয়াছিল সে ক্ষত্রিয়, যে বাণিজ্য করিয়াছিল বৈশ্য ও যে পূজা করিয়াছিল সেই ব্রাহ্মণ ও যে ইহাদের সেবা করিয়াছিল সে শূদ্র! বস্তুতঃ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পদের অর্থ বৃত্তি বা ব্যবসা-কার্য্য নহে। "গুণ কর্ম্ম" এই পদে সত্ব, রজঃ তম গুণাদি জনিত ক্রিয়াকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সত্ব গুণাধিক্য যিনি জন্মিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ, রজোগুণের আধিক্য যাহার জন্ম তিনি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। বাহ্য ক্রিয়া কেবল আন্তরিক গুণের প্রকাশক মাত্র। আভ্যন্তরিক প্রকৃতি ভেদই জাতিভেদের মূল। যদি বল যে পরব্রহ্মত কাহারও প্রতি পক্ষপাত করেন না, তবে ব্রাহ্মণকে অধিক সত্ব গুণ ও শূদ্রকে অধিকতমোগুণ দিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? প্রকৃতিই ক্রিয়া শক্তির মূলাধার। ব্রহ্ম

সত্তার সামীপ্য জন্য প্রকৃতি অনাদি কাল হইতে সংসার প্রসব করিয়া আসিতেছেন। সৃষ্টির বৈচিত্রই প্রকৃতির মহিমা। এই জন্যই বৃক্ষ জাতি, পশুজাতি, পক্ষীজাতি ইত্যাদি সকল জাতিতেই জাতিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষজাতিতে জম্বু, নিম্বু, আম্রাদির ভেদ, পশু জাতিতে গো, মেষ, মহিষাদির ভেদ; পক্ষী জাতিতে কাক, কাপোত, শুকাদির ভেদ। অতএব সেই বিচিত্র চিত্রকারিণী প্রকৃতির সৃষ্টি কৌশল সর্ব্বথা বৈচিত্র সত্ত্বে মানবমাত্রেই যে একরূপ হইবে তাহার প্রমাণ কি? বস্তুতঃ এইরূপ প্রকৃত গত ভেদ লইয়াই বর্ণ গত ভেদ হইয়াছে। প্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্রই ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি বর্ণ ভেদের কারণ। এখানে যদি ঈশ্বরের পক্ষপাতের আশঙ্কা হয় তবে আইসলণ্ডে সূর্য্যের অপ্রকাশ ও আফ্রিকার প্রখর সূর্য্যের উত্তাপ ইহা কি ঈশ্বরের পক্ষপাত নহে? সাগরে অগাধ জল আর মরুভূমিতে পথিকের প্রাণ নির্গত হয় কেন? এ সকল কি ঈশ্বরের পক্ষপাত নহে। বুদ্ধিমানের চক্ষে প্রকৃতি বৈচিত্র ভিন্ন, পক্ষপাত বর্ণ ভেদের কারণ নহে। অনেকে এরূপ আপত্তি করেন শাস্ত্র উদার ভাবে বলিয়াছেন।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারো দ্বিজোচ্যতে।
বেদ পাঠাৎ ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতিব্রাহ্মণঃ ॥

মনুষ্য মাত্রেই শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়, বেদাধ্যয়ন করিলে বিপ্র ও ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ হয়েন। ঐ শ্লোকটি যেখানে লিখিত আছে সেখানে ব্রাহ্মণ জাতিরই বিধি ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, অন্য জাতির কথা নাই। শ্লোকটীর অর্থ এই যে ব্রাহ্মণ জন্মিবামাত্র শূদ্র-বৎ, তৎপরে যজ্ঞোপবীতাদি হইলে দ্বিজ, সেই দ্বিজ বেদাধ্যয়ন করিলেই বিপ্র ও বিপ্র ব্রহ্মজ্ঞ হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়েন। ব্রহ্মজ্ঞ হইলেই ব্রাহ্মণ হইবে অন্যথা শূদ্র হইবে একথা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে, বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞই ব্রাহ্মণোত্তম। কেহ কেহ বলেন শাস্ত্রের অনেক স্থানেই জাতিভেদ মানেন নাই, যথা মহাভারতে,—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি, ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যা দ্বৈশ্যাত্তথৈব চ ॥"

শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, ক্ষত্রিয় বৈশ্যত্ব ও বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব নিজ নিজ গুণানুসারে লাভ করেন। এই শ্লোক দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়, এইরূপ বুঝায় না। স্ব স্ব অনুষ্ঠানের উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মন শূদ্রত্ব অর্থাৎ শূদ্র ব্রাহ্মণের প্রকৃতি ও ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রকৃতি লাভ করে। শূদ্র সংকার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রকৃতি লাভ করিলে জন্মান্তরে সেই প্রকৃতির পরিস্ফুরণ স্বরূপ ব্রাহ্মণের দেহ লাভ করিতে পারিবে। কেননা শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে বহু দিন লাগে।" যদি তাহাই হইতে পারিত তবে ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি অনেক হীন বংশোদ্ভব ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে "কৌশিক ব্যাধকে কহিলেন হে তাত! তোমার এই মাংস বিক্রয় কার্য্য নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতেছে। বলিতে কি আমি এই নিদারুণ ব্যাপার দর্শনে অত্যন্ত অনুতাপিত হইতেছি।

ব্যাধ কহিলেন হে ব্রাহ্মণ। ইহা আমাদের পুরুষ পরম্পরা গত কুলোচিত পন্থা। অতএব আমি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া আপনি রুষ্ট হইবেন না। হে দ্বিজোত্তম। আমি বিধাতৃ বিহিত স্বীয় পূর্ব্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রযত্ন সহকারে বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করিয়া থাকি, যথাশক্তি দান ও সত্য বাক্য প্রয়োগ করি।

হে বিপ্র! পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, কর্ত্তার অনুগমন করে। কৃষি, গোরক্ষন ও বানিজ্য এই তিনটী লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। সেবা শূদ্রের, কৃষি

বৈশ্যের, রাজকার্য্যাদি, ক্ষত্রিয়ের এবং ব্রহ্মচর্য্য তপ মন্ত্র ও সত্য ব্রাহ্মণের কার্য্য স্বরূপ নির্দ্দিষ্ঠ হইয়াছে।"

"অনন্তর ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে ব্রাহ্মণ্‌! আমার অবলম্বিত ব্যবসা নিতান্ত ভয়াবহ সন্দেহ নাই, কিন্তু দৈবে প্রভায় অসীম, বিশেষতঃ প্রাক্তন অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব পূর্ব্ব জন্মে যে পাপ কর্ম্মের অনুঠান করিয়াছি, ইহা তাহারই দোষ স্বরূপ সংঘটিত হইয়াছে।

(মহাভারত)

জাতিভেদ প্রথায় তিনটী প্রধান চিহ্ন দৃষ্ট হয়

(১ম) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ সন্ধি নিষেধ।

(২) নিম্ন জাতিয় দিগের অন্নগ্রহণ নিষেধ।

(৩) জাতির প্রভেদ অনুসারে ব্যবসায়ের বিভিন্নতা।

কেহ কেহ বলেন প্রবীন আর্য্য সমাজে এই সকলের কোনটীই লক্ষিত হইত না। আমরা এখন এসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবর্ত্ত হইলাম।

(১) ভিন্ন ২ বর্ণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে নিষেধ

এ বিষয়ে ভগবান মনু বলিয়াছিলেন—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ॥

৩ অধ্যায় ॥ ১২ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত। কিন্ত কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রবিত্ত হইলে পর বচনোক্ত স্ত্রীই প্রশস্ত জানিবে ॥ ১২ ॥

শূদ্র কেবল শূদ্রাকেই বিবাহ করিবে, বৈশ্য বৈশ্যা ও শুদ্রাকে বিবাহ করিতে পারিবেক ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চারি স্ত্রীই বিবাহ করিতে পারেন ॥ ১৩ ॥

কেহ কেহ নিজের মত সমর্থন জন্য উপরিউক্ত দুই একটী শ্লোকের মধ্যস্থল হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া থাকেন যে "মহর্ষিগণ জাতিভেদ মানেন নাই, কারণ অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা এসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া ইহার পরের শ্লোক হইতে ভগবান মনুর অসবর্ণ বিবাহের দোষ গুণ সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকমহোদয়গণ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখিবেন।

ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিং শ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে।

ঐ ॥ ১[illegible]

ইতিহাসাদি কোন বৃতান্তে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের বিপৎ কালে ও শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণে উপদেশ নাই।

হীন জাতি স্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তনানি শূদ্রতাং ঐ ॥ [illegible]

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা মোহ ব[illegible] যদি হীন জাতি স্ত্রী বিবাহ করেন তাহা হই[illegible] তাঁহাদের সেই স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্র পৌত্রা[illegible] সহিত অপনাপন বংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥

অত্রি ও গৌতম মুনির মতে শূদ্রা স্ত্রী বি[illegible] করিলেই ব্রাহ্মণাদি পতিত হয়েন। শৌ[illegible] বলেন, শূদ্রা বিবাহ করিয়া তাহাতে সন্তানো[illegible] পাদন করিলে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতি[illegible]
জনয়িত্বা সূতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেবহীয়তে ॥ [illegible]

সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করিয়া শূদ্রাকে প্র[illegible] বিবাহ করিলে, ব্রাহ্মণ নরক প্রাপ্ত হয়ে[illegible] তাহাতে সন্তানউৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ্য হই[illegible] হীন হয়েন।

দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্যতু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবস্তন্ন চ স্বর্গং সগচ্ছতি ॥ [illegible]

যে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রা স্ত্রী কর্ত্তৃক দৈব [illegible] ও আতিথ্য কার্য্য বিশেষরূপে সম্পন্ন হয়, তা[illegible] সেই হব্য কব্য দেবলোক ও পিতৃলোক [illegible] করেন না এবং সেই গৃহস্থ তাদৃশ আতিথ্য-দ্বারা স্বর্গলাভ করিতে ও পারেন না।

বৃষলীফেন পীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্যচ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসুতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥ ১৯

যে ব্যক্তি সেই শূদ্রার অধর রসপান, এক-শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং তাহাতে সন্তানোৎপাদন করে, তাহার প্রায়-শ্চিত্ত নাই ॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণ পরিনীতা শূদ্রাতে কামত যে পুত্র উৎপন্ন করিবেন, ঐ পুত্র জীবদ্দশায় উঁহার শ্রাদ্ধাদিতে অযোগ্য প্রযুক্ত মৃত তুল্য হয়, এজন্য উহার নাম পারশব বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া-ছেন ॥ নবম অধ্যায় ॥ ১৭৮ ॥

ভর্ত্তুঃ শরীর শুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যিকম্।
স্বাচৈবকুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নাস্বজাতিঃ কথঞ্চন ॥

নবম অধ্যায় ॥ ৮৬ ॥

ভর্ত্তারদেহ পরিচর্য্যা, ভিক্ষাদান অতিথি-সেবাদি প্রতিদিন কর্ত্তব্য কার্য্য স্বজাতীয়াপত্নী, ভিন্ন অন্য জাতীয়া পত্নী করিবে না। ঐ ॥ ৮৬ ॥

যে ব্যক্তি মোহ বশম্বদ হইয়া স্বজাতীয়া স্ত্রী থাকিতে ভিন্ন জাতীয়া স্ত্রী দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করায়, যেমত ব্রাহ্মণীতে শূদ্রদ্বারা উৎপন্নকে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বলা যায়, তদ্রুপ করিয়া পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। ঐ ॥ ৮৭ ॥

ভগবান মনু অনুলোম প্রতিলোম জাত সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি ও পৃথক পৃথক কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। স্থানা-ভাবে আমরা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। উচ্চবর্ণের পুরুষের ঔরসে নীচজাতির গর্ভজাত সন্তানের নাম অনুলোম জাত এবং নীচ বর্ণ পুরুষের ঔরসে উচ্চবর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের নাম প্রতিলোম জাত।)

ভগবান মনু ভিন্ন ২ বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া যদ্যপি সবর্ণা স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদান করিতেন সেই সেই বিভিন্ন বর্ণের সন্তানাদিকে যদি সবর্ণ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় লালন পালন বিষয় সম্পত্তি শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে সমান অধিকার প্রদান করিতেন, যদি বর্ণ সঙ্কর সমাজে উৎপত্তি না হইত; তবে আমরাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতাম যে, মনু প্রভৃতি আর্য্য ঋষিগণ জাতিভেদ মানেন নাই। ভগবান মনু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করাই শাস্ত্র সম্মত, তবে যদি কেহ কার্য্য বশতঃ সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিয়া অথবা না করিয়া অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করেন তবে তাহাকে "পতিত" হইতে হইবে তাহার "প্রায়শ্চিত্ত" নাই ইত্যাদি।

২। নিম্ন জাতির সঙ্গে অন্ন পান গ্রহণ নিষেধ। ভগবান মনু নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের অন্ন গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যথাঃ—

মত্ত, ক্রোধ পরবশ, ব্যাধিযুক্ত কেশ কীট ইত্যাদি সংযুক্ত অন্ন পদ দ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন ভ্রুণঘাতীর ঋতুমতীনারী ইত্যাদি, যে অন্ন স্পর্শ করিয়াছে কাকাদি পক্ষীরা যে অন্ন অগ্র গ্রাসকরে, কুক্কুর দ্বারা যে অন্ন স্পৃষ্ট হয়, গো যে অন্ন ঘ্রাণ লয়, বেশ্যার অন্ন, চোর গায়ন বৃত্ত্যুপজীবী তক্ষণ বৃত্ত্যুপজীবী, বৃদ্ধি উপজীবী কৃপণ, চিকিৎসা উপজীবী ব্যাধ বক্র স্বভাব নিষ্ঠুর কর্ম্মা, যে ব্যক্তি একের নিকটে অপরের দোষ বলে, যে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, স্বকৃত যজ্ঞ ফল ধন দ্বারা বিক্রয় করে, যে নট বৃত্তিকরে যে বস্ত্রাদি সীবন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে ব্যক্তি উপকারকের অপকার করে, ইহাদিগের অন্ন কখন খাইবে না। কর্ম্মকার, ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীতে যে সন্তান হয়, নট, গায়ন ভিন্ন রঙ্গোপজীবী, স্বর্ণকার বেণু বিদারক, লৌহ বিক্রয়ী মৃগয়ার জন্য কুক্কুর পোষণ কারী, মদ্য বিক্রেতা ধোপা নিষ্ঠুর ও যাহার অজ্ঞাত সারে গৃহে স্ত্রীর উপপতি আছে ইত্যাদি ব্যক্তিদের অন্ন ভোজন করিবেনা। (৪র্থ অধ্যায়— ২০৭ হইতে ২১৬ পর্য্যন্ত শ্লোকের]

অভিশস্তস্য ষণ্ডস্য পুংশ্চল্যা দাম্ভিকস্য চ।
শুক্তং পর্য্যুষিতঞ্চৈব শূদ্রস্যোচ্ছিষ্টমেব চ ॥
। ৪র্থ অধ্যায় ॥২১১।

মহাপাতকী, ক্লীব, ব্যাভিচারিনী, ছলকারী শুক্ত পর্য্যুষিত দ্রব্য এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন করিবে না ও কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইবে না। ঐ ॥২১১॥

ভুক্ত্বাহতোহন্যতমস্যান্নমমত্যা ক্ষপনংত্র্যহম্।
মত্যাভুক্ত্বাচরেৎ কৃচ্ছ্রং রেতোবিণ মূত্র মেবচ॥
ঐ। ২২২॥

ইহাদিগের অন্যতমের অন্ন অজ্ঞান বশতঃ ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। জ্ঞানত ভোজন করিলে কৃচ্ছ অর্থাৎ প্রজাপত্য ব্রতের আচরণ করিবে এবং রেত বিষ্টা মূত্র ভোজন কারীর ঐ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।২২২

আর্দ্ধিকঃ কুল মিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
৪র্থ অধ্যায়। ২৫৩॥

যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে; যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে যাহার গো পালন করে যে যাহার দাস্য কর্ম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌর কর্ম্ম করে, শূদ্রের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায়। বাউল যে আত্ম নিবেদন করিয়াছে তাহাতে অন্ন ভোজন করাযায়।

কেহ কেহ উপরিউক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া থাকেন যে, ভগবান মনু ইহাদিগের অন্ন যখন আহার করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন তবে আর জাতি ভেদ কোথায় রহিল? "ইহাদের অন্ন ভোজন করা যায়" ইহার অর্থ তাহাদের হাতে পাককরা অন্ন অথবা তাহাদের স্পর্শ অন্ন যে ভোজন করিবে ব্যবস্থা করিয়াছেন, উপরি উক্ত শ্লোক দ্বারা তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না। এ সম্বন্ধে মহর্ষি পরাশর যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ঘৃতং তৈলং তথাক্ষীরং গুড়ং তৈলেনপাচিতম্।
গত্বা নদীতটেবিপ্রো ভুঞ্জীয়াচ্ছূদ্র ভোজনম্॥
পরশর সংহিতা, একদশ অধ্যায়॥১

বিপ্রগণ নদীতীরে গমন করিয়া ঘৃত, তৈ দুগ্ধ গুড় ও তৈল পক করিয়া শূদ্রদত্ত ভোজ ভোজন করিতে পারিবে।

শুষ্কান্নং গোরসং স্নেহং শূদ্র বেশ্মন আগতম্।
পকং বিপ্রগৃহে পূতং ভোজ্যং তন্মনুর ব্রবীৎ।

যদি শূদ্রের গৃহ হইতে শুষ্ক অন্ন বা চাউ প্রভৃতি দুগ্ধ ঘৃত তৈল প্রেরিত হয় এবং তা যদি বিপ্র গৃহেই পাক করা হয়, তবে পবি বিপ্রেরও ভোজন যোগ্য ইহা মনু বলিয়াছেন।
ঐ। ১৮

আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্র গৃহে যদি
মনস্তাপেন শুদ্ধ্যেত দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ
ঐ। ১

যদি কোন রূপ বিপদ কালে বিপ্র শূদ্র গৃ ভোজন করেন তবে তাহাতে তাঁহার মনস্তা জন্মিলেই শুদ্ধ হইবেন অথবা শতবার গায় জপ করিবেন।

শূদ্রান্নং সুতকস্যান্নং অভোজ্যস্যান্ন মেব চ।
শঙ্কিতং প্রতিষিদ্ধান্নং পূর্ব্বোচ্ছিষ্টং তথৈব চ
যদি ভুক্তন্তু বিপ্রেণ অজ্ঞানাদাপদাপি বা।
জ্ঞাত্বা সমাচরেৎ কৃচ্ছ্রং ব্রহ্মকুচ্ছন্তু পাবনম্।

শূদ্রের অন্ন, অশৌচের অন্ন, অভোজ্যে অন্ন, শঙ্কিতান্ন, নিষিদ্ধ অন্ন বা পূর্ব্বোচ্ছিষ্ট অ যদি কোন বিপ্র অজ্ঞান বশতঃ কিম্বা বিপদে পড়িয়া ভোজন করেন তবে যখন জানিতে পারিবে, তখন কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ এবং ব্র কুচ্ছপান করিবেন। ঐ। ৪। ৫ শ্লোক।

ক্রমশঃ

কর্ম্ম।

যমুনা পুলিনে নিভৃত নিকুঞ্জ কাননাভ্যন্তরে প্রমিক গুণ্ গুণ্ স্বরে গান করিতেছে। কল-না যমুনা মঞ্জু-বঞ্জুল-কুল চুম্বন করিয়া সখী ম্মিলন জন্য ব্যাকুলভাব ধারণ করিতেছে। ধুর বালকগণ সৈকত-ভূমিতে বালোচিত ড়া করিতেছে। সহকার শাখায় কোকিল-ন্দ ললিত পঞ্চমতানে মধুর রব করিতেছে। রেফমালা মালয়ে মধুপানে উন্মত্ত হইয়া ন্‌গুন্ করিতেছে বিকসিত কুসুমদাম হাস্য-স্ফারিত আস্যে দেব চরণ প্রাপণ আশায় জকের হস্তস্পর্শ প্রতীক্ষা করিতেছে। দেবা-তনে নানাবিধ বাদ্য রব স্তুতিধ্বনির সহিত ম্মিলিত হইয়া উর্দ্ধে মিলিয়া যাইতেছে। াধক কোথাও ধ্যানস্তিমিত লোচনে অতী-ন্দ্রিয়ের দর্শন করিতেছে কুত্রাপি হুতভুক জাজ্জ্ব-ল্যমান, ঋত্বিক্ উদাত্তাদিস্বরে আয়য়ে ধ্বনি করিয়া দেবতার আবির্ভাব কামনা করিতেছে। কেহ অবভৃথস্নান জন্য গন্তকাম হইয়া পুরো-রে অপেক্ষা করিতেছে। কেহ বা গৃহ কর্ম্ম রত। কেহ বাহিরে ইন্দ্রিয়গ্রাম সঙ্কুচিত রিয়া অন্তরে ইন্দ্রিয় জ্বালায় জ্বালাতন। সাধুগণ কুপ্রবৃত্তি সাধন জন্য কৌশল জাল ক্ষেপ চিন্তা করিতেছে। সাধুগণ হৃদয় দ্বার ঘাটন করিয়া সদালাপ করিতেছে, নিঃস্ব াক মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি রিতেছে, ধনিজন সুখাদ্যে উদর তৃপ্তি করিয়া ত হইতেছে। কেহ অর্থাভাবে ক্রিয়া সম্পন্ন রিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সার্থলোক নায়াসে ক্রিয়া নিষ্পত্তি করিতেছে। এ স্ত যতদূর লিখিত হইল তাহাতে এই খা যাইতেছে যে, প্রতি বাক্যে এক একটী ভিন্ন ক্রিয়া সাধন হইয়াছে। যে ক্রিয়ার র্ব্বাহক সে কর্ত্তা, কর্ত্তা যাহা করেন তাহা । বৃদ্ধ পানিনি বলিয়া দিলেন" কর্ত্তরী পিসত তমং কর্ম্ম„ দাক্ষীতনয় এই এক কথায়ই সকল কর্ম্ম ব্যাপার বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া আরও অনেক কথা বলিয়াছেন ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাহার সবিস্তার বর্ণনা আছে আমরা সেই কর্ম্ম বুঝাইতে এখন প্রয়াস পাইবনা কারণ আমাদের উদ্দেশ্য অন্য বিধ। রাম ভারত ভূমিতে যজ্ঞাব-শেষ ভোজন করিলেন, অঘোর বাবু ম্লেচ্ছ ভূমিতে ম্লেচ্ছাহারে শরীর পোষণ করিলেন। উভয়েরই ভোজন ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইল সুতরাং ভোজন কর্ম্ম শেষ হইলেও উভয়ের উভয়ই কর্ম্ম হইলেও উভয় কর্ম্মে পার্থক্য আছে। হরিধন, অরুনোদয় কালে প্রাচীদিক্ অবলোকন করিয়া স্নান করিলেন শুচি হইয়া নিত্য কর্ম্মের যথা-রীতি অনুষ্ঠান করিলেন, আর ম্লেচ্ছগুরু মিঃ পোপ্ সন্ধ্ব কালে জানু পাতিয়া "প্রেয়ার, করিলেন। আপাততঃ উভয়েই নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, এরূপ বলিলে ব্যাকরণোক্ত কর্ম্ম সংজ্ঞার নির্ব্বাহ হইল বটে কিন্তু শেষো-ক্তটী কর্ম্ম নহে। বাবু যাহা সপ্তাহান্তে সমাজ-গৃহে নির্ব্বাহ করেন তাহা ও কর্ম্ম নহে। ক্ষার ভূমিতে দীর্ঘ শ্মশ্রু যবন উঠিয়া বসিয়া যাহা নির্ব্বাহ করেন তাহাও কর্ম্ম নহে। যদিও আপাততঃ ব্যবহারে উহা কর্ম্ম বলিয়া উপদেশ হইতেছে বস্তুতঃ উহা কর্ম্ম নহে। তবে এখন এই আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতে পারে, যে কর্ম্ম কি? আমরা সবিনয়ে যথামতি নিবেদন করিতেছি। পূর্ব্বে ব্যাকরণ যে কর্ম্মের সংজ্ঞা করিয়াছেন তদনুসারে বিচালিত হইলে লৌকিক ভাষায় কর্ম্মকারকের পদ নিরূপণে সামর্থ্য জন্মিবে সুতরাং ভাষা তাৎপর্য্য বোধের একটু সাহায্য হইবে মাত্র তদ্ভিন্ন প্রকৃত কর্ম্ম বোধ হইবে না! ব্রহ্ম জগতের কারণ, শব্দব্রহ্মও লোকস্থিতির নিদান উহা অপৌরুষেয়। ঐ ঈশ্বরাত্মক বেদ কর্ম্ম ও ব্রহ্ম ভেদে দ্বিবিধ কাণ্ডে বিভক্ত "যজ্ঞো ব্রহ্মচ বেদেষু দ্বাবস্তৌ কাণ্ডয়োর্দ্বয়োঃ।"

অতএব কর্ম্ম কাহাকে বলে ইহা নিরূপণ করিতে কঠিন হইবে না সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রান্বেষণ করিলে কর্ম্ম কাহাকে বলে, কর্ম্মের সংজ্ঞা কি? সমস্তই স্থির হইতে পারে আমরা বাহুল্য ভয়ে কর্ম্মের সংজ্ঞা বাহুল্যের প্রয়াসী হইব না অতি সংক্ষেপে উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া শাস্ত্রে যেখানে কর্ম্মের উপদেশ আছে তথায়ই একটু অনুধাবন করিলে দেখা যায় বেদ বিহিত কর্ম্মই কর্ম্ম। প্রথমতঃ বেদে যে স্থলে কর্ম্মের কথা আছে তথায় বেদ বিহিত কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব "কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি" ভাষ্য করে। অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান কর্ম্ম। এ স্থলে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, স্মৃতিতে এমন অনেক কর্ম্ম আছে যাহার উপদেশ সাক্ষাৎ শ্রুতিতে অপ্রাপ্য। ঐ সকল স্মার্ত্ত কর্ম্ম। স্মৃতির উক্তি বেদ বিরুদ্ধ না হইলে উহা শ্রৌত উপদেশ এরূপ অনুমান করিয়া প্রতিপালন করিতে হইবে এ জন্যে স্মৃতির অন্য নাম অনুমান। "বিরোধেত্বনপেক্ষং সাদৃশ্যসত্যনুমানং" এই জৈমিনি সূত্র ঐ কথার মূল। মীমাংসা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ স্মৃতিকে অনুমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। সুতরাং স্মার্ত্ত কর্ম্মেও বৈদিক কর্ম্মে আপাততঃ পৃথক্ প্রতীত হইলেও উভয় কর্ম্মই বৈদিক কর্ম্ম। এজন্যে টীকাকার বলিলেন "চোদনা প্রযুক্তানুষ্ঠানং হি কর্ম্ম" চোদনা, উপদেশ ও বিধি ইহারা এ কর্ম্মবাচক। চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থ বাচিনঃ' প্রসিদ্ধ মীমাংশক ভট্টঃ। চোদ্যতে প্রবর্ত্ত্যতে অনয়া ইতি চোদনা। অতএব প্রবর্ত্তক বচনকে চোদনা বলে। এই প্রবর্ত্তনা বৈদিক। স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে এই বলা যায় যে, বেদবিহিত কর্ম্মের নাম কর্ম্ম আর বেদানুগত স্মার্ত্ত কর্ম্মও কর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত কর্ম্ম সংসার ত্রায়ক নহে। কর্ম্ম বলিতে শাস্ত্র বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই কর্ম্ম। সংসার-কাননে বাস করিয়া ভয়াল রিপুগণ হইতে সুরক্ষিত থাকিতে হইলে এবং অন্তিমে মুক্তি লাভ করিতে হইলে দুইটী পথে বিচরণ করিতে হইবে। একটী জ্ঞান প্রকাশিত হওয়ার জন্য যথারীতি তন্মার্গানুসরণ। অন্যটী কর্ম্ম পথের পা[থেয়] হওয়া। প্রথম জ্ঞান দ্বিতীয় কর্ম্ম। জ্ঞান ক[র্ম্ম] ভিন্ন আর গতি নাই। ভক্তি কর্ম্মের অধী[ন] সুতরাং ভক্তি কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইজন্য ভগবান গীতায় দ্বিবিধ যোগের উল্লেখ করিয়াছেন।

"লোকেস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্তাময়ানঘ
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥"
গীতা ৩ অ

গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশই পুনঃ পুনঃ কথিত আছে উহারও শেষফল, "জ্ঞানান্মুক্তি" এই শ্রৌত উপদেশ। ভক্তি কর্ম্মাধীন। ইহা অনেকেই জানেন। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে প্রধান ভক্ত শ্রীধর স্বামী সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন ভক্তি কর্ম্মাধীন। "ভক্তেঃ কর্ম্ম যোগা[ধী]নত্বাংতং পৃচ্ছতি কর্ম্ম যোগং"। ভক্তি যোগাধীনত্ব হেতু কর্ম্ম যোগ প্রশ্ন করিতে[ছে]ন। ভক্তি যোগ স্বতন্ত্র নহে। এতএব স্পষ্ট বলা যায় জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন আর যাহা থাকে তাহা অসার অকর্ম্মণ্য নাস্তিক[তা]। সেই কর্ম্মস্থল ভারতবর্ষ। কর্ম্মে নৈষ্কর্ম্ম করিয়া অন্তিমে মোক্ষপদ লাভ করিতে হইলে ভারতেই করিতে হইবে। অন্যত্র কর্ম্ম লাভ হয় না। ভারত ভিন্ন স্থলে কর্ম্ম এবং কর্ম্মের অধিকারও নাই। তা[হারা] স্বদেশে বা বিদেশে যাহা করিয়া থাকে কর্ম্ম নয়। কর্ম্ম সদৃশ হইলেও তত্ত্ব করিয়া দেখিলে দেখা যায় বিদেশীয়গণ অনুষ্ঠেয় যাহা কিছু তাহা শূন্যে লোষ্ট্র নি[ক্ষেপ]বৎ। কারণ উহাদের আদৌ পরকাল ন[াই] পরকাল ব্যপদেশে যাহার উল্লেখ করে

পরকাল নহে। ঐরূপ পরকালে কৃতনাশ ও অকৃত প্রাপণরূপ দোষ স্পষ্টই দেখা যায় *। অতএব তাহাদের আর ভববন্ধন মোচনের আশা কোথায়? ভারতেই কর্ম্ম করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে। কর্ম্মে নৈষ্কর্ম্মলাভ না হইলেও অভ্যুদয়াদি সুখভোগ, কর্ম্মফলে অবশ্যম্ভাবী। সেই কর্ম্মগুলি আপাততঃ বহুভাগে বিভক্ত। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন"। ইহা নিষ্কাম কর্ম্ম। কর্ম্মিগণ কর্ম্মান্তে কর্ম্মফল ভগবান বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া থাকেন। ফলাভিলাষ করেন না উহা নিষ্কাম কর্ম্ম। কোন ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহা সকাম কর্ম্ম। সকাম কর্ম্মে স্বর্গাদি অভ্যুদয় ফল বাসনা থাকে। অতএব নিষ্কাম ও সকাম ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। করণীয় কর্ম্ম সমূহের কতকগুলি কর্ম্ম এরূপ যে তাহা অবশ্যই করিতে হইবে না, করিলে প্রত্যবায় হইবে উহাদিগকে নিত্যকর্ম্ম কহে। নিত্যকর্ম্মের কতকগুলি প্রতিদিন করিতে হয়, যেমন সন্ধ্যা পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রভৃতি। আর কতকগুলি কোন নিমিত্ত উপস্থিত হইলে করিতে হয় উহাদিগকে নৈমিত্তিক বলে যেমন পুত্র জন্মিল বলিয়া জাত কর্ম্ম করিতে হইবে, চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ হইল বলিয়া গ্রহণ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ গণনায় নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে কর্ম্ম ত্রিবিধ। শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম ভেদে কর্ম্ম বিভাগ করিয়াছেন।

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
[বেদস্য চেশ্ব]রাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
৪৩। ১১ স্ক।

কর্ম্ম বিহিতং। অকর্ম্ম তদ্বিপরীতম্। বিকর্ম্ম [বি]গতং কর্ম্ম বিহিতাকরণম্। শ্রীধর।

বিহিত কর্ম্মকে কর্ম্ম বলে, বিহিত কর্ম্মগুলি বেদে ও বেদানুগত শাস্ত্রে কথিত আছে তাহাই এস্থলে বিহিত কর্ম্ম। কোন বাবুর বিধি-বিহিত কর্ম্ম বিহিত নহে। তাহার বিরুদ্ধ কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলে। "সত্যং ক্রয়াৎ সন্ধ্যাং মনসা স্মরেৎ" এবংবিধ বেদোদিত কর্ম্ম করাকে কর্ম্ম বলে। সত্য বলিবে ইহার বৈপরীত্যে মিথ্যা বলিলে অকর্ম্ম হইল, আবার বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে বিকর্ম্ম হইল। সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে বেদোদিত কর্ম্মই কর্ম্ম। তদ্ব্যতীত আর কিছু কর্ম্ম নহে। পূর্ব্বে যত প্রকার কর্ম্ম বিভাগ বলা হইল ঐ কর্ম্মগুলি গুণভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। প্রকৃতিভেদে লোকও সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক হওয়া প্রধান লক্ষ্য। সত্ত্বভাব সংস্ফূরিত হইয়া উঠিলে, সহজেই জ্ঞানের উন্মেষ হইয়া থাকে। দুঃখের কারণ, রাজস ক্রিয়া এবং অজ্ঞানের কারণ তামস ক্রিয়া। এতদুভয়ের পরাভব হইলে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব বিকাশিত হয়। কর্ম্মবিদ্গণ ঐ কর্ম্মগুলিকে আবার ত্রিবিধ শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যথা শুক্ল, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ শুক্ল। পুণ্যজনক কর্ম্মকে শুক্ল কর্ম্ম বলে। "শুক্লং পুণ্যজনকং স্বাধ্যায়াদি"। পাপজনক কর্ম্মকে কৃষ্ণ কর্ম্ম বলে। "কৃষ্ণং শাস্ত্রনিষিদ্ধং পাপজনকং ব্রহ্ম ইত্যাদি"। কৃষ্ণ শুক্লং হিংসাদি সহিতং বেদ বিহিতং পুণ্যাপুণ্য জনকং পশুযাগাদি"। পুণ্যাপুণ্য জনক কর্ম্মকে কৃষ্ণ-শুক্ল কর্ম্ম বলে। যেমন পশুযাগাদি। অনেকে পশুযাগাদি কর্ম্মকে কৃষ্ণ-শুক্ল বলিতে চাহেন না। তাহারা বলেন ধর্ম্মাধর্ম্ম মানুষে শাস্ত্র ভিন্ন নিরূপণ করিতে অসমর্থ। পশুহিংসা করিবে না, ইহা সাবকাশ বিধি। "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" ইহা নিরবকাশ বিধি। সাবকাশ বিধি হইতে নিরবকাশ বিধির বল অধিক। ঐ বিধিকে উৎসর্গ ও অপবাদ অথবা সামান্য তন্ত্র বিশেষ বিধি

* কৃতয়োঃ পুণ্য পাপয়োর্ভোগমন্তরেণ নাশঃ কৃত[না]শঃ অকৃতয়োরকস্মাৎ ফলভোক্তৃত্ব সকৃতা ভোগমঃ।

বলে। উভয়ই বিহিত সুতরাং যাগাদিতে পশুবধ পাপ জনক নহে। "অশুদ্ধ মিতিচেৎ ন শব্দাৎ" এই মীমাংসা সূত্র দ্বারা বিহিত পশুহিংসাকে কৃষ্ণ কর্ম্ম বলেন না। অপরে বলেন যে সমস্ত যাগে পশুহিংসার উপদেশ আছে, সেই সকল যাগ কাম্য হইলে উহা কৃষ্ণ শুক্ল কর্ম্ম। নিত্যকর্ম্ম হইলে অশুদ্ধ নহে। সুতরাং কৃষ্ণ শুক্ল কর্ম্ম নহে॥ এতক্ষণ কর্ম্ম ও কর্ম্মের স্থূলত প্রকার ভেদ লিখিত হইল। এখন কর্ম্ম ফলে কতদূর উন্নত হওয়া যায় তাহার কিছু লিখিত হইতেছে।

জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটি ভিন্ন সংসার তরণের আর উপায় নাই। বেদে নির্দ্দেশ আছে জ্ঞান ঈশ্বরের স্বরূপ। জ্ঞান অনন্ত সত্য ইহা নীরূপ ব্রহ্মরূপ। অস্মদাদির নিকট জ্ঞান মোহ পটে সমাচ্ছন্ন। মোহনাশের জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন সৌভাগ্যশালি লোকের ব্রহ্মতত্ত্বালোচনাদ্বারাই জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয়না। জ্ঞান সকলেরেই লক্ষ্য। জ্ঞান বিকাশ হওয়ার পূর্ব্বে নিষ্কাম কর্ম্ম করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রুতিতে কর্ম্ম গুলিকে দুই প্রকার বলিয়াছে। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। শ্রেয় কর্ম্মে শ্রেয় লাভ। প্রেয় কর্ম্মে সংসার প্রিয়তা লাভ। আশু সুখ কর কর্ম্ম প্রেয়ঃ, পরিণামে সুখ কর কর্ম্ম শ্রেয়। মুগ্ধগণ প্রেয়ঃ কর্ম্মে মোহিত হয়। ধীরগণ শ্রেয় কর্ম্মে শ্রেয়ো লাভ করেন। শ্রেয় কর্ম্মে সকলের প্রয়াস থাকা কর্ত্তব্য বর্ত্তমান সময়ে বেদোদিত শ্রেয় ও প্রেয় কর্ম্ম বিলোপ পাইতে বসিলেও নূতন প্রেয় কর্ম্মের বহুল প্রাদুর্ভাব উদারতা বিদূরিত হইয়া সঙ্কীর্ণতা উপস্থিত আশু সুখজনক বিষয়ে অনেকেরই বাসনা বলবতী হইয়া উঠিতেছে। কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না কর্ম্ম করা মানুষের স্বভাব। হাত পা না নাড়িলেও মনে মনে কর্ম্ম হইতেই থাকে তবে শাস্ত্রোদিত কর্ম্ম করিলে ক্রমশঃ আত্মোন্নতি হইতে পারে। কিন্তু অধ্যাতন জগতে অবিদ্যা রাক্ষসী অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য করিতেছে সুতরাং বিহিত কর্ম্মে লোকের আস্থা বিদূরিত হইতেছে বিশেষতঃ বিজাতীর শিক্ষায় অবৈদ্য কর্ম্ম ছাড়িয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া উঠিতেছেন অকর্ম্ম বিকর্ম্ম তাহাদের নিত্য সহচর। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি জ্ঞানেই মুক্তির কারণ অনেকে এই কথায় আপত্তি করিতে পারেন কেহ জ্ঞান ও কর্ম্মকে মুক্তির কারণ বলেন আচার্য্যগণ তাহার নিরাস করিয়া "মুক্তি ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব নচান্যথা" বলিয়াছেন আমরা বলি কর্ম্ম আর জ্ঞানই মুক্তি সাধন অথবা জ্ঞানই মুক্তির সাধন হউক অধিকারা রূপ কর্ম্ম করাই বিধেয় যাহার প্রবল বৈরা উপস্থিত হইয়া গুরুচরণ সেবার জন্য প্রণোদি করিতেছে সে কর্ম্ম না করিয়া গুরুপ্রসাদে নিত্য শ্রেয়লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাদৃশ লো বিরল অধিকাংশলোকেই কর্ম্ম বিকা উপযুক্ত। অতএব কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। সঙ্গী অজ্ঞগণের বুদ্ধি ভেদ জন্মান ও ভগ বাক্য হেলন করা হয়। অতএব বর্ত্তমান সম যে যাহা জানে তাহাই সংগিত ব্রত হই করুক অচিরে শ্রেয়লাভ হইবে। যে যতটুকু জা যদি তাহা অসংস্কৃত হইলে সংস্কৃত করি অভিলাষ জন্মে তবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহা সং করিয়া দিবেন কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে খট লাগাইয়া তাহাকে কর্ম্ম ভ্রষ্ট করা বিধেয় নহে। কর্ম্ম ভূমে ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অক আয়ুক্ষয় করিলে পরকাল ঘোর অন্ধতমে আ হইবে যাহারা পদমদে কর্ম্ম ত্যাগ করি যথেচ্ছা ব্যবহার করেন তাহারা অসুর সদৃ ঐহিক সুখ তাহাদের পরম পুরুষার্থ। দে আত্মা। তাহাদের কদাপি শ্রেয় নাই।

কলিকালে ধর্ম্মানুষ্ঠান।

কালকালে তপস্যা ও বেদ পাঠ বিহীন, ল্পায়ুঃ, ক্লেশ ও প্রয়াসে অসক্ত মনুষ্যগণের য়িক পরিশ্রম অসম্ভব। এই কালে ব্রহ্মর্য্যাদি. চতুরাশ্রম নাই, কেবল দুইটীমাত্র আশ্রম প্রবল থাকিবে; যথা গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষুক। কলিকালের গার্হস্থ্য আশ্রমের সমস্ত ক্রিয়া লাপাদি তন্ত্রমতে সংসাধিত হইবে এবং ভৈক্ষুকাশ্রম শৈব সংস্কার বিধি অনুসারে অনুত হইবে, অন্যথা সিদ্ধিপ্রদ হইবে না। শৈব ধানুযায়ী ভৈক্ষুকাশ্রম "অবধুতাশ্রম" বা সংন্যাস গ্রহণ" নামে কথিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি চারিবর্ণই ই দুই আশ্রমের অধিকারী।

মানবগণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহারা হস্থ হইয়া থাকে। চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন ভৃতি সংস্কার সকল বর্ণভেদ অনুসারে যথাবিহিত সম্পন্ন হইলে মানবগণ আশ্রমী হয়। মে সকল মানবেরই যথাবিহিত গার্হস্থ্যাশ্রম তিপালন করা কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্যাশ্রমের নিয়ম ঃ—বাল্যকালে বিদ্যা অভ্যাস করা, যৌবনে ধনোপার্জ্জন ও বিবাহ করা এবং প্রৌঢ়ায় বিশেষরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিন ব্যক্তির বয়ঃক্রম যতই অগ্রসর হইবে ততই নি ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসারের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত তে চেষ্টা করিবেন এবং চতুর্থ অবস্থায় র্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে অবধূতাশ্রম বা সংন্যাস ণ করিবেন। যিনি এই সকল নিয়মের তিক্রম করিবেন তিনি কখন প্রকৃত ধার্ম্মিক ধর্ম্মকামী নহেন। বৃদ্ধ পিতামাতা, পতিতা ভার্য্যা, বা শিশু তনয় পরিত্যাগ করিয়া চ অবধূতাশ্রম করিবে না। যে ইহার থাচরণ করে সে মহাপাতকী তাহাকে ধার্ম্মিক য়া কখন সম্মান করা উচিত নহে।

এক্ষণে গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি তাহা বিশেষরূপে বলা যাইতেছে। গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণ হইবেন। তিনি যে যে কর্ম্ম করিবেন তৎসমস্তই ব্রহ্মে সমর্পন করিবেন। গৃহস্থ কদাচ মিথ্যা কহিবেন না এবং শঠতা করিবেন না। দেবতা এবং অতীথির পূজনে তৎপর হইবেন। পিতা মাতাকে সর্ব্বদা কোমল বাক্য শুনাইবেন এবং তাহাদের নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ, তর্জ্জন বা অপ্রিয়বাক্য বলিবেন না। দর্শনমাত্র তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবেন এবং বিদ্যা ও ধন মদে মত্ত হইয়া কদাচ তাঁহাদিগকে অবহেলা করিবেন না।

পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য ঃ—পত্নীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে, কখন তাড়না বা তর্জ্জন বা কটুবাক্য প্রয়োগ করিবে না। স্ত্রীকে ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা, এবং সুমধুর বাক্য দ্বারা সতত সন্তুষ্ট করিবে এবং মাতার ন্যায় পালন করিবে। সংসার তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বিবাহাদি উৎসবে, তীর্থক্ষেত্রে, দূরদেশ গমনাগমনে, অথবা পরগৃহে ভার্য্যাকে স্বয়ং, পুত্র অথবাবিশেষ আত্মীয় কোন স্বজনের সঙ্গ ব্যতীত পাঠাইবে না। স্বীয় পত্নী বিদ্যমান থাকিতে দুষ্টভাবে পরস্ত্রীকে স্পর্শ করিবে না। পরস্ত্রীর সহিত বিরলে শয়ন, বাস, অযুক্ত ভাষণ ত্যাগ করিবে। অন্যথা নরকগামী হইতে হয়। আপন বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত সকলেই পরস্ত্রী জানিবে।

পুত্র ও কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য ঃ—পিতা চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রের লালন পালন করিবেন, তাহার পর বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সৎগুণ শিক্ষা করাইবেন। বিংশতি বৎসরের পর কিছুদিন গৃহ কর্ম্ম শিক্ষা দিবেন। তৎপরে গৃহ কর্ম্মে উপযুক্ত হইলে আত্মবৎ বোধ করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবেন। কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবে এবং অতি যত্নে শিক্ষা দিবে। পতি মর্য্যাদা, পতি সেবা, এবং ধর্ম্ম শাসনে অনভিজ্ঞা বালিকা কন্যার কদাচ

বিবাহ দিবেন না। কন্যাকে উপযুক্ত রূপে শিক্ষিতা এবং বিবাহের উপযুক্তা না করিয়া বিবাহ দিলে অধর্ম্ম হয় শাস্ত্রের এইরূপ শাসন আছে। কন্যাকে ধন রত্নে সমন্বিতা করিয়া জ্ঞানবান বরকে প্রদান করিবে।

অপরাপর আত্মীয় কুটুম্বগণ প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য :—গৃহী পিতা, মাতা, স্ত্রী, এবং সন্তান প্রতিপালনের পর নিজ ভগিনী, ভাগিনেয়, ভ্রাতুষ্পুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যদিগকে যথাশক্তি পালন এবং তাহাদের তুষ্টি সাধন করিবেন। তদন্তর স্বধর্ম্ম নিরত, এক গ্রামবাসী অভ্যাগতগণ এবং উদাসীনগণকে ও পরিপালন করিবেন। গৃহস্থ যদি বিভব থাকিতে এ সকল আচরণ না করে সে পশু বলিয়াই জ্ঞাতব্য এবং সে পাপী এবং লোক সমাজে নিন্দনীয় হয়।

খাদ্যাখাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যঃ—নর মাংস বা নরাকৃতি পশু মাংস, কদাচ আহার করিবে না। গো সকল বহূপকারক এবং আমাদিগের মাতৃ সদৃশ এজন্য উহাদিগের মাংস ভক্ষণ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। মাংসভোজী এবং রসহীন জন্তুও ভোজন করিবে না। ভূমিজাত, গ্রাম্য ও বন্য নানাবিধ ফল মূল স্বেচ্ছানুসারে ভোজন করিতে পারিবে। নিদ্রা, আলস্য, দেহের প্রতি যত্ন, কেশ বিন্যাস, ভোজন, এবং বস্ত্রে আশক্তি পরিমিত রূপে করা উচিত। এই সকলকার্য্যে অতিরিক্ত আশক্তি হইলে আত্মার অধোগতি হয়। কদাচ দীর্ঘসুত্রী না হইয়া সকল কার্য্যে তৎপর হইবে। পরিমিত ভোজী পরিমিত নিদ্রা, পরিমিত ভাষী, পরিমিত মৈথুন করিবে। সদা নম্র এবং নিরালস্য হইবে, কদাচ ঔদ্ধত্য বা গর্ব্ব করিবে না। সর্ব্বদা শুচি থাকিবে। শৌচ দুই প্রকার, বাহ্য ও আভ্যন্তর। পরব্রহ্মাত্মাতে যে মনের একাগ্রতা হয় তাহা আন্তরিক শৌচ এবং জল কিংবা ভস্ম বা মৃত্তিকা দ্বারা মলাপনয়ন জন্য যে দেহ শুদ্ধি হয় তাহা বাহ্য শৌচ। বহিঃ শৌচ বিষয়ে যাজ্ঞিক ভস্মই প্রশস্ত। মৃত্তিকা দ্বারা ও স্নানে শুদ্ধ হইতে পারে। বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম, তৃণ প্রভৃতি সর্ব্বদা শুদ্ধ। স্থূল কথা যাহাতে মন পবি হয় গৃহস্থ তাহারই আচরণ করিবেন এ বিষ অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। নিদ্রার পর মৈথুনের পর, মল মুত্র পরিত্যাগের পর, আহা রের পর এবং মলস্পর্শ হইলে বহিঃ শৌচ দ্বা দেহকে শুদ্ধ করিবে।

অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কর্ত্তব্যঃ—যে কোন বর্ণ হউন না কেন, দীক্ষিত বা অদীক্ষিতই হউন কেন সকলেরই তান্ত্রিক মতে ত্রিসন্ধ্যার অ ষ্ঠান করা কর্ত্তব্য অধিকন্তু ব্রাহ্মণের বৈদি সন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। কলি প্রবল হইলে কে গায়ত্রী ভিন্ন অন্য কোন বৈদিক মন্ত্রই ফ দায়ক হইবে না। তখন বৈদিক গায়ত্রী জ একমাত্র ফলাদায়ক বৈদিক অনুষ্ঠান বলি পরিগণিত হইবে। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা দীক্ষি হইয়াছেন তাহাদের যথা শাস্ত্র পূজা হোমা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

নারীগণের কর্ত্তব্য;—নারীগণ সর্ব্বান্তঃক পতি সেবা করিবে। বাক্যদ্বারা, পরিচর্য্যা দ্ব সর্ব্বদা স্বামীর প্রিয় কার্য্য করিবে এবং সর্ব তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়া পতি-বা গণকে তুষ্ট করিবে। পতিব্রতা স্ত্রী পতি ক্রূর দৃষ্টিতে অবলোকন করিবে না, দুর্ব্ব শুনাইবে না। ভর্ত্তার আজ্ঞানুসারিণী ন কদাচ অন্য পুরুষের সহিত সম্ভাষণ করিবে যে নারী কায়মনোবাক্য দ্বারা ভর্ত্তাকে পরি করেন তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অষ্টমোল্লাস হইতে সংগৃহীত।

বিবিধ।

শ্রীচরণকমলেষু—

সবিনয় পুরঃসর নিবেদন এই যে আপনা দের উদ্যোগে ও উৎসাহে হিন্দুসমাজের যে পুনঃজীবন সঞ্চার হইতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই মনে কোন কথা উঠিলে আপনাদিগকেই জ্ঞাত করিতে ও কষ্ট দিতে বাধ্য হই। কারণ আপনারা যখন হিন্দুসমাজের উপকার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, তখন ঐ সব সাধারণ বিষয় জন্য কোনরূপ বিরক্ত বোধ করিবেন না সেই সাহসে অগ্রসর হইলাম। আমি আপনাদের বেদব্যাস পত্রিকার একজন গ্রাহক। সর্ব্বদা বেদব্যাস পড়িয়া থাকি। নিম্নে গুটি দুই কথা লিখিব। যদি ভাল বোধ করেন তবে সে সব বিষয় অনুগ্রহপূর্ব্বক বেদব্যাসে আলোচনা করিলে সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে। আপনি বা আপনার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি না হইলে অন্য কাহার নিকট সে সব আশা করিতে পারি না।

১। হিন্দু আচার ও নিয়ম। হিন্দু রীতি, নীতি আচার ব্যবহার রক্ষা ব্যতিত আর হিন্দু সন্তানের গতি নাই। এবং এই সমস্ত প্রতিপালন করিলে জীবনকে যে পবিত্রভাবে গঠন করা যাইতে পারে সন্দেহ নাই, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু এই স্থলে সেরূপ আচার নিষ্ঠা সম্পন্ন লোক সচরাচর পাওয়া অতি দুষ্কর এবং কাজেই লোক দৃষ্টান্ত দেখিয়া যে কার্য্য করিব তাহাও অসম্ভব। এবং সকলের সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জানাও কোনমতে সম্ভব নহে। হিন্দু সংসারে থাকিয়া জীবনে যে সব কার্য্য করিবে ও কার্য্যকরা কর্ত্তব্য তাহা যদি বিশেষরূপ আপনারা ক্রমে বেদব্যাসে লিখিয়া সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করাইলে, যে কত উপকার হয়, সন্দেহ নাই। অর্থাৎ হিন্দুর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে যে কার্য্য করিলে সদ্গতি হইতে পারে সে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিতে হয় ইত্যাদি এ সমস্ত কর্ত্তব্য নিজের জন্য বা পূর্ব্ব পুরুষদের উন্নতি নিমিত্ত অথবা সমাজের হিতের জন্যও হইতে পারে। যথা—সূর্য্য উদয় হইতে পুনঃ সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য উপবাসাদি, শ্রাদ্ধাদি, অশৌচ বিধি (জাত বা মৃত) তীর্থযাত্রা প্রণালী, তীর্থ স্থানে যাইয়া কি করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয় লিখিলে অত্যন্ত উপকার হয়। মোট কথা "হিন্দুমতে চল" একথা বলিলে যে যে আবশ্যক, জীবনে যত রকম কার্য্য ঘটিতে পারে।

২। শিবোপাসক ও কৃষ্ণোপাসক—এই দুই সম্প্রদায়ের লোকই হিন্দুসমাজে অধিক। আপনি বেদব্যাসে যেমন শৈবদের উপকারার্থ নানা স্তব স্তুতি ধ্যান, পূজাবিধি ইত্যাদি লিখিতেছেন; সেই মত আপনি বা আপনার ন্যায় কোন হিতৈষী ঐ ভাবে কৃষ্ণমন্ত্রে উপাসকদের উপকার জন্য স্তব স্তুতি, ধ্যান পূজা ইত্যাদি লিখিবার নিমিত্ত শ্রীচরণে বিশেষ অনুরোধ। সেই শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী হরিরও স্তবাদি দেখিলে পরম পরিতোষ হইব * ভরসা করি এই সম্প্রদায়ের লোকদিগের উপকার জন্য কেহ অগ্রসর হইবেন সন্দেহ নাই।

৩। প্রথম বিষয়টীর মধ্যে যদিও † অনেক বিষয় লেখা হইয়াছে সন্দেহ নাই তত্রাচ কয়েকটী বিষয় আপনার জ্ঞাতার্থ বিশেষ করিয়া লিখিলাম। আর দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে লেখা যদি আপনাদের আপত্তি থাকে জানাইবেন। আর একটী বিষয় এই যে "শ্রীকৃষ্ণের জীবনী"

* ক্রমশঃ সকল প্রকার উপাসকেরই উপাস্যদেবতার স্তব প্রদত্ত হইবে।

† আপনার প্রার্থিত বিষয়ের প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আছে সময়ে আপনার অভিলাষমত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব। বেঃ সঃ।

জানিতে হইলে আধুনিক পুস্তকের মধ্যে কোন ভাল লোকের লিখিত ভাল পুস্তক আছে কি না? যাহা পাঠ করিলে ৬ কৃষ্ণের লীলা সমূহ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সংস্কৃত বই পড়া কঠিন তাই বাঙ্গলা ভাষায় এমত কেহ সংগ্রহ করিয়াছেন কি না? এমত পুস্তকের বিষয় জানি না, লিখিবেন। সেবক—

শ্রীউপেন্দ্রলাল বসু দাসস্য।

ভাঃ আঃ ধঃ প্রঃ সভার উৎসব।

৮ ই অগ্রহায়ণ হইতে ১৮ ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসব কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। দশ দিন ধরিয়া উৎসবের ব্যাপার কলাপ পরমোৎসাহের সহিত চলিয়াছিল। বিষয়াসক্ত গৃহস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অনাসক্ত সাধু সম্প্রদায় পর্য্যন্ত সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত পণ্ডিত ও বক্তাগণ উৎসবোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূদেব কবিরত্ন সাংখ্যতীর্থ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী।

পণ্ডিত শিব কুমার শাস্ত্রী মহাশয় "আস্তিক ধর্ম্ম" বিষয়ক বক্তৃতায় অনেক শাস্ত্রীয় গুরু গম্ভীর তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের স্বরূপ, লক্ষণ, প্রমাণ, প্রকারভেদ ও ফল এই কয়টি অতি সুন্দররূপে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় নিজে "আনন্দকানন" বিষয়িনী বক্তৃতায় ভাব ও উচ্ছ্বাসের লহর তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়াছিলেন যে "এই কাশীধামই আনন্দকানন। এই স্থানে আসিয়া দেহান্ত হইলে জীব বিনা পরিশ্রমে মুক্তিরূপ আনন্দের ভাগী হয়েন। সুতরাং ইহাকে "আনন্দকাননই বলা যাইতে পারে। ভূতভাবন মহাদেব এই আনন্দ কাননের বৃক্ষস্বরূপ। কেন না তাঁহার নাম "স্থানু"। এই স্থানুরূপ বৃক্ষে জগন্মাতা অন্নপূর্ণা চিদানন্দ লতিকারূপে বিজড়িত রহি য়াছেন। ধর্ম্ম, ও মোক্ষই এই লতা ও বৃক্ষে ফল স্বরূপ। বাহিরের লতা ও বৃক্ষ মস্তকেই ফলভার বহন করিয়া থাকেন; কিন্তু এই আনন্দ কাননের লতা ও বৃক্ষের পাদদেশ হইতেই ফলের উদ্ভব হইয়াছে। তাই প্রকৃত ভক্তে পক্ষে ভগবচ্চরণাম্বুজেরই মাহাত্ম্য অধিক। এই বক্তৃতায় নিতান্ত পাষণ্ডের ও মন গলি ছিল, ভক্তমণ্ডলী কাঁদিয়া আকুল হই ছিলেন। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশ "মনুষত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহা সরস সংস্কৃত কবিতার ব্যাখ্যানে শ্রোতৃ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রোতৃবৃন্দের নিতান্ত আগ্রহে উৎসবে পর আরও একদিন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বক্তৃ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভূদেব কবিরত্ন সাংখ্যতী মহাশয় "পথহারা পথিক" এই বিষয়ে বক্তৃ করিয়াছিলেন। তিনি সাংখ্যদর্শনের প নাম বাদ অবলম্বন করিয়া বুঝাইয়াছিলে যে, কি "জীবজগৎ কি জড়জগৎ সকলেই গ শীল। পরিণামের নিয়মানুসারে ধর্ম্ম, ল অবস্থার ভিতর দিয়া মনুষ্যজাতি অবি দৌড়িতেছে। সুতরাং এসংসার পথের স লেই পথিক। মনুষ্য অপূর্ণ, সুতরাং অভা গ্রস্ত, তাই সে নানাপ্রকার ক্রিয়াশীল। যে দিন পূর্ণতা পাইবে সেই দিন তাহার স ক্রিয়া মিটিবে, তখন সে চিরবিশ্রাম নিকেত বসিয়া শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারি আর তখন তাহাকে ছুটাছুটি করিতে হইবে শ্রীযুক্ত তারকানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বিলাতী ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতায় নিজের চি শীলতাপূর্ণ গম্ভীর গবেষণার বিশেষ প দিয়া ছিলেন।

ওঁ
বেদব্যাস
চতুর্থ বর্ষ।

৪র্থ ভাগ। মাঘ সন ১২৯৬ সাল। ১০ম খণ্ড।

কৃষ্ণতাণ্ডবস্তোত্রম্।

জে ব্রজৈকমণ্ডনং সমস্তপাপখণ্ডনং,
ভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব নন্দনন্দনম্।
পিচ্ছগুচ্ছমস্তকং সুনাদবেণুহস্তকং,
নঙ্গরঙ্গসাগরং নমামি কৃষ্ণনাগরম্॥ ১॥
নাজগর্ব্বমোচনং বিশালভাললোচনং,
তগোপশোচনং নমামি পদ্মলোচনম্।
ারবিন্দভূধরং স্মিতাবলোকসুন্দরং,
হেন্দ্রমানদারণং নমামি কৃষ্ণবারণম্॥ ২॥
স্বসূনকুণ্ডলং সুচারুগণ্ডমণ্ডলং,
াঙ্গনৈকবল্লভং নমামি কৃষ্ণদুর্লভম্।
াদয়া সমোদয়া সকোপয়া দয়ানিধিং,
খলে সুদুঃসহং নমামি নন্দশংবহম্॥ ৩॥
নগোপনাগরং নবীনকেলিমন্দিরং,
নমেঘসুন্দরং ভজে ব্রজৈকমন্দিরম্।
ব পাদপঙ্কজং মদীয়মানসে নিজং,
ং নন্দবালকঃ সমস্তভক্তপালকঃ॥ ৪॥
সমস্তগোপনাগরীহৃদং ব্রজৈকমোহনং,
নমামি কুঞ্জমধ্যগং প্রসূনভালশোভিনম্।
দিগন্তকান্তরেঙ্গনং সহাসবালসঙ্গিনং,
দিনে দিনে নবং নবং নমামি নন্দসম্ভবম্॥ ৫॥
গুণাকরং সুখাকরং কৃপাকরং কৃপানরং,
ত্বরাসুখৈকদায়কং নমামি গোপনায়কম্।
সমস্তদোষশোষণং সমস্তলোকতোষণং,
সমস্তদাসমানসং নমামি কৃষ্ণলালসম্॥ ৬॥
সমস্তগোপনাগরীনিকামকামদায়কং,
দৃগন্তচারুসায়কং নমামি বেণুনায়কম্।
ভবোদ্ভবাবতারকং ভবাব্ধিকর্ণধারকং,
যশোমতেঃ কিশোরকং নমামি দুগ্ধচোরকম্॥৭॥
বিদগ্ধমুগ্ধগোপিকামনোমনোজদায়কং,
নমামি মঞ্জুকাননে প্রবৃদ্ধবহ্নিপায়িনম্।
যদা তদা যথা তথা তথৈব কৃষ্ণসৎকথা,
ময়া সদৈব গীয়তাং তথা কৃপা বিধীয়তাম্॥ ৮॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণতাণ্ডবস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

বঙ্গ ভাষা বিকাশিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৪র্থ অধ্যায়।

৫। সংস্কৃত হইতেই বঙ্গ ভাষার উৎপত্তি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার আদিভাষা এবং সংস্কৃত ভাষার বহুতর শব্দ সকল অবিকৃত ও বিকৃতরূপে সমুদায় ভাষাতে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু বঙ্গভাষাতে কোটিশঃ বিভক্তি বিরহিত সংস্কৃত শব্দ সকল অবিকৃতভাবে প্রবেশ করিয়া বঙ্গবাসী সর্ব্ব লোকের ব্যবহার্য্য হইয়াছে; সুতরাং ঐ সকল সংস্কৃত শব্দকে আলঙ্কারিকগণ গ্রাম্য সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "সর্ব্ব লোকাবগম্যং যৎগ্রাম্যন্তু দভিধীয়তে"। যে শব্দ সকল সর্ব্ব-লোকের বোধগম্য তাহাকে গ্রাম্য শব্দ বলে। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরতন্ত্র ভাষা তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-গণ বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত ভাষার আত্মজারূপে নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ফলে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে বঙ্গভূমিতে ঔপনিবেশিক আর্য্যসন্তানগণ বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়াও সংস্কৃত ভাষার শব্দ সকল বঙ্গভাষাতে ব্যবহার করাতে উহা সাধারণেরই বোধগম্য ও ব্যবহার্য্য হই-য়াছে। আবার বিজাতীয় রাজ্য শাসনকালীন বিজাতীয় ভাষা সকল বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়া বঙ্গভাষার বিশুদ্ধতা লোপ করিয়াছে; এবং কতকগুলি মিশ্র ভাষারূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা স্বতঃসিদ্ধও বটে। যে সময়ে যেই দেশ যে জাতীয় রাজার শাসিত হয় তৎকালে সেই দেশে রাজ্য শাসন সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়ে ক্রমশঃ সেই জাতীয় রাজারভাষা সকল আসিয়া প্রবেশ করে। যবন রাজাদিগের শাসনকালে বঙ্গভাষায় বহুতর যাবনিক ভাষা প্রবেশ করি-য়াছিল। এখন বঙ্গদেশ ইংরাজি রাজা দ্বারা
শাসিত হওয়াতে এবং বঙ্গভাষায় দিন দি
ইংরেজি ভাষা প্রবিষ্ট হইয়াও বঙ্গভাষা
আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে।

বঙ্গীয় অনুশাসক ভূপতির অভাবেও বঙ্গ
ভাষা অদ্য পর্য্যন্তও জননীরূপিণী সংস্কৃ
ভাষার শব্দ সকল পরিত্যাগ করে নাই, ব
বঙ্গীয় সন্তানদিগের প্রযত্নে দিনে দি
সংস্কৃতভাষা হইতে প্রচুর পরিমাণে শব্দ সক
সংগ্রহ করিতেছে। সুতরাং বঙ্গভাষা
সংস্কৃতের পর দ্বিতীয়া ভাষা বলিয়া যে পূ
নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা সযৌক্তিক
সপ্রমাণ সন্দেহ নাই। প্রমাণার্থে বঙ্গভা
ব্যবহৃত কতিপয় সংস্কৃতের অবিকৃত ও বি
শব্দ প্রদর্শন করা যাইতেছি। সংস্কৃত
বঙ্গভাষায় যেই ভাষা অবিকৃত তাহার
নাম নির্দ্দেশ করিয়া প্রবন্ধ বিস্তার করি
চাহি না, কেবল বিকৃত স্থানে সংস্কৃত ও
ভাষার নাম নির্দ্দেশ করিব। স্বর্গ, সুরলোক,
দেবতা, সুর, বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, গ
কিন্নর, অসুর, দৈত্য, দানব, ব্রহ্মা, ধা
বিধাতা, বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ, কেশব, মা
বাসুদেব, বসুদেব, বলরাম, মদন, কাম, ক
লক্ষ্মী, কমলা, গরুড়, শম্ভু, পশুপতি,
মহাদেব, উমা, গৌরী, কালী, দুর্গা, গ
গজানন, কার্ত্তিকেয়, ষড়ানন, ইন্দ্র, দেব
পুরন্দর, শচী, ইন্দ্রাণী, অমরাবতী, ঐরা
উচ্চৈঃশ্রবা, মাতলী, বজ্র, নারদ, দে
অমৃত, সুধা, পারিজাত, মন্দার (বাঙ্গলা
পাইলামান্দার) অশ্বিনীকুমার, উর্ব্বশী,
(আগুন ভাষা) বহ্নি, অনল, দহন, বাড়ব
সন্তাপ, তাপ, কৃতান্ত যম কাল অন্তক। র
বরুণ, বাত, গন্ধবহ, সমীরণ, বায়ু, (বা
ভাষা) প্রাণ, শীঘ্র, ত্বরিত, সত্বর, তূর্ণ, অ
সতত, সন্তত, [সদৎ ভাষা] অবিরত,
বরত, নিত্য, অজস্র, অতিশয়, একান্ত, নি
কুবের, আকাশ, অম্বর, গগণ, দিক্,

উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ, অগ্নিকোন্, নৈঋৎকোণ
বায়ুকোণ, ঈশানকোণ, অভ্যন্তর, মধ্য, মেঘ,
জলধর, ধারাধর, গর্জ্জন, বিদ্যুৎ, তড়িত, ইন্দ্র-
ধনুঃ, শক্রধনুঃ, বৃষ্টি, বর্ষণ, বৃষ্টিশীল, (শিল-
ভাষা,) দুর্দ্দিন, চন্দ্র, [চাঁদভাষা,] সোম,
চন্দ্রমা, নিশাকর, নিশাপতি, কলা, মণ্ডল, খণ্ড,
অর্দ্ধ [আধাভাষা] চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না,[জ্যোছোনা
ভাষা] প্রসন্নতা, প্রসাদ, শোভা, কান্তি, হিম,
নীহার, শিশির, শীত, নক্ষত্র, তারা, বৃহস্পতি,
গুরু, শুক্র, কাব্য, মঙ্গল; কুজ, বুধ, শনি;
রাহু, মেষ, বৃষ, দ্বাদশরাশি, সূর্য্য, দিবাকর;
ভাস্কর, ভানু, রবি, আতাপ, রৌদ্র, প্রতিপদাদি
ত্রিংশৎতিথি, দিন, দিবা, রাত্র, বাসর, প্রত্যুষ;
প্রভাত, প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, সন্ধ্যা পূর্ব্বাহ্ণ,
মধ্যাহ্ণ, পরাহ্ণ, দ্বিপ্রহর প্রভৃতি। রাত্রি,নিশা,
রজনী, প্রদোষ, অর্দ্ধরাত্র, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ,
শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, শীত, বসন্ত, বর্ষাদি ঋতু,
দেশ; মাস, সংবৎসর, বৎসর, পাপকলুষ,
সুকৃত, ধর্ম্মপুণ্য সুকৃত হর্ষ আনন্দ সুখ।
শল, মঙ্গল-সুত। প্রশস্ত। হেতু-কারণ বীজ।
ল্য যৌবন বৃদ্ধাবস্থা। জন্ম জনন উৎপত্তি।
প্রাণী, জন্তু শরীরী। চিত্ত, হৃদয়, মন, মানস।
বুদ্ধিমতি, চৈতন্য। মেধা। সংকল্প। মন-
ম। চর্চ্চা বিচার বিচারণা। বিচিকিৎসা
সংশয় সন্দেহ। নির্ণয় নিশ্চয়। সিদ্ধান্ত,
ভ্রান্তিভ্রম। প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার স্বীকার। জ্ঞান
জ্ঞান। মুক্তি মোক্ষ নির্ব্বাণ। অজ্ঞান।
ষয় ইন্দ্রিয় তিক্ত মিষ্টাদির রস [তিতা
ঠাভাষা]। শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণবর্ণাদি [সাদা কাল
ষা]। ভাষা কথা বাণী বাক্য বচন শব্দ বেদ
স্বদন্তী। বৃত্তান্ত বার্ত্তা। নাম আখ্যান।
বাদ। দৃষ্টান্ত, উদাহরণ, প্রশ্ন, পৃছা। অনু-
গ। উত্তর। মিথ্যা। অভিশাপ শাপ।
অনুরাগ। যশঃ-কীর্ত্তি। স্তবস্তুতি। ঘোষণা।
নিন্দা, কুৎসা। আলাপ। প্রলাপ। বিলাপ।
রোদন। [কাঁদনভাষা] ে াদন। সঙ্গত

হৃদয়ঙ্গম। নিষ্ঠুর। অনর্থক। অবাচ্য। অস্পষ্ট। সত্য। শব্দ, ধ্বনি: নাদ। রব, কোলা-হল। প্রতিধ্বনি। গীত, গান। মৃদঙ্গ। [মৃদংভাষা] বংশী [বাশীভাষা] ঢক্কা [ঢাক ভাষা] বাদ্য। নৃত্য। [নচনভাষা] নর্ত্তন। নাট্য। কৃপা দয়া অনুকম্পা। হাস হাস্য। বিস্ময় আশ্চর্য্য বিচিত্র। ঘোর ভয়ানক ভয়-স্কর। ত্রাস ভয়। ভাব। গর্ব্ব, অহঙ্কার। অনাদর, তিরস্কার। অবহেলা। লজ্জা। ক্ষান্তি, ক্ষমা। অক্ষান্তি ঈর্ষা। অসূয়া। বিরোধ বিদ্বেষ। শোক। অনুতাপ। কোপ ক্রোধ। রোগ, উন্মাদ। প্রেম স্নেহ। ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ, স্পৃহা, মনোরথ। উপাধি চিন্তা। উৎকণ্ঠা। উৎসাহ। কপট, দম্ভ, শঠতা, ছল, প্রমাদ। অনবধানতা। কৌতুক। বিলাস হেলা। লীলা [নীলাভাষা] পরিহাস। ক্রীড়া খেলা। ঘর্ম্ম (ঘামভাষা) স্বেদ। রোমাঞ্চ রোমহর্ষণ। বিষম্বাদ। নিদ্রা শয়ন স্বপ্ন। ভ্রুকুটি। স্বভাব স্বরূপ প্রকৃতি। কম্প (কাঁপনভাষা)। উৎসব। ইত্যাদি। এই কয়েকটি শব্দ মাত্র অমরের স্বর্গ বর্গ হইতে প্রদর্শিত হইল।

এইরূপে অধিকাংশ শব্দই অমরকোষাদি অভিধান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের বিরক্তিজনক হইবে বলিয়া সমস্ত উদ্ধৃত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। মূল তাৎপর্য্য ইহাতেই বোধগম্য হইবে। ভাষান্তর্গত প্রায় সকল শব্দই সংস্কৃতান্তর্গত এবং সাধারণের ব্যবহৃতরূপে বহুকাল যাবৎই প্রচ-লিত আছে। সুতরাং গণনাতে বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত ভাষার পর শ্রেণীতেই বিবেচনা হই-তেছে। ভাষাতত্ত্ববিৎপণ্ডিত সকলেই এক তানে সংস্কৃতকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ এবং সর্ব্ব প্রধান বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেই সংস্কৃত বিভক্তিমাত্র বিরহিত অবিকৃত শব্দ সমূহ এবং ঈষৎ বিকৃত শব্দ যে ভাষাতে প্রযুক্ত

আছে তাহাকে দ্বিতীয়াভাষা বলিতে বোধ হয় সকলেই সরল মনে স্বীকার করিবেন। অন্যান্য ভাষাতে এবম্বিধ পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ সকল প্রবেশ করিতে পারে নাই এবং যাহা সকল প্রবেশ করিয়াছিল পরিবর্ত্তনীয় কালসহকারে এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে বহু অনুসন্ধান না করিলে কোনরূপে সংস্কৃত শব্দ সকল স্থিরীকৃত হয় না। বঙ্গবাসী আর্য্য সন্তানদিগের আর্য্যাচারের সংস্রবের ন্যায় আর্য্য ভাষারও সংস্রব দেখা যাইতেছে। অতএব বঙ্গভাষাকে সম্পূর্ণ সংস্কৃত সম্ভবা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম।

৫ অধ্যায়।

বঙ্গভাষার পূর্ব্বাবস্থা।

ঔপনিবেশিক বঙ্গবাসিগণ কোন সময় হইতে বঙ্গভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন তাহার নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন। যেহেতুক তদ্বিষয়ের অকাট্য নিদর্শন কিছুমাত্রও প্রদর্শন করার সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন দীর্ঘদর্শিগণ সুসভ্য হইলেও ইতিবৃত্ত নির্ণয় সম্পর্কে তাঁহারা কিছুমাত্র প্রমাপক বাক্যরত্ন সংগ্রহ করেন নাই। ইহার নির্ণয় করিতে হইলে অনুমানই বলবান প্রমাণ এবং অনুমানের অবিরোধি অন্যান্য প্রত্যক্ষাদিও প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে।

আর্য্যবংশীয় হিন্দুরাজগণের শাসনকালে সংস্কৃত ভাষাই বিশেষ আদৃতা ছিল। তাঁহাদের রাজ-কার্য্য সম্বন্ধীয় পুস্তকও সংস্কৃত-মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদিই ছিল। উহাই ইংরেজী আইন এবং মুসলমানের কোরাণের স্থানীয় সন্দেহ নাই। তৎকালে বিচার সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ও সংস্কৃত শব্দ দ্বারাই প্রযুক্ত হইত। যথা বাদী, অর্থী (ফৈরাদী)। প্রতিবাদী প্রত্যর্থী।)আসামী)। বিচারক, প্রধান বিচারক্। প্রড়্বিপাক (মুন্সেফ্ জজ)। বিচার অভিযোগ (মোক দমা)। সাক্ষী সাক্ষ্যতাগ্রহণ (জবানবন্দী)। অমাত্য (আমলা)। মন্ত্রী (মুচ্ছুদ্দী)। লেখ মনস্বী (মুনসী)। বাদ-কার্য্যকর (উকি মোক্তার)। পদাতিপত্তি (প্যাদা)। বিচারাল ধর্ম্মাধিকারিণ (কাছারি)। কারাগার (গারদ) বন্দী (কয়েদী)। বিচার নিষ্পত্তি (রায়)। আ আদেশ (হুকুম)। শাসন দণ্ড শাস্তি (জ মানা)। মুক্তি (ছুটী খালাস্ বধক্ষাস্)। নির্ব্বাস দ্বীপান্তর। পাণ্ডুলিপি (নকল) ইত্যাদি য তীয় বিচারালয় সম্বন্ধীয় বিষয় সকল সংস্কৃত শ দ্বারা প্রযুক্ত হওয়ার প্রমাণ দেখা যাইতেছে। এবং নিদর্শনপত্র নিযুক্তপত্র প্রশংসাপ প্রশস্তিপত্র দানপত্র বিক্রয়পত্র ও নিযুক্ত এবং ক্রমপত্র সকলও সংস্কৃত দ্বারা লিখি হইত। দানপত্রের প্রমাণ প্রচুররূপেই প্র র্শন করা যাইতে পারে। যথা।

চতুরশ্বমেধ যাজিনঃ বিষ্ণুরুদ্রস গোত্র সম্রাজ কার্য্যকানাং মহারাজ শ্রীপ্রবর সেন ইত্যাদি। মহারাজ প্রবরসেন দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন সেই দা পত্র বিধবা বিবাহের দ্বিতীয় পুস্তকের ২ পৃষ্ঠায় এবং বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে শূদ্রক না এক রাজা ছিলেন তাঁহার নিদর্শনপত্র ১ পৃষ্ঠায় এবং ১০১৮ সংবৎ সময়ে সুবস্ত রা হর্ষদেব শিবের মন্দিরে যে প্রশস্তিপত্র লিখি ছিলেন তাহা ১১১ পৃষ্ঠায় বিদ্যাসাগর মহাশ প্রমাণ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তা হইল।

মহারাজ বল্লালসেনের তাম্রফলকের দা পত্রের বিষয়ও সংস্কৃতে লিখিত বলিয়া অনেকে অবগত আছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে পত্রগুলি যে সংস্কৃতে লিখিত হইত সন্দে নাই।

বর্ত্তমান ১২৮৬ বঙ্গাব্দের যোগার্থ দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে। সংস্কৃত সম্বন্ধে শ্বেতবা

কল্পাতীতাব্দা কলের্গতাব্দা শকাব্দা এই তিন প্রকার ব্যবহারিক বর্ষাঙ্ক বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে। সংবৎ বঙ্গাব্দা মঘাব্দ হিজ্রী খৃষ্টাব্দা প্রভৃতি স্বস্ব দেশে প্রচলিত বলিয়াই অনুমান হয়। তদ্দেশীয় লোকের অভ্যুন্নতির ধ্বজাস্বরূপ স্বস্ব ভাষাতে অব্দাঙ্ক নিয়োজিত হইয়াছে। যদি বঙ্গাব্দ প্রভৃতি কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যাইতেছে না কিন্তু বহুকালীয় প্রাচীন দলিলে অবিশুদ্ধ বঙ্গভাষার নিম্নে বঙ্গাব্দ বিরাজ করিতেছে। ইহাদ্বারা বঙ্গভাষা ১২৮৬ সন হইতে বিশেষরূপে পরিচিতা ও স্বদেশীয় সভ্যাদৃতা বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে।

বঙ্গভাষা মূলভাষা নহে। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার মিশ্রণে ইহার সমুৎপত্তি হইয়াছে। সকল ভাষারই প্রাথমিক অবস্থায় সঙ্গীত সকল গ্রন্থিত হইয়া থাকে। বঙ্গভাষার প্রাথমিক অবস্থায় যে সকল সঙ্গীত সংরচিত হইয়াছে তাহাতে সংস্কৃত প্রাকৃত হিন্দি ব্রজবুলির মিশ্রণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বিদ্যাপতি জীবগোস্বামী কতকগুলি পদ্য রচনা করেন—উহা দোঁহা নামে খ্যাত। কিন্তু উহার কাব্যত্ব বা পদ্যত্ব কোনমতে স্বীকার করা যাইতে পারে না।

বঙ্গভাষার এই অভিনব অবস্থাতেই বিঘ্ন সমূহ সম্পতিত হয়। ভাষার বিশুদ্ধতা না হওয়ার পূর্ব্বেই তাদৃশ বিঘ্ন হওয়াতে বর্ত্তমানে অনেকস্থলে বঙ্গভাষা বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।

১১২৫ শকাব্দে, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে যবন রাজাদিগের বঙ্গদেশে আধিপত্যের বিস্তার হওয়াতে যাবনিক শব্দ সকল বঙ্গভাষাতে প্রবেশ করিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিলেও বিশ্রীকতা উৎপাদন করিতে লাগিল। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে সময়ে যে দেশ যে জাতীয় রাজশাসিত হয়, সেই সময়ে তজ্জাতীয় ভাষার শব্দ সকল সেই দেশীয় ভাষায় প্রবেশ করে। যেমন বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী ভাষার শব্দ সকল বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়া দিন দিন সাধারণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে। যবন শাসন সময়েও বঙ্গভাষার সম্যক বিশুদ্ধও প্রস্ফুটভাবে না থাক, কিন্তু সেই সময়ে কতিপয় মহাকবি জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষায় কাব্য প্রণয়ণ দ্বারা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এবং তদবধি বঙ্গভাষাও বিশেষ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল।

ক্রমশঃ।

বর্ণ বিচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইহার পরেও কি বলিব আর্য্য ঋষিগণ জাতিভেদ মানেন নাই? এ পর্য্যন্ত আমরা জাতিভেদের বিপক্ষে যতগুলি পুস্তক পাঠ অথবা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি প্রায় সকলেই সুচনাতেই বলিয়া থাকেন যে,"প্রাচীন আর্য্য সমাজে ঐ সকল চিহ্নের কোনটী লক্ষিত হয় না"। আমরা আর এসম্বন্ধে অধিক কি লিখিব, পাঠক মহোদয়গণই আমাদের উদ্ধৃত শ্লোকগুলির পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখিবেন।

৩। জাতিভেদ অনুসারে ব্যবসার বিভিন্নতা। ভগবান্ মনু চতুঃবর্ণের ও বর্ণ শঙ্করদিগের সম্বন্ধে যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তিনি (ব্রহ্মা) ব্রাহ্মণদিগের অধ্যয়ন অধ্যাপন যজন, যাজন, দান প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ॥ ১ম অধ্যায় ॥ ৮৮ ॥

ক্ষত্রিয়দিগের প্রজা প্রতিপালন, দান অধ্যয়ন যজ্ঞ ও স্রক্চন্দন বনিতাদি ভোগাশক্তির পরিবর্জ্জন সংক্ষেপে কল্পনা করিলেন। ঐ ॥৮৯॥

বৈশ্যগণ পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম, করিবে। ঐ ॥ ৯০ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা শূদ্রদিগের পক্ষে এই ভার সমর্পণ করিলেন যে, তাহারা অসূয়া বিহীন হইয়া প্রাধান্যরূপে এই বর্ণত্রয়ের সেবা শুশ্রূষা করিবে। ঐ ॥ ৯১ ॥

বিপদকালে ব্রাহ্মণাদি সকলের নিম্নলিখিত কার্য্য জীবনের হেতু বলিয়াছেন ; যথাঃ—

বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষাং বিপণিঃ কৃষিঃ।
ধৃতি ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবন হেতবঃ ॥
১০ম অধ্যায় ॥ ১১৬ ॥

যাহার অনাপৎকালে যে জীবিকা নিষিদ্ধ, আপৎকালে উহার অনুমতি দিয়াছেন, যেমন ব্রাহ্মণের বিদ্যা, শিল্প, ভৃতি দাসভাবে বেতন গ্রহণ, সেবা পরাজ্ঞাকরণ, গোরক্ষা পশুপালন, বাণিজ্য, কৃষি-সন্তোষ (সন্তোষ থাকিলে অল্পেতেও জীবিকাচলে), ভৈক্ষ্য ভিক্ষা সমূহ, কুসীদ সুদের জন্য ধন প্রয়োগ এই দশটী ব্রাহ্মণাদির সকলের আপাৎকালে জীবনের হেতু বলিয়াছেন ॥ ঐ ॥ ১১৬ ॥

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ পরিচর্য্যায় জীবিকা করিতে অশক্ত হয়, তবে ক্ষত্রিয় পরিচর্য্যায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তদাভাবে বৈশ্য পরিচর্য্যায় বৃত্তি করিবে এই সকলের অভাবে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম করিবে ॥ ঐ ॥ ১২১ ॥

যাহারা আনুলোম্যে দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন, উহাদিগকে অপশদ শব্দে বলা যায় এবং যাহারা প্রাতিলোম্যে উৎপন্ন, উহাদিগকে অপ-ধ্বংসজ শব্দে বলা যায়, ঐ উভয় প্রকার জাতিরা ব্রাহ্মণাদির উপকারক গর্হিত কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ১০ম অধ্যায় ॥ ৪৬ ॥

আজকাল অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, স্বার্থপর ও পক্ষপাতী ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ জাতি কর্ত্তৃক শূদ্র জাতি অন্যায়রূপে নিপীড়িত, অবহেলিত ও সমস্ত অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছে। আমরা এসম্বন্ধে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করিলাম।

ব্রাহ্মণদিগকে জ্ঞানালোচনায় যেমন সম্পূর্ণ ভার প্রদত্ত হইয়াছে শূদ্রদিগকেও সেইরূপ কার্য্যানুষ্ঠানের ভার প্রদত্ত হইয়াছে। সংসার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা জ্ঞানালোচনায় ও ব্রহ্ম চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, বাহ্য কার্য্যে তাহাদের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। সেইপ্রকার যাহারা সর্ব্বদা সাংসারিক ক্রিয়াজালে সতত-সক্ত থাকিবেক, অন্তর্জগতের ধ্যানগম্য পথে তাহাদের প্রবৃত্তি কম থাকিবে। শূদ্রদিগকে যেমন বেদে অধিকার প্রদান করেন নাই, তেমন ব্রাহ্মণদিগকেও স্বাধ্যায়ের বিরোধী যাবতীয় কর্ম্ম নিষেধ করিয়াছেন। যথাঃ—

সর্ব্বান পরিত্যজেদর্থান স্বাধ্যায়স্য বিরোধিনঃ
যথা তথাধ্যাপয়ংস্তু সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা ॥
৪র্থ অধ্যায়। ১৭

বেদাভ্যাসের বিরোধী উপার্জ্জনাদি যে সকল বিষয় তাহা পরিত্যাগ করিবে, বেদাভ্যাসের অবিরোধে যে কোন উপায় দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। যেহেতু স্নাতক ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করিলেই কৃতকৃত্য হয়েন।

শূদ্র ও স্ত্রীজাতির প্রকৃতিগত বাহ্য কার্য্যে আসক্তি অধিক থাকায় তাহাদিগকে বেদে অধিকার প্রদান করেন নাই। আধ্যাত্ম জ্ঞান বিস্তার রহিত কৃষি সেবাদি কেবল সাংসারিক কার্য্যভারে সতত অনুষ্ঠান নিঃসম্বল শূদ্রের যেমন ভ্রম প্রমাদ ও অবিবেচনাজনিত নানা অকার্য্য ঘটিবার সম্ভব, তেমনি ব্রাহ্মণাদি অপেক্ষা প্রায়শ্চিত্তও অর্দ্ধ পরিমাণে বিহিত হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের নিকট সাধ্যপক্ষে গুণের অনাদর ছিল না। জাতীয় জীবন স্থিতির অবিরোধ গুণানুরূপ যতদূর সম্মান বিহিত হইতে পারে তাহা তাঁহারা বিধান করিয়া গিয়াছেন। বিদূর শূদ্র হইয়াও ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সূত প্রতিলোম জাত হইলেও তাঁহার পুরাণ কথনে অধিকার ছিল। ভগবান মনু ও অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ শূদ্রদিগকে যে যে অধিকার প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উধৃত করা হইল। ভগবান মণু লিখিয়াছেনঃ—

ধর্ম্মেপ্সবস্ত ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রমর্জ্জং ন দূষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥
১০ম অধ্যায় ॥ ১২৭ ॥

যে শূদ্র ধর্ম্মবেত্তা, ধর্ম্মলিপ্সায় দ্বিজাতি আচার ব্যবহার আশ্রয় করে, সে পঞ্চ মহা যজ্ঞাদি কর্ম্ম নমস্কার মন্ত্র দ্বারা নির্ব্বাহ করিলে কোন প্রত্যবায় নাই, বরং তাহাতে খ্যাতি-লাভ করিতে পারে।

যথা যথাহি সদ্বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনসূয়কঃ।
তথা তথে মঞ্চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্য নিন্দিতঃ ॥
ঐ ॥ ১২৮ ॥

শূদ্র যে যেরূপে দ্বিজাতির আচার অনুষ্ঠান করে, সেইরূপে লোকে অনিন্দিত হইয়া মান্য হয় এবং পরলোকে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ঐ ॥ ১২৮ ॥

"ন্যায় বর্ত্তিনাং বৈশ্যবচ্ছৌ চ কল্পচ"।
৫ম অধ্যায়। ১৪০ ॥

ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের শৌচ নিয়মাদি বৈশ্যের ন্যায়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেনঃ—

ভার্য্যারতিঃ শুচিভৃ ত্যভর্ত্তা শ্রার্দ্ধ ক্রিয়াপরঃ।
নমস্করেণ মন্ত্রেণ পঞ্চ যজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ ॥

শূদ্র স্বদার নিরত, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচযুক্ত দ্বিজাতীর ন্যায় ভৃত্যাদির ভরণকর্ত্তা এবং নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যশ্রাদ্ধ, অতিথি সেবা, পিতৃ তর্পনাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞ কখন ত্যাগ করিবেন না।

যম বলেনঃ—

স্মার্ত্তং শূদ্রঃ সমাচরেৎ।

দ্বিজাতি বিহিত বিশেষ কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত সকল স্মার্ত্ত কর্ম্মই শূদ্রের অধিকার আছে।

দেবল বলেন।

"শূদ্রগণের দ্বিজাতি শুশ্রূষা, ন্যায় পথে থাকিয়া পরিবার প্রতিপালন, কর্ষণ; পশুপালন, ভারবহন, চিত্রকর্ম্ম, নৃত্য গীত এবং বেনু বীণা, মৃদঙ্গবাদনাদি করিবে"।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সিদ্ধি উদ্দেশে তৎসাধক সমস্ত কর্ম্মই তাহাদের জন্য বিহিত হইয়াছে। মোক্ষোপার্জ্জনে তাহাদিগের প্রয়োজন অথবা অধিকার না থাকায় মোক্ষ সাধক বেদেও তাহাদিগের অধিকার বিহিত হয় নাই।

কেহ কেহ দণ্ড বিষয় প্রভেদ দেখিয়া থাকেন। শিক্ষা শক্তি এবং পদ মর্য্যদায় বিভিন্নতা অনুসারে তাহাদের মান, অপমান লজ্জা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান এবং অভিমান ন্যুনাধিক হইয়া থাকে। কেহ কোন দণ্ডনীয় কার্য্য করিলে তাহাদের অনুতাপ ও চৈতন্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার দণ্ডও আবশ্যক। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ এইরূপ চতুর্ব্বর্ণের দণ্ডের বিভিন্নতা করিয়া গিয়াছেন। ন্যুনাধিক পরিমানে সকল দেশেই এরূপ দণ্ড বৈষম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইউরোপেও এইরূপ দণ্ড বৈষম্য দৃষ্ট হয়। তথাচ একজন লর্ড অথবা ডিউক কোন অপরাধ করিলে যে পরিমাণ দণ্ড দেওয়া হয়, এক জন মজুর ঠিক সেই রূপ অপরাধ করিলে লর্ড অপেক্ষা অনেক অধিক দণ্ড প্রাপ্ত হয়। এক জন লর্ড যদি একটি গাড়োয়ানকে একটা ঘুঁশা মারেন তবে তাহাকে সময়মত মিষ্ট ভৎসনা দ্বারাই দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এক জন গাড়োয়ান যদি এক জন লর্ডকে অপমান সূচক কোন কথা বলেন তবে তাহাক অত্যন্ত কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হয়। ইউ-রোপের আইনে দণ্ড বৈষম্য লেখা নাই, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রদিতে দণ্ড বৈষম্য লেখা আছে, ইহাই প্রভেদ।

ইউরোপের বিচারালয় সমুহের রিপোর্ট পাঠ করিলে মনুর যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা হইতে বড় প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। যাহাহউক আইনে লেখা না থাকিলেও প্রত্যেক দেশেই দণ্ড বৈষম্য

বর্ত্তমান আছে। লোকের শক্তির প্রকৃতি ও পরিমানের বিভিন্নতা বশতঃ তাহাদের পদ মর্য্যাদা ইত্যাদির যে প্রভেদ হইয়া থাকে এবং সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া দণ্ডও বিভিন্নতা হওয়া উচিত। প্রচীন কালের দণ্ড সকল অত্যন্ত কঠোর ছিল সন্দেহ নাই। প্রাচীন সময় ব্রাহ্মণ বধ ঘোরতর পাপ বলিয়া মনে করিত তাই তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বধ দণ্ড প্রদান করিতেন না। এভিন্ন আর সকল দণ্ডই প্রদান করিতেন। তবে তাহাদের মধ্যে জাতি বিশেষে দণ্ডের বৈষম্য ছিল।

আমরা যে দেশের প্রতি দৃষ্টীপাত করি, সেই দেশেই কোন না কোন প্রকার জাতিভেদ প্রথা দেখিতে পাই। কোন দেশে ধর্ম্ম মূলক, কোন দেশে জ্ঞান মূলক, কোন দেশে ক্ষমতা মূলক, আর কোন দেশে অর্থ মূলক,—জাতিভেদকে সর্ব্বত্রই হয় একরূপ নয় অন্যরূপ দেখা যায়। সংসারের কার্য্য সুচারুরূপ নির্ব্বাহের জন্য এইরূপ শ্রেণী ভেদ অথবা জাতিভেদ নিতান্ত আবশ্যক। আমরা সাম্য সাম্য বলিয়া যত চীৎকারই করিনা কেন যতই সকলে সমান ইত্যাদি বলিয়া ও দেখাইয়া প্রমাণ করিনা কেন, কিন্তু এই সংসার ক্ষেত্রে সেই ধর্ম্ম যাজক, সেই যুদ্ধার্থী সেই বানিজ্য ব্যবসায়ী, সেই ডাক্তারী, সেই ধোপা, সেই নাপীত, সেই মেথর, সেই মুর্দ্দাফরাস, ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোক সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে বিদ্যমান রহিয়াছে ও যতদিন মনুষ্য জাতি পৃথিবীতে থাকিবে, ততদিন ঐ শ্রেণী ভেদ বিদ্যমান থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে শূদ্র ও বর্ণশঙ্কর জাতি নুন্যাধিক পরিমানে সমাজের হীন কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতেছেন। যদি জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া যায় তবে এই সকল হীন বৃত্তির জন্য কোন না কোন শ্রেণীর লোকের নিতান্তই আবশ্যক হইবে অর্থাৎ মনে করুন শূদ্রগণ ভৃত্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন যদি জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া হয় তবে ঐ শূদ্রের স্থলে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকের দরকার হইবে। ভৃত্য অভাবে সমাজের লোকের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অতএব যে স্থলে ঐ সকল শ্রেণীর লোকের নিতান্তই দরকার সেস্থলে তাহা গুণগত কি বংশগত হওয়া কর্ত্তব্য ইহাই এক মাত্র তর্কস্থল।

ইংরেজদিগের মধ্যে ঠিক চারটি শ্রেণী না থাকুক শ্রেণা আছে বটে। ইংরেজদিগের লর্ড সম্প্রদায় একটি পৃথক জাতি। লর্ডদিগের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা সকলেই লর্ড শ্রেণীভূক্ত হন এবং কনিষ্ঠের বা সকলেই লর্ড শ্রেণীভূক্ত না হউক কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও শ্রমোপজীবী শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় না। আমাদের ন্যায় ইংরেজদের মধ্যেও নামের পদবী জানিতে পারিলে ভদ্র কি অভদ্রবংশীয় তাহা স্থির হইতেপারে। ব্যবসা বিষয়েও কতকগুলি শ্রে[ষ্ঠ] আর কতকগুলি নিকৃষ্ট ব্যবসা বলিয়া গণ্য হয়। বিবাহ বিষয়েও উৎকট নিয়ম রহিয়াছে। আহারাদি সম্বন্ধেও আমাদের ন্যায় বড় কঠিন নিয়ম না থাকিলেও একজন লর্ড একজন নিম্নশ্রেণীয় ইংরেজের সহিত একত্র আহার করিতে বাধ্য হন না। ফলতঃ উচ্চবংশ বলিয়া তাহাদেরও অভিমান আছে।

ইউরোপীয়ো জাতিভেদের নাম শুনিলেই আজকাল অনেকে শীহরিয়া উঠেন। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলে হিন্দুদিগের মন জাতিভেদ প্রথার যত অনুগত ইউরোপীয়দিগের মন বরং তাহা অপেক্ষা অধিকতর অনুগত। ইহাদের ন্যায় জাতিভেদের ভক্ত এমন আর কেহ নহে। ইহারা এদিকে আমাদিগকে বলিয়া থাকেন যে “ হিন্দুরা কি অসভ্য, মেথর ছুঁইলে স্নান করে ইত্যাদি। কিন্তু ওদিকে সাহেবরা যাহাকে হীন জাতি বলিয়া মনে করেন তাহাদিগের জীবনের কোন মূল্য আছে বলিয়া বোধ করেন না। বর্ণ পার্থক্য শ্বেতাঙ্গদিগের চক্ষে সহে না, অথচ যাহার সহিত তাহাদিগের বর্ণগত বিভিন্নতা আছে, তাহার স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটাইতে, তাহার সুখের পথে কাঁটা দিতে, তাহাকে পশুবৎ নিপীড়ন করিতে, তাহাদের সুশিক্ষিত দয়া (১) ও সুমার্জ্জিত বিবেক (২) অণুমাত্রও ব্যথিত হয় না। দেখা যায় অনেক শ্বেত মহাপুরুষগণ, কৃষিক্ষেত্র প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকার সেবকবর্গের নিরাবৃত পৃষ্ঠে স্বহস্তে কশাঘাত করিতে, বিন্দুমাত্র কষ্টবোধ করেন না। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটন হইয়া এবং অপ্রমিত অর্থরাশি ব্যয় ও রক্তের সমুদ্র বহমান হইয়া এক্ষণে নিগ্রোরা দাসত্য শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু বর্ণ পার্থক্যের বিরোধ কি তথাপি প্রক্ষালিত হইয়াছে?

আমাদের দেশে যে সকল ইংরেজ আছেন তাঁহাদের এদিকে জাতিভেদ প্রথার প্রতি ঘৃণা করিয়া থাকেন কিন্তু ওদিকে তাঁহারা ভিতরে ভিতরে ও কার্য্য কালে জাতিভেদ প্রথার অত্যন্ত ভক্ত দেখা যায়। গত দেড় শত বৎসরের ব্যবহারে আমরা স্পষ্টতই প্রত্যেক কার্য্যেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। যাহা হউক বর্ত্তমান খৃষ্টানেরা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের কতকগুলি শিক্ষিত ব্যাক্তিও বলিয়া থাকেন যে “ ঈশ্বর সকলের পিতা, এ সংসারে সকলেই এক সমান, একশ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর প্রতি কেন প্রভূত্ব করিবে ইত্যাদি।” বক্তৃতায় বা প্রবন্ধ লিখিত এই সকল কথা শুনিতে কি পাঠ করিতে অত্যন্ত মিষ্ট বোধ হয়, কিন্তু এই সংসারক্ষেত্রে, ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সর্ব্বাংশে সমান এমন কোন পদার্থই নাই। বৈচিত্র্যই প্রকৃতির মহত্ত্ব।

এই পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সর্ব্বত্রই দেখা যায় “ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে “সকলেই সমান” এমন কোন পদার্থ নাই। এক রকম—কোন পরিবর্ত্তন বা বৈষম্য নাই—এমন দুইটী পদার্থ এই সংসারে কি কেহ দেখিয়াছেন? এই যে সমস্ত বৃক্ষশ্রেণী আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এদিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পাইব? ক্ষুদ্র বৃহৎ, উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট, আরও কতশত বৈষম্য দেখিতে পাইব। সংসারে এরূপ পার্থক্য প্রত্যেক পদার্থে প্রত্যেক প্রাণীতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এইরূপ বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রতম সমস্ত প্রাণীতেই বিশেষ বিশেষ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আবার সেই এক এক শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও নানারূপ ইতর বিশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। অনেকরূপ বাঘ একশ্রেণীর প্রাণী—এই বাঘেরই মধ্যে আবার কত প্রকার শ্রেণীভেদ। এই যে আমগাছ দেখিতেছি ইহারা সর্ব্বত্রই কি ঠিক এক আকৃতির দেখিতে পাইব এবং ইহার ফল কি সর্ব্বত্রই একরূপ দেখিব? এক শ্রেণীর আম এত উৎকৃষ্ট হইতেছে যে তাহা আহার করিতে মনুষ্যের সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয়, আর এক শ্রেণীর অমি এত নিকৃষ্ট হইতেছে যে তাহা দেখিলেও ঘৃণাবোধ করে। কেন সকলেইত এক ঈশ্বরের সৃষ্টি, তবে এক শ্রেণীর মধ্যেই এত গুরুতর প্যার্থক্য রহিয়াছে কেন? আবার দেখুন যে আমগাছে উৎকৃষ্ট আম হয় তাহাতে অধিকাংশ আমই উৎকৃষ্ট হইবে, ও টক্ আমের গাছে টক্ আমই দেখা যায়। তবে যত্নের ত্রুটীতে কখন কখন ভাল আমও মন্দ হয় সত্য, কিন্তু আবার যত্ন করিলে পূর্ব্বভাবই প্রাপ্ত হইবে। তদ্রূপ বংশানুক্রমে আমরা সকলেই স্বস্ব বংশের দোষগুণ ক্রমান্বয়ে পাইতেছি। এইরূপ সংসারের প্রত্যেক পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যায় যে ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে এক এক শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও পরস্পর গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে।

যে স্থলে ভগবানের স্বজিত পদার্থের মধ্যে সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টের বিভাগ দেখা যায়, সে স্থলে মনুষ্য জাতির মধ্যেও তাহা অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। ফলতঃ মনুষ্যজাতির মধ্যেও ঐরূপ পরস্পর এক শ্রেণীর কি এক ব্যক্তি হইতে অন্য শ্রেণীর বা ব্যক্তির ন্যুনাধিক পরিমানে পার্থক্য রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মা গল্ ও তাঁহার শিষ্য ডাক্তার স্পার্গাইম্ মহোদয়গণ যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

উপরি উক্ত মহাত্মাগণ বহুতর অনুসন্ধানের পর নিশ্চয় করিয়াছেন যে "মনুষ্যদিগের বুদ্ধি-বৃত্তিগত বিস্তর ইতর বিশেষ আছে। হৃৎতত্ত্ব বিবেক বেত্তারা অধিকন্ত বলেন যে সকলকার মনোবৃত্তি সমান নহে। এই বিষয়ের যতার্থতা বিষয়ে বিস্তার প্রমাণ সংগ্রহ করা অপেক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির মনে মনে আপন পরিচিত লোকদিগের স্বভাব, বুদ্ধি, রীতি, নীতি, স্নেহ, দয়া, দাক্ষিণ্য, কৃপণতা ও ধাতু প্রভৃতি তুলনা করিয়া দেখিলেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ন্যুন্যাধিক বিভিন্নতা দেখিতে পাই-বেন। কিন্তু এই বিভিন্নতার কারণ কি এ বিষয়ে প্রাচীন মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিরা বলেন যে কেবল শিক্ষাও অভ্যাস ও সংসর্গেরগুণে সেই বিভিন্নতা জন্মে। হৃৎতত্ত্ববিবেকবেত্তারা বলেন যে সে কথা যতার্থ বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের বিভিন্নতাই ইহার প্রধান কারণ। তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে একজন অশেষ বাধাসত্বেও কোন বিষয়ে সুপটু হই-তেছেন, আর কতজন শৈশাবস্থা অবধি অত্যন্ত যত্নের সহিত গুরুর নিকটে সংস্থাপিত হইয়াও কোন বিদ্যাউপার্জ্জন করিতে পারেন না? ফলতঃ ভারতবর্ষীয় লোকের এ বিষয়ে কিছু মাত্র কুসংস্কার নাই। ইহারা সকলেই উত্তমরূপ অবগত আছেন যে পূর্ব সংস্কারজাত জাতিভেদ অথবা ব্যক্তিভেদে স্বভাব ও বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন। সেই বিভিন্নতা নৈসর্গিক, কেবল সংসর্গাদি জন্য নহে।

ক্রমশঃ।

পূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জপ যজ্ঞ।

ধ্যান ধারণারূপ মধ্যম পূজা প্রদর্শিত হই-য়াছে। তাহাতে যে তোমাদের অধিকার নাই তাহাত বোধহয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছ। এখন অধম পূজা জপযজ্ঞের বিষয় বলা যাইতেছে। ইহা শ্রবণ করিয়া সাধ্যায়ত্ত মনে করিলে, এই জপযজ্ঞই করিবে, তাহাতে কোনই আপত্তি নাই। জপ বিষয়ে শাস্ত্র কি বলিতেছেন দেখ, * * * "প্রাণায়ামত্রয় কুর্য্যান্মুলেন প্রণবেনচ অথবা মন্ত্র বীজেন যথোক্ত বিধিনা সুধীঃ মনোজীবাত্মনোঃ শুদ্ধি প্রাণায়ামেন জায়তে। ততোগুরু পঙ্ক্তি প্রণামানন্তরং মন্ত্র শিখাং স্মরেৎ তদ্ যথা সপ্তচক্রণীব্যাপ্য কুণ্ডলিন্যাঃ সপ্তধা গমনাগমনমিতি। ততোমন্ত্র চৈতন্যং যথা গঙ্গাগমে। থং সহস্রদল কমলে অকথাদি ত্রিকোণ মণ্ডলে দেবীং বিভাব্য পরম শিবে সহক্রীড়াং কারয়িত্বা তদমৃতেনতাং স্নাপয়িত্বা পুনর্মূলাধারে সমানীয় কূর্চ্চবীজদ্বয়ং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি রূপায়াং সুষুম্নায়াং তৎপুটিতং মণুং তেজরূপং বিচিন্ত্য পুনরকথাদি ত্রিকোণ পুটিতং মন্ত্রং বিভাব্য চন্দ্রামৃতেন প্লাবয়েৎ। ততোমন্ত্রার্থ চিন্তনং তদ্ যথা সরস্বতীতন্ত্রে "মূলাধারে মূ বিদ্যাং ভাবয়েদিষ্টদেবতাং। শুদ্ধস্ফটিকসং স্কাশং ভাবয়েৎ পরমাক্ষরীং। ভাবয়েদক্ষ শ্রেণীমিষ্ট বিদ্যাং সনাতনীং। মুহূর্ত্তর্দ্ধং বিভাব্যেতাং পশ্চাদ্ধ্যান পরো ভবেৎ। ধ্যান কৃত্বা মহেশানি মুহূর্ত্তার্দ্ধং ততঃ পরম্। ততো

জীবো মহেশানি মনসা কমলেক্ষণে। স্বাধি-ষ্ঠানং ততোগত্বা ভাবয়েদিষ্টদেবতাম্। বন্ধু-কারুণ সঙ্কাশং জবা সিন্দূর সন্নিভং। বিভাব্য অক্ষর শ্রেণী পদ্মমধ্যগতাম্পরাং। ততোজীবঃ প্রসন্নাত্মা পক্ষিণা সহ সুন্দরি॥ মণিপুরং ততো গত্বা ভাবয়েদিদেষ্টবতাম্। বিভাব্য অক্ষর শ্রেণীং পদ্ম মধ্যেগতাম্পরাং। শুদ্ধস্ফটীক সঙ্কাশং শিরঃ পদ্মোপরিস্থিতাম্। ততোজীবো মহেশানি পক্ষিণা সহসুন্দরি। হৃৎপদ্মংপ্রয-যৌশীঘ্র নীরজায়ত লোচনে। ইষ্টবিদ্যাং মহেশানি ভাবয়েৎকমলোপরি। বিভাব্য অক্ষর শ্রেণীং। ততোজীবো মহেশানি বিশুদ্ধং প্রযযৌপ্রিয়ে। তৎপদ্মগগণং গত্বা পক্ষিণা সহপার্ব্বতি। ইষ্ট বিদ্যাং মহেশানি আকাশো-পরিচিন্তয়েৎ। পক্ষিণাসহদেবেশি খঞ্জনাক্ষি শুচিস্মিতে। ইষ্টবিদ্যাং মহেশানি সাক্ষাদ্ব্রহ্ম-স্বরূপিনীং। বিভাব্য অক্ষর শ্রেণীং হরিদ্বর্ণাং বরাননে। আজ্ঞাচক্রে মহেশানি ধ্যানং কৃত্বা শুচিস্মিতে। ধ্যানেন পরমেশানি যদ্রূপং সমুপস্থিতং তদেব পরমেশানি মন্ত্রার্থং বিদ্ধি পার্ব্বতি।

* * * কুল্লুকাং মুর্দ্ধ্নি বিন্যস্য হৃদিসেতুং বিচিন্তয়েৎ। মহাসেতুং বিশুদ্ধৌচ নির্ব্বাণং মণিপুরকে। স্বাধিষ্ঠানে কামবীজং রাগিণী মুর্দ্ধ্নি সংস্থিতম্। বিচিন্ত্য বিধিবদ্দেবি মুলাধারান্তি-কাচ্ছিবে। বিশুদ্ধান্তং স্মরেদ্দেবী বিষতন্তু কনীয়সীং। বেদস্থানং ছিদেণ্ডং মূলমন্ত্র কৃতং হৃদঃ।

* * * * জপ বিষয়ে, যাহা সাধারণ মনু-ষ্যের অর্থাৎ তোমাদের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই, এবং বুঝিবারও সাধ্য নাই এমত বহু-বিধ ন্যাস ও চিন্তাদির বিষয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু তাহা এভাবে প্রকাশ করা নিষেধ আছে, সুতরাং তাহা বলিতে পারিলাম না। যাহা প্রকাশ করিতে বিশেষ নিষেধ নাই তাহারই কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা গেল, ইহার অর্থ শ্রবণ কর। " * * * মূল মন্ত্রের দ্বারা, অথবা প্রণবের দ্বারা কিম্বা মন্ত্রের বীজভূত মন্ত্রের দ্বারা রীতিমত তিনবার প্রাণা-য়াম করিতে হইবে। প্রাণায়ামের দ্বারা, ঈর্ষা অসূয়া, কামক্রোধাদি সমস্ত মল কাটিয়া গিয়া, অগ্নি পরিশোধিত সুবর্ণের ন্যায় জীবাত্মা আর মনের পরিশোধন হয়। অতএব তিনবার প্রাণায়ামে যদি তাহা কিছুই না হয় তবে যতবার প্রাণায়াম করিলে ঐরূপ অবস্থা হইবে ততবারই প্রাণয়াম করিতে হইবে। জীবাত্মা ও মনের মালিন্য থাকিলে কদাচ জপ যজ্ঞ হয় না। তৎপর গুরু, পরমগুরু, পরাপর গুরু এবং পরমেষ্টি গুরুকে প্রণাম করিবে। তত্পর মূলাধার হইতে তুলিয়া কুলকুণ্ডলিনীকে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইবে এবং ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে পুনর্ব্বার মূলাধারে আনিবে, এইরূপ সাতবার করিতে হইবে। তত্পর মস্তকস্থিত সহস্র দল কমল কর্ণিকার অন্তর্গত অকথাদি চিহ্নিত ত্রিকোণ মণ্ডলে ইষ্টদেবকে ধ্যান করিয়া ঈশ্বর তত্ত্বের সহিত তাঁহার সম্মিলন অনুভব করিবে। অর্থাৎ মানসপূজা প্রকরণে যে ঈশ্বরের পিতৃত্ব আর মাতৃত্বের বিষয় বলিয়াছি তাহার সম্মিলন অনুভব করিবে। তৎকালে সেইখানে এক-প্রকার পরমামৃত রস নিসন্দিত হয়, সেই রসের দ্বারা ইষ্টদেবতাকে অভিষিক্ত করিবে। তৎ-পর সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা তাঁহাকে মূলাধারে আনিবে। তৎপর যে যে শক্তি হইতে মন্ত্রের বর্ণ কয়েকটির বিকাশ হইয়াছে সেই সকল শক্তির সমষ্টিস্বরূপ মন্ত্রটি কূর্চ্চবীজদ্বয়ের দ্বারা সম্পুটিত করিয়া তাহার অপূর্ব্ব ও অলৌকিক তেজরাশি অনুভব করিবে। অনন্তর সেই চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি-রূপা সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা কূর্চ্চবীজ শক্তি পুটিত মন্ত্রশক্তিকে সেই ত্রিকোণ মণ্ডলে লইয়া সেই পরমামৃতের দ্বারা প্লাবিত করিবে। তৎপর আধারপথে মূল মন্ত্রের বর্ণশক্তি কএকটিকে সমষ্টিরূপে অনুভব করিবে। তখন স্ফটিকপ্রভার

ন্যায় তাহার সুনির্ম্মল শুক্লবর্ণ জ্যোতি দর্শন করিবে, এবং ইষ্টদেবতার সহিত সেই বর্ণগুলির অভিন্নতা অনুভব করিবে। ১ দণ্ড পর্য্যন্ত এইরূপ অনুভব করিয়া আর একদণ্ড পর্য্যন্ত ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে। তত্‌পর জীব, অন্তঃকরণ সঙ্গে লইয়া স্বাধিষ্ঠানে গমন করিয়া মন্ত্রের অরুণ-বর্ণ প্রভা অনুভব করিবে এবং তাহার সহিত ইষ্টদেবতার অভেদ দর্শন করিবে। এইরূপ ক্রমে মনিপুর, তৎপর অনাহত তত্‌পর বিশুদ্ধ পথ ও তৎপর আজ্ঞাচক্রে গমন করিয়া মন্ত্রটিকে ক্রমে স্ফটিকবর্ণ, ধূম্রবর্ণ, হরিতবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, প্রভান্বিত অনুভব করিয়া তাহার সহিত ইষ্টদেবতার অভেদ দর্শন করিবে। এইরূপ ধ্যানের দ্বারা হৃদয়ে যে অবস্থা বিশেষের পরিস্ফুর্ত্তি হয় তাহাই মন্ত্রের অর্থ। * * * তৎপর মস্তক মধ্যে কুল্লুকা মন্ত্রের অনুভব করিবে, এবং হৃদয়ে সেতুমন্ত্রের কণ্ঠে মহা সেতুমন্ত্রের, মণিপূরে নির্ব্বাণ নামক মন্ত্রের, এবং স্বাধিষ্ঠানে কামমন্ত্র শক্তির অনুভব করিয়া মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত সুষুম্না নাড়ীর অনুভব করিয়া তন্মধ্যে মূলমন্ত্রে আবৃত ফড়ন্তপ্রণব শক্তির অনুভূতি করিবে। (ক) * * *

এতদ্ব্যতীত আরও অধিকতর দুরষ্টেয় অনেক বিষয় আছে কিন্তু তাহা সাধারণে প্রকাশ নিষেধ বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। যাহাহউক যেটুক বলিলাম এই টুকুই কেমন বিবেচনা কর। ইহা কি সাধারণ লোকে করিতে পারে! তুমি পার? কখনই না, "পারি" বলিলেও আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যদি বড়ই যত্ন সহকারে চেষ্টা কর তাহা হইলে কেবল মিথ্যা কাল্পনিক চিন্তা মাত্রই করিতে পারিবে। সুখদুঃখ বেদনাদি অনুভবের ন্যায় মনকে সেইখানে লইয়া গিয়া কুণ্ডলিনী, ইষ্টদেবতাও মন্ত্রাদির প্রকৃত স্বরূপের অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না। আমেরিকা আফ্রিকার ইউরোপাদির নাম বর্ণনাদি শ্রবণ করিয়া, যেমন এইদেশে থাকিয়াই এই দেশের আকৃতি প্রকৃতি কল্পনা করিয়া আমেরিকাদি দেশের কাল্পনিক চিন্তামাত্র করা যায়,—কিন্তু তাহা ঠিক সেই আমেরিকাদির অনুভব নহে; আমেরিকায় গিয়া তাঁহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করাকেই আমেরিকার অনুভব করা বলা যায়। তুমিও সেইরূপ কুণ্ডলিনী প্রভৃতির নাম বর্ণাদি শ্রবণান্তে মনের স্থানে (মস্তিষ্ক মধ্যে) মনকে রাখিয়াই সূত্র বা সূক্ষ্ম সর্পাদির দৃষ্টান্তে একটা মিথ্যা কল্পনা করিতে পারিবে। কিন্তু সেই সকল স্থানে গিয়া তাহার মানসিক প্রত্যক্ষ করা হইবে না। অতএব ঐরূপ চিন্তা কেবল স্বপ্ন দেখামাত্র উহার দ্বারা কিছুমাত্র উপকার সাধন হয় না। অতএব যপ যজ্ঞ করা হইল না, জগন্মাতার অধম পূজাও করিতে পারিলে না। এখন ক দেখি কি করিবে? উত্তম পূজার (মানসী পূজার) তো নামই করা যায় না, মধ্যম পূজার (ধ্যান ধারণার) ও নিকটে যাওয়ার ক্ষমতা নাই, অধম পূজা জপ যজ্ঞে অধিকার হইল না! তবে কি করিবে অধমাধম বাহ্য পূজাই তবে কর। ঘৃত দু জীর্ণ না হইলে শাকান্নের দ্বারা শরীর রক্ষা করিতে হয়। শাকান্নে ঘৃণা করিয়া মৃত শয্যায় শয়ন করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। অতএব বহিঃ পূজাকর। বহি পূজা করিতে করিতে ক্রমে জপযজ্ঞে অধিকার হইবে, জপযজ্ঞ করিতে করিতে ধ্যান ধারণায় অধিকার হইবে, ধ্যান ধার করিতে করিতে মানস পূজার অধিকার হইবে।

যতদিন বাহ্য পূজায় অধিকার থাকিবে ততদিন মুখ্যকল্পে বাহ্য পূজাই করিবে, এবং ক্রমে উচ্চপদে আরোহণ করার নিমিত্ত— সঙ্গে সঙ্গে গৌণ ভাবে যথা কথঞ্চিৎরূপে কিছু কিছু জপ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও করিবে। পরে যখন জপ যজ্ঞানুষ্ঠানে পরিপক্কতা হইবে তখন মুখ্যরূপে জপযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিবে এবং গৌণরূপে তৎসঙ্গে সঙ্গে ধ্যান ধারণাদির যথা কথঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু তখনও সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত বাহ্য পূজা কিছু কিছু করিতেই হইবে। পরে যখন ধ্যান ধারণায় অধিকার জন্মিবে তখন জপাদি পরিত্যাগ করিয়া মুখ্যরূপে কেবল ধারণই করিতে হইবে এবং অগ্রসর হওয়ার নিমিত্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানস পূজা কিছু কিছু শিক্ষা করিতে হইবে। তৎপর যখন মানস পূজায় পরিপক্কতা হইবে তখন ধ্যানাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল মানসী পূজাই করিবে। অতএব এখন বহিঃ পূজায়ই নিরত হও, বাহিরের দ্রব্যের দ্বারা জগদম্বার সেবা করিতে থাক। সেই বহিঃ পূজাও এমত সুকঠিন ব্যাপার যে তাহাও তোমার ভাগ্যে ঘটিবে কি না বলিতে পারি না। বহিঃপূজার অর্থ বা প্রকৃত মর্ম্ম অনেকেই অবগত নহে, সুতরাং তাহা করিতেও পারে না। অনেকের ভাগ্যে কেবল মন্ত্র পাঠাদির আড়ম্বরের দ্বারায় মিছামিছী জীবন অতিবাহিত করাই ফল হইয়া থাকে, এবং অযথা অর্থ ব্যয় হয়। আজকাল সচরাচর যে ভাবে বাহ্য পূজাদি করিতে দেখ তাহা প্রকৃত পূজা নহে, উহা পূজার একটা খোলোসমাত্র জানিবে।

ক্রমশঃ।

[ক] সমস্ত মন্ত্রই সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে সুতরাং আমরা এখানে কুল্লুকা, সেতু, মহাসেতু প্রভৃতি কোন মন্ত্রই ভাঙ্গিয়া দিলাম না।

হিন্দু বিবাহে আয়ুর্ব্বেদীয় অভিমত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এইরূপ যৌবনবিবাহে পুরুষের দৈহিক উন্নতির যুক্তি যেরূপ প্রবল, নৈতিক উন্নতির যুক্তিও তদ্রূপ দৃঢ়। দৈহিক অপূর্ণাবস্থায় জীর্ণ শীর্ণ অপুর্ণ সন্তানে সংসার যেরূপ বিষময় হইয়া উঠে, নৈতিক অপূর্ণাবস্থায় দারকলত্রাদির দুর্ব্বাহভারেও সংসার তদ্রূপ শান্তির শ্মশানভুমি হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাংই স্ত্রীলোকের বাল্যবিবাহ সংসারের যেরূপ হিতজনক, পুরুষের বাল্যবিবাহ তদ্রূপ অহিতকর। এই সকল আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করিয়া সে কালের ঋষিগণ স্ত্রীজাতির বাল্যবিবাহ এবং পুরুষজাতির যৌবন বিবাহের অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। কত বজ্রাঘাত, ঝঞ্জাবাত হিন্দুসম্প্রদায়ের শীর্ষদেশ বিচুর্ণিত করিল, তথাপি ঋষিপ্রণীত এই শুভকরী প্রথার বিলোপ হইল না। তাই বলিতেছি, বিধিপ্রণয়ন চপলমতি বালক বা অদূরদর্শী বৃদ্ধেরও কর্ম্ম নহে। সহস্র সহস্র বৎসরে, সমাজের গঠন সহস্র সহস্র ভাবে পরিবর্ত্তিত হইলেও, যাহা পরিবর্ত্তিত হইবার নহে, তাহাই বাস্তবিক বিধি। এবং সেই বিধি যিনি প্রণয়ন করিতে পারেন, তিনিই বাস্তবিক বিধি প্রণেতা। যাঁহারা ইংরেজী তরঙ্গে উচ্ছলিত হইয়া ঋষিপ্রণীত এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিতে প্রয়াসী, তাহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, একবার তাঁহারা আনুপূর্ব্বিক ভাবিয়া দেখুন, বিবাহ বিভ্রাটে সম্মতিদান, তাঁহাদের বুদ্ধি বিভ্রাটের পরিচয় কি না।

অধুনা বিবাহযোগ্য বয়স নিরূপণ লইয়া, যে, মতবাদ উপস্থিত হইয়াছে, বাস্তবিক বিবাহের বয়স নিরূপণই যদি সেই আন্দোলনের মূলমন্ত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের

পূর্ব্বলিখিত প্রবন্ধদ্বারা তাহা মিমাংসিত হইয়াছে। কিন্তু আন্দোলনকারিগণ যাহাই বলুন তাঁহাদের সেই বিবাহের কালনিরূপনের অর্থ, যে, সন্তানোৎপাদনের কাল নিরূপণ, তাহা তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তিদ্বারাই সুস্পষ্টরূপ প্রমাণিত হয়। কেননা, শুধু বিবাহের বয়সের পূর্ব্বাপর্য্যদ্বারা Physical অর্থাৎ শারীরিক উন্নতি বা অবনতির কোন তর্কই উত্থাপন হইতে পারে না। সন্তানোৎপাদনের পূর্ব্বাপর্য্যদ্বারাই Physical উন্নতি বা অবনতি। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদে গর্ভগ্রহণযোগ্য কালের কিরূপ মতবাদ আছে "হিন্দু-বিবাহে আয়ুর্ব্বেদীয় অভিমত" শীর্ষক প্রস্তাবে তাহার সমালোচনা করা আবশ্যক।

সত্য বটে, দিনে দিনে এ প্রদেশ, যে, চিররোগিণী গৃহিণী এবং চিররুগ্ন সন্তানের আবাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, চিন্তা করিয়া দেখিলে, অকালপ্রসবই উহার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে। সূর্য্যের উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত অবিরাম পরিশ্রমে গৃহপতি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া গৃহে আসিলেন অমনি, গৃহিণীর পরিম্লান মুখচ্ছবি ও বালক বালিকাগণের রুগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া, তাহার হৃদয়গ্রন্থি শতধা ছিন্ন হইত থাকে। বাহিরে অশান্তি, গৃহে অশান্তি। এই যে অশান্তি হইতে অশান্তিতর দশায় পরিণত, অকালপ্রসব উহার অন্যতম কারণ, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এজন্য অকালপ্রসবের সংস্কার সাধন বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিশেষ যত্নবান হওয়া বিধেয়। আমরা সংস্কারক সম্প্রদায়ের সহিত এ বিষয়ের সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করি। বাস্তবিক, এই বাল্যপ্রসব প্রথার সংস্কার সাধন হইলে, সন্তান না হইতেই আর প্রসূতিকে সন্তান শোক অভিভূত, কিম্বা, জীবদেহ ভূমিষ্ঠ না হইতেই তাহাকে নানাবিধ আধিব্যাধিতে ক্লান্ত দেখিতে হয় না।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ এবং আয়ুর্ব্বৈদিক ঋষিগণ গর্ভগ্রহণ যোগ্যকাল সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, এবং এক্ষণে তাহার কিরূপ পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সমালোচনা করিলেই আমাদের এ প্রস্তাবের সুমীমাংসা হইতে পারে।

বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যালোচনা এবং ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত কথোপকথন করিয়া, আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহাই উপলব্ধি হয়, যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্তান উৎপাদন বা গর্ভগ্রহণের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। রঘুনন্দন কেবল জ্যোতিস্তত্ত্বে ভুজবলভীমোক্ত বচনে গর্ভগ্রহণ বা সন্তানোৎপাদনের কাল উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এই—

পুমান্ বিংশতিবর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবর্ষয়া।
স্ত্রিয়া সঙ্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধে রজস্যপি।
অপত্যং জায়তে ভদ্রং তয়োর্ন্যূনেহধমং স্মৃতম্।

"গর্ভাশয় এবং আর্ত্তবরক্ত বিশুদ্ধ থাকিলে বিংশতিবর্ষ বয়স্ক পুরুষ, ষোড়শবর্ষীয়সী কন্যায় গমন করিলে, সুসন্তান উৎপন্ন হয়। ইহার ন্যূন বয়সে সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহা অপকৃষ্ট।"

ভুজবলভীমে যেরূপ কালনির্ণয় আছে, সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে বাগ্ভটও ঠিক তদ্রূপ কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

পূর্ণষোড়শবর্ষা স্ত্রী পূর্ণবিংশেন সঙ্গতা।
শুদ্ধে গর্ভাশয়ে মার্গে রক্তে শুক্রেহনিলে হৃদি।
বীর্য্যবন্তং সুতং সূতে ততোন্যূনাব্দয়োঃ পুনঃ।
রোগ্যল্পায়ুরধন্যো বা গর্ভো ভবতি নৈব বা॥

"গর্ভাশয়, অপত্যপথ, আর্ত্তব, শুক্র, বায়ু এবং হৃদয় বিশুদ্ধ থাকিলে, পূর্ণষোড়শবর্ষীয়সী স্ত্রী, পূর্ণবিংশতিবর্ষ বয়স্ক পুরুষের সহিত সঙ্গত হইলে, যদি তাহাতে সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে সেই সন্তান রোগী, অল্পায়ু এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, কখন বা গর্ভই একবারে হয় না।

সুশ্রুত বলেন,—

ঊনষোড়শবর্ষায়াম প্রাপ্তপঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ সবিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥

অতিবৃদ্ধায়াং দীর্ঘরোগিণ্যাং অন্যেন বা বিকারেণ উপসৃষ্টায়াং গর্ভাধানং নৈব কুর্ব্বীত। পুরুষস্যেবম্বিধস্য তত্রৈব দোষাঃ সম্ভবন্তি॥

"ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্ক স্ত্রীতে, পঞ্চবিংশতির ন্যূনবয়স্ক পুরুষ সন্তান উৎপাদন করিলে, সেই সন্তান কুক্ষিতেই বিনষ্ট হয়; জন্মিলেও দীর্ঘজীবী হয় না; দীর্ঘজীবী হইলেও হীনবলেন্দ্রিয় হয়। এজন্য অত্যন্ত বালিকার গর্ভাধান করিবে না। অতিবৃদ্ধা দীর্ঘরোগিণী বা অন্যবিধ রোগে আক্রান্ত হইলেও তাহার গর্ভাধান করা বিধেয় নহে। স্ত্রীলোকের যে সকল অবস্থায় গর্ভধান করা নিষিদ্ধ, পুরুষেরও তত্তাবৎ অবস্থায় গর্ভ উৎপাদন করা অবিধেয়।"

এইরূপ বয়োনিরূপণের বিশেষ যুক্তিও পরিলক্ষিত হইতেছে।

সুশ্রুত বলেন,

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলোভিষক্।

"পুরুষের পঞ্চবিংশবর্ষ বয়সে এবং স্ত্রীলোকের ষোড়শবর্ষ বয়সে বলবীর্য্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া, সুবৈদ্যগণ জানিবেন।

পিতামাতার অপূর্ণ বয়সে সন্তান উৎপন্ন হইলে, সন্তানেরও অপূর্ণতা জন্মে। পুরুষের পঞ্চবিংশ এবং স্ত্রীলোকের ষোড়শবর্ষের নিম্নে বলবীর্য্য অপূর্ণ থাকে। এজন্য পুরুষের পঞ্চবিংশ এবং স্ত্রীলোকের ষোড়শবর্ষের ন্যূনে সন্তান উৎপাদন করা অবিহিত বলিয়া সুশ্রুত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অতএব স্থিরীকৃত হইল, যে, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদের মতে ষোড়শবর্ষের স্ত্রী এবং বিংশতিবর্ষের * পুরুষের পরস্পর সঙ্গত হওয়া বিধেয়। তৎপূর্ব্বে স্ত্রীসহবাস বড়ই অবৈধ এবং অকল্যাণকর।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন, যে, হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রী ঋতুমতী হইলে, তাহাকে উপভোগ না করা বড়ই গর্হিত। কারণ

---

* বয়োবিভাগে আয়ুর্ব্বৈদিকদিগের পরস্পরের কিছু মতভেদ লক্ষিত হয় বলিয়া কেহ কেহ ভ্রুকুটী করিতে পারে। সুতরাং তৎপ্রসঙ্গে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। এদেশীয় সুপ্রাচীন শারীরতত্ত্ববিদ্দিগের মন্তব্য পাঠে এইটী অবগত হওয়া যায়, যে, স্ত্রীজাতির গর্ভগ্রহণসম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোনও ভেদ নাই। তাহার কারণ এই, তদানীন্তন সকল চিকিৎসকই কিঞ্চি-ন্যূনাধিক দ্বাদশবর্ষ, স্ত্রীজাতির যৌবন প্রারম্ভের সময় বলিয়া জানিতেন। দ্বাদশবৎসরের পর আরও কিছুদিন অতীত হইলেই যৌবনের পূর্ণতা ঘটে, এই হিসাবে ষোড়শবৎসর স্ত্রীজাতির যৌবনের পূর্ণতার সময় বলিয়া সে কালের চিকিৎসকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরুষের যৌবনের পূর্ণতা বিষয়ে সুশ্রুত ও বাগ্ভটের একটী মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে মৌলিক বৈষম্য কিছুই নাই। উভয়েরই মত—যৌবনের পূর্ণতায় সন্তান উৎপাদন। সুশ্রুতের মতে বয়সের বিভাগ এইরূপ;

বয়স ত্রিবিধ যথা, বাল্য, মধ্য এবং বৃদ্ধ। তন্মধ্যে ষোলবৎসরপর্য্যন্ত বাল্য। বালক আবার ত্রিবিধ; যথা দুগ্ধপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী এবং অন্নভোজী। ষোল হইতে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যবয়স। তাহারও আবার চতুর্ব্বিধ বিকল্প। যথা, বৃদ্ধি, যৌবন, সম্পূর্ণতা এবং হানি। তন্মধ্যে বিশবৎসরপর্য্যন্ত বৃদ্ধি বিশ হইতে ত্রিশবৎসরপর্য্যন্ত যৌবন, ত্রিশহইতে চল্লিশবৎসরপর্য্যন্ত সম্পূর্ণতা এবং চল্লিশ হইতে

মনু বলেন,—

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো রতিকাম্যয়া॥

"পুরুষ ঋতুকালে স্বকীয় স্ত্রীতে গমন করিবেন। কামাচারী হইলে স্ত্রীর সন্তোষবিধানের নিমিত্ত পর্ব্বদিন পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋতুকাল ব্যতীতও স্ত্রী উপভোগ করিতে পারেন।"

পরাশর বলেন,—

ঋতুস্নাতাস্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ব্রহ্মহত্যায়াং পততে নাত্র সংশয়ঃ॥

"যিনি নিকটে থাকিয়াও ঋতুস্নাতা ভার্য্যা উপভোগ করেন না, তিনি যে ঘোর ব্রহ্মহত্যা-পাপে পতিত হয়েন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" সুতরাং দ্বাদশবর্ষে স্ত্রী ঋতুমতী হইলে, ষোড়শ-বর্ষ পর্য্যন্ত তাহাকে উপভোগ না করা, অবশ্যই ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাতে কিছুই ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধতা লক্ষিত হয় না। যেহেতু প্রথম মনুর নিয়ম বিধি,—ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে"। এস্থলে ঋতুকাল শব্দে প্রশস্ত ঋতুকাল বুঝিতে হইবে। যাহা প্রশস্ত গর্ভগ্রহণ যোগ্য কাল, তাহাই আবার প্রশস্ত ঋতুকাল। মেধাতিতি বলেন,—ঋতুর্নাম স্ত্রীণাং শোনিতোপলক্ষিত-গর্ভগ্রহণ-যোগ্য-কাল বিশেষঃ। এদিকে ভুজবলভীম বলিতেছেন,—

পুমানবিংশতিবর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবর্ষয়া।
স্ত্রিয়া সঙ্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধে রজস্যপি।
অপত্যং জায়তে ভদ্রং তয়োর্ন্যনেহধমং স্মৃতম্

"গর্ভাশয় এবং আর্ত্তব রক্ত বিশুদ্ধ থাকিলে বিংশতি বৎসরের পুরুষ ষোড়শবর্ষীয়সী স্ত্রী গমন করিলে, সুসন্তান উৎপন্ন হয়; অন্যথা অপকৃষ্ট সন্তান জন্মে।"

সুতরাং ভুজবলভীমের এই বিশেষ আদে[শ] বলে, ষোড়শবর্ষে স্ত্রীলোকের প্রশস্ত গর্ভগ্রহ[ণ] যোগ্য ঋতুকালে উপস্থিত হয় একথা' অবশ্যই স্বীকার্য্য। ঋষিগণ প্রশস্ত ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিলে, সুসন্তান উৎপন্ন হইবে বলিয়া তাহারই বিধান করিয়াছেন। ভোগলালসা চরিতার্থ ক

সত্তরবৎসরপর্য্যন্ত ঈষৎ পরিহানি। সপ্ততির পর হইতে বৃদ্ধবয়স"।

বাগ্‌ভটের মতে বৎসের ত্রিবিধ বিভাগ। যথা,—বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য। তন্মধ্যে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য, তৎপরেই যৌবন। সুশ্রুতের মতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য, তৎপর দশ বৎসরকাল বৃদ্ধি সংজ্ঞায় পরিগণিত হইয়াছে। বাস্তবিক বুঝিতে গেলে, উহা যৌবনেরই প্রথমাবস্থার নামান্তরমাত্র। সুতরাং শারীরতত্ত্বজ্ঞদিগের এই মত বিভিন্নতারও মূলতত্ত্বে অভিন্নতাই বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিতে হইবে। তবে যতদিন মানব প্রকৃতির বিভিন্নতা বর্ত্তমান থাকিবে,, ততদিন এই অবান্তর ভিন্নতা কিছুতেই বিদূরীত হইবার নহে। মনেকর,—যৌবনের প্রারম্ভে শ্মশ্রূদ্গম হইতে দেখিয়া শ্মশ্রূদ্গাম যৌবনের চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তন্মধ্যে কাহারও পনর, কাহারও ষোল ও কাহার সতর বৎসরে শ্মশ্রূদ্গম হ বলিয়া, গড়গড়তা ষোল বৎসরে শ্মশ্রূদ্গাম হ এইরূপ ধরা যায়। সুতরাং ষোল বৎসরেই যৌবন আরম্ভ হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তৎপর ২০।২৫ কি ত্রিশ বৎসরে শ্মশ্রূদ্গামের পূর্ণতা দেখিয়া সাধারণতঃ ২৫ বৎসর যৌবনের পূর্ণতা হয় বলিয়া ধরা যায়। এইরূপেই এই অংশের বৈজ্ঞানিকতা। সুতরাং বুদ্ধিশুদ্ধি লইয়া কাজ করিতে হইলে যেরূপ হিসাবে কাজ করা উচিত, এই সকল নির্দ্দেশের তাহাই উদ্দেশ্য। তাহাতে কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক হইলেই যে, বেদমন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া যায়, শাস্ত্রকারদিগের এইরূপ অভিমত নহে। যাহারা তদ্রূপ করিতে চাহেন, তাহারাই ভ্রান্ত। অতএব শারীরতত্ত্বজ্ঞদিগের এইরূপ মত বিভিন্নতায় কিছুই আসিয়া যাইতেছে না।

ইন্দ্রিয়বিলাস পরিতৃপ্তির জন্য হিন্দুর স্ত্রীসম্ভোগ নহে। হিন্দুর স্ত্রীসম্ভোগ পুত্রোৎপাদন জন্য, পুত্র আবার পিণ্ডের জন্য। সুতরাং যদ্দারা সুসন্তান উৎপন্ন হইল না, অথবা উৎপন্ন হইয়াই মরিয়া গেল, না মরিলেও মরমর হইয়া বাঁচিয়া রহিল তাহার জন্য হিন্দুর স্ত্রীসম্ভোগের বিধি নহে। অতএব মনুর বিধানের অবিরোধে, ভুজবল-ভীমের বিশেষ বিধানে, আয়ুর্ব্বেদের সমর্থনে ষোড়শাদিবর্ষের প্রশস্ত ঋতুকালে সুসন্তান কামনায় স্ত্রীসম্ভোগ করা বিধেয়, তৎপক্ষে মনুর সহিত কোন বিরোধ নাই।

অপরতঃ পরাশরের মত। এই মতে ঋতুস্নাতা ভার্য্যাকে নিকটে থাকিয়াও যিনি সম্ভোগ করেন না, তিনিই পাতকী। এতদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে প্রশস্ত ঋতুকাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীকে পতিসমীপবর্ত্তিনী না করিলেই পরাশরীমতে কোন পাপাশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে না।

ক্রমশঃ।

বিবিধ।

বেদব্যাস প্রকাশে বিলম্ব—

বেদব্যাস প্রকাশে অযথা বিলম্ব জন্য পাঠকগণ সমীপে আমরা বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। এ ক্রটির জন্য যদিও আমরাই সম্পূর্ণ দোষী, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে আমাদের কর্ত্তব্যের প্রতি শৈথিল্য হইয়াছে। বেদব্যাস আমাদের জীবনের' সঙ্গী ও সহায়, সুতরাং জীবন থাকিতে আমরা বেদব্যাস প্রকাশে শৈথিল্য করিতে পারিব না। পৌষ সংখ্যা বেদব্যাস যদিও অনেক পুর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু পোষ্টাফিষ কর্ত্তাদিগের নিগ্রহ বশতঃ সময়ে পোষ্ট করিতে পারা যায় নাই। অগ্রিম টাকা জমা দিলে বেদব্যাস ৫ পয়সা ডাক খরচায় পাঠান যায়। কিন্তু এবার টাকা জমা দিতে বিলম্ব হওয়ায় সে সুবিধা আমরা হারাইয়াছি। সেইজন্য পৌষ ও মাঘ একত্রে প্রকাশ করিয়া পাঠান হইল। ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যাও ঐ কারণে এইরূপ একত্রে প্রকাশ করিয়া পাঠাইতে বাধ্য হইব। অতএব গ্রাহকগণ এ ক্রটি আমাদের মার্জ্জনা করেন, এই প্রার্থনা।

ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় প্রায় দুই মাস ধরিয়া আসাম প্রদেশে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসামবাসীদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব পুনরুদ্দিপন পূর্ব্বক তুমুল আন্দোলন করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া গৌহাটি প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতাদি করিয়া এখন ডিব্রুগড় অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। আমরা সংবাদ পাইলাম তিনি সত্বরই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব-ইনি এখন কাশীতে থাকিয়া তন্ত্রতত্ত্ব প্রকাশের আয়োজন করিতেছেন। তন্ত্রতত্ত্বের যে বিজ্ঞাপন আমরা পাইয়াছি তাহা পাঠে যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বিদ্যার্ণব মহাশয় অতীব গুরুতর কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তবে বিদ্যার্ণব মহাশয়ের ন্যায় প্রকৃত আনুষ্ঠানিক ও তন্ত্র শাস্ত্রের বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে এ কার্য্য সুশৃঙ্খলে সংসাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তন্ত্রতত্ত্ব পাঠের জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে বিদ্যারত্ন মহাশয় এই অল্পদিন মধ্যেই প্রচার কার্য্যে বেশ সুযশলাভ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাদি শুনিয়া সাধারণে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছেন। ইতি মধ্যেই তিনি ৩।৪ টি নূতন হরিসভা স্থাপন করিয়াছেন এবং নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া

হিন্দু সাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে-ছেন। ভরসা করি তিনি চিরজীবন এই সুব্রতে ব্রতী থাকিয়া সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করুণ।

ধর্ম্মান্দোলন।

বর্দ্ধমান—পলাশী। বিগত ৯ই মাঘ হইতে ১২ই মাঘ পর্য্যন্ত পলাশী হরিসভার প্রথম বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

২৪ পরগণা—বিজপুর (কাঁচড়াপাড়ার অন্ত-র্গত)। বিগত ১৬ই মাঘ হইতে ২১শে মাঘ অবধি বিজপুর সভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎ-সব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

রাজসাহি—বোয়ালিয়া। আগামী ২৩এ, ২৪এ, ২৫এ, ফাল্গুণে বোয়ালিয়ার ধর্ম্ম সভার চতুর্ব্বিংশ বার্ষিকাধিবেশন হইবে। তদুপলক্ষে দেশ বিদেশীয় পণ্ডিত মহাশয়গণ আগমন পূর্ব্বক হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে বক্তৃতা, উপদেশ ও শাস্ত্রিয় বিচারাদি করিবেন এবং দেশ বিদেশীয় সংস্কৃত পরিক্ষার্থী ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহিত হইবে।

ময়মনসিং—নেত্রকণা,—বাঙ্গালাগ্রাম মাঘ মাসের ২৩শে তারিখ মঙ্গলবার বাঙ্গলা "হিন্দু ধর্ম্মালোচনী" সভার সাহায্যে একটি মহোৎসব হইয়া গিয়াছে।

হুগলি—চুচড়া। গত ২৩শে মঘা মঙ্গল-বার চুচড়া শ্রীশ্রী ৺ হরিসভার তৃতীয় সাম্বৎস-রিক মহোৎসবের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

যশোহর—খুলনা। শ্রীলশ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ পরিব্রাজক মহাশয় খুলনা আর্য্যধর্ম্ম সভায় গত ২৯। ৩০শে মাঘ তারিখে ৩টী "ধর্ম্মবিষয়িণী" বক্তৃতা করেন।

পাবনা—সিরাজগঞ্জ। গত ৪ঠা হইতে ৬ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত তিন দিবস সিরাজগঞ্জ আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার ৫ম বার্ষিক উৎস-বের কার্য্য মহাসমারোহে নির্ব্বাহ হইয়াছে।

হুগলী—রাজহাট—দেবনান্দপুর। অত্র প্রায় তিন বৎসর হইল এখানে "হরি-সংকীর্ত্তন" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ২রা ফাল্গুন হইতে ৫ই পর্য্যন্ত যথাসময়ে মহা সমারোহের সহিত ইহার ত্রৈবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

নদীয়া—নাটুদহ—রতনপুর। ২৮শে মাঘ হইতে ৮ দিন রতনপুর ৺ হরিসভার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বরিসাল----রহমতপুর। বিগত ২৩শে মাঘ কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন পরিব্রাজক এখানে ভক্তি ও মুক্তি এবং তৎপরদিবস সাকার ও নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

দাঁইহাট হরিসভা—বিগত ভৈমীএকাদশী দিবসে দাঁইহাট হরিসভার একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কাশী হইতে শ্রীযুক্ত ভূদেব কবিরত্ন মহাশয় আসিয়া তিন দিবস তিনটী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অনেকেই সুখী হইয়াছেন। বিশেষতঃ উক্ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মস্পর্শী আবেদন শ্রবণে শ্রোতা মাত্রেই উৎসাহিত হইয়াছিলেন। আমরা সর্ব্বান্তকরণে জগন্মাতা সমীপে হরিনারায়ণবাবুর দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।

কাটোয়া হরিসভা—মাঘীপূর্ণিমার দিন কাটোয়া হরিসভার বাৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বক্তৃতা করেন।

দাঁইহাট-আখড়া হরিসভা—আখড়া হরি সভারবাৎসরিক উৎসবও ঐ মাঘীপূর্ণিমার দিন সম্পন্ন হই।ছে। এই উপলক্ষে রামরসায়ন ও সংকীর্ত্তণাদি হইয়াছিল।

ওঁ

বেদব্যাস

চতুর্থ বর্ষ।

৪র্থ ভাগ। ফাল্গুন সন ১২৯৬ সাল। ১১শ খণ্ড।

অন্নপূর্ণা স্তোত্রং।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্য রত্নাকরী।
নির্ধূতাখিল ঘোর পাবনকরী প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরী ॥
প্রালেয়াচল বংশ পাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥১
নানা রত্ন বিচিত্র ভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী।
মুক্তাহার বিলম্বমান বিলসদ্বক্ষোজ কুম্ভান্তরী ॥
কাশ্মীরাগুরু বাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥২
যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থ নিষ্ঠাকরী।
চন্দ্রার্কানল ভাসমান লহরী ত্রৈলোক্য রক্ষাকরী॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমস্ত বাঞ্ছনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৩
কৈলাসাচল কন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী।
কৌমারী নিগমার্থ গোচরকরী ওঁকার বীজাক্ষরী॥
মোক্ষদ্বার কপাট পাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরীমাতান্ন পূর্ণেশ্বরী ॥৪
দৃশ্যাদৃশ্য প্রভূত বাহনকরী ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী।
লীলা নাটক সূত্র ভেদনকরী বিজ্ঞান দীপাঙ্কুরী ॥
শ্রী বিশ্বেশ মনঃ প্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৫
উর্বী সর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী।
বেণী নীল সমান কুন্তলধরী নিত্যান্নদানেশ্বরী ॥
সর্ব্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৬
আদিক্ষান্ত সমস্ত বর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী।
কাশ্মীরাত্রিজলেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরা শর্ব্বরী॥
কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৭
দেবী সর্ব্ব বিচিত্র রত্ন রচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী।
বামং স্বাদু পয়োধর প্রিয়করী সৌভাগ্য মাহেশ্বর
ভক্তাভীষ্টকরী দশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৮
চন্দ্রার্কানল কোটি কোটি সদৃশা চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী
চন্দ্রার্কাগ্নি সমান কুন্তলধরী চন্দ্রার্ক বর্ণেশ্বরী ॥

মালা পুস্তক পাশ সাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥৯॥
ক্ষত্র ত্রাণকরী মহাহভয়করী মাতা কৃপাসাগরী।
সাক্ষান্মোক্ষ করী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরা শ্রীধরী॥
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥১০
অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে।
জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধার্থং ভিক্ষ্যাং দেহিচ পার্ব্বতী॥১১

বর্ণ বিচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকদিগের মধ্যে যেরূপ গুণাগুণ বিষয়ে প্রভেদ দৃষ্ট হয়, ইহাদিগের মস্তকের আকারের বিষয়ে, অন্তঃকরণেরও তদনুরূপ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখুন, ফরাসিরা স্বভাবতঃ মিষ্ঠালাপী ও শিষ্টাচারী। তাহাদিগের যশোবাসনা এবং রাজ্য বিস্তার বাসনা অত্যন্ত তেজস্বী, প্রকৃতি কিঞ্চিৎ অস্থির ও তাহাদিগের সাহস অতীব সতেজ। কিন্তু এ সমস্ত গুণগ্রামের সহিত ইংরেজ জাতীর স্বভাব নিষ্ঠ গুণগ্রামের সম্পূর্ণ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ইংরেজেরা মিষ্ঠালাপ বিষয়ে যেন বোবার মত। ইহাদিগের ভাব ভঙ্গি দেখিলে বোধ হয় যে ইহারা কাহারো তোয়াক্কা রাখেনা, কাহারো মিষ্ট কথা চায়না, কাহাকে মিষ্ট কথা বলিতেও চায়না। কিন্তু ইহাদের অধ্যবসায় অটল, সাহস অক্ষুন্ন, এবং ইহারা একবার রাগিলে বা রাগিয়া উঠিলে, সেই উত্তেজিত ভাব শীঘ্র অপগত হয় না। ফরাসীদিগের অনুভব শক্তি যার পর নাই সতেজ, তদনুসারে ইহাদের ললাটের নিম্নতর অংশ অতি চমৎকাররূপ প্রশস্ত হইয়াছে, পক্ষান্তরে ইংরেজদিগের ধীশক্তি বহুবিষয়গ্রাহিণী এবং দুরূহ ও সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিষয়ের অবধারণে সক্ষম, তদনুসারে ইংরেজদিগের ললাটের উচ্চতর অংশ বিশেষরূপে বিস্তারিত। কিন্তু ইউরোপীয় জাতির মধ্যে ললাট বিস্তার বিষয়ে জর্ম্মানদিগের মত আর কেহই নাই। এই নিমিত্ত সুগভীর চিন্তাবিষয়ে উহাদের মত বিশারদ আর কেহ নহে এবং মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র বিষয়েও উহাদের মত বিশারদ কেহই নহে। কেবল ইংরেজ দেশে ইংরেজ, স্কচ ও আইরিস এই তিন জাতির মধ্যেও কত বিভিন্নতা দেখা যায়।

'মস্তকের আকারের সহিত স্বভাব ও চরিত্রের যে কিপ্রকার নিকট সম্পর্ক তাহা আমেরিকাবাসী লোহিত জাতি ও তথাকার নিগ্রোজাতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বিলক্ষণ অনুভূত হয়। লোহিত জাতিয়গণের অদম্য স্বভাব, কিছুতেই নরম হইবেনা, কখনই পরাধীনতা স্বীকার করিবে না। কৃষি শিল্প প্রভৃতি সভ্যজনোচিত পরিশ্রমাদিতে কখনই প্রবৃত্ত হইবেনা, কেবল মৃগয়া ভাল বাসে,—অত্যন্ত কোপন স্বভাব। অরণ্যে বাস করিবার অভ্যাস পরিত্যাগ করা তাহাদের অসাধ্য। অসভ্য অবস্থা হইতে উদ্ধার হওয়া তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু নিগ্রোদিগের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহাদিগকে গোরা লোকেরা গোলামের মত কেনাবেচা করিয়া আসিতেছে এবং ভারবাহী পশুরন্যায় ব্যবহার করিতেছে ইহাতে তাহাদের কোন বিষয়ে বিরক্তি নাই। তবে যে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটন হইয়া এবং অপরিমিত অর্থরাশি ব্যয় ও রক্তের সমুদ্র বহমান হইয়াছিল, সেভাব অল্পদিন স্থায়ী ছিল মাত্র। এক্ষণে নিগ্রোরা দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইয়াছে। তাহা উহাদের নিজের গুণে নহে, উহা এক প্রকার দৈবানুগ্রহ বলিতে হইবে। লোহিত জাতিকে গোলামের মত পরিণত করা অসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু

নিগ্রোরা কিছু মাত্র বাধা উত্থাপন না করিয়া পুরুষানুক্রমে সেই কার্য্য করিয়া আসিতেছে। ইহার মূল কারণ ঐ দুই জাতির মস্তকাকারগত বৈলক্ষণ্য। লোহিত জাতির মস্তক গোলাকার ললাট নীচু এবং যেন পিছাইয়া গিয়াছে, আর ব্রহ্মতালু অসম্ভব উচ্চ। নিগ্রোর ললাটও বিলক্ষণ নীচু বটে, কিন্তু ব্রহ্মতালুও নীচু এবং তৎপরিবর্ত্তি মস্তকের মধ্য হইতে উন্নত ও তদ্ব্যতীত সমস্ত মস্তক কম চওড়া আর দুই কানের পিছনে বেশ ভরাট আছে।

শরীরের অপরাপর অঙ্গের ন্যায় কপালস্থ মস্তিকরাশি এবং তদনুসারে মনোবৃত্তি সমুদয়ও পুরুষানুক্রমে একরূপ হইয়া আইসে! ফলতঃ মনুষ্যদিগের স্বজাতীয় স্বভাব প্রাপ্তি বিষয় কোন সন্দেহ নাই। এসম্বন্ধে ইহুদিরা প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। ইহুদিরা বহুকাল হইতে পৃথিবীর অবং সুসভ্য দেশ বিকীর্ণ হইয়া আছে। কিন্তু ইহাদের মুখাকৃতি যেরূপ স্বতন্ত্র প্রকার ইহাদের চরিত্রের অনেক অংশও তদ্রূপ অসাধারণ। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের ইহুদিদিগের চিত্রময় প্রতিরূপ দেখা গিয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান ইহুদিদিগের মুখশ্রীর কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। তাহাদের অতি পূর্ব্বকালের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তাহাদের উপার্জ্জনের ও গোপন করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ছিল, এক্ষণেও তাহাদের এই দুই বৃত্তি প্রবল দেখা যায়। পিতামাতার স্বতঃসিদ্ধ দোষগুণ যে পুরুষানুক্রমে বংশধরগণ প্রাপ্ত হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমি গত ১০ বৎসর যাবৎ মহত্তর পরিশ্রম ও বিশেষ সাবধানতার সহিত আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বর্ণসঙ্কর ও মুশলমান ইত্যাদির মৃতদেহ ও জীবিত দেহ পরীক্ষা করিয়া যে সকল সত্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এ সম্বন্ধে আরও বাহুল্য ও সূক্ষ্ম সুক্ষ্মরূপে পরীক্ষা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিবেন এই প্রার্থনা।

আমার এই নূতন চিন্তিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে দেশের সকলেই বিশেষ মনযোগ প্রদান করিবেন ইহাই প্রার্থনা। তর্ক, যুক্তি, কি অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান জন্য, লেখক বিনীতভাবে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। নিম্নে এক এক শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিদের পরীক্ষা করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা লেখা হইল। ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে ইহার ব্যতিক্রম হইলেও হইতে পারে। লেখক প্রায় সমস্ত অশিক্ষিত ব্যক্তিদেরই মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন।

১ম ব্রাহ্মণ।

এ পর্য্যন্ত ৭ জন ব্রাহ্মণের মস্তিস্ক ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে। ইহারা সকলেই এক প্রকার অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান। ইহাদের মস্তিস্কের গুরুত্ব লওয়া হইয়াছিল। উক্ত ৭ জনের মস্তিস্কের গুরুত্ব গড়ে ৫০ আউন্স ৩ ড্রাম * হইয়াছে। ঐ সকল মস্তিস্কের উপরের বিশেষতঃ ললাটের অংশের কনভলিউশন অর্থাৎ উচ্চতা ও নিম্নতা গুলি অধিক স্পষ্ট, উচ্চ ও সংখ্যায় অধিক দেখা যায়। ব্রাহ্মণগণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতে সক্ষম, এ ভিন্ন তাঁহাদের দয়া, নিস্বার্থ পরোপকারের ইচ্ছা ইত্যাদি সাধু প্রবৃত্তিগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা যায়। এই সকল কারণেই সম্ভবত ব্রাহ্মণদের মস্তিস্কের পূর্ণতা অধিক হইয়াছে। মস্তিস্কের ঠিক কোন্ কোন্ অংশ হইতে ঐ সকল বৃত্তির ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহা এখনও অবগত হইতে পারা যায়

---

* এক আউন্সে অর্দ্ধছটাক।

নাই। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ গভীর আলোচনা করিবেন এই প্রার্থনা।

উপরি উক্ত মৃতদেহ ভিন্ন আমি প্রায় দুই শত শিক্ষিত অশিক্ষিত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক শরীর ও ধাতু প্রকৃতি ইত্যাদি বাহিক পরীক্ষা করিয়া যাহা অবগত হইয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণও ইচ্ছা করিলে ইহার অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারেন।

ব্রাহ্মণ জাতির বর্ণ সাধারণতঃ উজ্জল। মস্তক গোলাকার, প্রায়ই প্রশস্ত ললাট। ললাট উচ্চতর ও সম্মুখ অংশ বিস্তারিত। বুদ্ধি বৃত্তি ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সতেজ। দয়া, স্বহৃদয়তা, নিস্বার্থ ভাবে পরোপকারের ইচ্ছা ইত্যাদি সদ্‌বৃত্তিগুলি এখনও ইহাদের মস্তিষ্ক হইতে দূরীভূত হয় নাই। যদিও তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় ঐ সকল মহৎগুণগুলি তত সম্পূর্ণভাবে লক্ষিত হয় না, কিন্তু চেষ্টা করিলে সহজেই ইহারা যে কোন অবস্থায় যে কোন সময় ঐ সকল বৃত্তির সদ্‌ব্যবহার করিতে সক্ষম। ইহাদের মধ্যে অর্জ্জনস্পৃহা, বিষয় ভোগের ইচ্ছা, ক্রমশঃ অত্যন্ত প্রবল হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই জন্যই ইহাঁরা পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় নিঃস্বার্থ পরোপকার ও ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেছেন না।

আধ্যাত্ম জগতে ইহাঁরা সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। বিগত ৭ শত বৎসর পর্য্যন্ত হীন জাতির (যবনের সহিত) সংসর্গে ঐ সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি উত্তমরূপ পরিচালিত না হওয়ায় উহাতে যেন কলঙ্ক পড়িয়াছিল মাত্র। ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই সে কলঙ্ক দূরীভূত হইবে এরূপ আশা করা যায়।

ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল প্রকৃতি, শান্তস্বভাব, সত্যপ্রিয় ও সহিষ্ণু। আজ পর্য্যন্তও অনেক ব্রাহ্মণ সামান্য চাল কলাতে তুষ্ট হইয়া চিরজীবন শাস্ত্র ও ধর্ম্ম চিন্তায় ক্ষেপন করিতেছেন দেখা যায়।

'ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। ব্রাহ্মণের পুনরুত্থান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ব্রাহ্মণ উঠিলে সকলের উদ্ধার সহজ হইবে। এই বিষয়ে অদ্বিতীয় ফরাসী পণ্ডিত অগস্ত কোমতের মত অতি বিচিত্র। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে ভারতের পুনরুদ্ধার হইবে, তবে তজ্জন্য বিষয় বাসনা এবং ঐহিক প্রভুত্ব লালসা পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।" তাঁহার সবিস্তার মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম প্রথমে ভারতে, পরে চীনের সর্ব্বশেষে জাপানের দেবোপাসকগণকে পুনর্জ্জীবিত করিবে।

"বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ঐ তিন জাতির প্রতি এক সময়ে শক্তি চালনা করিবে বটে, তাহা সাক্ষাৎ ভাবে ইউরোপীয় দ্বারাই করত অথবা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের দিয়াই করত কিন্তু, যে জাতি কালবলে সকল অপেক্ষা অ... পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারাই (ব্রাহ্মণেরাই) বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের নব-জীবনী শক্তিতে দী... সঞ্চালিত হইবে। যে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্ব সামাজিক গৌরব দেয়, অথ... তাহাদের মানসিক প্রকৃতি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন কর... যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে ব্রাহ্মণদের দৃঢ় প্রবৃত্তি আছে।"

"বিগত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণেরা রাজ শক্তির অধীন হইয়া আছেন। এই রা... শক্তির অত্যাচারের হস্ত হইতে বিজ্ঞান ব্রাহ্মণদিগকে উদ্ধার করিবে। ব্রাহ্মণেরা রা... শক্তির অত্যাচারের নিকট দিন দিন অধিক নত হইয়া আছেন বটে, কিন্তু তাহারা আপন দিগকে আধ্যাত্মিকতায় অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নত বলিয়া জানেন, সে জা... তাঁহারা একদিনের তরেও হারান নাই। আর সর্ব্বতোভাবে সেই শ্রেষ্ঠতা পুনঃ সংস্থাপনের আশা ত একদিনের তরে ও ত্যাগ করেন নাই। আপনাদের গৌরব পুনঃ স্থাপনের জন্য ঐহিক বিষয়ে প্রভুত্ব ও বিত্তাদির বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে আবশ্যক, (নিশ্চয় ব্রাহ্মণেরা তাহা করিবেন)। যাহারা এতকাল ধরিয়া ধারাবাহিক ক্রমে মানব সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছিল, তাহারা আপনাদের ব্যক্তিগত মহত্ত রক্ষা জন্য এবং তাঁহাদের সামাজিক কর্ত্তব্য সাধন জন্য, ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না।"

"ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় পুনর্গঠনের সুবিধা নব-জীবন প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণকে বিজ্ঞান ধর্ম্মে প্রদান করে; আর সর্ব্ব প্রকার বৈদেশিক আধিপত্য হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার যে আশা, তাহারা এতদিন ধরিয়া পোষণ করিয়াছেন সেই আশা ফলবতী করিবার সুযোগ ও বিজ্ঞান ধর্ম্মই তাঁহাদিগকে প্রদান করে, সে সুযোগ আর কিছুতেই দেয় না। ইংরেজ জাতির নিকট যথোপযুক্ত ভাবে আত্মবেদন জানাইয়া ইহারা বিনারক্তপাতে, ইংরেজের প্রভুত্ব হইতে আপনাদিগকে উন্মোচন করিবেন। ইংরেজের প্রভুত্ব যতই কেন মোহ কুহকে ঢাকা থাকুক না, মুসলমানের রাজত্ব অপেক্ষা বাস্তবিকই অধিকতর অসন্তোষের নিদানীভূত। *** বিজ্ঞান ধর্ম্ম ভারতে প্রতিষ্ঠান করার উদ্দেশ্যই এই যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা ঐ মতাবলম্বী হইবেন, তাহারা তদ্দ্বারা সহজে যাজক সম্প্রদায়ের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।" Extract from Positive Polity Vol ivl P. 447.

"বিজ্ঞান ধর্ম্মের বলে ব্রাহ্মণজাতির পুনরুত্থানের কথায়,—সহজেই মনে করা যাইতে পারে, কোমতের নিজ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে গাঢ় অনুরাগের পরিচয় মাত্র। কিন্তু বিষয় বৈভব বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ জাতি আবার পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, এ কথাটিতে বড় আশা হয়, বড় আনন্দ হয়। কিন্তু যুরোপের সুদূর প্রান্ত হইতে কঠোর বৈজ্ঞানিক কোমৎ ভারতের বিকৃত ইতিহাস পাঠ করিয়া যে কথাটি বুঝিতে পারিলেন, অথচ যাহাদের কথা, তাঁহারা শাস্ত্রের বিধিনিষেধ সহস্র স্থানে স্পষ্ট দেখিয়াও সেই কথা বুঝিতে পারেন না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাই আক্ষেপের কথা। যখন তোমার বিষয় বাসনা ছিল না, সামান্যে সন্তুষ্ট থাকিতে, শ্রদ্ধার দানে দিন যাপন করিতে, পরমার্থ চিন্তায় আনন্দ বোধ করিতে, তখন তুমি ঊর্দ্ধ হস্তে কেবল আশীর্ব্বাদ করিয়া সমগ্র সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছ। আর আজ তুমি বৈষয়িক বৈভবের জন্য ব্যস্ত, কাজেই আজি তোমাকে দক্ষিণার জন্য দ্বারে দ্বারে জোড়হস্তে পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে। জানিনা কতদিনে তোমার চক্ষু উন্মীলিত হইবে। ব্রাহ্মণগণ এখন যদি জাতি স্থিতির ভাবনা না ভাবিয়া স্বজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম জীবনের উচ্চ ব্রত অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব গৌরব লাভ করেন এবং ভারতে সত্য সত্যই নব-জীবন হয়। জানিনা, ব্রাহ্মণের চক্ষু কবে উন্মীলিত হইবে। এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে।"

২য়। শূদ্র অথবা কায়স্থ জাতি।

এ পর্য্যন্ত ২৩টী শূদ্রের মস্তক ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে। ইহাদের মস্তিষ্কের গুরুত্ব ব্রাহ্মণ জাতি অপেক্ষা ন্যূন। ঐ ২৩টীর মধ্যে ১২ টীর মস্তকের গুরুত্ব লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে গড়ে ৪৭½ আং দেখা গিয়াছে। ইহাদের মস্তিষ্কের কনভলিউশন অর্থাৎ উচ্চতা ও নিম্নতাগুলি ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক হইতে

ইতর বিশেষ দেখা যায়। আমাদের দেশের বিজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই দুই জাতির মস্তিষ্কের বিভিন্নতার কারণগুলি দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা এবং বিশেষ গবেষণা পূর্ব্বক নির্ণয় করিতে পারিলে আর্য্য ঋষিদের জাতিভেদ প্রথার প্রকৃত উদ্দেশ্য অতি সহজেই সাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

শূদ্রদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকের ললাট খর্ব্ব, ললাটের উচ্চতর অংশ অপেক্ষাকৃত (ব্রাহ্মণ অপেক্ষা) সঙ্কোচিত। বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সম্বন্ধে ইহারা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন হইলেও অন্যান্য বর্ণ সঙ্কর (বৈদ্য ভিন্ন) জাতি অপেক্ষা উন্নত।

বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে কোন বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পান না। আমরা কিন্তু এখনই অনেক গুরুতর পার্থক্য দেখিতে পাই। আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর চিন্তাশীল শূদ্র অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বিগত দেড় শত বৎসর যাবত ইংরাজ রাজ সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তিগণকেই সমান রূপে জ্ঞান উপার্জ্জনের পথ পরিস্কার করিয়া দিয়া তাহা দেখিয়াছেন। আর আর অনেক বিষয়েই শূদ্র সন্তানগণ উন্নতি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অধ্যাত্ম জগতে ইহাদের মস্তিষ্কের বৃত্তিগুলি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা এখনও অনেক হীন রহিয়াছে। এই হীনতার দরুণই যে সকল সমাজে জাতিভেদ মানেন না, সেই সকল সমাজেও ব্রাহ্মণ সন্তানগণকেই একমাত্র ধর্ম্ম প্রচারক রূপে দেখিতে পাইতেছি। শূদ্রদিগের মধ্যেও অনেক ধর্ম্ম জগতের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করেন বটে, কিন্তু যে কারণেই হউক তাঁহাদের মস্তিষ্কের ঐ সকল বৃত্তিগুলি ব্রাহ্মণের ন্যায় বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ দরিদ্র। এ জন্যই তাঁহাদের অনেকে অনেক সময় উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হন না। বর্ত্তমান সময় ও সর্ব্ব বিষয়েই ব্রাহ্মণ সন্তানগণ শ্রেষ্ঠ দেখা যায়।

ক্রমশঃ।

হিন্দু বিবাহে আয়ুর্ব্বেদীয় অভিমত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কেবল বয়স বলিয়া নহে, সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে ঋষিপ্রণীত প্রথার আরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুসন্তান উৎপাদন করিতে হইলে স্ত্রীসম্ভোগ সম্বন্ধে আরও যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করা বিধেয়, এক্ষণে তাহার ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ এ স্থলে অতি প্রধান প্রধান কএকটী নিয়মের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে।

সুশ্রুত বলেন;—

অতি বৃদ্ধায়াঃ গর্ভাধানং নৈব কুর্ব্বীত।

বৃদ্ধার গর্ভাধান করা বিধেয় নহে।

চরক বলেন,—

দীর্ঘরোগিণীং অন্যেন বা বিকারেণ উপ[illegible] স্পৃষ্টাং বর্জ্জয়েৎ।

দীর্ঘকালের রোগ থাকিলে বা অন্যবিধ রো[illegible] সংস্পৃষ্ট হইলে, সেই স্ত্রীর গর্ভাধান করিবে না।

বাগ্‌ভট বলেন,—

গ্রাম্যধর্ম্মে ত্যজেন্নারীমনুত্তানাং রজস্বলাং।
অপ্রিয়ামপ্রিয়াচারাং দুষ্টসঙ্কীর্ণমেহনাম্।
অতিস্থূলকৃশাং সূতাং গর্ভিণীমন্যযোষিতম্।
বর্ণিণীমন্যযোনিঞ্চ গুরুদেবনৃপালয়ম্।
চৈত্যশ্মশানায়তনচত্বারাম্বুচতুষ্পথম্।
পর্ব্বাণ্যনঙ্গং দিবসং শিরোহৃদয়তাড়নম।
বালো বৃদ্ধোহন্যবেগার্ত্তস্ত্যজেৎ রোগী চ মৈথুনম্।
ত্র্যহাদ্বসন্তশরদোঃ পক্ষাৎ বর্ষানিদাঘয়োঃ।
শ্রমক্লমোরুদৌর্ব্বল্যবলধাত্বিন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ।
অপর্ব্বমরণং চ স্যাৎ অন্যথা গচ্ছতঃ স্ত্রিয়ম্॥

অনুত্তানা (চিৎ হইয়া না শুইয়া অন্যভাবে থাকা,) রজস্বলা, অপ্রিয়া এবং অপ্রিয়চারিণী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিবে না। যে সকল স্ত্রীলোকের যোনিব্যাপৎ প্রভৃতি রোগবশতঃ যোনি দূষিত কিম্বা যোনিদ্বার অতিশয় সূক্ষ্ম, তাহাদিগকেও ব্যবহার করা উচিত নহে। অতিশয় স্থূলাঙ্গী বা কৃশাঙ্গী স্ত্রী ব্যবহার করা উচিত নহে। প্রসূতা গর্ভিণী, পরকীয় স্ত্রী বা ব্রহ্মচারিণীর সহিত সহবাস করিবে না। জলাশয় প্রভৃতিতে স্ত্রী সেবন করিবে না। সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বদিনে কিম্বা দিবাভাগে স্ত্রী সেবন নিষিদ্ধ। স্ত্রী সেবন করিবার সময় মস্তক ও হৃদয় প্রভৃতিতে অভিঘাত করিবে না। মুখাদি অন্য প্রদেশে অথবা হস্তমর্জ্জনদ্বারা শুক্রপাত করিবে না। অতিভুক্ত ক্ষুধিত, দুশ্চিন্তাযুক্ত, পিপাসিত, বালক, বৃদ্ধ এবং রোগীর পক্ষে স্ত্রী সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অপিচ শারিরীক কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসমান ভাবে থাকায় ব্যথিত হইলে, কিম্বা, মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলেও স্ত্রী সেবন করা বিধেয় নহে। বসন্ত এবং শরৎকালে তিন দিন অন্তর, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে পনর দিন অন্তর স্ত্রী সেবন করা বিধেয়। উল্লিখিত বিধান সমুহ অতিক্রমপূর্ব্বক স্ত্রী সেবন করিলে শ্রম, ক্লান্তি উরু দেশের অবসন্নতা, বল ও ধাতুক্ষয়, ইন্দ্রিয়ের অকর্ম্মণ্যতা, এমন কি, অকালমৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে।

৪। সুশ্রুত বলেন,

তত্র প্রথমে দিবসে ঋতুমত্যাং মৈথুন-গমনমনায়ুষ্যং পুংষাং ভবতি যশ্চ তত্রাধীয়তে গর্ভঃ প্রসবমানো বিমুচ্যতে। দ্বিতীয়েপ্যেবং সূতিকা গৃহে বা তৃতীযেঽপ্যেবমসম্পূর্ণাঙ্গোঽল্পায়ুর্ব্বা ভবতি।

ঋতুমতী স্ত্রীর প্রথম দিবসে মৈথুন সেবন করিলে, পুরুষের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে, অপিচ, তাহাতে গর্ভধান হইলে, তাহা প্রসব হইতে না হইতেই বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয় দিবসে স্ত্রী সেবন করিলেও এইরূপ। তবে গর্ভ প্রসব হইতে না হইতে বিনষ্ট না হইয়া কখন সূতিকা গৃহে বিনষ্ট হইয়া থাকে। তৃতীয় দিবসে মৈথুন সেবন করিলে তাহাতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে সন্তান অসম্পূর্ণাঙ্গ এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে।

৫। চতুর্থ দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত যে স্ত্রী সেবনের বিধান আছে, তৎপক্ষেও যত পর পর দিবসে গর্ভাধান হইবে, ততই সন্তান দীর্ঘজীবী, নিরোগী, ঐশ্বর্য্যশালী, সৌভাগ্যবান এবং বলবান হইবে।

সুশ্রুত বলেন,

এষূত্তরোত্তরং বিদ্যাৎ আয়ুরারোগ্যমেব চ।
প্রজাসৌভাগ্যমৈশ্বর্য্যং বলঞ্চ দিবসেষু বৈ॥

৬। গর্ভ হইলে স্ত্রীজাতি কিরূপ আচার অনুষ্ঠান করিবেন, তৎপ্রসঙ্গে সুশ্রুত বলেন,—

তদাপ্রভৃত্যেব ব্যায়ামং ব্যবায়মপতর্পণমতিকর্ষণং দিবাস্বপ্নং রাত্রিজাগরণং শোকং যানাবরোহনং ভয়মুৎকটকাসনং চৈকান্ততঃ, স্নেহাদিক্রিয়াং শোণিতমোক্ষণং চাকালে বেগবিধারণঞ্চ ন সেবেত।

"গর্ভধান হইবামাত্র গর্ভিণী ব্যায়াম, মৈথুন সেবন, উপবাস, অত্যন্ত কৃশতাকারক দ্রব্য দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, শোক, যানারোহন, ভয়, উৎকটকাসন (উটকো উট্‌কো হয়ে বসা) স্নেহক্রিয়া, রক্তমোক্ষণ, বেগবিধারণ পরিত্যাগ করিবেন।"

এবম্বিধ এবং অপরবিধ সুনিয়ম সকল প্রতিপালিত না হওয়ায় স্ত্রী পুরুষের যে দৈহিক অনিষ্টসাধন হইতেছে বুদ্ধিমান পাঠক, একটু মনোযোগ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

সুতরাং বাল্যবিবাহে এ দেশের স্ত্রীপুরুষ অবসন্নতার পথে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা কিরূপ ভ্রমে পতিত একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বাস্তবিক বিবাহের সহিত এইরূপ দৈহিক অবনতির কোন সংশ্রব নাই। যতসংস্রব স্ত্রী পুরুষের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক নিয়ম প্রতিপালনের সহিত। এজন্য আমরা মাননীয় চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত একবাক্য হইয়া বলি, "বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দিলে ইহার প্রতীকার হইবে না। যে যথেচ্ছাচারী অসংযমী ধর্ম্ম জ্ঞানহীন সে চল্লিশ বৎসর বয়সে ত্রিশ বর্ষ বয়স্কা স্ত্রী বিবাহ করিলেও পাঁচ বৎসরের মধ্যে অমনি বুড়া হইবে, স্ত্রীকে বুড়ী করিবে এবং পাঁচটা ছেলে মেয়েকে যমের বাড়ী পাঠাইয়া দিবে। স্ত্রী সঙ্গম অতি ভয়ানক বিষয়। খুব সাবধানে নানাদিক দেখিয়া বিশেষ সংযমী না হইয়া স্ত্রী-সঙ্গম না করিলে, যে বয়সেই স্ত্রী-সঙ্গম কর, স্ত্রী-সঙ্গমের ফল অতি ভয়ানক হইবে। সেইজন্য মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা স্ত্রী-সঙ্গম সম্বন্ধে অতি কঠোর নিয়ম করিয়াছেন। আমরা নাকি ভারি সভ্য হইয়াছি তাই মন্বাদিকে বর্ব্বর বলিয়া উপহাস করি। মন্বাদির কথা পুরাতন কথা বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি। কিন্তু দেখিতেছি যে, পুরাতন কথা না মানিলে চলে না।

"স্ত্রীগমনাদি শারীরিক ক্রিয়া সর্ব্বপ্রকারে দোষ শূন্য করিবার জন্য নীতি শিক্ষা ও কঠোর নৈতিকশাসন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে তাহা ছিল। পূর্ব্বে শৈশব হইতে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা হইত; পারিবারিক নিয়মের শৃঙ্খলায় ও শাসনে বাল্যকাল হইতে সংযম অভ্যাস হইত, এবং জীবন প্রণালীর গুণে চরিত্র গঠিত হইত। এখন সে সমস্তই অভাব হইতেছে। এখন সুশিক্ষা নাই, ধর্ম্ম চর্চ্চা নাই, সংযম সাধন নাই, চরিত্র গঠন নাই, ইংরাজি শিক্ষার গুণে ও প্রভাবে আজ কাল স্বয়ং পিতা মাতাই সন্তানের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। পিতা মাতা আপনারাই যথেচ্ছাচারী, সন্তানকে সংযমী ও ধার্ম্মিক করিবেন কি করিয়া। শিক্ষা, ধর্ম্মচর্চ্চা এবং পারিবারিক শাসনের অভাবে সন্তান আজ পিতা মাতাকে গ্রা করে না, যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দিলে যথেচ্ছাচারীতা বাড়িবে বই কমিবে না, বিবাহের ফল আরও মন্দ বই ভাল হইবে না। অতএব নীতি শিক্ষা, ধর্ম্মচর্চ্চা ও কঠোর পারিবারিক শাসন পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বিবাহ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া। অতএব বিবাহের যে পার্থিব উদ্দেশ্য আছে, তাহা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মে সাধিত হওয়া আবশ্যক। শারীর বিজ্ঞান স্ত্রীগমন সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ করিয়া দিবে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়েই তাহা পালন করা সম্ভব ও কর্ত্তব্য শারীরবিজ্ঞান মানিতেই হইবে। কিন্তু শারীর বিজ্ঞানকে সমাজ-নীতি ও আধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অধীন না করিলে শারীরবিজ্ঞান একেবা নিরর্থক হইবে। দেখা গিয়াছে যে বিবাহে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধনার্থ অপেক্ষাকৃত অ বয়সে বিবাহ হওয়া আবশ্যক। অতএব অপে ক্ষাকৃত অল্প বয়সে সন্তানাদির বিবাহ দি সন্তানাদি যাহাতে নির্দ্দোষ প্রণালীতে বিবাহে শারীরিক ও পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন করে, শিক্ষা সাহায্যে ও কঠোর পারিবারিক শাসন দ্বা পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু জনের তদ্বিষয়ে বিশে যত্ন করিতে হইবে। পিতা মাতা যদি তা না করিতে পারেন, তবে বুঝিতে হইবে আমাদের আর রক্ষা নাই। বিবাহের বয়স বা ইয়াই কি, আর আকাশ পাতাল ভেদ করিয়া কি? কোন রকমেই আমাদের আর কোন বি আশা ভরসা নাই। সুশিক্ষা ও ধর্ম্মচর্চ্চা আমাদের এত আবশ্যক হইয়াছে বলি হিন্দু ধর্ম্মের এই নূতন আন্দোলন উপ হইয়াছে। ইহাকে যাঁহারা নব্য বঙ্গের জ বার্দ্ধক্য বা বাঙ্গলা সাহিত্যে শীতের বা

লিয়া বিদ্রূপ বা ক্ষোভ করেন, তাঁহারা বিষম ম বুঝিয়াছেন।"

"যে রকম বয়সের কথা বলা গেল, সেই রকম য়সে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া পিতা মাতা প্রভৃতি রুগণকে নবদম্পতীকে কিছু দিন কঠিন শাসনা ীন রাখিতে হইবে এবং উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও র্ম্মের দ্বারা জীবন যাত্রা সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে ও গুহ্য কথা সকল শিখাইতে হইবে। গুরু নের কাছে এরূপ শিক্ষা না পাইলে, পদে পদে ম ভ্রমে পতিত হইতে হয়। পুস্তকে এরূপ ক্ষার নিতান্ত অভাব হইয়াছে। আজ কাল মাদের সন্তানেরা এরূপ শিক্ষা পায়, যেমন রিয়া হউক, আমাদের সকলেরই তাহার পায় করিতে হইবে। নহিলে আমাদের ল নাই। সুশিক্ষা ও সুশাসনের দ্বারা নব পতীকে ধর্ম্মের পথে সুদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত রিয়া সংসার ধর্ম্ম করিতে দিতে হইবে। ই তাহারা বিবাহের মহদুদ্দেশ্য সাধন তে সক্ষম হইবে। আর সংযমী হইয়া ার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের রোগ ও শারীরিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হইবেনা। শোক দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ—অনিয়ম, চার ও অত্যাচার—অল্প বয়স নয়। অল্প হইলেও ভোগে যদি সংযম শুদ্ধাচার ও নিয়ম থাকে তাহা হইলে ভোগ হইতে রোগ ক শারীরিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয় না।"

এ স্থলে প্রসঙ্গাগত একটী কথা উত্থাপন , বড়ই প্রয়োজনীয়। কথা এই ইংরেজী ০ খৃষ্টাব্দে, মৃত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতিত্বে ভারত সংস্কার সভা সংস্থাপিত ে এদেশীয় বালিকাদিগের বিবাহ যোগ্য কি, এই প্রশ্নটি ঐ সভাকর্ত্তৃক মীমাংসিত উক্ত সভায় এই সম্বন্ধে তৎকালীন ন প্রধান ইংরেজ ও দেশীয় চিকিৎসকের গ্রহণ করা হয়। গুডিভ চক্রবর্ত্তী, ফেরার, র্টি, চিভার্স, চার্লস, মহেন্দ্র লাল সরকার, তামিজ খাঁ, বাহাদুর, স্মিথ, নবীন কৃষ্ণ বসু, চন্দ্রকুমার দে, আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ এবং হোয়াইট সাহেব বলেন যে ষোড়শবর্ষের নিম্নে এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু উপরিলিখিত সুপণ্ডিত চিকিৎসকগণ, বলহীন সন্তান উৎপাদন ভিন্ন তাদৃশ বয়ো বৃদ্ধির কোন কারণই প্রদর্শন করেন নাই। সুতরাং স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে, তাহারা বিবাহ ও সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তি চরিতার্থ অভিন্ন পদার্থ মনে করেন। তাঁহারা জানেন না যে, হিন্দুর বিবাহ Honey moon উপভোগের জন্য নহে; হিন্দুর স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী নহে। হিন্দুবিবাহের ভাব উচ্চ হইতে উচ্চতর, মহান হইতেও মহত্তর। সন্তান উৎপাদন উহার অবান্তর ধর্ম্ম মাত্র। খ্রীষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বা ইংরেজী ভাবে দর্শন করিয়া তাঁহারা হিন্দুবিবাহের মাহাত্ম্য না বুঝিলে আমাদের পরিতাপের কোন কারণ নাই। কিন্তু হিন্দু নামধারী তাদৃশ সুপণ্ডিতগণ কিরূপে ধান ভানিতে শিবের গীত গাইলেন, তাহাই সমধিক পরিতাপের বিষয়। আমরা ঐ সমস্ত কৃতবিদ্য ডাক্তার মণ্ডলীর যুক্তিহীন আদেশবাদের প্রতিবাদ করা অবৈধ মনে করি। তবে ইংরেজিবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ দ্বারা স্বকীয় মতপ্রতিপাদন করিতে যত্ন করিয়াছেন বলিয়া, তৎপ্রসঙ্গেই এস্থলে আমাদের দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের ধারণা এই যে, ডাক্তার সরকারের বেদবেদাঙ্গ আলোড়নের পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইংরাজি ভাষায় আপন ইচ্ছামতে তাহার যেরূপ হউক এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া একদিন সংস্কৃতানভিজ্ঞ সমাজে বিশ্বাস যোগ্য করান যাইতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের চক্ষে ধুলিমুষ্টি নিক্ষেপ করার যত্নকরা দুরূহ। ডাক্তার সরকার তাঁহার মত সমর্থনের জন্য সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বড়ই অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা আজীবনব্যাপিনী সংস্কৃতাভিজ্ঞত্ব প্রতিষ্ঠার মস্তকেও বজ্রাঘাত করিয়াছেন।

এখন বিচার এবংবিবেচনা করিয়া দেখ যাউক, ডাক্তার সরকারের প্রতিপাদিত মত হিন্দু শাস্ত্রের কতদূর অনুকুল।

১। ডাক্তার সরকারের প্রথম কথা এই,—

(ইংরাজির তাৎপর্য্যানুবাদ)—আমার বিবেচনায় বাল্যবিবাহ এদেশের বিশেষ ক্ষতিজনক, এবং আমি না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, যে দিবস অঙ্গিরা "অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী" ইত্যাদি ভয়ঙ্কর শব্দ উচ্চারণ করিলেন, এবং তাহা বিধানরূপে পরিগৃহীত হইল, সে দিবস হইতেই এদেশের পতন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।" ইত্যাদি

হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া অঙ্গিরার প্রতি এইরূপ দোষারোপ করা কতদূর সঙ্গত, পাঠকগণ তাহা পর্য্যালোচনা করিবেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে কেবল অঙ্গিরা নহে, মনু, অত্রি, কাশ্যপ, বিষ্ণু প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণই অঙ্গিরার সহিত একমত। যদি দোষারোপ করিতে হয়, হিন্দুধর্ম্মেরই করা বিধেয়। অন্যথা ঐরূপ একদেশিক ভাব প্রদর্শন, হিন্দুশাস্ত্রীয়জ্ঞানের ঐকদেশিকতার পরিচয় মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য বুঝিতে গেলে, অঙ্গিরার মতই সমধিক আদরণীয় কারণ, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য একীকরণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সপ্তপদী গমন হইল, আর একীকরণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, এইরূপ নহে। বিবাহের পর এবং রজোদর্শনের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কিছু দিবস একীকরণের পূর্ণতার জন্য স্ত্রীপুরুষে একত্র বাস সম্ভাষাদি হওয়া আবশ্যক। এই যুক্তি অনুসারে অঙ্গিরা মতের বাল্য-বিবাহ যে প্রশস্ত, সেপক্ষে সংশ[য়] নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথমভাগে এ বিষয়ে যথেষ্ট সমালোচনা করা হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তত্তাবতের পুনরুল্লেখ দ্বিরুক্তিমাত্র।

২। ডাক্তার সরকার মনুর "ত্রিংশংবর্ষো বহেৎ কন্যাং" এই শ্লোক উদ্ধৃত করি[য়া] বলেন,—

(তাৎপর্য্যানুবাদ)—"আমাদের স্মরণ কর[া] উচিত, যে এই শ্লোক দ্বারা মনু স্পষ্টতঃ বর[ ] কন্যার বিবাহের বয়সের নিম্নতর সংখ্যা নির্দ্ধার[ণ] করিয়াছেন। তিনি কোনক্রমেই যৌবন বিবা[হ] নিষেধ করেন নাই।"

আমরা মনুর শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ[্যা] পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। অব[শ্য] ডাক্তার সরকার, কোন সংস্কৃতজ্ঞ স্মার্ত্ত ভট্টা[]চার্য্যের নিকট হইতেই এই শ্লোকের এইরূ[প] ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। সুতরাং বা[] পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের পণ্ডিত[] লীরও এক্ষণে এরূপ হীন দশা উপস্থিত হ[ই]য়াছে। শ্লোকটীর ভাষাদ্বারা বা মনুর ব্যা[খ্যা] কর্ত্তাদিগের দ্বারা কখনও ইহা বরকন্যার বি[বাহ] যোগ্য বয়সের নিম্নতর সংখ্যা বলিয়া নি[র্দ্দিষ্ট] হয় নাই। বরং তাহার প্রতিকূলে উচ্চ[] বয়স বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ম[] নবম অধ্যায়োক্ত ঐ চতুর্দ্দশ শ্লোকের টী[কায়] মেধাতিথি বলেন, "ইয়তা কালেন যবীয়[] বোঢ়ব্যা ন পুনরেতাবৎ বয়স এব বি[] ইত্যুপদেশার্থঃ।" উপরি লিখিত বচনোক্ত[] যুবতী কন্যার বিবাহ পক্ষে বুঝিতে হই[বে]। কিন্তু এই সময়েই বিবাহের-বয়স এইরূপ[] উচিত নহে।" সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইত[েছে] যে, মেধাতিথির বয়সের এইরূপ সংখ্যা উ[] তর সীমাবোধক। নতুবা মেধাতিথি "যবী[য়সী]" স্থলে "কনীয়সী" পদ ব্যবহার করিতে[ন]। সুতরাং আমরা বলিতে লজ্জিত ও দুঃ[খিত]

হইতেছি যে, ডাক্তার সরকার মনুর শ্লোকের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সুমহান্ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ডাক্তার সরকার আরও বলেন, যদি আমরা ইহা "কামমামরনাৎ" শ্লোকদ্বারা সমর্থন করি তাহা হইলে, এই শ্লোকের অভিপ্রায় আরও প্রব্যক্ততর হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ" এই বচনটি নিয়ামক নহে, উহা উৎকর্ষবোধক মাত্র। বিশেষতঃ মনু এই বচন দ্বারা পিতা দেখিয়া শুনিয়া গুণহীন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না, ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু পিতা উপযুক্ত বরে কন্যা সম্প্রদান না করিলেও ঋতুমতী হইলে কন্যা স্বয়ং বর গ্রহণ করিতে পারেন, মনুর এইরূপ উপদেশও আছে, যথাঃ—কামমায়বণাৎ শ্লোকের [পর]ে পমু বলিতেছেন।

[ত্রী]ণি বর্ষাণ্যুপেক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
[ঊ]র্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাৎ বিন্দেত সদৃশংপতিম্।

কুমারী ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর [পর্]যন্ত উৎকৃষ্ট বরের জন্য অপেক্ষা করিবেন। [য]দি তখনও উৎকৃষ্ট বর প্রাপ্ত না হওয়া [যায়], তবে তিনি পিতার সম্প্রদানের অপেক্ষা [না] করিয়া স্বয়ংই (অপেক্ষাকৃত গুণহীন) সদৃশ [বর] নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন।"

সুতরাং স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মনু [ঋতু]মতী হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহের [উপ]যুক্তকাল স্থির করিয়াছেন। "কামমামরণাৎ" [ত্রী]ণিবর্ষাণ্যুপেক্ষেত" ইত্যাদি ব্যভিচার স্থল। সুতরাং অবশ্য বলা যাইতে পারে, [] দেখিয়া শুনিয়া, মতামত প্রকাশ করিলে [ডাক্ত]ার সরকার এ ভ্রমে পতিত হইতেন না।

৩। ডাক্তার সরকার অতঃপর সন্তানোৎ[পাদ]ন বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের সময় নিরূপণ [] আর্ত্তব রক্তের আবির্ভাব ও তিরো[ভাব] বিষয়ে স্ত্রীজাতির বয়োনিরূপণ নিমিত্ত সুশ্রুত যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া বলেন,—

(তাৎপর্য্যানুবাদ) "বস্তুতঃ এই বচনের দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয় যে, বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা, এই শ্লোকটী রচনা হওয়ার সময়ই অনুভূত হইয়াছিল।"

সুশ্রুতের সন্তানোৎপাদন এবং রক্ত প্রবর্ত্তনের কাল নিরূপণ দ্বারা বিবাহের বয়স সমর্থন করা বা বাল্যবিবাহের অপকারিতা প্রতিপাদন করা, পিতার শ্রাদ্ধে মাতুলের পিণ্ডদান ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিবাহের বয়োনিরূপণ বিষয়ে যখন স্পষ্টতঃ সুশ্রুতের বিধান আছে, তখন তাহার সমর্থনের জন্য সন্তানোৎপাদনের মন্তব্য সংযোজন, সাধারণের চক্ষুতে, ধুলি মুষ্টি নিক্ষেপ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্বমতের প্রতিকূলতা বশতঃ, জানিয়া শুনিয়াও ডাক্তার সরকার সুশ্রুতের বিবাহ বিষয়ক বয়োনিরূপণের মন্তব্য, স্বকীয় মন্তব্যে সংযোজন করেন নাই, ইহা বোধ হয় না। বরং একথাই সঙ্গত বোধ হয়, যে, আয়ুর্ব্বেদ তাহার অধীত শাস্ত্র নহে। বিবাহ বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশের সময়, হয়ত, সুশ্রুতের উক্ত অংশটুকু তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বিবাহের বয়োনিরূপণ বিষয়ে সুশ্রুতের মন্তব্য পাঠকগণকে অবগত করাইয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেই অংশটুকু পাঠ করিলে, অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে, আয়ুর্ব্বেদ দ্বারা বিবাহের বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া ডাক্তার সরকার মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ডাক্তার সরকারের চতুর্থ আপত্তি,—

(তাৎপর্য্যানুবাদ) 'যদি সুশ্রুতের এই রজঃ প্রবর্ত্তনের কাল, নিম্নতর সংখ্যাবোধক ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে, সুশ্রুতের সময় হইতে এক্ষণে রজঃ প্রবর্ত্তন কালের সমধিক অবনতি হইয়াছে বলিতে পারা যায়। যদি একথা

সত্য হয়, তাহা হইলে এবিষয়ে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন।"

ডাক্তার সরকার ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন, এক্ষণে হিন্দুকন্যাদিগের মোটামুটী দ্বাদশ বৎসরের পরে প্রথম রজোদর্শন হয়। যদি সুশ্রুতের নির্দ্দেশ মোটামুটী হিসাবে লিখিত হইয়া থাকে তাহা হইলে এক্ষণকার আর্ত্তবকালের সহিত সৌশ্রুত আর্ত্তবকালের কোনই প্রভেদ নাই। অপর যদি সুশ্রুতের আর্ত্তবকালের নির্দ্দেশ নিম্ন সংখ্যাপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ দেশীয় স্ত্রী জাতির দৈহিক অবনতি অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং ডাক্তার সরকারের এই প্রস্তাব বাস্তবিকই মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করা উচিত। কারণ, ইহার সহিত হিন্দুকন্যার দৈহিক উন্নতি অবনতির বিষয় বিবেচনা করার বাস্তবিক সম্পূর্ণ সংস্রব রহিয়াছে।

এক্ষণে এই সুশ্রুতোক্ত বৎসরের সংখ্যা নিম্নতম, কিম্বা, মোটামুটি হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারিত করা যাউক। আয়ুর্ব্বেদের লিপিভঙ্গি দেখিলে, ইহা স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, আয়ুর্ব্বেদের কোন কথাই নির্দ্দিষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই। যতকিছু আয়ুর্ব্বেদীয় তত্ত্ব সমুদায়ই মোটামুটি হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা এস্থলে সুশ্রুতের একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

সুশ্রুত বলেন—

বৈলক্ষণ্যাৎ শরীরাণাং অস্থায়িত্বাৎ তথৈব চ।
দোষধাতু মলানান্তু পরিমাণং ন বিদ্যতে॥

"মানব দেহে ব্যক্তিগত অবস্থার এত বৈলক্ষণ্য এবং নিয়তই এত পরিবর্ত্তন শীলতা যে, দোষ, ধাতু বা মল সমূহের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না।"

যে সুশ্রুত দোষধাতু সমূহের একপ অস্থায়ী মান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি কখন স্ত্রীরজঃপ্রবর্ত্তনকালের কোন নিম্নতম সংখ্যা নির্দ্দে[illegible] করিতে পারেন না। কারণ সুশ্রুতই বলেন[illegible] রস হইতে যেরূপ রক্ত উৎপন্ন হয়, র[illegible] হইতে তদ্রূপ আর্ত্তব রক্ত ও উৎপন্ন হই[illegible] থাকে। যথা,—

সোদের স্ত্রিয়েবরক্তং রজঃসংজ্ঞং প্র[illegible]র্ত্ততে।

সুতরাং শরীরের অবস্থা ভেদে ধাতুসমূহে[illegible] পরিমাণ ভেদে শিরায় কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাপ[illegible] যে, আর্ত্তব রক্তের বেগ প্রবাহিত হইবে[illegible] তাহা বুদ্ধি সুদ্ধি লইয়া কোন ব্যক্তি অস্বী[illegible] করিতে পারেন না।

আমাদের ষ্টেটিষ্টিকস্ নাই; ষ্টেটিষ্টি[illegible] দেখাইয়া আমরা কোন কিছু প্রমাণ করি[illegible] পারিবনা। আমাদের ষ্টেটিষ্টিকস্ আয়ুর্ব্বে[illegible] পণ্ডিত, তজ্জন্য বলিতেছি, আমাদের উ[illegible] লিখিত মন্তব্য আমরা ষ্টেটিষ্টিকস্ দেখা[illegible] প্রমাণ করিতে না পারিলেও সহস্রা[illegible] বৎসরের পূর্ব্বতন কালের মাননীয় পণ্ডিতগ[illegible] অভিমত দ্বারা সুপ্রমাণ করিতে পারি। অ[illegible] হৃদয়ের টীকাকার অরুণদত্ত বলেন।

দ্বাদশাদিতি প্রায়িকমেতৎ। একাদশ[illegible] কানামপি স্ত্রীণাং রক্তপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ। পঞ্চা[illegible] ক্ষয়মিত্যত্রাপ্যেবমেব চিন্ত্যম্।

স্ত্রীলোকের দ্বাদশ বৎসরে প্রথম রজো[illegible]নের কথা প্রায়িক অর্থাৎ অধিকাংশেরই [illegible] কালে প্রথম রজোদর্শন হয় বলিয়া একপ নি[illegible] হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক এক[illegible] বর্ষেও স্ত্রীলোকের প্রথম আর্ত্তব নিঃসৃত হই[illegible] দেখা যায়। পঞ্চাশ বৎসরে আর্ত্তব রক্তের [illegible] ভাবের মত সম্বন্ধেও এইরূপ প্রায়িক বু[illegible] হইবে। অতএব নিঃশংসয়িতরূপে বলা যা[illegible] পারে যে, সুশ্রুতের সময় হইতে এ[illegible] স্ত্রীজাতির প্রথম রজোদর্শনকালের কোন [illegible] বর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই।

সুতরাং ডাক্তার সরকার হিন্দু[illegible]

এবং আয়ুর্ব্বেদের মতানুসরণ পুর্ব্বক স্ত্রীজাতির বাল্য বিবাহ রহিত করিতে গিয়া, মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন, একথা, অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বালিকাবয়সে প্রসূতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া, এ প্রদেশের সুমহান্ অপকার সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং মূলতঃ রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত সংস্কারেচ্ছু সম্প্রদায়ের এবিষয়ে মতবিরোধ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সংস্কারক সম্প্রদায়ের হঠকারিতায় প্রকৃত তথ্য বহুদূরে অপসারিত হইয়া সম্প্রদায়িকভাবে পরিণত হইয়াছে;—দেবভোগ কুক্কুরসেবায় পরিণত হইয়াছে;—পারিজাত কুসুম দৈত্যের উপভোগ্য হইয়াছে। তাঁহাদের দেশের প্রকৃত মঙ্গল যাহার কামনা দেশ হিতব্রত যাহার উপাসনা, তিনি কখনই বিবাহ যোগ্য কাল নিরূপণ লইয়া, এই সাম্প্রদায়িকতা, প্রবল দেশে পুনরায় সাম্প্রদায়িকতার অগ্নি প্রজ্জলিত করিবেন না। স্বকীয় বিমলসলিলা সুখাবগাহ, পুষ্করণী যত্নপূর্ব্বক কুম্ভীরের আবাস ভূমি করিবেন না। শুভকরী প্রথায় পদাঘাত করিয়া দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। যদি দেশের প্রকৃত উপকার সংসাধন করিতে হয়, যদি প্রত্যেক প্রসূতিকে সুসন্তান প্রসব করাইতে হয়, তবে বিবাহ যোগ্য কালের সংস্কার ছাড়িয়া দিয়া, গর্ভাধান যোগ্য কালের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হউন, বাস্তবিক সংস্কার সাধন করিতে হইলে স্বকীয় হীনপ্রভ মনির প্রভাই উজ্জলতর করাণ সুপণ্ডিতের পক্ষে বিধেয়। স্বকীয় মুক্তার পরিবর্ত্তে কোন মুর্খ ইচ্ছা করিয়া পরকীয় সুক্তি সংগ্রহে তৎপর হয়। সংস্কারপ্রয়াসি ভারতবাসি আপনারা কি বুঝিতেছেন সংস্কারসাধন উদ্দেশে আপনারা স্বকীয় কণ্ঠমণি ফণি বোধে পরিত্যাগ করিয়া পরকীয় বিষময় অশনি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছেন! অমৃতময় ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিষময় গরল আহরণ করিতেছেন!!

শব্দব্রহ্ম।

পূর্ব্বাচার্য্যেরা শব্দকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দব্রহ্মের উপরিই আগম শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। অতএব শব্দ কিরূপে ব্রহ্ম পদার্থ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা অপ্রয়োজনীয় হইবে না বলিয়া এস্থলে সংক্ষেপে তদ্বিষয়ের বিবরণ করা যাইতেছে।

মহাপ্রলয়কালে অনাদিরূপা পরাশক্তি শিবতত্ত্বের সহিত সম্মিলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হন। পরে সৃষ্টি সময়ে যাবতীয় সাত্ত্বিক-রাজস-তামস স্রষ্টব্য পদার্থের বিস্তারের নিমিত্ত ভগবানের সিসৃক্ষা হইলে তিল হইতে তৈলের ন্যায় তাঁহা হইতে পৃথক্রূপে ঐ শক্তির প্রকাশ হয়। শক্তি হইতে নাদ ও নাদ হইতে বিন্দুর উদ্ভব হয়। অর্থাৎ শক্তি কখনও নাদস্বরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন, কখনও শিবোন্মুখী হইয়া সম্মিলনবশে পুংরূপা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং নাদ ও বিন্দু শক্তির সৃষ্ট্যুপযোগী অবস্থা বিশেষ মাত্র। আবার বিন্দু শিবময়, শক্তিময় ও তদুভয়ময় হইয়া বিন্দু, বীজ ও নাদ এই তিন ভেদে বিভক্ত হয়। অর্থাৎ বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক ও নাদ উভয়াত্মক। উহাদিগের হইতে জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিময় রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর আবির্ভাব হয়। যাহাহউক, ক্রিয়াশক্তি প্রধানা বিন্দুরূপা প্রকৃতি হইতে শব্দ ও শব্দার্থের কারণস্বরূপ শব্দব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়াছে। তথাচ, রাঘবভট্টধৃত বচন।

ক্রিয়াশক্তি প্রধানায়াঃ শব্দ-শব্দার্থ কারণং।
প্রকৃতে র্বিন্দুরূপিণ্যাঃ শব্দব্রহ্মাভবৎ পরং।

সারদাতিলকেও উক্ত হইয়াছে যে—

বিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোঽভবৎ।
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগম বিশারদাঃ।

তাৎপর্য্য এই যে পরবিন্দু অর্থাৎ শক্তির অবস্থা বিশেষস্বরূপ প্রথম বিন্দু হইতে বিদ্যমান হইয়া অব্যক্ত (বর্ণবিশেষরূপে ব্যক্ত না হয় এরূপ) অখণ্ড নাদমাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ পরম শিবের প্রথম উল্লাসমাত্রে আবির্ভূত উক্ত নাদ বিন্দুময় অব্যক্ত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মাত্মক শব্দই শব্দব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তান্ত্রিক-তিলক সারদাতিলককার বলেন, চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতং। তৎপ্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগং। বর্ণাত্মনাবির্ভবতি ইত্যাদি। উক্ত বিদ্যমান বিন্দুরূপ চৈতন্য কুণ্ডলীস্বরূপ প্রণবাকৃতি; উহাই শব্দব্রহ্ম। উহা প্রাণিগণের দেহ মধ্যগত হইয়া কণ্ঠতালু প্রভৃতি সংযোগে বর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

যদিও শব্দব্রহ্ম শব্দ ও শব্দার্থ এতদুভয়াত্মক বলিয়া উক্ত হইল, কিন্তু কেহ কেহ কেবল শব্দকে, কেহ কেহ কেবল শব্দের অর্থকে শব্দব্রহ্ম বলেন। সারদাতিলকার ঐ উভয় মতকেই দুষ্ট বলিয়াছেন। তাহার কারণ, শব্দ ব্যতিরেকে অর্থ জড়স্বরূপ; কেননা, কে তাহাকে সেই অর্থ বলিয়া প্রতিপাদিত করিবে? এবং অর্থ ব্যতিরেকে কেবল শব্দও জড়মাত্র, বুদ্ধির বিষয় নহে; কেননা, কোন্ বস্তু সে প্রতিপাদিত করিবে? অতএব শব্দার্থরূপ বিশিষ্ট পদার্থই শব্দব্রহ্ম।

কিন্তু তাহাতেও অপর একটা আপত্তি উত্থিত হয় যে ব্রহ্ম যখন সচ্চিদানন্দময় পদার্থ তখন শব্দও তাহার অর্থ কিরূপে ব্রহ্মপদবাচ্য হইতে পারে? শাস্ত্রকারেরা এই আশঙ্কিত আপত্তির নিরাশ করিয়া গিয়াছেন। ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে, ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরাং গতিং। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওঁ এই একাক্ষরাত্মক ব্রহ্ম বস্তুর উচ্চারণ পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে, সে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। এস্থলে ওঙ্কার উপলক্ষণমাত্র। ওঙ্কারের বিকৃতীভূত যে কোন মন্ত্র গুরু উপদেশ করেন, সেই ইষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই পরমাগতি লাভ হয়। কেননা, সর্ব্বত্রই ধ্বনির বিদ্যমানতা আছে। ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধীয় ষোড়শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—অহং সর্ব্বানি ভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনু। অর্থাৎ আমিই এই প্রত্যক্ষ সর্ব্বভূত, আমিই সর্ব্বভূতের আত্মা এবং আমিই ঐ সমস্ত ভূতের উৎপাদক। শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম ভেদে আমার দ্বিবিধ তনু আছে, উক্ত উভয় তনুই নিত্য। কুলার্ণব তন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডের প্রথমোল্লাসে আরও স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। যথা,—আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে। শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরংব্রহ্ম বিবেকজং। অর্থাৎ আগমোত্থ ও বিবেকোত্থ ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্তটী শব্দব্রহ্ম ও শেষোক্তটী পরমব্রহ্ম। উভয় স্থলেই শব্দব্রহ্ম শব্দে প্রণব বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, শব্দব্রহ্ম শব্দে প্রণব না বুঝিয়া প্রণবার্থ বুঝিতে হইবে। এ মীমাংসাও সুন্দর। কেননা, শাস্ত্রে লিখিত আছে;—বাচ্যস্তু পরমং ব্রহ্ম প্রণবো বাচকঃ স্মৃতঃ। অর্থাৎ প্রণব বাচক এবং পরমব্রহ্ম বাচ্য কিন্তু পূর্ব্বকল্পও নিন্দিত নহে; কেননা, শাস্ত্রকারেরা উক্তস্থলে বাচ্য-বাচকের অভেদাঙ্গীকার করিয়াছেন। এবং নানাস্থানে বলিয়াছেন বাচকেপিচ বিজ্ঞেতে বাচ্য এব প্রসীদতি। অর্থাৎ বাচক বিজ্ঞাত হইলে বাচ্যই প্রসন্ন হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে যে অনাহত নামে মহাচক্র বর্ত্তমান আছে, তথায় গুণ ... ও দেবত্রয়াত্মক উক্ত ব্রহ্মবস্তু অব্যক্তভাবে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। পঞ্চাশৎ বর্ণমাতৃকা বা যাবতীয় পদার্থই উহার প্রপঞ্চমাত্র।

বঙ্গ ভাষা বিকাশিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তিনশত বর্ষ অতীত হইল রামায়ণ কাব্য রচয়িতা আদি কবি কৃত্তিবাস ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষায় প্রথম কাব্য নির্ম্মাণ করেন। তৎকালে বঙ্গভাষার শব্দ সম্পত্তি এত অল্প ছিল যে মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া পদ বিন্যাস করাও কঠিন হইত এবং পদ্যপ্রণালিও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গালার দ্বিতীয় কবি কবিকঙ্কণ উপাধিক মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৫১১ শকাব্দে বঙ্গভাষায় চণ্ডীকাব্য প্রনয়ন করেন। ইহা প্রমাণ সিদ্ধ। কিন্তু ১৪৬৬ শাকে চণ্ডীকাব্য প্রনয়ন কল্পার যে উল্লেক আছে তাহা ইতিবৃত্ত বিরুদ্ধ বোধ হওয়াতে উপেক্ষিত হইল। সার্দ্ধ দ্বিশতবর্ষ (২৫০) মধ্যে তৃতীয় কবি কাশীরাম দাস বঙ্গভাষাতে মহাভারত কাব্য রচনা করেন। এই সময়ে বঙ্গভাষার অপেক্ষাকৃত বাহুল্য হইয়াছিল। এবং ১৬৪০ শকাব্দার মধ্যে কবিরঞ্জণ রাম প্রসাদ সেন এবং ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর এই কবিদ্বয় জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষার কাব্য ভাণ্ডার সুসজ্জিত করিয়া তুলিলেন। সুতরাং বঙ্গভাষার পূর্ব্বাবস্থায় বিশেষ বিশুদ্ধতা ছিল না। প্রচলিত মিশ্র ভাষা সমূহেরই অগ্রে অবিশুদ্ধতা ছিল। ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য।

৭ বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা।

কবি প্রিয় নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর বঙ্গীয় কবিদিগের গৌরব বর্দ্ধন করেন এবং রামপ্রসাদ সেন কে কবিরঞ্জন ও ভারত চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কে রায় গুণাকর উপাধিদানে চিহ্নিত ও বিখ্যাত নামা করেন। বঙ্গভাষার তৎসময়াবধিই শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। এবং বাঙ্গলাকাব্যে সংস্কৃতের অলঙ্কার সকল সুন্দররূপে প্রবেশ করিতে আরম্ভ হয়। গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর কাব্য অশ্লীল ও বর্ত্তমান রীত্যানুসারে অতিশয় উক্তি অলঙ্কারে ভূষিত বলিয়া গণ্য হইলেও উহার রচনার মাধুর্য্য বর্ণানুপ্রাস শ্রুত্যনুপ্রাস প্রভৃতি অনুপ্রাস সকলে পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতেছি সুন্দরের নাগরীক স্ত্রীদিগের বর্ণনা উপলক্ষে অপহ্নুতি উৎপ্রেক্ষালঙ্কার, বিদ্যার রূপ বর্ণনাতে অতিশয় উক্তি উপমা উৎপ্রেক্ষা এবং ক্রমালঙ্কার বিস্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে এইরূপ কাব্য বাঙ্গলা ভাষাতে আর ছিল না। এবং উহাকে আদর্শ করিয়াই অন্যান্য কাব্য প্রকাশ হইতে থাকে। তখন পদ্য গ্রন্থের যত পারিপাট্য ছিল গদ্যে তত গ্রন্থ ছিল না বলিলেও হয়। বর্ত্তমান উনবিংশতি শতাব্দিতে বঙ্গভাষার কলেবর কতিপয় মহাত্মার প্রযত্নে পরিমার্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত, পরিশোধিত এবং পরিশোভিত হইয়াছে। প্রথম বঙ্গভাষার সংবাদ পত্রের উদ্দীপন। দ্বিতীয় বঙ্গভাষায় গদ্যে পদ্যে বহুতর ব্যাকরণ, কাব্য গণিত, পদার্থ বিদ্যা, ভূগোল, ক্ষেত্রতত্ত্ব অভিধান প্রভৃতির প্রচার। তৃতীয় রাজকীয় বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার পুস্তক সকল পাঠ্য হওয়া। চতুর্থ দেশীয় ব্যক্তি দিগের বঙ্গভাষা পাঠে অনুরাগ ও পুস্তক পত্রিকাদি প্রনয়নে উৎসাহ ও প্রয়াস প্রকাশ ইত্যাদি এইরূপে বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা মধ্যম বা উত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। দুর্ব্বল বঙ্গবাসীরা যদি ইহা অপেক্ষায় কোনও কালে নিজের উন্নতির সহিত মাতৃভাষার উন্নতি করিতে সমর্থন হয়েন তৎ-

কালে বঙ্গভাষার অত্যুন্নতমাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১ ম। সংবাদ পত্র বঙ্গদেশে স্বত উৎপন্ন হয় নাই। কোনও হিন্দু বা মুসলমান রাজাদিগের শাসন সময়েও সমুতপন্ন নহে। এবং বাঙ্গালীও বাঙ্গলা সংবাদপত্রের প্রথম জন্মদাতা নহেন। বাঙ্গলা সংবাদপত্রের জন্মদাতা একজন ইংরাজ শ্রীরামপুরের মার্শমন সাহেব। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের প্রথম সূত্রপাত করেন। তৎসময়ে ইংরেজী পত্রিকাও এদেশে দুইখান মাত্র প্রচলিত ছিল। ঐ বাঙ্গলা-পত্রিকা খানি দিগদর্শন নামে মাসিক প্রকাশ হইত।

মার্শমন সাহেব সতর্কতার সহিত কিছু দিন পত্রিকার কাজ নির্ব্বাহ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় বুঝিয়া সমাচার দর্পণ নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ে লর্ড হেষ্টিংস সাহেব এদেশের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি এই পত্রিকার প্রতি বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়েই সংবাদ পত্রের ডাকমাসুল কমিয়া যায়।

সমাচার দর্পণের জন্ম হইবার ১৫ দিন পরে তিমির নাশিকা নামে একখানি পত্রিকা কলিকাতাতে প্রকাশ হয় এবং অনতিকাল বিলম্বেই লীলা সংবরণ করে।

সমাচার দর্পণ পুনঃ পুনঃ হিন্দুধর্ম্ম আক্রমণ করাতে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিরা ব্যাথিত হওয়ার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের উদ্যোগে সমাচার চন্দ্রিকার জন্ম হয় এবং কলিকাতার সংবাদ পত্রিকার অভাব দূর করে। চন্দ্রিকা দর্পণের সহিত তুমুল সংগ্রামার্থে জন্মে এবং চন্দ্রিকা বীরভাবে সংগ্রাম করিয়া হিন্দুদিগের নিরতিশয় আনন্দ বৃদ্ধি করে। ক্রমে কলিকাতাতে দুই এক খানি করিয়া সংবাদ পত্র জন্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। কৌমুদী, বঙ্গদূত, প্রভাকর, ভাস্কর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, সোমপ্রকাশ, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি বহুতর উৎকৃষ্ট ও মধ্যম শ্রেণীর পত্রিকা সকল প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। কলিকাতার দৃষ্টান্তনুসারে প্রায় প্রত্যেক নগর হইতেই দুই এক খানি করিয়া সংবাদপত্র প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু কতকগুলি পত্রিকা অন্নাভাবে অকালে জীবন ত্যাগ করিল আর কতকগুলি জীর্ণ শীর্ণাবস্থায় অদ্য পর্য্যন্ত জীবিত আছে। কতকগুলি সম প্রভায়েই রহিয়াছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দাবধি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ৬১ বর্ষে সংবাদপত্রের ঈদৃশ বৃদ্ধি ও উন্নতি বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার এবং বঙ্গবাসীদিগের মঙ্গলসূচক সন্দেহ নাই।

২য়। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাবু নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহোদয়দিগের প্রযত্নে প্রকাশিত সন্দর্ভ ও প্রবন্ধ পাঠে বঙ্গবাসিদিগের উন্নতির সহিত বঙ্গভাষার সমুন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। সভ্যবর্ণ চতুষ্টয় হইতে অসভ্য চণ্ডালকুমার ও পার্ব্বত্য গারো সন্ততিরাও বঙ্গভাষার অনুশীলন করিয়া কি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে না?

৩য়। নর্ম্যালস্কুল, পাঠশালা এবং স্কুল কলেজে ও বঙ্গভাষার পুস্তক সকল পাঠ্য হওয়াতে বঙ্গভাষার মহান উপকার হইয়াছে।

৪র্থ। বঙ্গবাসিদিগের বঙ্গভাষাতে অনুরাগ না থাকিলে বঙ্গভাষা এরূপ উন্নতিও লাভ করিতে পারিত না। স্থানীয় লোকের অনুরাগে সদুন্নতি স্বতঃসিদ্ধি বলিলেও হয়।

৭ম অধ্যায়।

৮। ভাষার উন্নতিতে তদ্ভাষিদিগের উন্নতি হয়। ভূমণ্ডলে যতপ্রকার ভাষা প্রচলিত আছে তাহাদিগের সকলেরই একটী প্রথমাবস্থা ছিল এবং প্রথমাবস্থাতে সকল ভাষারই অসম্পূর্ণতা ও তদ্ভাষীদিগের হীনাবস্থা থাকে। আদিভাষা যে সংস্কৃত বলিয়া সপ্রমাণ করা হইয়াছে তাহারও প্রথমাবস্থাতে তদ্ভাষীদিগের গহন কাননে, বৃক্ষকোটরে ও পর্ণকুটীরে বাস, কটুকষায় ফল মূল ভক্ষণ, স্থূলতর গজাজিন বা বৃক্ষ বল্কল পরিধান করিতে হইয়াছিল। পদ্মমৃণাল দ্বারা তৎকালের রমণীদিগের বলয় কুণ্ডলাদি ভূষণ সম্পন্ন হইত। পর্ব্বত গহ্বরবাসিনী নগ্না-কামিনীদিগের সম্বন্ধে শুভ্র বা কৃষ্ণ মেঘ সকল যবনিকার কার্য্য সম্পাদন করিত।

সংস্কৃত ভাষার সমুন্নতির সহিত তদ্ভাষীদিগের কত সুখ সমৃদ্ধি কত বিলাস পারিপাট্য কত বা গৌরব হইয়াছিল তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। এই রাজকীয় ভাষা সর্ব্বভাষার উপর উৎকর্ষতা স্থাপন করিতেছেন, ইনিও প্রথমাবস্থায় পশু ভাষার ন্যায় সভ্য সমাজে উপহসিতা ছিলেন। এই ভাষার উন্নতির সঙ্গে তদ্ভাষীদিগের উন্নতি ত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়াই তদ্বিস্তার বাহুল্য।

উপরিদর্শিত ভাষাদ্বয়ের অবস্থা দ্বারা ভাষার উন্নতিতে তদ্ভাষীদিগের উন্নতি স্থিরীকৃত হইল। সুতরাং বঙ্গভাষার যদি বঙ্গবাসিদিগের অধ্যবসায়ে, একতায় এবং বহুবিধ প্রযত্নে কোনও কালে তাদৃশ উন্নতির সম্ভাবনা হইয়া উঠে তবে বঙ্গভাষা ভাষী বঙ্গবাসীদিগেরও সমুন্নতিজ্যোতি দিঙমণ্ডল প্রকাশ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

৮ অধ্যায়।

৯। বঙ্গবাসিদিগের বঙ্গভাষার উন্নতি বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রমাণ করা হইয়াছে ভাষার উন্নতিতে তদ্ভাষী ব্যক্তিদিগের উন্নতি হয়। সুতরাং বঙ্গবাসীদিগের বঙ্গভাষার উন্নতি বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা যে উচিত তাহাও তদ্দারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। বঙ্গবাসি কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যেই বহুবিধ লোক বিরাজ করিতেছেন, সকলে একমন এক প্রাণ এবং এক অধ্যবসায় না হইলে কদাপি তদ্দারা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

এইক্ষণে অনেকগুলি লোকে বলিয়া থাকেন বঙ্গভাষা নিতান্ত সংকীর্ণ ইহাতে প্রশস্ত চেতা উন্নত ব্যক্তিদিগের বিচরণ, বৃথা সময় হরণ মাত্র। যে সকল বঙ্গভাষার পুস্তক আছে তাহার পাঠ বা অনুশীলনে কোনও প্রকার ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ বা এই ভাষার পুস্তকগুলিকে অন্তঃসার শূন্য বলিয়া স্থিরতর সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যদেশীয় অন্য ভাষাভাষীরা যেরূপ বলুক না কেন তাহাতে ক্ষোভের বিষয় নাই; কিন্তু দুঃখ এই যে বঙ্গভূমিজাত আশারস্থল কৃতবিদ্যদিগের অনুশীলনে ইহার প্রসর বৃদ্ধি পাইয়া সারবত্তার সংস্থান হইতে পারে, সেই আশারস্থল মহাশয়গণ কৃতবিদ্য হইলেই উচ্চৈঃস্বরে বঙ্গভাষার অযশ ঘোষনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাদিগের তর্কের তরঙ্গে বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষপাতি তার্কিকগণ ও ভাসমান হইয়া যান। বঙ্গভাষার নাম শ্রবণ মাত্রেই ইহাদিগের ভ্রুকুটি দর্শনে প্রশস্তমনা বঙ্গভাষোন্নতিকারকের ও সেই সভায় কথা বলিতে লজ্জা হইয়া পড়ে। বঙ্গভাষার বিদ্বেষী ব্যাক্তিদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অনেকেরই বঙ্গভাষানভিজ্ঞতা প্রমাণীকৃত হয়।

যাহারা বঙ্গজ তাহারা বিধিমতে কিছুকালের নিমিত্তে মাতৃভাষার অনুশীলন না করিলে কোন বঙ্গসমাজে অনুযোজ্য না হইবেন? সকলদেশীয় সভ্যগণই উৎকৃষ্ট হউক বা নিকৃষ্ট হউক সর্ব্বাগ্রে মাতৃভাষার আলোচনা করিয়া থাকেন। যিনি এই সুনিয়মের অন্যথাচারী তিনি, মাতৃভাষা অসম্পূর্ণ, অসার এবং সভ্যের অননুমোদিতা

নয় বলিয়াই, নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। যেহেতুক ঐ সকল দোষের সদ্ভাবে বঙ্গসন্তান মাত্রেই সম্পূর্ণ দায়ী বটেন। বঙ্গ সন্তানের বঙ্গভাষার এবং বঙ্গ সাহিত্যের অনুশীলনে উপেক্ষা করা কি সঙ্গত? জননী কাহার উপর আত্ম গৌরবের বর্দ্ধন বিষয়ক আশা করেন? জননীর অভাব অপ্রতুল কাহার পুরণ করা কর্ত্তব্য? সুবোধ সুশিক্ষিত সন্তানেরা কি তদ্বিষয়ে অগ্রগণ্যরূপে দায়ী নহেন। জননীর ধন সম্পত্তির অল্পতা দেখিয়া যে সকল সন্তান ত্বদীয় সেবা শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া বসে, সাধুসমাজ তাদৃশ পুত্রকে কি কুপুত্র বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন? বঙ্গবাসি আমরা মাতৃভাষার সেবায় উপেক্ষা করিলে কি ঐ কুপুত্র বিশেষণ দ্বারা সম্ভাবিত হইবে না? হা! অনেক সুচতুর বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রহরাধিক সময় পর্য্যন্ত অনায়াসে আলাপ করিতে সমর্থ অথচ স্ব স্ব পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সহিত কিঞ্চিৎকাল কথোপকথন করিতে হইলে তাহাদিগকে পদে পদে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত এবং মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে বিলক্ষণ বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। ইহা অপেক্ষা আর অধিক আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে। আমরা মাতৃ ভাষা বিমূখ বহু-ভিন্ন জাতীয় ভাষাজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা ঔদাস্য পরিহার পূর্ব্বাক মাতৃ ভাষার অনুশীলনে ও আয়তন বর্দ্ধনে নিযুক্ত হউন। অতএব আমরা বঙ্গভাষা বিদ্বেষী সুশিক্ষিত বা শিক্ষিত অথবা বঙ্গবাসি-মাত্রকেই বলিতেছি, তাঁহারা কর্ত্তব্য জ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া বঙ্গভাষার অনুশীলনে কিঞ্চিৎ সময় ব্যয় করুন। মাতৃ ভাষার সেবায় যে সময় টুকু ব্যয় করিবেন তাহা নিতান্ত অপব্যয়িত হইবে না। দেখুন কতিপয় মহাত্মার প্রযত্নে পঞ্চাশৎ বর্ষ মধ্যে বঙ্গভাষার পূর্ব্বাপেক্ষায় কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। যদি সকলে সমবেত ভাবে বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনে যত্নশীল হয়েন তবে অন্যান্য সভ্যানুমোদিত ভাষা হইতে বঙ্গভাষা কোনও ক্রমে নিকৃষ্টরূপে পরিচি... বা সভ্যসমাজে উপহসিতা হইবেন না।

বিবিধ।

মহাশয়!

আমি বেদব্যাস পত্রিকার একজন অপরি-চিত গ্রাহক, উক্ত পত্রিকায় যে প্রকার পাণ্ডি... প্রকাশ করিতেছেন ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। ইহা পাঠে সহজে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় হইয়াছে। ইহা দ্বারা যে হিন্দুধর্ম্মের কত উন্নতি সাধন হইতেছে ও হই... তাহা বলিবার নহে। জগদীশ্বর আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন। আপনারা জয় যু... হউন।

আমার কয়েকটী বিষয় সন্দেহ হইয়া... আপনাদের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানি পণ্ডিত ভিন্ন ই... সদুত্তর পাওয়ার আর আশা নাই। দয়া প্রকা... সদুত্তর দিলে একান্ত উপকৃত হইব।

প্রশ্ন।

১।	গুরুগীতার ২৯ শ্লোক	বিন্দুনাদ কলা কি...
২।	গুরুগীতার ৪৮ শ্লোক	চন্দ্রকলার ন্যায়... পদ্মে ধ্যান করি... ইহার অর্থ কি?
৩।	গুরুগীতার ৬৪ শ্লোক	অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ... যাহাকে হৃদ পদ্মে... করিবেক।
৪।	গুরুগীতার ৬৮ শ্লোক	কুণ্ডলিনী শক্তি কি? এবং হংস পদ কি? ও বিন্দুরূপ কি? এই তিনটী কি প্রকারে শরীরের কোন স্থানে অবস্থিত আছে?

৫। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটী ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, প্রভৃতি এই পঞ্চ মহাভূত, শব্দ. স্পর্শ. রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ তন্মাত্র, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই অন্তর ইন্দ্রিয় এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই সূক্ষ্ম শরীর কথিত হয়, ইহার সার পদার্থই জীবাত্মার স্বরূপ, তৎভিন্ন জীবাত্মার পৃথক সত্ত্বা দেখা যায় না, এমতাবস্থায় অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ জীবাত্মা হৃদপদ্মে বাস করেন ইহার অর্থ কি?

৬। সূক্ষ্মং তেজস্তথাস্থূলং, ত্রিবিধং শিব ভাষিতং। ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুং সূক্ষ্মং, সর্ব্ব কারণ কারণং॥ শিব শক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম, হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ং। তদ্রূপং যোগিভির্ধ্যেয়ং, চন্দ্রে পক্ষদ্বয়ং যথা॥ এই শ্লোকের অর্থ কি?

৭। মৃত্যুর পরে সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ ধারণ না করা পর্য্যন্ত কোথায় কি অবস্থায় কতকাল থাকে?

৮। এক বৎসরকাল প্রেতদেহ থাকা যে কথিত হয়, সেই এক বৎসরকাল কি অবস্থায় কোথায় থাকে? এবং সেই প্রেতদেহ কি প্রকার? এবং সেই সময় ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া না থাকায় সুখ দুঃখ অনুভব হওয়াও বোধগম্য হয় না। অতএব ঐ সময়টা মোহজালে আচ্ছন্ন থাকে কি সুখ দুঃখ ভোগ করে? অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থার কোন অবস্থা অথবা এই তিনের অতীত অন্য কোন অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

৯। আত্মা নিষ্ক্রিয় তাহার সুখ দুঃখ নাই। তাহার প্রতিবিম্ব যে জীব বলিয়া কথিত হয়, সেই প্রতিবিম্ব কোন পদার্থ নাই কেবল ছায়া মাত্র, তাহার সুখ দুঃখ সম্ভবে না। আত্মা ব্যতীত সকল পদার্থই জড়, জড় পদার্থের সুখ দুঃখ ভোগ সম্ভব হইতে পারে না, এ দেহে সুখ দুঃখ ভোগ হয় কাহার?

১০। পুরাণাদি পুস্তকে দেখা যায় কলিকালে এক হরিনামই মুখ্য সাধন, সেই হরিনামের অর্থ কি? ঈশ্বর যখন এক, কেবল উপাসকেরা হরি, কৃষ্ণ, রাম, দুর্গা ইত্যাদি এক এক নামে উপাসনা করে, সেই সকল নামই হরিনাম গণ্য, অথবা হরি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রাম এই সকল নাম ঈশ্বরের সহিত নিকট সম্বন্ধ, তদ্ভিন্ন কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ প্রভৃতি নাম দূরত্ব সম্বন্ধ। যদি তাহা না হয় তবে পুরাণাদি হরি নামের অর্থের মধ্যে সকল নামই ঈশ্বরবাচক সম্বন্ধে সমান হইতে পারে, এবং তাহা হইলে যাহার যে উপাস্য দেবতার মুল মন্ত্র তাহাই হরিনাম গণ্য হইতে পারে, ইহার নিগূঢ় রহস্য জানিতে ইচ্ছা করি?

১১। বিষ্ণু পুরাণে ঊর্দ্ধস্রোতা দেবগণের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের শরীর কিরূপ আকারে গঠিত, তাহার উপাদানই বা কি, তাহাদের আহার বিহারই বা কি. তাহারা নানা প্রকার রূপ ধারণ করেন বলিয়া শুনি, ইহাতে মায়া তাহাদের বশীভূতা বলিয়া বোধ হয়; ইহাতে অনুমান হয় তাহাদের মনুষ্যের ন্যায় স্থূল শরীর নাই; তবে কি সত্ত্বায় তাহারা নাম রূপ প্রভেদ হয়েন? ইন্দ্রিয়ের দশ দেবতা, দশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করেন। মনের দেবতা অসংখ্য ভাব পদার্থ, সকল শরীরের ভাবের অতিরিক্ত, তাহাদের আর পৃথক সত্ত্বা আছে কি না? তাহাও জানিতে চাহি ইতি"।

প্রশ্নগুলি বড়ই প্রয়োজনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বিধেয় নহে। অধিকারী ও শিষ্য ভিন্ন শাস্ত্রের সকল গূঢ় কথা ব্যক্ত করা নিষেধ। তবে আমরা

যতটুকু সম্ভব ক্রমান্বয়ে ঐ সমস্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বে, সং

ধর্ম্মোৎসব।

তেলেহাটা—বিগত ৯ই পৌষ সোমবার হইতে ১২ই পৌষ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত তেলেহাটা (জেলা হাওড়া পোষ্ট জগদ্বল্লভপুর) তাং ধর্ম্মপ্রচারিণী ও উন্নতি বিধায়িনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সুযোগ্য প্রচারক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন ও পণ্ডিত যদুনাথ শিরোমণি কথক মহাশয় ও অন্যান্য বক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সারগর্ভ তেজস্বিনী বক্তৃতায় প্রত্যেক শ্রোতা আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ঢাকা,—বিগত ১লা ফাল্গুন বুধবার অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় রাজাবাবুর বাটীতে ঢাকাহিন্দুসমাজের এক বিরাট অধিবেশন হইয়া গিয়াছে; উহাতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, গুপ্তভাবে কোন ও ধর্ম্মসম্প্রদায়কে হিন্দুসমাজের সহিত মিশ্রিত হইতে দেওয়া যাইবেনা। যাহার ইচ্ছা হিন্দুধর্ম্মানুসারে চলুক; যাহার ইচ্ছা তাহা পরিত্যাগ করুক। কিন্তু হিন্দুসমাজ মেসামেসির প্রশ্রয় দিবেন না। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের উচ্ছেদ সাধনে কৃতপ্রযত্ন, সুতরাং হিন্দুমাত্রেই কোনওরূপ উক্তসমাজের সহায়তা করিতে বিরত হইবেন। হিন্দুধর্ম্মানুরাগী কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সময় সময় বাল্যাশ্রমে উপদেশ দিবেন এবং বিপন্ন আশ্রমিগণকে হিন্দুসমাজ যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। শ্রীযুক্ত কালীচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত অদ্বৈত চন্দ্র ন্যায়রত্ন, প্রভৃতি বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার দানিয়ারি, শ্রীযুক্ত বাবু লালগোপাল চক্রবর্ত্তি এম এ, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার সেন এম এ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়লঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারী রায় প্রভৃতি সহরের অধিকাংশ গণ্যমান্য লোক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আমরা ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি হিন্দুসমাজের সাধুচেষ্টা সফল হউক এবং তাঁহাদিগের উৎসাহ ও উদ্যম চিরকাল অটুট থাকুক। ভরসা করি ভারতের সমস্ত হিন্দুসমাজ এইরূপে বদ্ধ পরিকর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

ময়মনসিংহ—বাল্যাশ্রমের শ্রীপঞ্চমী পূজোপলক্ষিত বার্ষিক মহোৎসব পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ষোড়শোপচারে ভগবতী সরস্বতীদেবীর অর্চ্চনা, ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা রচনা পাঠ, পুরস্কার বিতরণ, ব্রাহ্মণ ভোজন নগর সঙ্কীর্ত্তন ও দরিদ্রদিগকে দান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও ভক্তি বিষয়ে অতি উপাদেয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অদৃষ্ট ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যান ও বড় সুন্দর হইয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তনের সময় সহস্র নগর হরিনাম তরঙ্গে বিক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছিল! আমরা সৌভাগ্যক্রমেই উৎসবকালে তথায় উপস্থিত ছিলাম; নহিলে এমন বিমলানন্দের অংশভাক্ হইতে পারিতাম না। ময়মনসিংহ বাল্যাশ্রমের পরম শ্রদ্ধেয় অন্তেবাসী ও আশ্রমিগণের সরল ও সদয়ব্যবহার কখনও ভুলিবার নহে। তাঁহাদিগের বিনয়বিনম্র শান্ত সৌম্য সরলমূর্ত্তি অদ্যাপি আমাদিগের হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের যত্ন থাকিলে ময়মনসিংহ বাল্যাশ্রম পূজ্যপাদ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে নিঃসন্দেহ অগ্রসর হইতে পারিবেন।

চতুর্থ বর্ষ।

৪র্থ ভাগ। চৈত্র সন ১২৯৬ সাল। ১২শ খণ্ড।

গিরিজা দশকম্।

মন্দারকল্প হরিচন্দন পারিজাত,
মধ্যে শশাঙ্কমণি মণ্ডিত বেদিসংস্থে।
অর্দ্ধেন্দুমৌলি সুললাট ষড়র্দ্ধনেত্রে,
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্ ॥ ১ ॥

অলী কদম্ব পরিশোভিত পার্শ্বভাগে,
শক্রাদয়ো মুকুলিতাঞ্জলয়ঃ স্তবন্তি।
দেবি ত্বদীয় চরণৌ শরণং প্রপদ্যে,
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্ ॥ ২ ॥

কেয়ূরহারমণি কঙ্কণ কর্ণপূর,
কাঞ্চী কলাপ মণি কান্তি লসদ্দুকূলে।
দুগ্ধান্নপূর্ণবরকাঞ্চন দর্ব্বি হস্তে,
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্ ॥ ৩ ॥

সদ্ভক্ত কল্পলতিকে ভুবনৈক বন্দ্যে,
ভূতেশহৃৎকমল মগ্ন কুচাগ্রভৃঙ্গে।
কারুণ্যপূর্ণনয়নে কিমুপেক্ষসে মাং,
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্ ॥ ৪ ॥

শব্দাত্মিকে শশিকলা ভরণার্দ্ধদেহে,
শম্ভোরুরস্থল নিকেতন নিত্যবাসে।
দারিদ্র্য দুঃখ ভয় হারিণি কা ত্বদন্যা,
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্ ॥ ৫ ॥

লীলাবচাংসি তব দেবি ঋগাদি বেদা,
সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মরচনা ভবদীয় চেষ্টা।
ত্বত্তেজসা জগদিদং প্রতিভাতি নিত্যং,
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্ ॥ ৬ ॥

বৃন্দারবৃন্দ মুনি নারদ কৌশিকাত্রি,
ব্যাসাম্বরীষ কলশোদ্ভবকশ্যপাদ্যাঃ।
ভক্ত্যাস্তুবন্তি নিগমাগম সুক্তমন্ত্রৈ
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্ ॥ ৭ ॥

অম্ব ত্বদীয় চরণাম্বুজ সেবনেন,
ব্রহ্মাদয়োঽপ্যখিলজাং শ্রিয়মাশ্রয়ন্তে।
তস্মাদহং তব নতোস্মি পদারবিন্দে,
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্ ॥ ৮ ॥

সন্ধ্যাত্রয়ে সকল ভূসুরসেব্যমানে,
স্বাহা স্বধাসি পিতৃদেব গণার্ত্তিহন্ত্রী।

জায়া সুতাঃ পরিজনোঽতিথয়োন্নকামা,
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্ ॥ ৯ ॥
একাত্মমূলনিলয়স্য মহেশ্বরস্য,
প্রাণেশ্বরি প্রণত ভক্ত জনায় শীঘ্রম্।
কামাঙ্ক্ষিত জগত্রিতয়েন্নপূর্ণে,
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্ ॥ ১০॥
ভক্ত্যা পঠন্তি গিরিজা দশকং প্রভাতে,
কামার্থিনো বহুধনান্নসমৃদ্ধি কামাঃ।
প্রীত্যা মহেশবনিতা হিমশৈল কন্যা,
তেভ্যো দদাতি সততং মনসেপ্সিতানি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতমন্নপূর্ণা স্তোত্রম্।

বর্ণ বিচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বর্ণ শঙ্কর।

বর্ণ শঙ্করদিগের মধ্যে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতি সর্ব্বপেক্ষা উন্নত। বৈদ্য, ব্রাহ্মণের ঔরসেও বৈশ্যানীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যজাতীয় কোন মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদ্ করিয়া দেখা যায় নাই, সুতরাং ইহাদের মস্তিষ্কের গুরুত্ব ও গ্রহণ করা যায় নাই। ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম হওয়ায় ইহাদের মস্তিষ্কের ধর্ম্ম ও অন্যান্য প্রবৃত্তি গুলি ও উৎকৃষ্ট হওয়া সম্ভব।

অসবর্ণ বিবাহে যে মস্তিষ্কের উৎকৃষ্ট বৃত্তি গুলির ন্যূনাধিক পরিমাণে হীন হয়, বর্ণশঙ্কর জাতিগুলিই তাহার দৃষ্টান্ত। মনে করুন, ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কের ওজন ৫০ আউন্স আর শূদ্রের মস্তিষ্কের ওজন ৪৭ আউন্স, ইহাদের উভয়ের সংযোগে যে সন্তান হইবে তাহার মস্তিষ্কের গুরুত্ব সম্ভবতঃ ৪৮ আং হইবে। আবার একজন শূদ্রের মস্তিষ্কের ওজন ৪৭ আউন্স আর একজন চণ্ডালের মস্তিষ্কের ওজন ৪৫ আউন্স, ইহাদের সংযোগে যে সন্তান হইবে তাহার মস্তিষ্কের গুরুত্ব সম্ভবত ৪৬ আউন্স হইবে। আর্য্যঋষিগণ এইরূপ সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম অনুসন্ধান সংগ্রহ করিয়া এক এক শ্রেণীর লোকদিগকে (বর্ণশঙ্কর) এক এক প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। হইতে পারে ইহাদের মধ্যে ও ২। ১ জন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া সকল বর্ণশঙ্কর জাতিই শ্রেষ্ঠ তাহা মনে করা কর্ত্তব্য নহে।

আমরা ৫ টী বর্ণশঙ্করের মৃত দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছি। তন্মধ্যে ১টী জেলে, ২টী চণ্ডাল, ১টী মুচী, ও একটি মেথর। ইহা- দের মস্তিষ্কের গুরুত্ব ৪৫ আউন্সের অধিক কাহারো দেখা যায় নাই। আধুনিক সময়ে এই সকল জাতি দ্বিজাতি ও শূদ্র হইতে হীন হইয়া রহিয়াছে দেখা যায়।

৬। মুসলমান।

আমরা এ পর্য্যন্ত মুসলমান জাতির য... মস্তিষ্ক (বলা বাহুল্য ইহারা সকলেই নিতান্ত **অশিক্ষিত) ব্যবছেদ করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে প্রায় সকলেরই মস্তিষ্ক হিন্দু অপেক্ষা গুরুত্বে ন্যূন। ২৪ টী মুসলমানের মস্তিষ্ক** ব্যবচ্ছেদ্ করিয়া দেখাগিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১১ টির মাত্র মস্তিষ্কের গুরুত্ব লওয়া **হইয়াছিল। গড়ে ইহাদের মস্তিষ্কের ওজন** ৪৩ ½ আং দেখা গিয়াছে। হিন্দুদিগের মস্তিষ্কের সম্মুখের উচ্চতাও নিম্নতা ন্যূনাধিক পরিমাণে যেমন স্পষ্ট ও গভীর দেখা যায় মুসলমানদিগের মাস্তষ্কের পশ্চাৎ অংশ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও উচ্চ দেখা যায়। মুসলমানদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বুদ্ধি প্রবৃত্তি স্বভাব রীতি, নীতি প্রায় সকল বিষয়েই হিন্দুদের হইতে বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

৭ ইংরেজ।

ইংরেজ দিগের মস্তিষ্কের গুরুত্ব ৪৯ ½ আং (এক আউন্সে অর্দ্ধ ছটাক) ইহা তাঁহারা তাঁহাদের পুস্তকে লিখিয়াছেন।

ইংরেজের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা আমাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কের সহিত তাহাদের মস্তিষ্কের কোন কোন অংশে প্রভেদ আছে, তাহাও আমরা অবগত হইতে পারি নাই। তবে আমাদের ইহা স্থির বিশ্বাস যে আধ্যাত্ম জগতে ব্রাহ্মণ তাহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত।

হিন্দু ও ইংরেজের পার্থক্য।

ইংরেজদিগের চক্ষু, চুল, ও লোম কটা- বর্ণ, হিন্দুদের কৃষ্ণবর্ণ। ইংরেজের রক্ত প্রধান ধাতু, প্রকৃতি, হিন্দুর শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু, প্রকৃতি। হিন্দুজাতি আধ্যাত্মিক গুণ প্রধান হইয়া নৈতিক **মনুষ্যত্বে—সুতরাং** প্রকৃতির কোমলতাতে—শ্রেষ্ঠতা এবং পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ ইংরেজেরা ঠিক ইহার বিপরীত দিকে **বাহ্যগুণ প্রধান হইয়া** বীরত্বে— সুতরাং **প্রকৃতির কাঠিন্যে** শ্রেষ্ঠতা ও পূর্ণতা প্রাপ্ত **হইয়াছেন।** হিন্দু সত্ত্বগুণ প্রধান। ইংরাজ রজগুণ প্রধান। হিন্দু ব্রাহ্মণ, ইংরেজ ক্ষত্রিয়। **হিন্দুদিগের উপাসনার উদ্দেশ্য** পারলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভ, ইংরেজদিগের উপাসনার **উদ্দেশ্যই ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্যলাভ।** হিন্দুদিগের দৈব কার্য্য বিষ্ণু প্রীতিকামার্থে, ইংরেজদিগের দৈবকার্য্য আত্ম প্রীতি কামার্থে। হিন্দু ধীর শান্ত, বিনীত, সর্ব্বভূতে সমান দয়া শিষ্ট, সর্ব্ব জীবের হিত সাধনে আগ্রহবান। ...র **ইংরেজ** উদ্ধত বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত, ...তার পক্ষপাতি। ইংরাজের বিশ্বাস যাহার ... অধিক সেই অধিকারী, সেই ব্যক্তিই ...জনীয়, ও দয়া, আত্মহিতে সমাবিষ্ট।

ইংরেজেরা শীত প্রধান দেশবাসী, হিন্দুরা গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসী। যথায় শৈত্য তথায় তাপের হ্রাস হয়, তাপের সমতা রক্ষার্থ ক্ষতি- পূরণ জন্য মাংস, মাদক বা তৈলাক্ত দ্রব্য ইত্যাদি আহারার্থ প্রয়োজন হয়। সুতরাং ইংরেজগণ মাংসাহারী, মদ্যপায়ী ও কঠিন পরিশ্রম দ্বারা শরীর সঞ্চালন ও বস্ত্রাদি দ্বারা বায়ু মণ্ডলস্থ শৈত্য হইতে সর্ব্বদা শরীর রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। আর এদেশের উষ্ণতা হেতু তাপ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং এ দেশবাসীর ঐরূপ আহারের কোন প্রয়োজন নাই বরং বিশেষ অনিষ্টদায়ক। সাধারণতঃ ফল, মূল ও শস্য প্রভৃতি দ্বারাই শরীর উত্তমরূপে রক্ষা হয়।

ইংরেজগণ শীত প্রধান দেশে বাস করায় তাহাদের শরীরের ক্রিয়া গুলিও কিঞ্চিৎ বিলম্বে প্রকাশ পায় ও অনেক শরীরের ক্রিয়া মৃদুভাবে কার্য্য করিতে থাকে। আর উষ্ণতা বশতঃ হিন্দুদের অনেক শরীরের ক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায় ও অল্পেতেই যন্ত্র সকল উত্তেজিত হয়।

“ইতি পূর্ব্বে ইউরোপীয় কোন কোন মহাত্মা ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দুই জাতীয় মনুষ্যে বিবাহ হইলে সেই দোআঁশলা সন্তান সকল বিষয়ে উত্তম হয়। গর্দ্দভে ঘোড়াতে যে প্রকার পরিশ্রম শীল দ্রুতগামী শক্ত খচ্চর উৎপন্ন হয় এবং ওয়েলার ঘুড়ীতে আরব ঘোড়া দ্বারা, গ্রীষ্ম সহকারী পরিশ্রম শীল ষ্টেড্ ব্রেড্ উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার স্পাইনিশ্ জাতি ও রেড্ ইণ্ডিয়ান জাতিতে মিউলেটো এবং ইউরোপীয় ও হিন্দু মুসলমান জাতিতে সংমিলিত হইয়া ইউরেসিয়ান (ফিরিঙ্গী) উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুই জাতীয় (মিউলেটো ও ফিরিঙ্গী) লোকেই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও সত্য পরায়ণতা ইত্যাদি সকল বিষয়ে হীন। এ দেশে ও

বৈদ্য, চণ্ডাল, প্রভৃতি ঘটনা ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা জাতিভেদকে নষ্ট করা সমাজের পক্ষে কদাচ হিতকর বোধ হয় না।

মিশ্রজাতি পিতা মাতার উভয়ের গুণপ্রাপ্ত হইয়া, জন সমাজের হিতোপযোগী হয় ইহাই ইউরোপীয় পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মত। অধুনাতন পণ্ডিতগণের মত যে মিশ্রজাতিয় জন্তু খচ্চর প্রভৃতি যে প্রকার চিরস্থায়ী হয় না, মিশ্রজাতি মনুষ্যের বংশ ও সেই প্রকার চিরস্থায়ী হয় না। তাহারা ক্রমাগতঃ পিতৃ বা মাতৃ জাতীয় মনুষ্যের সহিত বিবাহাদি দ্বারা পিতৃ বা মাতৃ জাতিয় মনুষ্যের ন্যায় হইয়া যায়। প্রথমতঃ যে মিশ্রজাতির উৎপত্তি হয় যদি সে জাতি ক্রমাগত আপন জাতিতে বিবাহ করে তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়া একবারে লোপ হইয়া যায়। এদেশে বৈদ্য জাতির চণ্ডাল জাতির ও অন্যান্য মিশ্রজাতির সংখ্যা ক্রমশই লোপ হইয়া আসিতেছে।"

অনেক সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলেন যে, দুই স্বতন্ত্র জাতি মিশিয়া এক নূতন জাতির উৎপত্তি হয় এবং সে জাতি পিতা মাতা উভয়েরই গুণ প্রাপ্ত হয়। ইহা আপাততঃ সম্ভব ও জাতীয় উৎকর্ষ সাধনে প্রধান উপায় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এব্যবস্থাটী ইতর জন্তু ও মনুষ্যজাতি উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব। নুতন জাতি কখনই চিরস্থায়ী হয় না অর্থাৎ নবোৎপন্ন জাতি যদি পিতৃ জাতি বা মাতৃ জাতির সহিত বিবাহাদি না করিয়া কেবল আপন জাতিতেই ক্রমাগতঃ বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাদের বংশ চিরস্থায়ী হয় না; ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ হইয়া যায়। দুইজাতি মিশ্রিত করিয়া নূতন জাতির সৃষ্টিকরা মনুষ্যের সাধ্য নহে। মনুষ্য চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হয় না।

গর্দ্দভ ও ঘোড়ার সংসর্গ হইয়া যে খচ্চর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহারা আপন জাতির মধ্যে সংসর্গ দ্বারা বংশ চিরস্থায়ী করিতে পারে না।

ঘুঘু ও কবুতরে সংমিলিত হইয়া কুমরী নামক পক্ষীর উৎপত্তি হয় ইহাকে সংস্কৃতে বন কপোত বলে। ইহা দেখিতে অতিসুশ্রী ইহার কণ্ঠরব সুশ্রাব্য। ইহারা প্রায়ই জঙ্গলে থাকে এজন্য সর্ব্বদা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহারা আপন জাতিতে সংসর্গ করিয়া বংশ চিরস্থায়ী করিতে পারেনা।

যখন স্পেন দেশের কতকগুলি অধিবাসী আমেরিকাতে বসতি করিবার জন্য উপস্থিত হইল তৎপ্রদেশের আদিমবাসী ইণ্ডিয়নদিগকে হত্যা করিয়া ক্রমে আপনারা সে দেশ অধিকার করিল। কিন্তু স্পেনিয়ার্ডদিগের মধ্যে অধিকংশ লোকই চাষ ক্রিয়া করিতে জানিত না। এজন্য আদিম ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত সংসর্গ করিয়া মিউলেটার উৎপত্তি করেন। মিউলেটো অত্যন্ত ইতর প্রবৃত্তিযুক্ত জাতি। আপন জাতির মধ্যে বিবাহ করিয়া বংশ চিরস্থায়ী করিতে পারে না। স্পানিস জাতির সমাগম কম হওয়াতে তাহাদের সহিত মিশিতে অক্ষম হইয়া আদিম জাতিদের সহিত কাজে কাজেই বিবাহ করিতে বাধ্য হইল এবং ক্রমে তাহাদিগের সহিত মিশিয়া পড়িল। না মিশিলে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত ধ্বংশ হইয়া যাইত। মেক্সিকো ও পেরু দেশেতেও অসবর্ণ বিবাহ বা সংসর্গের ফল এই প্রকার হইয়াছে।

"নীচজাতির সহিত সংসর্গ করিলে, নীচ জাতির সহিত আহার করিলে এবং নীচ জাতির স্বার্থ সাধন জন্য, খোসামোদ করিলে নীচত্ব প্রাপ্ত হয়, জ্যোতির হ্রাসহয়, ন্যায় পরায়ণতা কমিয়া যায় ও ইতর প্রবৃত্তি,—অর্জ্জন স্পৃহা, জিঘাংসা মাৎসর্য্য ক্ষুদ্রাশয়তা উত্তেজিত হয়। সদ্ব্যবহার সহৃদয়তা, স্বজন প্রিয়তা সদ্গুণ সকল দুর্ব্বল হয়।" *

* অনুবীক্ষণ, ফাল্গুন, ১২৮২, হইতে উদ্ধৃত।

জাতিভেদ আছে বলিয়াই আজ ও আমরা আধুনিক সভ্য জাতিদের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইতেছি। যদি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সেই মুসলমানের তরবারির ভয়ে জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিতেন তবে আজ আমাদের কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত। বর্ত্তমান সময়ে ফিরিঙ্গী ও মুসলমান দুইটী জাতির মধ্যে যাহাদের হিন্দুর রক্ত মিশ্রণ হইয়াছে কোথায়ও তাহারা হিন্দুদের ন্যায় প্রতিভাশালী হন নাই। হিন্দুরা যে উন্নত মস্তক প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত সংমিশ্রিত হইলে তাহাদের (হিন্দুদের) সেই উন্নত বৃত্তিগুলি নিশ্চয় নষ্ট হইয়া যাইত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সকল বিষয়েই (বিশেষতঃ ধর্ম্মবিষয়েই) উন্নত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এসময় আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত পরস্পর সংসর্গ করিয়া উন্নত বৃত্তিগুলি নষ্ট করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহি। আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার সময় উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের সংস্রব পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে যদি ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত, শূদ্র চণ্ডালের সহিত সংসর্গ করিয়া স্ব স্ব উন্নত বৃত্তি গুলি নষ্ট করিয়া ফেলেন, তবে আর আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের উন্নতির আশা কিছুই থাকিবে না। এ দুরবস্থার সময় আমাদিগকে প্রাচীন সময় হইতেও কঠোরতার সহিত জাতিভেদের নিয়মগুলি রক্ষা করা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা একে নিকৃষ্ট জাতির সহিত বাহ্যিক সংসর্গ করিয়াই হীন হইয়া পড়িয়াছি, ইহার পরে বিবাহ ইত্যাদি দ্বারা যদি আরও হীন হই তবে আর আমাদের কখনও উন্নতির আশা থাকিবে না। আজ কাল যে সকল মহাত্মারা নানাবিদ্যার পারদর্শী হইয়া দেশে বিদেশে "জাতিভেদ প্রথা ভারতের সর্ব্বনাশ উৎপাদন করিয়াছে" ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিয়া পৃথিবী রসাতলে দেওয়ার উপক্রম করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা যে এত আস্ফালন করিতে সক্ষম হইয়াছেন সেই শক্তি তাঁহারা কোথা হইতে পাইলেন? পূর্ব্ব পুরুষেরা যদি জাতিভেদ না মানিয়া অসবর্ণ বিবাহ আদি দ্বারা জাতিভেদ নষ্ট করিয়া যাইতেন, তবে কি তাহারা ভারতে, বিলাতে, সভাতে, বেদীতে এত গম্ভীর বক্তৃতা এত গভীর চিন্তাশীলতার, পরিচয় দিতে সক্ষম হইতেন? বোধ হয় কখনই পারিতেন না। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মের উন্নতি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মের উন্নতি না হইলে আমাদের কোন প্রকারে উন্নতিই হইবে না। যদি ধর্ম্মে উন্নত হওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে জাতিভেদ প্রথা উন্মুলন করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। জাতিভেদ প্রথার সহিত "ধর্ম্মের উন্নতির" কি গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা অসম্ভব।

ধর্ম্ম জগতে উন্নত হইতে হইলে মস্তিষ্কের বৃত্তিগুলি উৎকর্ষ সাধন করা নিতান্ত আবশ্যক। আজকাল বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন "মানব বৃত্তির উৎকর্ষতাই ধর্ম্ম" (The substanee of Religion is culture)। যে মানবের সকল বৃত্তিগুলি স্ফুরিত ও মার্জ্জিত হইয়াছে তাহাকেই প্রকৃত মনুষ্য বলা যায়।

পুরাকালে আর্য্য জীবনে মানবীয় প্রকৃতির যথাযথ অনুশীলন হইয়াছিল। জনকাদি রাজর্ষি নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি সকলেই অনুশীলনের চরম আদর্শ। যুধিষ্টির, অর্জ্জুন লক্ষণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও ব্রাহ্মণ সন্তানগণ অনেক পরিমানে ঐ সকল বৃত্তিগুলিয় স্ফুর্ত্তিলাভ করিয়াছেন অথবা পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ধর্ম্ম গতে ব্রাহ্মণগণ এখনও অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা অনেক পরিমানে উন্নত রহিয়াছেন।

প্রত্যেক জাতি শাস্ত্রাদিষ্ট নিজ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বীয় অধিকার অনুসারে আপনার লব্ধ বৃত্তির অনুশীলন পূর্ব্বক যাবতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ঈপ্সিত ফল লাভে সক্ষম হইতে পারে। প্রত্যেক বর্ণের উপযুক্ত বৃত্তি ব্যবস্থাপিত থাকায় যেরূপ ফল লাভ আছে, বৃত্তি বিষয়ে যথেচ্ছাচারিতায় কখন সেরূপ ফলোদয় নাই। প্রত্যেক সমাজেই কৃষি, সেবা, বানিজ্য, শান্তিরক্ষণ ও ধর্ম্ম ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। সুতরাং বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ প্রথা বিহিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন ব্যক্তির বৃত্তিলোপ নিবন্ধন ক্লেশ ঘটেনা।

সংসারে যখন শক্তিরই আদর অধিক তখন যাহাতে শক্তি সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মানব জাতির উন্নতি বিধান হয় তাহাই বিধেয়। ইউরোপের সর্ব্বত্রই একমাত্র শক্তির উপাসনা দেখাযায়। যিনি শক্তি প্রকাশ করিতে পারিবেন, তিনিই সুখি ও পদস্থ হইতেছেন। যিনি শক্তি প্রকাশ করিতে পারিলেন না তিনি নিকৃষ্টঃ অথবা দরিদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, এ সংসারে তাহার স্থান নাই। শক্তি প্রতিদ্বন্দিতায় জয়লাভ পূর্ব্বক প্রত্যেক মনুষ্যকেই বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় বলিয়াই তাহাদের অনেক লোককে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় থাকিতে হয়। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অন্নাভাবে মরিতেছে, তাহাতে তাহাদের লক্ষ্য নাই, কোন প্রকারে হউক, সকলেরই আপনার উন্নতিই প্রধান লক্ষ্য। এদিকে তাঁহারা মুখে বলেন সকল মনুষ্যই সমান, সকলেরই সমান অধিকার, কিন্তু কার্য্যে দেখান যাহাদের শক্তি ও সুবিধা আছে তাহাদেরই আধিপত্য অধিক। যে স্থলে জগতের সকল লোকেরই শক্তি, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, অবস্থা, ধন ইত্যাদি সমান নহে, সে স্থলে, প্রতিদ্বন্দিতায় জয়লাভ করিয়া সকলে কখনই সেখানে সুখি হইতে পারেন না। একদিন এক জনের শক্তি উৎকর্ষ হইলে অন্যের শক্তি খর্ব্ব হইতেই হইবে। অন্যের নিকট শক্তির অপহরণ করিয়া শক্তিমান হইতে হয়। তবেই দেখুন তাহাদের “সমান অধিকার” কথাগুলি কেবল প্রতারণা মাত্র। এজগতে জীবের স্থিতির সর্ব্ব প্রধান প্রয়োজন আহার পরিচ্ছদও আশ্রয়। জাতিভেদ প্রথার অন্ন বস্ত্র ও গৃহ সকলেরই জুটিতেছে। পুরুষানুক্রমে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকাতেও ঐ সকলের অভাব আমরা এ পর্য্যন্ত বোধ করিতে পারিয়াছিলাম না।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ব্যক্তিগণের নানা প্রকারে এত ধনের সমাগম সত্বেও, সে দেশের দরিদ্র লোকের সংখ্যা কম নহে এবং আমাদের দেশের দরিদ্র অপেক্ষা সে দেশের দরিদ্রদিগের কষ্ট আরও অনেক অধিক। সে সকল দেশে শক্তির প্রতিদ্বন্দিতায় জয়লাভ পুর্ব্বক প্রত্যেক মনুষ্যকে বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় বলিয়াই তাহাদের অনেক লোককেই নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় থাকিতে হয়। একে আধুনিক রাজনিয়মে ও অন্যান্য নানা কারণে দুর্ভিক্ষ ও দ্রব্য সামগ্রী অত্যন্ত মহার্ঘ্য হইতেছে; এ দুরবস্থার সময় যদি তাহাদের জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং এই বিশকোটী ভারতবাসীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি শক্তির প্রতিদ্বন্দিতায় জয়লাভ পূর্ব্বক গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিতে হয় তবে ভারতের সর্ব্বনাশ হইবে—ভারত মাতার কোটী কোটী সন্তান অন্নাভাবে মারা যাইবে। ইংরেজদের সংখ্যা ভারতবাসীর অনেক ন্যুন। তাহাদের অন্ন উপার্জ্জনের কত শত সহস্র উপায় রহিয়াছে। এই ভারতের ২০ কোটী লোকের তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের স্ব স্ব পৈতৃক বৃত্তি ভিন্ন আর কি উপায় আছে।

পাঠক মহাশয়! বর্ত্তমান সমাজ ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের অবস্থার বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে ভিতরে ভিতরে আমাদের সমাজের কি ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে। আজ কাল ইংরেজ রাজত্বে আমাদের সকল জাতিই সমান ভাবে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। আজ কাল ক্রমশঃ বিদ্যার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ও চাকরীর সংখ্যা কম থাকায় অনেকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, পুর্ব্ব পুরুষদিগের ব্যবসা করিতেও লজ্জা বোধ করেন। অথবা ব্যবসা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তিও নাই। কাজেকাজেই অনেকের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নানারূপ অসদোপায় অথবা অন্য কোন অপকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে। এই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যদি স্ব স্ব পৈতৃক ব্যবসার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন, তবে এতদিনে হতভাগ্য মুখসর্ব্বস্ব ভারত সন্তানের অবস্থা অনেক উন্নত হইত।

আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব ভুলিয়া আপন অধিকারের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যথেচ্ছাচারের দাস হইতে চলিয়াছি, সুতরাং আমাদের দিন দিন দুরবস্থারও একশেষ হইতেছে। কিন্তু ইহা যেন সকলের স্মরণ থাকে যে যথেচ্ছাচারীরাই আপন সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। যাঁহারা নিজ অধিকার বুঝিয়া নিজের দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন, তাঁহারা যখন যে অবস্থায় যে সময়ে ও যেরূপ শিক্ষাতেই পড়ুন না কেন আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ তিনি সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ থাকিবেন। তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের হন্তারক স্বয়ং ভগবানও হইতে পারেন না। তাই বলি লোকের প্ররোচনায় ভুলিয়া আত্মরক্ষা করিতে বিস্মৃত হইও না। যাহার যতটুকু অধিকার তাহাই লইয়া স্ববৃত্তিতে থাকিয়া অনুষ্ঠান কর নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে। নচেৎ ভারতে একাকার নীতি প্রচলন করিলে ভারত উৎসন্ন যাইবে। ভারত আর ভারত থকিবে না ইউরোপ হইয়া যাইবে। অতএব হিন্দু, তুমি এই সময় সাবধান হও।

ন্যায়তত্ত্ব প্রবোধিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মূলং—কেচিত্তু জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং-প্রত্যক্ষং। অনুমিত্যাদের্ব্যাপ্ত্যাদি জ্ঞানকরনকত্বেন ন তত্রাতিব্যাপ্তি, রেতেনআত্মমনঃ সংযোগ জন্যায়া মাত্মানুমিতাবপ্তিব্যাপ্তিঃ। সন্নিকর্ষত্বস্যানন্নুগতস্যাভা বা দনন্নুগমোদোষ ইতি পরাস্ত মিত্যাস্থঃ। সন্নিকর্ষোপি সংযোগ, সংযুক্তসমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত-সমবায়, বিশেষণতাভেদেন ষড়্বিধঃ। তৈশ্চ ক্রমেণ পৃথিবী, গুণ, গুণত্ব, শব্দ, শব্দাত্মা, (অ) ভাবাদয় উপলভ্যন্তে।

মতান্তরে জ্ঞানাকরণক (জ্ঞানজন্য) জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানাকরণকজ্ঞান। কারণ অনুমিত ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য, উপমিতি উপমান জ্ঞানজন্য, এবং শাব্দজ্ঞান আসক্তি যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাদিমৎ পদজ্ঞানজন্য। কিন্তু প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান জন্য নহে। এজন্য জ্ঞানাকরণক জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। আত্মা ও মনঃ সংযোগ জন্য আত্মানুমিতি, জ্ঞানাকরণক জ্ঞান হইয়াছে; এজন্য তাহাকেও প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, এই দোষাধীন উক্ত মতনিরাকৃত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই উভয়ের যে সম্বন্ধাধীন প্রত্যক্ষ হয়, উক্ত সম্বন্ধকে সন্নিকর্ষ কহে। উক্ত সন্নিকর্ষ ষড়্বিধ। তন্মধ্যে প্রথমতঃ দ্রব্যে ইন্দ্রিয়

সংযুক্ত * হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, এজন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষে সংযোগে সন্নিকর্ষ। এবং গুণ ও ক্রিয়া প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায়। গুণ ক্রিয়া সমবেত-জাতি প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবেতসমবায়। এবং শব্দ প্রত্যক্ষে সমবায়। শব্দত্বজাতি প্রত্যক্ষে সমবেত সমবায়। এবং অভাব প্রত্যক্ষে বিশেষণতা বিশেষ (স্বরূপ) সন্নিকর্ষ। এইরূপ সম্বন্ধাধীন উক্ত সমস্ত পদার্থের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

অনুমান নিরূপনং।

মূলং—অনুমানন্তু অনুমিতেঃ করণং তচ্চ ধ্যপ্যত্বেন জ্ঞায়মানংলিঙ্গং, ব্যাপ্তি প্রকারক

---

* এই স্থলে আপাততঃ এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্থলে, চক্ষুর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, কি করিয়া? কারণ তৎকালে চক্ষুরিন্দ্রিয় শরীরেতেই থাকে। শরীর হইতে বহির্গত হইয়া বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয় না, সুতরাং কিরূপে তাহার প্রত্যক্ষ সম্পাদন করায়? এই আশঙ্কা সহজেই দূর হইতে পারে। যেমন দীপ গৃহাদির একদেশে থাকিলেও তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রভা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত গৃহকে উদ্ভাসিত করে। তাহার ন্যায় চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস্ অর্থাৎ তেজ-স্বরূপ। তাহার সূক্ষ্মাংশ রশ্মি সকল নির্গত হইয়া অগ্রবর্ত্তি পদার্থে সংযুক্ত হইয়া, তাহার প্রত্যক্ষ সম্পাদন করে। বাস্তবিক চক্ষু-রিন্দ্রিয়কে তৈজস্ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্রব্য সমবেত গন্ধাদির প্রত্যক্ষ কারণ না হইয়া রূপ মাত্রের ব্যঞ্জক (প্রকাশক)। সুতরাং তৈজস্। যে হেতুক এই নিয়ম দেখা যাইতেছে যে, যেদ্রব্য রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই কয়েকটী গুণের মধ্যে সদ্‌গুণ মাত্রের ব্যঞ্জক হয়, সেই দ্রব্য উক্ত গুণমাত্রের উপাদানোপাদেয় (তৎকারণ গঠিত) হয়। যেমন দীপপ্রভা। এইক্ষণে দেখুন আমরা যে সমস্ত রূপ দর্শন করিয়া থাকি উক্ত নানা প্রকার বর্ণের উপাদান তেজ পদার্থ। অর্থাৎ উক্ত বর্ণ সকল তেজের বিকার স্বরূপ। চক্ষু একমাত্র রূপের ব্যঞ্জক, সুতরাং তেজ স্বরূপ। দীপ অতিক্ষুদ্র হইলেও তাহা হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রশ্মি বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে বহুস্থান অধিকার করে। তাহার ন্যায়, চক্ষু হইতে রশ্মি সকল বক্র ভাবে বহির্গত হইয়া অতিবৃহৎ হইতে সূক্ষ্ম পদার্থ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়া দেয়। যথা

রশ্ম্যর্থ সন্নিকর্ষ বিশেষাৎ তদগ্রহণং॥ ন্যায় সূত্রং ৩।১।৩২। তয়োর্মহদণ্বো গ্রহণং চক্ষুরশ্মে-রর্থস্যচ সন্নিকর্ষ বিশেষাদ্ ভবতি। যথা প্রদীপ-রশ্মে রর্থস্যচেতি "ন্যায় ভাষ্যম্" অর্থাৎ চক্ষুরশ্মি ও বস্তুর সন্নিকর্ষ বশতঃ মহৎ হইতে অণুপর্য্যন্ত বস্তুর ও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেমন দীপ রশ্মি ও বস্তুর সন্নিকর্ষ হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হয়।

যদিচ অতিদূর স্থিত ও নিকটস্থ বস্তুর এক সময়েই প্রত্যক্ষ হইতেছে এইরূপ আমাদের বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক চক্ষুরশ্মি নিকটস্থ বস্তুতে অগ্রে সংযুক্ত হইয়া, পরে দূর স্থিত বস্তুতে সংযুক্ত হইলেও অভ্যন্তর কাল অতি অল্প বিধায়, আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। এজন্য একদাই উভয় বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতেছে এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। বস্তু প্রত্যক্ষে উদ্ভূতরূপ ও বাহ্যালোক এবং চক্ষুঃ কারণ। উদ্ভূতরূপ নাই, এজন্য বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় না। চক্ষু ও উদ্ভূতরূপ থাকিলেও বাহ্যা-লোক নাই বলিয়া অন্ধকারস্থ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় এবং চক্ষু নাই বলিয়া অন্ধব্যক্তি দেখিতে পায় না। যদিচ মতান্তরে বস্তুর প্রতিবিম্ব চক্ষুতে পতিত হইলে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু ন্যায়-মতে তাহা আদৃত হয় নাই।

লিঙ্গজ্ঞানংবা। তস্য ব্যাপারঃ পরামর্শঃ, সচ পক্ষে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু বৈশিষ্ট্য জ্ঞানং। হেতৌ ব্যাপ্তি জ্ঞানঞ্চ সাধ্য সাধন সহচারাদি দর্শনাদেব ভবতি। অতস্সূত্রে তৎপূর্ব্বক মনুমান মুক্তং, তস্যচ প্রত্যক্ষ প্রযোজ্যমস্তিঃ।

কোন ব্যাপ্য পদার্থকে দর্শন করিয়া, অপ্রত্যক্ষীভূত কোন ব্যাপকপদার্থের নিশ্চয়কে অনুমিতি কহে। যে কোন পদার্থ দেখিয়া, যে কোন পদার্থের নিশ্চয় হয় না। তাহা হইলে ঘোটক দেখিয়া গাভীর নিশ্চয় হইত। অতএব ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়াই ব্যাপক পদার্থের অনুমিতি জন্মে। যথা পর্ব্বতে ধূম দর্শন করিয়া বহ্নির নিশ্চয় হইয়া থাকে। অথবা নদী বৃদ্ধি বা নদীর বেগাধিক্য দর্শন করিয়া অতীত বৃষ্টির অনুমিতি সকলেরই হইয়া থাকে। এই স্থলে ধূমটী বহ্নির ব্যাপ্য পদার্থ। কারণ ধূম যে যে স্থলে আছে, বহ্নিও সেই সেই স্থলে আছে। বহ্নিশূন্য স্থানে ধূম কদাচ থাকে না। সুতরাং ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। ব্যাপ্তি বিশিষ্ট যে হয়, তাহাকে ব্যাপ্য কহে। সাধ্য শূন্য স্থলে হেতুর অসদ্ভাবকে ব্যাপ্তি কহে। সাধ্য শব্দে যাহার অনুমান হয়, তাহাকে বোধ করে। হেতু শব্দে যাহার দ্বারা অনুমিতি জন্মে তাহাকে বুঝায়। পূর্ব্বোক্ত স্থলে বহ্নি পদার্থের অনুমিতি হইতেছে সুতরাং বহ্নি সাধ্য পদবাচ্য। এবং উক্তানুমিতি ধূম দর্শন করিয়া জন্মাইতেছে এজন্য ধূম হেতুপদবাচ্য।

বহ্নিশূন্য দেশে (সাধ্যশূন্যে) ধূম (হেতু) কদাচ থাকেনা অর্থাৎ সাধ্য শূন্য দেশে (জলাদিতে) হেতু ধূমের অসদ্ভাব আছে, এজন্য ধূম বহ্নির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হইল। এবং বৃষ্টি না হইলে নদী বৃদ্ধি হয় না, বৃষ্টি হইলেই নদী বৃদ্ধি হয়, সুতরাং বৃষ্টির ব্যাপ্য নদীবৃদ্ধি। যে পদার্থ থাকিলে যে বস্তুটী নিয়তই থাকিবে, তাহাকেই ব্যাপ্য কহে, যেমন ধূম থাকিলে বহ্নি নিশ্চয়ই থাকিবে, সুতরাং বহ্নি ধূম ব্যাপক ও ধূম বহ্নির ব্যাপ্য পদার্থ। পূর্ব্বোক্ত স্থলে পর্ব্বতে বহ্নিব্যাপ্য ধূমদর্শনান্তর, পর্ব্বত বহ্নিব্যাপ্য ধূম বিশিষ্ট, এইরূপ পরামর্শ * হইয়া অনন্তর পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি জন্মে। অর্থাৎ যেখানে ধূম আছে সেই খানেই বহ্নি থাকে। পর্ব্বতে ধূম আছে, সুতরাং বহ্নি আছে। পর্ব্বতে যে বহ্নির অনুমিতি বা দেশাদিতে অতীত বৃষ্টির অনুমিতি হইতেছে, তাহাতে অনুমিত বিষয়ের সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই। সুতরাং উহাকে প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান স্বীকার করা যায় না। এবং কোন শব্দাদি দ্বারা, বা উপমান জ্ঞান দ্বারা জন্মাইতেছে না বিধায় প্রত্যক্ষাদি হইতে অতিরিক্ত অনুমিতি স্বীকার করিতে হইবে। সাধ্য ব্যাপ্যত্ব রূপে জ্ঞানমান লিঙ্গই অনুমান পদবাচ্য। উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান সাধ্য (বহ্নি) ও সাধন ধূমাদির সহচার দর্শন (একত্রাবস্থিত দর্শন) জন্য জন্মে। অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম আছে সেই স্থানেই বহ্নি আছে। এইরূপ উভয়ের একত্র স্থিতি নানা স্থানে দর্শন করিয়া, সকলেই এইরূপ একটী অবধারণ হয়, যে যেস্থানে ধূম আছে, সেই স্থানেই বহ্নি আছে। এই জ্ঞানকেই ব্যাপ্তি জ্ঞান কহে। উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ, কারণ চক্ষুরাদি দ্বারা বহ্নিধূমের সহচার জ্ঞান হইয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মাইতেছে। অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞান ও অনুমান প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ। এজন্য ভগবান গোতম, "তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধ-

---

* "পক্ষে সাধ্য বিশিষ্ট পরামর্শ উচ্যতে, পক্ষে সাধ্য ব্যাপ্য পদার্থের জ্ঞানই পরামর্শ। যাহাতে অনুমিতি জন্মে তাহাকে পক্ষ কহে, যেমন পর্ব্বত 'উক্ত পরামর্শ অনুমিতির ব্যাপার, ব্যাপার শব্দে কারণ জন্য হইয়া, যে কারণ জন্যের জনক হইবে, তাহাকে বুঝায়। এই স্থলে কারণ (ব্যাপ্তিজ্ঞান) জন্য পরামর্শ হইল, এবং কারণ (ব্যাপ্তিজ্ঞান) জন্য অনুমিতির জনক হইয়াছে, অতএব পরামর্শ ব্যাপার।

মনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ,,-এইরূপ সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মূলং—তচ্চ ত্রিবিধং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্য-তোদৃষ্টঞ্চেতি। তত্রাদ্যং যে কারণেন কার্য্য মনুমীয়তে তৎ যথা কালোহয়ং বৃষ্ট্যাসম্পৎস্যতে মেঘোন্নতি মত্বাৎ। অয়ং সুখ দুঃখান্যতর বান্ দেহবত্ত্বাদিত্যাদি। দ্বিতীয়ঞ্চ যেন কার্য্যেণ কারণ মনুমীয়তে তৎ। যথা বহ্নিমান ধূমাদিত্যাদি তাভ্যামন্যেন যেন হেতুনা অনুমীয়তো তৎ তৃতীয়ং যথা দ্রব্যং পৃথিবীত্বাদিত্যাদি।

উক্তানুমান তিন প্রকার। পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্ট। তন্মধ্যে কারণ-হেতুক অনুমান, অর্থাৎ কারণ দর্শন করিয়া কার্য্যের অনুমাপককে পূর্ব্ববৎ, যথা অতিশয় মেঘ দর্শন করিয়া শীঘ্রই বৃষ্টী হইবে এইরূপ অনুমিতি হইয়া থাকে। অথবা তাপের আধিক্য দর্শন করিয়া ঝটিকাদির অপুমান সকলেরই হইয়া থাকে। এইস্থলে বৃষ্টির কারণ মেঘ ও ঝটিকার কারণ উত্তাপ দর্শন করিয়াই অনুমতি জন্মাইতেছে, অতএব উক্তানুমিতি কারণ হেতুক।

দ্বিতীয়, কার্য্য হেতুক অনুমান, অর্থাৎ যে স্থলে কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমিতি জন্মাই-তেছে, উক্তানুমিতির কারণকে শেষবদনুমান কহে। যথা নদী বৃদ্ধি দেখিয়া অতীত বৃষ্টির অনুমান! অথবা ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান। এবং কার্য্য কারণ ভিন্ন হেতুক অনুমান সামান্য-তোদৃষ্ট, যথা উৎপন্ন দেখিয়া বিনাশিত্বের অনু-মান। শৃঙ্গ দেখিয়া পুচ্ছের অনুমান *।

মূলং—অথবা পূর্ব্বমিব পূর্ব্ববৎ, তথাচ যত্র কুত্রচিৎ যাদৃশং সাধ্যং সাধনঞ্চ দৃষ্টং, অনন্তরং তাদৃশ সহচার গ্রহাধীন ব্যাপ্তি গ্রহেণ তাদৃশ হেতুনা তাদৃশ সাধ্যসাধ্যস্যানুমিতিঃ তৎ পূর্ব্ব-বদনুমানং। যথা পর্ব্বতোহয়ং বহ্নিমান ধূমাদি-ত্যাদি। অত্র মহানসাদৌ বহ্নিধূময়োঃ সহচার দর্শনতো গৃহীত ব্যাপ্তিকেন ধূমেন পর্ব্বতে অপ্রত্যক্ষীভূতস্য বহ্নে রনুমিতিঃ॥

অথবা কোন স্থানে যাদৃশ সাধ্য ও সাধনে দর্শনান্তর, সাধ্য সাধনের সহচার জ্ঞান (একত্রস্থিতিজ্ঞান) জন্য ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা সাধ্যের অনুমিতিই পূর্ব্ববদনুমান। যথা এই পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট যেহেতুক ইহাতে ধূম আছে এইরূপ অনুমিতি হইবার পূর্ব্বে মহানসাদিতের বহ্নি ধূমের সামানাধিকরণ্য (একত্রস্থিতি) দেখিয়া, ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এইরূপ জ্ঞান জন্মায় অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম আছে সেই স্থানেই বহ্নি আছে, এইবহ্নি শূন্য দেশে কদাচ ধূম থাকেনা এইরূপ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান * হইয়া উক্ত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমদ্বারা অপ্রত্যক্ষীভূত বহ্নির অনুমিতিই পূর্ব্ববৎ॥

দ্বারবঙ্গে আন্দোলন।

দ্বারবঙ্গে মন্দির ভঙ্গ ব্যাপার লইয়া যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে ইহা দেখিয়া হিন্দুর হৃদয়ে নব আশার সঞ্চার হইতেছে। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে হিন্দু সমাজের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতেন, এখন সমাজের এই নবভাব দেখিয়া তাঁহাদের সে অন্ধ বিশ্বাস দূরীভূত হইতেছে। সমগ্র বিহার ও বঙ্গ ব্যাপীয়া এই ভীষণ তরঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এত দিনের পর সমাজের এ নবভাব কেবল বিগত কএক বৎসরের ধর্ম্মান্দোলনের ফল মাত্র। হিন্দুসমাজহিতৈষী স্বধর্ম্ম নিরত যে সমস্ত মহাত্মা আজ কএক বৎসর ধরিয়া আপনাদের

---

* পূর্ব্বোক্ত অনুমান দ্বয় দ্বারা উত্তরোত্তর পদার্থের আবিষ্কার হইয়া থাকে। কিন্তু সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান দ্বারা পদার্থোন্নতি হয় না।

* ব্যাপ্তিস্তু "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং।

নানা স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া অকাতরে হিন্দু-সমাজের উন্নতি সাধনে অকপট ও অবিরাম যত্ন করিয়া আসিতেছেন, আমাদের বিশ্বাস এই আন্দোলনে আর কিছু না হউক, তাঁহাদের হৃদয়ে নবোৎসাহ সঞ্চারিত হইবে। তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের এই ঐকান্তিক উত্তেজনায় বহুকালব্যাপী নিদ্রিত হিন্দুসমাজের নিদ্রাভঙ্গের কথঞ্চিৎ সূচনা হইয়াছে। ইহা প্রকৃত সমাজ হিতকারী হিন্দুর পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। হিন্দুসমাজ দিন দিন যেরূপ অসার, নিস্তেজ ও সংজ্ঞাহীন হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই এ পতিত সমাজের পুনরুত্থানের আশা সুদূর পরাহত ভাবিতেন। এখন নানা কারণে খদ্যোত জ্যোতি সদৃশ আশা-লোক দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। তবে এ আশার পরিণাম যে কি তাহা এখনও স্থির করা সুকঠিন। হয়ত এই জ্যোতিরিঙ্গন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রজ্বলিত দাবানলে ভস্মিভূত হইয়া নিজেও প্রাণ হারাইবে এবং তৎসহ যাহারা আশার কুহকে পড়িয়া আত্মহারা হইতে বসিয়াছেন, তাহাদের আশু প্রাণ নাশের কারণ হইবে। দ্বারবঙ্গে একটি আশা খদ্যোত দেখা দিয়াছে। কিন্তু আমরা এ খদ্যোতের অভ্যুদয়ে এখনও তত উল্লসিত হইতে পারি নাই। চারিদিকে যে পাশ্চাত্য শিক্ষারূপ দাবানল জ্বলিতেছে, তাহার প্রবল আকর্ষণে এ ক্ষুদ্র খদ্যোতের পক্ষে আত্মরক্ষা করা নিতান্তই অস-ম্ভব। আমাদের বিশ্বাস যতক্ষণ পর্য্যন্ত শাসন কর্ত্তা নিস্তব্ধ থাকিবেন, ততক্ষণই এই আন্দোলন আলোড়ন চলিবে. কিন্তু যেমন ইংরাজ রাজ কষাইত লোচনে, তীব্র তাড়নে আন্দোলন-কারীদিগকে আক্রমণ করিবেন, তৎক্ষণাৎ কে কোথায় উধাও হইবেন, তাহার চিহ্নও লক্ষিত হইবে না। তাই বলিতেছিলাম আমরা এ আন্দোলনে এখনও উল্লসিত হইতে পারি নাই।

মহাবীর জীর মন্দির ভঙ্গে যে হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে এ কথা বিপক্ষে বিশ্বাস করে তাহা প্রার্থনীয় কিন্তু আমাদের হৃদয় তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। সভা করিয়া, প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া, বক্তৃতা করিয়া আন্দোলন করা স্বতন্ত্র জিনিষ আর প্রাণে আঘাত লাগা স্বতন্ত্র জিনিষ। বিলাতি আন্দোলনের বিলাতি ফল আমরা ভোগ করিতে চাহি না। আমরা চাই অন্যায়ের প্রতিকার। সংবাদ পত্রে বা গেজেটে কেবল দুঃখ প্রকাশ করিলে অন্যায়ের প্রতিকার হয় না। দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালনের নামই রাজশাসন। তাহা যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ সে রাজাকে সুশাসক বলিতে প্রস্তুত নহি। যেখানে রাজা নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবেন প্রজা সেখানে তাহাকে কর্ত্তব্যা-নুষ্ঠানে বাধ্য করিবে। যে দেশের প্রজাগণ রাজার সকল প্রকার অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে সহ্য করে সে দেশ সত্বর উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হয়। সে জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যায়। ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যেরূপ দুর্দ্দান্ত রাজা হউন না কেন প্রজার স্বার্থ ও অনুরোধ রক্ষা করিতে তিনি বাধ্য। কিন্তু অনুরোধকারীদিগের হৃদয়ে প্রকৃত বল ও সাহস থাকা চাই। নচেৎ কেবল সভায় ফাঁকা বক্তৃতা করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

যখন দেখিব হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের জন্য ন্যায়-পেত প্রার্থনা বা অনুরোধ লইয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং সংকল্প সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; কোন প্রকার অন্তরায়ে ভ্রূক্ষেপ নাই, তখন বুঝিব তাঁহাদের আন্দোলন প্রকৃত আন্দোলন বলিয়া গণ্য হইবে, যতক্ষণ না স্বীয় প্রার্থনা পূরণ হয় ততক্ষণ মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়াও কার্য্যোদ্ধারে চেষ্টা করিতে হয়। যখন দেখিতে পাইব দলে দলে হিন্দু সন্তান রাজা কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া কারারুদ্ধ হইতেছেন এমন কি জল্লাদের

হস্তে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছেন, তথাপি আপনাদিগের ন্যায়ানুগত প্রার্থনা পরিত্যাগ করেন নাই. তখন বুঝিব হিন্দু সমাজ আবার সজীব হইয়াছে। নচেৎ ইংরাজের হস্ত হইতে বিলাতি অনুকরণে হিন্দুরদেশে সমাজ বা ধর্ম্ম রক্ষার আশা করা বাতুলতা মাত্র। যদি প্রকৃত কাজ চাও তবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। এই দ্বারবঙ্গে যে আন্দোলনের তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃতরূপ প্রতিকার না হয় ততক্ষণ এই আন্দোলনের প্রবলতর বেগের যেন পর্য্যবসান না হয়। অন্যায়রূপে আমাদের ধর্ম্মে আঘাত দেওয়া হইতেছে আমরা কেবল সেই অন্যায়ের প্রতিকার চাই। ইহা কদাচ রাজবিদ্রোহীর কথা হইতে পারে না। কিন্তু যদি আমরা রাজভয়ে ক্রমান্বয়ে এসব অত্যাচার সহ্য করি তবে ভবিষ্যতে আমাদের নির্য্যাতনের শেষ থাকিবে না। হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই ক্রমশঃ বিদেশীর হস্তে ক্রিড়া পুত্তলী সম হইয়া পড়িবে। তাইবলি আর নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না। বঙ্গ ও বিহারে সংখ্যায় সহস্রাধিক ধর্ম্ম সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি এই সমস্ত ধর্ম্ম সভা কেবল কি বাৎসরিক উৎসবের দিনে আমোদ প্রমোদ করিবার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে, না এ সমস্ত সভার কোন অন্য উদ্দেশ্য আছে? যদি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কল্যাণ কামনায় এই সমস্ত ধর্ম্ম সভা সংস্থাপিত হইয়া থাকে, তবে আমরা সকল ধর্ম্ম সভার অধ্যক্ষগণকে সানুনয়ে আহ্বান করিতেছি; এই সময় সমস্ত সভা একত্রিত হইয়া একটি সমাজ শক্তি সৃষ্টি করুন। যে শক্তি সাহায্যে সমগ্র হিন্দুসমাজ এক হইয়া আপন কার্য্য সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে পারে। পরম হিন্দু ও বিজ্ঞ দ্বারবঙ্গাধিপতির মহার্ঘ্য উপদেশ প্রত্যেক হিন্দুর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সত্বর যাহাতে একটি সার্ব্বভৌমিক হিন্দু সমিতি গঠিত হয় তাহার চেষ্টা হউক। সমিতি সমাজের রাজার স্বরূপ হইয়া হিন্দু সমাজকে নিয়মিত করুন। তাহা হইলে হিন্দু সমাজে একটি অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হইবে এবং সেই শক্তি সাহায্যে হিন্দুসমাজ প্রবল পরাক্রমে আত্মস্বার্থ রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। নচেৎ ভুয়ো আন্দোলনে কোন ফল লাভ হইবে না। বরং বর্ত্তমান আন্দোলনে যদি কোন সুফল প্রসব না করে, তবে হিন্দুসমাজ আরও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে এবং হিন্দু সমাজের ভাবী উন্নতির মূলে একবারে কুঠারাঘাত করা হইবে। অতএব আন্দোলনকারীগণ সাবধান!

জ্ঞান।

জ্ঞান-পদার্থ লাভ করা অতি অনায়াসসাধ্য ও অল্পকালের কার্য্য নয়। যোগিগণ বহুকাল বাতাহার ও পর্ণাহার করিয়াও সেই অতুল্য সুদুর্ল্লভ জ্ঞানরত্ন প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। এবম্বিধ দুরারাধ্য বস্তুকে আয়ত্ত করিতেও বহুকাল জীবিত থাকার প্রয়োজন। তাহা কেবল এইরূপে সংসাধিত হইতে পারে। যাঁহারা গমন কালে ও স্থিতিকালে সর্ব্বদাই বিশেষরূপে প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসকে নিরন্তর দেহে ধারণ করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা অবশ্যই বহুকাল জীবিত থাকিবেন (১)। বস্তুতঃ পরমায়ু বৃদ্ধির এই ক্রমই সর্ব্বসম্মত; এতদ্দ্বারা নানা প্রকার যোগাঙ্গকার্য্যকলাপও সিদ্ধ হয়। যাহা হউক মানবচয়ের জ্ঞানভিন্ন পরমা মুক্তির আর উপায়ান্তর নাই। যদিচ সাযোজ্য, সারূপ্য ও সালোক্য, এই ত্রিবিধ মুক্তিবিধানের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহা নির্ব্বাণমুক্তির নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর। ঐ মুক্তিত্রয় কেবল কামিব্যক্তিদিগেরই আদরণীয়। যেহেতু কেবল বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষী মানবগণই তাহার বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। সুতরাং এ স্থলে প্রাগুক্ত মুক্তিত্রয়ের বিষয় বর্ণনে আমি ক্ষান্ত থাকিলাম। পরমারাধ্য যে পরমামুক্তি, তাহার যথাসাধ্য বর্ণন করাই আমার মুখ্যোদ্দেশ্য। বস্তুতঃ নির্ব্বাণমুক্তিই সংসারের সার, তাহারই অন্বেষণ করা জীবচয়ের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

এই ভুমণ্ডলে যে মোক্ষান্বেষী যোগীগণ মোক্ষেচ্ছা করিবেন, তাঁহাদিগের প্রথমতঃ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব, এই চারিপ্রকার সাধনসম্পন্ন জ্ঞানলাভ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক	চিন্ময় অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ব্যতীত এই ভৌতিক জগতের সমুদায় পদার্থই অনিত্য, কেবল ঈশ্বরই নিত্য।
ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগ	এই ভূমণ্ডলে কেবল দেহ ধারণ ইচ্ছা ব্যতীত স্রক্‌চন্দনাদি সুগন্ধ বস্তু ও অন্যান্য যাবতীয় পদার্থেতে ও পারত্রিক স্বর্গাদি সুখবিষয়ে মল মূত্রাদি ঘৃণিত পদার্থের ন্যায় অনিচ্ছা।
শমদমাদি	তাহা ছয় প্রকার,—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা।
শম	শ্রবণ মননাদি ব্যতীত বিষয় বিভব হইতে মনের নিগ্রহ।
দম	তত্ত্বোপদেশদাতা গুরুশুশ্রূষা ব্যতীত বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন।
উপরতি	সাংসারিক অনিত্য কর্ম্মে নিবৃত্তি অথবা সকর্ম্মে সংন্যাস।

তিতিক্ষা	তপস্যাজন্য শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ সহন।
সমাধান	পরমেশ্বরচিন্তাতে চিত্তের একাগ্রতা।
শ্রদ্ধা	গুরুবাক্যেতে ও শাস্ত্রেতে অতীব বিশ্বাস।
মুমুক্ষুত্ব	মোক্ষেচ্ছা, অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তির ইচ্ছা।

উক্ত কএক প্রকার সাধন সম্পত্তি লাভ করা নিয়মিত মত ক্রিয়াকলাপ আচরণ এবং মহাজনের সংসর্গ ও তত্ত্ববিচার ব্যতীত কোন প্রকারেই সম্ভব নাই। আর, ভগবদ্‌গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, স্বগুণশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভরাহিত্য, পরপীড়াপরিত্যাগ, সহিষ্ণুতা, অকৌটিল্য, সদ্‌গুরুসেবা, বাহ্য ও আন্তরিক শৌচ, সৎপথে একাগ্রতা, শরীরসংযম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণতা, অহঙ্কারপরিত্যাগ, জন্ম মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিতে পুনঃ পুনঃ দোষের আলোচনা, পুত্রাদিতে প্রীতিপরিত্যাগ, পুত্রকলত্রাদি সুখে ও দুঃখে স্বীয় সুখ দুঃখানুভববর্জ্জন, ইষ্টানিষ্টাদি প্রাপ্তিতে সমভাব, সর্ব্বাত্মা সন্দর্শনদ্বারা পরমেশ্বরেতে ঐকান্তিক ভক্তি, চিত্তশুদ্ধির অনুকুল শান্তিরসাস্পদপুণ্যাশ্রম বাসশীলতা, জনসমাজে অনুরাগপরিত্যাগ, আধ্যাত্মজ্ঞানের নিত্যতাদর্শন, অর্থাৎ পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠতা, সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে মোক্ষবিষয়ক আলোচনা এই বিংশতিসংখ্যক উপায় অবলম্বন না করিলে জীবগণ কোন প্রকারেই জ্ঞানার্জ্জনে অধিকারী হইতে পারে না। তবে যে কোন কোন মহাজনের উচিত মত ক্রিয়াদির আচরণ ব্যতীতও দেবতাতে বিশ্বাস জন্মিয়া প্রথমোদ্যমেই চিত্তের একাগ্রতা জন্মিয়াছে, জানা যায়, তাহা কেবল তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রগাঢ় তপস্যার ফল বৈ আর কি বলা যাইতে পারে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, মহর্ষি শুক প্রভৃতি মহাত্মাগণ মধ্যে কেহ কেহ

---

(১) "গচ্ছং স্তিষ্ঠন্ সদাকালং বায়ুস্বীকরণং পরং সর্ব্বকাল প্রযোগেণায় সহস্রর্ভবেন্নরঃ॥"—

পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, কেহ প্রসব হইবামাত্রই যে ভক্তিভাজন ভগবানের আরাধনায় রত হইয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তপস্যার ফল নয়? ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। তাহা না হইলে গর্ভস্থাবস্থায়, কি পঞ্চম বর্ষকালে কখনই মনুষ্যের জ্ঞানের সঞ্চার হইতে পারে না। ইহা বলাবাহুল্য, ধ্রুব প্রহ্লাদাদির চরিত্র পাঠেই তাহার সবিশেষ উপলব্ধি হইতে পারে।' এ সমস্ত মহাজনেরই উক্তি। অতএব ব্রহ্ম জ্ঞান সহজে হয় না। যাঁহারা কেবল চক্ষু বুঁজিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তাঁহারা বাতুল। ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভ মনুষ্য মাত্রেরই প্রার্থনীয়, কিন্তু তদ্‌লাভে যথা সাধনের আবশ্যক। তীব্র বৈরাগ্য ভিন্ন সে সাধন সহজে হয় না। যদি ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে চাও তবে বিলাস পরিত্যাগ কর, বৈরাগ্যের আশ্রয় লও। তবেই কৃতকার্য্য হইবে—নচেৎ মোক্ষলাভ তোমার নিকট আকাশ কুসুমবৎ।

বেদব্যাসের অহ্বান।

দেখিতে দেখিতে বেদব্যাসের জীবনের চারিটী বৎসর অতীত হইল। যে গুরুভার স্কন্ধে লইয়া বেদব্যাস কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাতে সহজে কৃতকার্য্য হওয়া সকলেরই অসম্ভব বোধ হইয়াছিল। বেদব্যাসের মুখ্যতম উদ্দেশ্য হিন্দু সন্তানকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করা। এই উদ্দেশ্য সাধনেই বেদব্যাসের জন্ম। নাস্তিক্য, স্বেচ্ছাচার, ও ধর্ম্মব্যবসারূপ ঘোরকুজ্ঝটিকায় হিন্দুসমাজ যখন সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল সেই সময়েই সমাজ কালিমা সম্যক অপনোদন মানসে বেদব্যাস জন্ম গ্রহণ করেন। লোভী, অলস, ও স্বেচ্ছাচারীর গৃহে গৃহে গমন করিয়া বেদব্যাস ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য শুনাইতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক জীবকে আত্মস্থ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বেদব্যাসের দৃঢ় সংকল্প হিন্দুসন্তানকে প্রকৃত হিন্দু করিবেন।

সময়ের অল্পতা বশতঃ এবং উপযুক্ত ধর্ম্মোপদেষ্টার অভাবে আজ কাল রীতিমত ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষালাভে হিন্দুসাধারণে বঞ্চিত। যাঁহার ইচ্ছা আছে, তাঁহার সময় নাই; যাঁহার ইচ্ছা ও সময় উভয়ই আছে, তাঁহার উপদেষ্টার অভাব। উপদেষ্টা অন্বেষণেও সময়ের আবশ্যক। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ সময়ই উদরান্নের জন্য অর্থ চেষ্টায় অতিবাহিত হয়; সুতরাং ধর্ম্মশিক্ষার সুযোগ হয় না। বেদব্যাস এই অভাব দূরীকরণের জন্যই উৎসুক। বেদব্যাস পাঠে ধর্ম্মপিপাসু হিন্দুমাত্রেই গৃহে বসিয়া যাহাতে বঙ্গের যাবতীয় প্রধান প্রধান উপদেষ্টাগণের সারগর্ভ উপদেশরাশি অতি অল্পায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারেন তৎপক্ষে ইহাতে বিধিমত চেষ্টা হইয়া থাকে। আজ কএক দিবস মাত্র অতীত হইল বঙ্গের উপদেষ্টাচূড়ামণি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কি লিখিতেছেন দেখুন—

"এবার হইতে আমার লেখাই বেদব্যাসের জীবন হইবে এবং প্রতিমাসেই আমার লেখা থাকিবে" ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত বেদব্যাসে অন্যান্য লেখকগণের নামেরও তালিকা দেখুন—

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমার এম, এ, শ্রীযুক্ত কালিবর ও কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশদ্বয়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামচরণ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ শর্ম্মণঃ এম, এ, শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু শর্ম্মা তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর কাব্যতীর্থ, শ্রীমান সচ্চিদানন্দ

আরণ্যক, সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সদানন্দ তত্ত্বনিধি, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম, এ, কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক, শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়লঙ্কার ও অন্যান্য লেখকগণ।

এই সমস্ত মহামান্য পণ্ডিতগণ সাহয্যে যখন বেদব্যাস পরিচালিত হইতেছে তখন আমারা ভাবিয়াছিলাম আবাল বৃদ্ধ হিন্দু বেদব্যাসের গ্রাহক হইয়া নিজে ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করিবেন এবং বেদব্যাসের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সহায় হইবেন। যে ক্ষেত্রে প্রচার মৃত নবজীবন মুমূর্ষু সেই ক্ষেত্রেই বেদব্যাস শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চারি বৎসর ধরিয়া সুনিয়মে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধে পরিপুষ্ট হইয়া পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমরা আশানুরূপ পাঠক পাইলাম না। অন্যূন দশ সহস্র হিন্দু বেদব্যাসের গ্রাহক ও পাঠক না হইলে আমাদের ধর্ম্মালোচনা করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ হইবে না। প্রথম যখন আমরা বেদব্যাস প্রকাশ করি তখন আমাদের হৃদয়ে অনেক আশা পোষিত ছিল। বেদব্যাস যাহাতে হিন্দুর নিকট ইষ্টদেবতার ন্যায় মহোপকারী বলিয়া সমাদৃত হয় তদ্‌পক্ষে সম্যক চেষ্টা ও আয়োজন করা আমাদের অন্তরের কামনা ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের ভাগ্যে,—সুতরাং আমাদেরই ভাগ্য দোষে—গ্রাহক ও পাঠকের অর্থকৃচ্ছ্রতায় আমাদের সে উদ্যম ভগ্ন করিয়া দিল। প্রথম বর্ষে আমরা প্রায় দ্বিসহস্র বেদব্যাসের গ্রাহক পাইয়াছিলাম সত্য কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষ হইতে অধিকাংশ গ্রাহক তাঁহাদের দেয় বার্ষিক মূল্য দিতে কৃপণতা আরম্ভ করিলেন। যাঁহার নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করা যায় তাঁহাকে দক্ষিণায় ফাঁকি দিলে ঘোর নরকে পতিত হইতে হয় ইহা হিন্দুর শাস্ত্রেরই উপদেশ।

এই সমস্ত কারণে বেদব্যাস এখনও কার্য্যক্ষেত্রে আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে সক্ষম হন নাই। সেইজন্য আমরা অন্য হিন্দু সন্তানগণকে সাদরে অহ্বান করিতেছি তাঁহারা সকলে একমনে একবার বেদব্যাসের সহায়তায় যত্নবান হইয়া দেখুন যে বেদব্যাস দ্বারা হিন্দু সমাজের কত উপকার সাধিত হয়। এখনও সম্যক সহায়তা পাইলে আমরা বেদব্যাসকে ভারতের আদর্শ পত্রিকা করিয়া তুলিতে পারি। বর্ত্তমান গ্রাহকগণকেও আমাদের সানুনয়ে নিবেদন তাঁহারাও যেন বেদব্যাসের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পক্ষে যত্নশীল হইয়া বেদব্যাসের নুতন কলেবর দেখিতে সক্ষম হন। বর্ত্তমান প্রত্যেক গ্রাহক যদি গড়ে একজন করিয়াও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন। তাহা হইলেও পুনরায় অন্যূন পূর্ব্ব দ্বিসহস্রও পূরণ হইতে পারে। আমরাও তাহা হইলে দৃঢ় সংকল্প করিয়া বেদব্যাসের উন্নতিতে জীবন উৎসর্গ করিতে সক্ষম হই। অতএব, হিন্দু! বেদব্যাসের আহ্বানে একবার কর্ণপাত করুন এই প্রার্থনা। কিমধিকমতি।

হৃদয়ের উক্তি।*

আয় রে! মানব! দেখাই তোকে,
সুখের সাগর জগন্মাকে;
সদানন্দময় মায়ের ভাব,
দেখিলে ঘুচিবে মনের তাপ,
আনন্দ সাগরে হবি মগন।
কপট হৃদয় কররে সরল,
ধুয়েফেল তবে নয়নের মল,
তবেই পাইবি জননী ধন॥

* ছাপাখানার লোকের অসাবধানতায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রেরিত "বাস্ পূজা" নামক একটি সুন্দর প্রবন্ধ, যাহা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইত, হারাইয়া গিয়াছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল বর্ষশেষে তাঁহার পূজা-প্রবন্ধ ও শেষ করিয়া প্রকাশ করিব। কিন্তু তাহা হইল না। নষ্ট প্রবন্ধের শেষে প্রকাশের জন্য যে পদ্যটি তিনি পাঠাইয়াছেন তাহাই প্রকাশিত হইল। ইহার শেষাংশ এবং নষ্ট প্রবন্ধটী বারান্তরে প্রকাশিত হইবে। বে, সং।

ধরণি, পাষান; বায়ু, জলাশয়,
তড়িত যেমন আছেরে ব্যাপিয়ে,
কিন্তু তাহা হয় অতি অণুতর,
হয়না তাতেই নয়ন গোচর,
আছে কিনা আছে বুঝনা তায়।
আধার বিশেষে কোন কোন দেশে,
জলদ নিচয়, তরু, শির, কেশে,
সকলে তাহাকে দেখিতে পায়॥
জননী তেমন এই ত্রিভুবন,
ব্যাপিয়ে রয়েছে অবিরত মন,
নাইরে তাহার অভাব কখন,
সকলেই আছে জননী রতন,
যাহা কিছু হয় সকলি মা।
চর কি অচর প্রাণীর নিকর,
হয় কিবা জড় ক্ষিতি ধরাধর,
মায়ের অভাব দেখিনা সেথা॥
মা আছে মানুষে অবলা পুরুষে,
আছে ক্লীব বেশে আছে পশুকোষে,
মা আছে পতঙ্গ পতত্রি চয়ে।
তরু লতা ফুল, মাইত সকল,
মা আছে সকলে অভেদ হয়ে॥
মা আছে অনিলে অনল সলিলে;
অমৃত গরলে শঠ কি সরলে,
পূত বা অপূত সকলি মা।
তাহা কিছু নাই, যাহাতে মা নাই,
হয়না যাহা মা'র প্রতিমা॥
তথাপি তাহার পায়না দেখা,
জলদ নিকরে শশীর লেখা,
সমাবৃত হয়ে রয় যেমন।
জড়তা পরলে, অদৃশ্য মণ্ডলে,
আবৃত রয়েছে মায় তেমন॥
কিন্তু কোন দেশে আধার বিশেষে,
প্রকাশে জননী নানাবিধ বেশে.
তাহাই মায়ের দেখিতে পায়।
পরে সিদ্ধিবশে, জড়তা বিনাশে;
জননী সকলে, সকলি তায়॥

চল যাই তবে করি অন্বেষণ,
যেখানে হইবে মার দরশন,
"মা! মা!" বলে করি রে রোদন
তবে যদি মায়, নিজ করুনায়,
করে রে সফল! তোর নয়ন॥
চল তবে যাই কুসুম সময়,
দেখি গিয়ে তরু ব্রততি নিচয়,
এখনি মায়ের প্রকাশ হয়,
ফলের প্রসব করিয়ে এখন।
দেখরে মানব! ব্রততি পাদপ,
কি শোভা ধরেছে কিসের কারণ॥
শশীর উদয়ে জলধি যেমন,
অন্তরে অন্তরে ক্ষোভিত তেমন,
পৃথু পৃথু যেন হয়েছে বদন,
অভিমানে যেন চায়না ফিরে॥
নবদলাগমে হাসি হাসি মুখ,
আনন্দ কিরণ ছুটীছে ধীরে॥
দেখনা কিরূপ ধরেছে গৌরব,
গুণ গরিমায় রয়েছে নীরব,
মন্থর মন্থর হয়েছেরে ভাব,
রূপের মাধুরী ফুটিছেরে।
ঘন ঘন যেন কিজান কিরূপ,
রূপের কিরণ বহিছে রে॥
দেখিলে উহার স্বভাবে এভাব,
অঙ্গার যেমন মলিন স্বভাব,
হুতাশন যোগে সমুজ্জল ভাব,
তেমতি উহার হয়েছে কি যোগ?
বুঝিনু এসব, মায়ের গৌরব,
প্রকাশ পেয়েছে মায়েরভোগ!॥
অনন্তজগত মা'য়ই প্রসবে,
তাতেই তাহাকে মা বলে সবে,
মা বিনে আর ক্ষমতা কাহার,
প্রসবিতেপারে এসংসারে?।
যতইজননী, সকলিভবানী,
প্রসবশকতি সেইতধরে॥
চল কি অচল যত প্রাণিচয়,

তরুলতা কীটপতঙ্গ নিচয়,
পশু কি মানব যাহা কিছু হয়,
প্রসব সময় যখনি হবে।
তখনি তথায়, প্রকাশিতা হয়;
মাইত তখন প্রসবে সবে॥
আহামরি মরি! দেখরে মানব,
কুসুমনিকরে মায়ের গৌরব,
কি শোভাধরেছে কুসুমচয়,
এ শোভা কি ওর নিজের হয়?
কখনি কখনি কখনিত নয়,
এ আনন্দ মুরতি উহার নয়॥
ধরণি অনিল দহনসলিল,
গগণেতে হয় গঠিত নিখিল,
সকলি উহারা জড়তমোময়,
সকলি অসার বিকার হয়।
সকলেইত দেখি শোকদুখময়,
উহারা এরূপ কেমনে পায়?॥
প্রকাশে কি ঐ ফুলেরকোলে,
দেখরে! নয়ন! হৃদয় খুলে,
আছে কি উহার জড়তালেশ?"
দুঃখ কালিমা আছে কি হেথায়?।
নহি নহি নাহি তা কিছু নয়,—
তাতে কি হৃদয় শীতল হয়?
এ যে প্রকাশিছে হাসি হাসি মুখ,
কেবলি আনন্দ কেবলি সুখ,
আনন্দ প্রতিমা করিছে বিরাজ,
ভাসেরে কুসুম আনন্দনারে!।
কুসুমগরভে নাশিয়ে আঁধার,
ঢাকিছে উহার জড়ভারে!॥
দেখিনা উহার জড়তা লেশ,
প্রকাশ মূরতি প্রসন্ন বেশ,
নাই মলিনতা নাই কপটতা,
সরল অমৃত প্রতিমা রে।
শান্তির কিরণ করি বিকিরণ,
দয়া মাখা ভাব ফুটীছে রে॥
নাহি অসারতা নাহিক বিকার,
উৎপত্তি বিনাশ দেখিনা উহার,
অনন্ত আধারে একই আকার,
ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিনা কভু।
পরিধি আকার দেখিনা ইহার,
তাইত সকলে বলেরে বিভু॥

বিবিধ।

গ্রাহকগণের প্রতি—

বর্ত্তমান বর্ষে কোন সংখ্যা যদি কোন্ গ্রাহক ভুলক্রমে না পাইয়া থাকেন তবে সত্বর আমাদের জানাইবেন। আমরা সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র তাঁহাকে তাহা পাঠাইয়া দিব। যাঁহারা ইতি-মধ্যে অপ্রাপ্ত সংখ্যা পাইবার জন্য পত্র দিয়াছেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আর একবার লিখিবেন। নচেৎ গোল মিটিবে না। সত্বর না লিখিলেও অপ্রাপ্ত সংখ্যা পাওয়া সম্বন্ধে গোল হইবে। আর এককথা গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া ঠিকানাটা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। ইহা যেন বিশেষরূপ স্মরণ থাকে। তাহা না হইলে বেদব্যাস পাওয়া নাপাওয়া সম্বন্ধে আমরা দায়ী থাকিব না।

ধর্ম্মোৎসব।

রামপুরহাট ১২ই চৈত্র, শঃ ১৮১১
বিহিত সম্মান পূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন মিদং—আগামী ১৫ই চৈত্র, (বৃহস্পতিবার) হইতে ১৮ই চৈত্র, (রবিবার) পর্য্যন্ত রামপুরহাট হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার দ্বাদশ ও সুনীতি সঞ্চারিণী সভার সপ্তম বার্ষিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সমালোচনা।

সংসার আশ্রম। শ্রীযুক্ত বাবু হারাণ চন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। আমরা হারাণ বাবুর সংসার আশ্রম পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। হিন্দু পরিবারে অল্পে অল্পে কেমন সামান্য কারণে জ্ঞাতি বিরোধের সূচনা হয় এবং তাহার শোচনীয় পরিণামই বা কতদূর তাহা হারাণ বাবু অতি সুন্দররূপ দেখাইয়াছেন। সংসারে শিখিবার সামগ্রী অসংখ্য। সুতরাং হারাণ বাবুর সংসারেও শিখিবার বিষয়ের অপ্রতুল নাই। অধ্যবসায়, চেষ্টা ও অনুরাগ থাকিলে হারাণ বাবু সময়ে একজন ভাল উপন্যাস লেখক হইতে পারিবেন।

কালাচাঁদ—বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ক্রমে ক্রমে আমরা ৩ খণ্ড কালাচাঁদ প্রাপ্ত হইলাম। এই তিন খণ্ডই আমরা অতীব মনযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকার সামান্য বিষয় অবলম্বন করিয়াও লিপি কৌশলে উহা বিশদ অথচ সুখ পাঠ্য করিয়াছেন। এক "ভুরি ভোজনেই" একখণ্ড গ্রন্থ সমাপ্ত। অথচ এই ভুরিভোজনে কালাচাঁদের ভাগ্যে যাহা হউক পাঠকগণ যে ভুরি আনন্দ পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ পাঠক মাত্রেই উপন্যাসের "বর্ণানাংশ" পরিত্যাগ করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকাশিত সুবৃহৎ তিন খণ্ড কালাচাঁদে কালাচাঁদের জীবনের কএকটী ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে মাত্র; অথচ এত বর্ণনা প্রাচুর্য্য সত্তেও কালাচাঁদ কোনরূপ প্রশক্তি-দোষে দূষিত নহে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুস্তকের একছত্র বাদ দিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইবে না। কালাচাঁদ পাঠে সকল শ্রেণীর পাঠকই আনন্দ পাইবেন। কালাচাঁদ রসের সমুদ্র বিশেষ।

বালবিক্রম—শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারি ঘটক প্রণীত। মূল্য ১, টাকা। লেখা মন্দ হয় নাই। লেখকের কবিত্ব শক্তি প্রশংসনীয়।

হিতোপদেশ—শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা, সংস্কৃত হিতোপদেশ অবলম্বন করিয়া পদ্যে রচিত। পুস্তকখানি টেক্‌ষ্টবুক কমিটি কর্ত্তৃক স্কুলপাঠ্য রূপে নির্ব্বাচিত হইলে বালকগণের বিশেষ উপকার দর্শিবে।

আহার বিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত রসিক লাল ঘোষ প্রণীত। মূল্য ／০ আনা। নিরামিষ আহারের পক্ষ সমর্থন করিয়া ইহা রচিত। বিদেশী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন যে নিরামিষ ভোজনই মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

প্রকৃতি—শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পুস্তকখানি হইয়াছে ভাল। লেখক অনেক স্থানে তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বিরহিনী নামক কবিতাটী বড়ভাল লাগিল। কতকগুলি কবিতার ভাষা বেশ সরল ও মধুর বটে, কিন্তু অন্য কতক গুলির ভাষা কিছু কটমট বোধ হইল। কবিতার ভাষা সরল ও মধুর হওয়াই ভাল; বৃহৎ কাব্যের ভাষা কঠিন হইলে তত ক্ষতি হয় না।

সাত্বিক সঙ্গীত—মূল ৵০ আনা। শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত পুস্তক। কএকটি সঙ্গীতের রচনা বড়ই মধুর হইয়াছে।

তত্ত্ব কথা—শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। পুস্তক খানিতে অনেক সার কথা আছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল কতকাংশ উদ্ধৃত করিব, কিন্তু স্থানাভাব। ধর্ম্ম পিপাসুর সুখ পাঠ্য। গ্রন্থকারের শাস্ত্র জ্ঞান প্রশংসনীয়।

র্ম্মে নিষ্কাম না হইলেও কর্ম্ম ক্ষয়ের পযুক্ততা ঘটে না, এজন্য আশ্রমোচিত ক্রিয়া াধনে তৎপর হও। এবং বিশ্বামিত্রের দাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক গায়ত্রী দেবীর আরা- নে মনোনিবেশ করিতে পুনঃ পুনঃ বলিলেন। ায়ত্রী সাধনে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ বুঝিতে ারিবে তুমি কে? এবং তুমি কেন? আমি াধুর কথায় নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্য ালনে ব্রতী হইলাম। সংসারের মায়ায় মন ুগ্ধ। মনের আশার তর্পণ না[illegible] ানাবিধ চিন্তায় [illegible]ষ্ণুই বড় দেবতা, বিশে- [illegible] বিজ্ঞাপনী প্রচারিত হইয়া ব্রহ্মার ত্য পূজা রহিত হইয়াছে। বিষ্ণুর উপাসনায় ্রবৃত্ত হইলাম। ব্রহ্মার অনাদর হইল বলিয়া দবধি দুষ্টা সরস্বতী আমার কণ্ঠে বিরাজ রিতে লাগিল। এবং ব্রহ্মার সূত্রে চির-বেষ্টিত ইয়া রহিলাম। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী বিষ্ণু জায় কিয়ংকাল অতিবাহিত হইলে, আগমীর িকট জানিলাম, শিবের পাদতল অন্বেষণ রিতে গিয়া বিষ্ণু তাহার তদন্ত করিতে সমর্থ ইলেন না। অতএব শিবই প্রধান। বিষ্ণু জায় মনের তৃপ্তি হইল না, পরং বিষ্ণুচক্রে িরন্তর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। শিব সবায় নিযুক্ত হইয়াছি এমন সময় গাণপাতগণ লিয়া উঠিলেন, বিঘ্নেশ গণেশই প্রধান, কারণ ুরত্রয় সাধন সময়ে শিবও গণেশের পূজা রিয়াছিলেন। সুতরাং শিবের উপর আস্থার াস হইতে লাগিল, শিবঠাকুর ত্রিশূলাগ্রদ্বারা আমার শরীরে ত্রিতাপ বসাইয়া দিলেন। গণে- শর আকৃতি দেখিয়া ধ্যান করিতে বসিব এমন ময় সৌর-সম্প্রদায়ী বলিয়া উঠিলেন, গণদেব ানু-সূনু কোপে এবম্ভূতাকৃতি; গণেশে মন ঠিল না, তদবধি পদে পদে বিপদ্। ভানু- াম্বাপনে মনোনিবেশ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে তেজো- য় প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে, দেখিতে পাইলাম ভানুদেব াহুভয়ে বিকম্পিত ও ক্ষণকাল পরে গ্রস্ত।

পাইয়া আশানুরূপই আনন্দিত হইলাম। বিশেষতঃ যেরূপ আয়োজনের সহিত উক্ত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ আশা করা যায়, কালে উক্ত বিদ্যালয় দ্বারা উদ্দেশ্য ফলবতী হইবে। দ্বিজ সন্তানগণ মধ্যে বেদাধ্যাপনার সম্পূর্ণ অভাব হওয়ায় তাঁহাদের হৃদয় হইতে বৈদিক ভাব সকল ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। [illegible] দেবীগণের ভাবে হৃদয় গঠিত না [illegible] ভাব অধিক আছে, ভরসা মাদৃশ জনের উপর কৃপাকটাক্ষ হইলেও হইতে পারে। প্রথমতঃ আদ্যাশক্তি মহামায়ার আরাধনার জন্য দেবীসূক্ত জপে নিযুক্ত হইলাম। মহামায়া প্রভাবে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি নিয়মিত রূপে চলিতেছে, মহামায়া ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবের প্রসূতি। মহামায়ার কৃপা হইলে অভ্যুদয়ত তুচ্ছ কথা, অনায়াসে মোক্ষ লাভ হইতে পারে। মহামায়া জগদম্বা, কিন্তু আমার উপাসনা আরম্ভের বহুপূর্ব্বে জগদম্বা পাষাণী হইয়াছেন। সহজে দয়া হয় না, পরং ত্রিনয়নার নয়নত্রয় হইতে তাপত্রয় বিনির্গত হইয়া আমার অন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। তদবধি আমি ত্রিতাপে তপ্ত। ত্রিশূল বিদ্ধ হইয়া ত্রিতাপে দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলি- তেছি। আমি কেন? এই কথা আর মনে হইতেই দেয় না। ত্রিনয়নার নিকট আমার কিছু হইল না ভাবিয়া ইন্দিরার আরাধনা করিতে মনন করিলাম। আমি বিষ্ণু পূজা ভ্রষ্ট বলিয়াই হউক অথবা পূজার ঘণ্টারব শ্রবণ করিয়াই হউক লোকমাতা রুষ্টা হইলেন, এবং জ্যেষ্ঠার করে সমর্পণ করিয়া দিলেন। মার জ্যেষ্ঠা মাতৃষ্বসা আমার অভিভাবিকা, তাঁহার উপাস- নায়ও আমি জানিতে পারিলান না "আমি কেন"? অধিকন্তু দেবতার প্রতি ভক্তি রহিল না, কেবল তাহাদের অভাব-দোষ আলোচনা করিতে বাক- যন্ত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল। অবিদ্যা প্রেয়সীর মনে তখন বড়ই অহ্লাদ হইল। আমি চতুর্থ উপায়ে অবিদ্যার মান ভাঙ্গিয়া তাহার অঙ্কশায়ী

হরিনামে ।৮ ...

বর্জ্জিত, সম্পূর্ণ পতিত, মনের ...
স্থিত হইয়া হরিনাম করিলে তাহাদের উন্নতি হইতে পারে, আমার হইবে কেন?

সৌন্দর্য্যাবরণে আবৃতা, কুহকিনী অবিদ্যা আমার প্রেয়সী, সংসার কানন আমার বিচরণ স্থল, কাম ক্রোধাদি আমার সহজ সহচর, কুসঙ্গ আমার প্রীতি স্থল, সংকর্ম্মে বিরক্তি, কুকার্য্যে অনুরক্তি, বিলাসে অনলস, শঠতায় বুদ্ধি কৌশল, মিথ্যাবাদে রচন-বিক্ষেপ, আমি কিদিয়া জানিব আমি কেন? আমি শ্রবণ থাকিতে শ্রবণ শিক্ষা করিনাই, দর্শন থাকিতে দর্শন শিক্ষা নাই, চিত্ত থাকিতে স্মৃতির স্মরণ নাই, মন থাকিতে মনুর মনন করি নাই, রসনা থাকিতে তত্ত্বরস রসন করি নাই, স্পর্শ থাকিতে বিগ্রহ স্পর্শ করি নাই, আমি কি দিয়া জানিব আমি কেন? আমি সকলেরই সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অথচ আমার কিছুই হয় নাই; ইহা আমারই দোষে, আমি তাহা জানি, তথাপি অবিদ্যা-মোহে আমার দোষ বলিয়া ধারণা হয় না। একদা অবিদ্যার সহিত নিভৃতে কেলি তৎপর হইয়া নানাবিধ বিষয় সুখাশায় প্রীতি অনুভব করিতেছি এমন সময় দেখি পুত্রশোকাতুরা জননী মৃত পুত্রপার্শ্বে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে, মধ্যে মধ্যে কপালে ও বক্ষে সবলে করাঘাত করিতেছে। আমার অবিদ্যাসঙ্গ বাসনার কিছু ত্রুটী হইল ভাবিয়া অবিদ্যা দেবী ক্রোধ ভরে একটু মুখ ফিরাইলেন। আমার মনে

করে। আমি ধ...
নিকেতনে অবস্থান পূর্ব্বক ক্লান্ত ...
করিতেছি। তখন দেখিলাম সাধু অপরাহ্নে
সমাগত ভক্তদিগকে সদয় অন্তরে বহুবি
উপদেশ প্রদান করিতেছেন। সকলের জিজ্ঞা
সার সমাধান হইলে আমি অবসর বুঝিয়া
সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সাধোঃ আমা
একটী জিজ্ঞাস্য আছে। আমি অনেক চেষ্টা
করিয়াও উহা বুঝিতে পারি নাই। এজগতে
আমার এই প্রশ্নে অনেকেই স্থাবরের ন্যায়
নিরুত্তর রহিয়াছে। শাস্ত্র সাহায্যে বুঝিয়াও বুঝি
নাই, দেখিয়াও দেখি নাই। আমার এইমাত্র
প্রশ্ন যে, "আমি কেন"? ইহার উত্তর কি
হইবে, কেমন উপায়ে বুঝিব "আমি কেন"?
কেন এভবে আসিলাম? ভবে আসিয়া কেবল
ক্লেশ পাইলাম ও ক্লেশ দিলাম। আমি
দর্শন করিয়াছি কিন্তু দেখাই নাই, শ্রবণ
করিয়াছি কিন্তু শুনাই নাই, ভোজন করিয়াছি
ভোজন করাই নাই, গ্রহণ করিয়াছি দান করি
নাই, উপকৃত হইয়াছি উপকার করি নাই,
বরং পরানিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সাধু
উত্তর করিলেন ভোগ করিতে আসিয়াছ।
আমি বলিলাম ভোগের পর্য্যবসান নাই কি?
সাধু উত্তর করিলেন ভোগের নিদান নির্মূল
না হইলে জন্ম জন্মান্তরেও ভোগের বিরাম
নাই। পরাপর দর্শন ভিন্ন কর্ম্ম ক্ষয় হয় না,
কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে ভোগের বিরাম নাই।

...র্ম্মে নিষ্কাম না হইলেও কর্ম্ম ক্ষয়ের
...পযুক্ততা ঘটে না, এজন্য আশ্রমোচিত ক্রিয়া
...াধনে তৎপর হও। এবং বিশ্বামিত্রের
...দাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক গায়ত্রী দেবীর আরা-
...নে মনোনিবেশ করিতে পুনঃ পুনঃ বলিলেন।
...ায়ত্রী সাধনে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ বুঝিতে
...ারিবে তুমি কে? এবং তুমি কেন? আমি
...াধুর কথায় নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্য
...ালনে ব্রতী হইলাম। সংসারের মায়ায় মন
...মুগ্ধ। মনের আশার তর্পণ নাই। বরং
...নাবিধ চিন্তায় গায়ত্রী আরাধনার ব্যাঘাত
...জন্মিল। ক্রমে সংসারের ভোগবাসনা বলবতী
...ইতে লাগিল। মনে প্রবোধ উপস্থিত হয় যে,
...ভাগ করিতে আসিয়াছি ভোগ দ্রব্য ছাড়িব
...কন? বাহিরে ছাড়িলেও মনে ছাড়িতে পারি
...া। ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়ত লোলুপ।
...ক্রমে অবিদ্যাকুহকে অধম হইতে লাগিলাম।
...আবার সাধুর অন্বেষণে বহির্গত হইলাম।
...অদ্যাপিও তাহার অনুসন্ধান করিতেছি। বোধ
...য় আমার এজন্ম এই ভাবেই গেল, আর
...বুঝিতে পারিলাম না আমি কে? আমি কেন?
...ভাগ করিতে আসিয়াছি ভোগ করিব। যদি
...কোন দিন ভাগ্য বশে সাধু দর্শন পাই, আর
...সুমতি হয়, মন স্থির হয়, এবং বুঝিতে পারি
...আমি কেন? তবে পাঠক! বলিব আমি
...কেন? অহঙ্কার আছে কিন্তু চিনি না "অহং"।
...আমি আমাকে জানি না এ বড়ই মুর্খতা।
...জানিলাম আমি ঘোর মুর্খ।

বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

গত সংখ্যার বেদব্যাসে আমরা শ্রীকৃষ্ণ
...প্রসন্নের বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের
...কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। এখন ধর্ম্ম-প্রচা-
...রকে উক্ত বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ
পাইয়া আশানুরূপই আনন্দিত হইলাম। বিশেষতঃ যেরূপ আয়োজনের সহিত উক্ত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ আশা করা যায়, কালে উক্ত বিদ্যালয় দ্বারা উদ্দেশ্য ফলবতী হইবে। দ্বিজ সন্তানগণ মধ্যে বেদাধ্যাপনার সম্পূর্ণ অভাব হওয়ায় তাঁহাদের হৃদয় হইতে বৈদিক ভাব সকল ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। বৈদিক ভাবে হৃদয় গঠিত না হইলে শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করা একবারেই অসম্ভব। যদি অনবধানতায় বেদ-বিদ্যারই লোপ হয়, তবে বৃথা ধর্ম্মান্দোলনে প্রয়োজন কি? সুতরাং হিন্দু-মাত্রকেই এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আমরা বারম্বার অনুরোধ করিতেছি। ভারত বর্ষের চতুর্দ্দিকে এইরূপ শাখা বেদ-বিদ্যালয় সংস্থাপনের চেষ্টা করা হউক। এইরূপ সাধু অনুষ্ঠানের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সংসাধিত হইবে। কিন্তু এই সমস্ত গুরুতর কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে হইলে বহুতর অর্থের প্রয়োজন। সেই জন্য আমরা এই বিপন্ন সমাজের উদ্ধার কামনায় কাতর হৃদয়ে ধনী হিন্দুদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা একবার বিলাস ত্যাগ করিয়া এই সময় নিজ সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। নচেৎ হিন্দু সমাজের ভবিষ্যত অবস্থা বড়ই শোচনীয়।

আমরা নিম্নে বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বিবরণ "উদ্ধৃত" করিয়া দিলাম।

২৫এ শ্রাবণ, শুক্রবার ত্রয়োদশী মধ্যাহ্নের পর অভিজিত মুহূর্ত্তে "বেদ-বিদ্যালয়" সংস্থাপিত হইল। প্রথমে সংকল্প অর্থাৎ সাঙ্গ, সার্থ, স্বেতিকর্ত্তব্যতা বেদাধ্যয়নার্থ সংকল্প করিয়া গণপতি, সরস্বতী, নারায়ণ, লক্ষ্মী, বরুণ, নবগ্রহ, ক্ষেত্রপাল, বাস্তু-পুরুষ, বেদ পুরুষাদির বিধি পূর্ব্বক পূজন, তদনন্তর গণপতি হবন, পুণ্যাহ বাচন হইলে চতুর্ব্বেদের মন্ত্র পাঠ

হইল। তাহার পর আচার্য্যগণকে যোগাসনে উপবেশন করাইয়া মাল্য চন্দনাদি সহ বরণ করা হইলে আচার্য্যগণ সস্বর মধুর বেদোচ্চারণ করিয়া ঘন গম্ভীর নিনাদে স্থানকে পবিত্র করিলেন। তৎপরে মহারাষ্ট্রীয় মঙ্গল গাথা গায়কগণ সংস্কৃত পদাবলী ধ্রুপদী সুরে অনেকক্ষণ গান করিয়া গম্ভীরে মধুরতা মাখাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে ৩টা বাজিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে আহূত ও রবাহূত পণ্ডিত ও ভদ্র মণ্ডলীতে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব বেদ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের চারি চারিজন পাঠক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিত স্বরে ক্রমান্বয়ে চতুর্ব্বেদের মন্ত্রপাঠ করিয়া স্থানটিকে যেন পূর্ব্বতন পূজ্যতম মহর্ষিগণের পবিত্র আশ্রম করিয়া তুলিলেন। একদিকে পূজা হোমের ধূম, অপরদিকে বেদ গানের ধূম, অন্যদিকে পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাবেশ দেখিয়া মনোপ্রাণ যে তখন কতই আনন্দ ভোগ করিল, তাহা বলিতে পারি না। তখন প্রত্যেক হিন্দুকে এই পবিত্র দৃশ্য দেখাইবার জন্য মনে মনে বড় বাসনা হইল।

পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কুমার পরিব্রাজক এই বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা, ও কিরূপে ইহার ব্যয়ভার নির্ব্বাহ হইবে ইত্যাদি অনেক কথা হিন্দীতে বুঝাইয়াদিলেন। পণ্ডিতগণ সহর্ষে বিদ্যালয়ের চিরজীবনের জন্য স্বস্ব উৎসাহ দেখাইয়া অনেক কথা বলিলেন। এবং ইহাই স্থিরীকৃত হইল, যে এ বিদ্যালয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন সংস্রব কোন কালে থাকিবে না, ইহা আর্য্যদিগের নিজস্ব, আর্য্যধর্ম্মীদিগের সাহায্যেই ইহা চলিবে। যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বিজ কুমারগণ যথা নিয়মে এই স্থানে বেদাধ্যয়ন করিবেন। এখানে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপ যন্ত্র মন্ত্র সহিত শিক্ষা দেওয়া হইবে। ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক কর্ম্ম নিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া যাহাতে ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করি[তে] পারেন, ও যাহাতে বেদ বিহিত কর্ম্ম উপাস[না] ও জ্ঞানের দ্বারা পুনর্ব্বার আর্য্যজাতি স্বধ[র্ম্ম] পালনে কৃতার্থ হয়েন, তাহাই এই বিদ্যালয়ে[র] বিশেষ লক্ষ্য রহিল।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিষ্ণু মোহন বেদাচা[র্য্য] মহাশয় যে দিন স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদে[র] সহিত মিলাইয়া যে কয়েকটি বেদ মন্ত্রে[র] আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে আম[রা] নিতান্তই বিমোহিত হইলাম; বলিতে [কি] ওরূপ ব্যাখ্যা আমরা আর কখনও শুনি নাই।

নিম্নলিখিত মহাপণ্ডিতগণ সভাস্থ ছিলেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী, শ্রীযু[ক্ত] শীতলপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গরুড়ধ্বজ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ জ্যোতিষী, শ্রীযুক্ত রামেশ্ব[র] দত্ত জ্যোতিষী, শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রী, শ্রীযু[ক্ত] দামোদর শাস্ত্রী ভারদে, শ্রীযুক্ত মনিরাম শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাপু শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ, শ্রীযু[ক্ত] হরনাম বৈয়াকরণী, শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র, শ্রীযু[ক্ত] গণেশদত্ত কবি, শ্রীযুক্ত তুলারামাচার্য্য, শ্রীযু[ক্ত] রঘুনাথ বৈয়াকরণী, শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন, শ্রীযু[ক্ত] প্রয়াগ দত্ত, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দীক্ষিত অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত বাল[ু] দীক্ষিত অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত গণেশ ভট্ট অগ্নি[-] হোত্রী, শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ব্যাস, শ্রীযুক্ত বাল[-] মুকুন্দ মালবী, শ্রীযুক্ত গণেশরাম সামবেদী, শ্রীযুক্ত ত্রীবেণী দত্ত সামবেদী, শ্রীযুক্ত বৈজনাথ ভট্ট অথর্ব্ববেদী, শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীযুক্ত নবীন নারায়ণ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত জয়রাম বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত হরনাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র তর্কাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত মহাদেব স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম মিশ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুধাকর জ্যোতিষ সিদ্ধান্তী, শ্রীযুক্ত

[...]ভবরাম বেদান্তী, শ্রীযুক্ত রাজারাম জ্যোতিষী, [শ্রী]যুক্ত সিদ্ধেশ্বর জ্যোতিষী, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর [শ]াস্ত্রী মহামহোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তাঁতীয়া শাস্ত্রী, [শ্রী]যুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শোভারাম [শ]াস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চেতরাম বেদান্তী. শ্রীযুক্ত মনো[-]ঝাঁ জীবন্মুক্ত, শ্রীযুক্ত বিজয়ানন্দ কবিরত্ন, [শ্রী]যুক্ত ভাগবতাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কুবেরপতি ত্রিপাঠী, [শ্রী]যুক্ত ভবাণী দীক্ষিত বৈয়াকরণী, শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যে[শ্ব]রী প্রসাদ, শ্রীযুক্ত ভীক্ষু পন্থ শেষ অগ্নিহোত্রী, [শ্রী]যুক্ত ব্রজমোহন পাঠক অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত [...]ভাগবত অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত আত্মারাম অগ্নি[-] হোত্রী, শ্রীযুক্ত মঙ্গলেশ্বর পাঠক, শ্রীযুক্ত মনোজী [...]সারস্বত, শ্রীযুক্ত গণেশরামজী, শ্রীযুক্ত শুকদেব [স]ামবেদী, শ্রীযুক্ত জয়দেব পচোলী অথর্ব্ববেদী, শ্রীযুক্ত মহিমাদত্ত কর্ম্মকাণ্ডী, শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত [ব]াচস্পতি, শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ বাচ[-] [স্]পতি, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত [ক]ালীকুমার চূড়ামণি, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র [ব]িদ্যালঙ্কার।

সভা বিসর্জ্জন কালে পণ্ডিত মহাশয়গণকে মাল্য, তাম্বুল ও যথাযোগ্য দক্ষিণা দ্বারা সংকার করা হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিদ্যালয়ের আচার্য্য পদ স্বীকার করিয়াছেন,—

১। প্রধানাচার্য্য — শ্রীযুক্ত বিষ্ণু মোহন বেদাচার্য্য। ২। তত্ত্বাবধায়কাচার্য্য—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বামনাচার্য্য। ৩। যজুর্ব্বেদাধ্যাপক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যুগল কিশোর ব্যাস। ৪। সামবেদাধ্যাপক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ত্রিবেণী দত্ত ত্রিপাঠী। শ্রীযুক্ত সদাশিব বেদান্তবাগীশ ৫। বেদাঙ্গাধ্যাপক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গরুড়ধ্বজ শাস্ত্রী। ৬। বিবিধ বিষয়োপদেষ্টা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম মিশ্র শাস্ত্রী।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া "মন্ত্রণা মণ্ডল" গঠিত হইল। ইঁহারা বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ ব্রতী রহিলেন।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিষ্ণু মোহন বেদাচার্য্য (প্রধানাচার্য্য)। ২। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বামনাচার্য্য (তত্ত্বাবধায়কাচার্য্য)। ৩। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী (বিবিধ বিষয়োপদেষ্টা)। ৪। শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক। (ব্যবস্থাপক)। ৫। শ্রীযুক্ত সোমনাথ ভাদুড়ী (কার্য্যাধ্যক্ষ) (কাশীস্থ প্রধান প্রধান ছত্রালয় সমূহের অধ্যক্ষ)। ৬। শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (লেখাধ্যক্ষ) (ডাকবিভাগের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট)।

বেদ-বিদ্যালয় সম্বন্ধে পত্রব্যবহার করিতে ও টাকা কড়ি পাঠাইতে হইলে লেখাধ্যক্ষের নামে 'ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার' ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

পূজা।

শিষ্য। মহাশয়! আমি একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে চাই, অনুমতি করিয়া অনুগৃহীত করিবেন কি?

আচার্য্য। তুমি যখন হিন্দুসন্তান, হিন্দু, এবং হিন্দু হৃদয় সম্পন্ন তখন তুমি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার, আমি যদি তাহা অবগত থাকি তবে অবশ্যই বলিব।

শিষ্য। আমাদিগের শাস্ত্রেতে আমার বিশ্বাস আছে, পণ্ডিতগণের উপদেশে ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। কিন্তু সকল শাস্ত্রে ঠিক একরূপ কথা দেখিতে পাই না, সকল পণ্ডিতের নিকটেও একরূপ ব্যাখ্যা শুনি না। এজন্য আমরা, অসংশয়িতরূপে, কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতে পারি না, সুতরাং তদীয় ফল লাভেও বঞ্চিত হই। তাই মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে

যে, "উত্তমা মানসী পূজা মধ্যমা ধ্যান ধারণে।
অধমাজপ যজ্ঞস্ত বাহ্য পূজাঽধমাঽধমা॥"

ইহার দ্বারা জানিতে পাইলাম যে, জগদম্বাকে মনে মনে পূজা করিলেই উত্তম পূজা হয়, এবং ধ্যান ধারণা করিলে তাহা মধ্যমা পূজা, আর তাঁহার মন্ত্র জপের নাম অধম পূজা, কিন্তু পুষ্প পত্রাদির দ্বারা যে বাহিরে পূজা করা তাহা অধমাধম—অধম হইতেও অধম। যদি ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইল তবে আমরা সেই সর্ব্বোত্তম মানসী পূজা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ধ্যানাদি করি কেন? বিশেষতঃ, বাহ্য পূজা যখন অধম হইতেও অধম এবং অধিকতর প্রয়াস ও অর্থব্যয় সাধ্য, তখন তাহার অনুষ্ঠান করিয়া ক্লান্ত হওয়ার প্রয়োজন কি? এই বিষয়টি বুঝাইয়া দেন। কেবল তাহাও নহে, বাহ্য পূজা অর্চ্চার্যাদি করা অতি নির্ব্বোধের কার্য্য বলিয়াও বিবেচনা হয়। কারণ পূজার যে এইরূপ উত্তমাধমাদি বিভাগ করা হইয়াছে তাহা বোধ হয় উহার ফলানুযায়ী হইবে। যাহার ফল উত্তম তাহা উত্তম পূজা, যাহার ফল মধ্যম তাহা মধ্যম পূজা, আর যাহার ফল অধম তাহা অধম পূজা। তাহা হইলে বাহ্য পূজার দ্বারা অতি অধম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহাই জানা যাইতেছে। অতএব উত্তম ফলদায়ক মানস পূজা করিয়া উত্তম ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা সত্ত্বে অধমাধম ফলাশা করিয়া বাহ্য পূজার অনুষ্ঠান করা অল্প বুদ্ধির কার্য্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে। এ বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন।

আচার্য্য। সত্যই বলিয়াছ, উত্তম ফলপ্রদ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা উত্তম ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অধম ফলদায়ক কার্য্যে আস্থাবান হয় তাহাকে নির্ব্বোধ ভিন্ন আর কি বলিবে? এবং অল্প আয়াস দ্বারা যদি সমধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে বহু আয়াশ ও বহু অর্থ ব্যয়সাধ্য অথচ অল্প ফলপ্রদ কার্য্যেতে লিপ্ত হওয়াও নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যদি ঐ অল্প ক্লেশসাধ্য উত্তম ফ দায়ক উত্তম কার্য্যের অনুষ্ঠান করা ক্ষমতায় না হয়, তবে ঐরূপ অনুষ্ঠান করা নিষ্প্র যোজন নহে এবং নির্ব্বোধতার পরিচায়ক নহে। প্রত্যুত উহা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলি গণ্য হইয়া থাকে। ঘৃত ভোজন করা উ কার্য্য, কারণ ঘৃত ভোজনে আয়ু বৃদ্ধি হ শরীর পুষ্টিযুক্ত হয় ও কান্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরা ঘৃত পরিপাকে সমর্থ এবং সুস্থকায় ব্যক্তি ঘৃত ভোজন করিলে অবশ্যই উপযুক্ত ফ লাভে সক্ষম হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কখন ঘৃত সেবন করে নাই, যাহার পরিপথবা কখনও ঘৃতের পরিপাক করে নাই, ত ভো রুগ্ন, তিনি যদি ঐরূপ অবস্থা ঘৃষ্মী, শে করেন, তবে ঐ ঘৃত মানবের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গ পকারী হইলেও, উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে। ববতুল ফলপ্রদ হইবে। এবং লেখা পড়ার কার্য্য শরীরের অল্পায়াস সাধ্য বলিয়া লেখা পড়া অনভিজ্ঞ শরীরজিবী ব্যক্তি যদি তাহা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা উহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। পূজা সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। উত্তম উত্তম পূজা যাঁহাদের ক্ষমতায়ত্ত, তাঁহাদের অধম পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। যাঁহাদের মানস পূজার অধিকার আছে, তাঁহাদের ধারণা ধ্যানাদির প্রয়োজন নাই। ধারণা ধ্যানাদিতে যাঁহাদের অধিকার আছে তাহাদের জপাদির প্রয়োজন নাই এবং জপে যাঁহার অধিকার আছে, বাহ্য পূজায় তাঁহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মানস পূজার অধিকার না থাকিলে মধ্যম পূজা হইলেও ধ্যান ধারণাই অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং ধ্যান ধারনার অধিকার না থাকিলে অধম পূজা জপ যজ্ঞই কর্ত্তব্য, আর জপাদিতে অধিকার না থাকিলে সেই অধমাধম বাহ্য পূজাই করিতে হইবে। ইহার অন্যথা করাই বিড়ম্বনা এবং অল্প বুদ্ধির কার্য্য। আমার

বেচনায় তোমার, কেবল তোমার কেন, কার সকলকারই, মানস পূজা দূরে কুক, কেবল জপ যজ্ঞাদি করাও ক্ষমতায়ত্ত হে। অতএব একমাত্র বহিঃ পূজাই সকলের লম্বনীয়, তদ্ব্যতীত আর কোন উপায়ই ই। সেই বহিঃ পূজাতেও সহস্রের মধ্যে জনের মাত্রই অধিকার দেখিতে পাওয়া য়;—অন্যে সর্ব্বাধিকার শূন্য। অধিকার থাকা থাকা বিবেচনা করার পূর্ব্বে মানস পূজাদির কৃত লক্ষণগুলি জানা আবশ্যক। মানস পূজা হাকে বলে, ধ্যান ধারণা কাহাকে বলে, জপ কাহাকে বলে, ইহা না জানিলে তাহা ায়ত্ত কি না তদ্বিষয় নিশ্চয় করা যায় না। বাহুল্য যে এখানে মানস পূজাদির অর্থ ও ণ নিজের কল্পনার অনুযায়ী বুঝিতে হইবে , উহা শাস্ত্রানুসারেই বুঝিতে হইবে। কারণ স্ত্রোক্ত উত্তমাধম ব্যবস্থার প্রামাণ্য করিলে নসিক পূজাদিরও শাস্ত্রোক্ত লক্ষণেরই মাণ্য হওয়া উচিত। শাস্ত্রে যাহাকে মান পূজা বলিয়াছেন তাহাই মানস পূজা লিয়া বুঝিতে হইবে, যাহাকে ধ্যান ধারণা লিয়াছেন তাহাই ধ্যান ধারণা বুঝিতে হইবে বং যাহাকে জপ যজ্ঞ বলিয়াছেন তাহাই প যজ্ঞ বুঝিতে হইবে। অতএব সেই শাস্ত্রীয় ক্ষণগুলি শুন,—

প্রথমে মানসিক পূজা বিষয়ে শাস্ত্র কি লিয়াছেন দেখা যাউক,—

থান্তর্যজনং বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্ট ফলপ্রদম্।
গুরুধ্যানং প্রকুর্ব্বীত যথা পূর্ব্বং বিশালধীঃ॥
ায়াচ্চ বিমলে তীর্থে পুষ্করে হৃদয়াশ্রিতে।
বিন্দুতীর্থেন বা স্নায়াং পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
ঈড়া সুষুম্নে শিবতীর্থকেঽস্মিন্,
জ্ঞানাম্বু পূর্ণেবহতঃ শরীরে।
ব্রহ্মাম্বুভিঃ স্নাতিতয়োঃ সদাযঃ,
কিন্তস্য গাঙ্গৈরপি পুষ্করৈর্ব্বা॥"

ইতি স্নানং, ততঃ সন্ধ্যা যথা,—

"শিবশক্ত্যোঃ সমাযোগো যস্মিন্ কালে প্রজায়তে।
সা সন্ধ্যাকুল নিষ্ঠানাং সমাদিষ্টেঃ প্রতীয়তে॥"

ইতি সন্ধ্যোপাসনং, ততস্তর্পণং যথা,—

"মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণীং সমুত্থাপ্য, পরবিন্দুং নির্ভিদ্য দেহ দেবতাং তর্পয়েৎ।"

"চন্দ্রার্কানল সংজুষ্টাকুলিতং যৎপরা মৃতম্।
তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েৎ পর দেবতাম্॥"

ইতি তর্পণং ততোঽর্ঘ্যদানং যথা,—

"ব্রহ্মরন্ধ্রাদধোভাগে যচ্চান্দ্রং পাত্র মুত্তমং।
কলা সারেণ সংপূর্য্য তর্পয়েত্তেন খেচরীং॥"

ইতি অর্ঘ্যদানং ততঃ পূজা, তত্র মাতৃকা ন্যাসোযথা,—

"আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়
সরসিজে তালুমূলে ললাটে,
দ্বেপত্রে ষোড়শারে দ্বিদশ
দশ দলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে।
বাসান্তে বালমধ্যে ডফকঠ
সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাংশ্চ,
হক্ষৌ কোদণ্ড মধ্যে ন্যসতু
বিমলধীর্ন্যাস সম্পত্তি সিদ্ধ্যৈ॥"

ইতি মাতৃকা বর্ণান্ কণ্ঠছদক্রমেণ ন্যসেদিতি মাতৃকা ন্যাসঃ। ততঃ ষড়ঙ্গ ন্যাসঃ যথা,—

"ইজ্যমানো হৃদর্থোঽহং হৃদয়ে ন্যাচ্ছিদাত্মকঃ।
ক্রিয়তে তৎপরত্বেন হৃন্মন্ত্রেণ ততঃপরম্॥
সর্ব্বজ্ঞাদিগুণোত্তুঙ্গে, সম্বিদ্রূপে পরাত্মনি।
ক্রিয়তে বিষয়াহারঃ শিরোমন্ত্রেণ দেশিকৈঃ॥
ন্যাচ্ছরোরূপ চিদ্ধামময়তা ভাবনা দৃঢ়া।
ক্রিয়তে নিজদেহস্য শিখামন্ত্রেণ দেশিকৈঃ॥
মন্ত্রাত্মকস্য দেহস্য মন্ত্র বাচ্যেন তেজসা।
সর্ব্বতোরক্ষ মন্ত্রেণ ক্রিয়তে হ্যন্য সংবৃতিঃ॥"

অহন্য সংবৃতিঃ অহিংসনীয় লক্ষণং যত্রক্ষণে হিংস্রাণাং হিংসোপায়া ন প্রবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ।

"যোদদাতি পরং জ্ঞানং সম্বিদ্রূপে পরাত্মনি।
হৃদয়াদি ময়ৎতেজঃ ঠাদেতস্মৈত্রসংজ্ঞিতম্॥

আধ্যাত্মিকাদি রূপং যৎসাধকস্য বিনাশয়েৎ।
অবিদ্যাজাতমাত্রং তৎপরং ধামময়েরিতম্॥"

ইতি ষড়ঙ্গ ন্যাসং বিধায় ধ্যানং কুর্য্যাৎ যথা,—

"শক্তিদ্বয় পুটান্তস্থং কমলদ্বয় সংস্থিতম্।
জ্যোতিস্তত্ত্বময়ং ধ্যায়েৎ কুলাকুল নিয়োজনাৎ॥"

অথবা,—

"শৃঙ্গাটদ্বয় মধ্যস্থং শক্তিদ্বয় পুটীকৃতম্।
সদাসমরসং ধ্যায়েৎ ধ্যানং তৎকুলযোগিনঃ॥"

অচ্চ;

"কিরণস্থং তদগ্নিস্থং চন্দ্রভাস্কর মধ্যগং।
মহা শূন্যেলয়ংকৃত্বা পূর্ণস্তিষ্ঠতি যোগিরাট॥"

মহা শূন্য ইতি সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তে, পূর্ণে ইতি সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মোক্ষাৎ বিভাগ বিরহাৎ পূর্ণএব ভবতীতি। অথবা,—

"নিরালম্বপদে শূন্যে যত্তেজ উপপদ্যতে।
তদ্গার্ভমভ্যসে ন্নিত্যংধ্যানং তৎকুলযোগিনাম্॥"

তদ্গার্ভমিতি অন্তঃকরণস্থ মভ্যসে দিত্যর্থঃ ইতি ধ্যানং। ততোঽর্চ্চনং যথা,—

"অর্চ্চয়ন্ বিষয়ৈঃ পুষ্পৈঃ তৎক্ষণাত্তন্ময়োভবেৎ।
ন্যাসস্তন্ময়তা বুদ্ধিঃ সোহংভাবেন পূজয়েৎ॥"

তন্ময়েতি তদেকাত্মকত্বজ্ঞানং, সোহমিতি তত্ত্বং পদ শোধনার্থং পরিচিন্তনমাত্রং পূজোপকরণ মিত্যর্থঃ। বিষয় পুষ্পানি যথা,—

"অমায়া মনহঙ্কার মবাদমমদস্তথা।
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষা ক্ষোভকস্তথা॥
অমাৎসর্য্য মলোভঞ্চ দশ পুষ্পং বিদুর্ব্বুধাঃ।
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্প মিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ॥
দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং জ্ঞান পুষ্পঞ্চপঞ্চমং।
ইত্যষ্ট সপ্ততিঃ পুষ্পৈঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং॥"

ইতি অর্চ্চনং, ততো মালাজপঃ, যথা,—

"মালা পঞ্চাশিকাপ্রোক্তা সূত্রংশক্তি শিবাত্মকম্।
প্রথিতা কুণ্ডলী শক্তিঃ কলান্তে মেরু সংহিতেঃ॥"

এবম্বিধিনা বর্ণমালা মুপস্কৃত্য, ক্ষং মেরুরূপং কৃত্বা অকারাদি লকারান্তং লকারাদি শ্রীকণ্ঠান্তং মূলমন্ত্রং জপিত্বা, পরতেজসি সমর্পয়েৎ ইতি মালাজপঃ। অথ হোমঃ, যথা—আত্মানমপরি চ্ছিন্নং বিভাব্য আত্মান্তরাত্ম পরমাত্ম জ্ঞানাত্ম স্বরূপং চতুরস্রং চিৎকুণ্ডমানন্দ মেখলাযুত অর্দ্ধমাত্রা কৃত যোনি ভূষিতং নাভৌধ্যা তন্মধ্যস্থ জ্ঞানাগ্নৌজুহুয়াৎ। যথা,—(মূলান্তে

"নাভৌ চৈতন্য রূপাগ্নৌ হবিষা মনসা শ্রুচা।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জ্জুহোম্যহংস্বাহ

অনেন প্রথমাহুতিন্দত্বা, (মূলান্তে)

"ধর্ম্মাধর্ম্ম হবির্দ্দীপ্ত আত্মাগ্নৌ মনসাশ্রুচা।
সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যমক্ষ বৃত্তীর্জ্জুহোমাহং স্বাহ

ইতি দ্বিতীয়াহুতিং দদ্যাৎ, ততো (মূলান্তে

"প্রকাশাকাশ হস্তাভ্যাম বলম্ব্যোন্মনীশ্রুচা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল স্নেহপূর্ণাং বহ্নৌজুহোম্যহংস্বাহা॥

অনেন তৃতীয়াহুতিং দদ্যাৎ। তত (মূলান্তে)—

"অন্তর্নিরঞ্জন নিরিন্ধন মেধমানে,
মায়ান্ধকার পরিপন্থিনিসম্বিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুত মরীচি বিকাশ ভূমৌ,
বিশ্বং জুহোমি বসুধা দিশি বাব সানম্॥"

ইতি পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ।

"ইত্যন্তর্যজনংকৃত্বা সাক্ষাদ্ব্রহ্ম ময়োভবেৎ।
নতস্য পাপ পুণ্যানি জীবন্মুক্তোভবেদ্ধ্রুবং॥"

ইতি অন্তর্যজনং। (শ্যামা রহস্য)।

ইহার ভাবার্থ,—

প্রথমে পূর্ব্বোক্তমতে মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্মে যথা রীতি শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিবে তৎপর সুষুম্নাপথে হৃদয়স্থিত দ্বাদশ দল কমলে প্রবেশ করিয়া তদীয় অমৃতের দ্বারা অভিষিক্ত হইবে। অথবা ঐ পথেই সহস্রদলপদ্মে প্রবেশ করিয়া তৎ তৎ কর্ণিকা হইতে যে সর্ব্বদা অমৃত বিন্দু ক্ষরিত হইতেছে তদ্দ্বারা স্নান করিবে এইরূপ অবগাহন করিতে পারিলে পুনর্জ হয় না। এতদ্ব্যতীত, ঈড়া এবং সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মূল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র এবং ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে পুনর্ব্বার মূল পর্য্যন্ত বারম্বা গতায়াত করিলেও স্নান করা হয়। এখানে

এরূপ বুঝিও না যে, এই সকল ঈড়া, সুষুম্না ও সহস্রদলাদির কল্পনা করিয়া মনে মনে ঐরূপ চিন্তামাত্র করিলেই স্নান করা হইবে। কারণ কেবল মানসিক কল্পনা দ্বারা কোন ফল সাধিত হয় না। স্বপ্নে কাল্পনিক রাজ্য লাভ করিলে বাস্তবিকই সে রাজা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; রাজোচিত কোন ফল ভোগও হয় না। কিম্বা মনে মনে জলের আকার প্রকার ও জল পান করা চিন্তা করিলেই জল পানের ফল লাভ হয় না, অবগাহনও হয় না। অন্নের আকৃতি প্রকৃতি ও অন্নের আহার চিন্তা করিলেও শরীর পুষ্ট হয় না। অথবা, ঘোরতর মেঘ বর্ষাকালে, "অ পূর্ব্ব অট্টালিকায় বসিয়াছি" মনে করিলেও বৃষ্টি নিবারণ হয় না। বর্ষা হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করিলে, মনে মনে ঘরের চিন্তা থাকুক আর নাই থাকুক, ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকা চাই; দেহ পুষ্টি করিতে হইলে, অন্নের আকার প্রকার চিন্তা কর আর না কর, প্রকৃত পক্ষে অন্ন আহার চাই; অবগাহন ও জল পানের ফললাভ করিতেও সত্য সত্য জলে নামা ও সত্য সত্য জল পান করা আবশ্যক, তখন জলের চিন্তা থাকার কোন প্রয়োজন নাই; এবং রাজা হইতে হইলে, তৎকালে "অহং রাজা এবমৈশ্বর্য্যং" এইরূপ চিন্তা না থাকিলেও কোন হানি নাই, প্রকৃত সৌর্য্যবীর্য্য থাকিলেই রাজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত স্নান সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিবে। তখনও তোমার মনের মধ্যে ঈড়া, সুষুম্না ও সহস্রারাদির চিন্তা থাকার কোন আবশ্যক নাই, প্রত্যুত উক্তরূপ চিন্তায় প্রতিবন্ধকতাই হয়, এবং সেই চিন্তায় কোন উপকারও নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষেই তোমার জীবাত্মাকে সর্ব্বদেহ হইতে গুটাইয়া লইয়া ঐ সকল স্থানে স্থাপিত করিতে হইবে। জীবাত্মার অস্তিত্ব তখন কেবল ঐ সকল স্থানেই অনুভূত হইবে, এবং সত্য সত্যই, সহস্রারে আরোহন করিয়া অমৃত দ্বারা মৃক্ষিত করিতে হইবে। তাহা হইলেই, মানসিক পূজার অঙ্গীভূত স্নান করা হইল, পুনর্জ্জন্মের আশঙ্কা হ্রাস প্রাপ্ত হইল। কেমন, এইরূপ স্নান করিতে সমর্থ হইবে কি? যদি ক্ষমতা থাকে তবে বাহ্যস্নান পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ স্নানই করিও। আজ প্রকৃত উপদেষ্টা ও গুরুর অভাব প্রযুক্ত, হিন্দু সমাজের মধ্যেও অনেক লোক আছেন, যাহারা বাহিরের সূত্রাদি আদর্শ লইয়া, মনে মনে ঈড়া সুষুম্নাদির আকার প্রকার কল্পনা করাকেই ঐ কর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু বাস্তবিক যে তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত এবং ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়া অধঃপাতিত হয়েন, ইহা বলা বাহুল্য ও পুনরুক্তি মাত্র। এই হইল স্নান।

সন্ধ্যা।

স্নানের পরে সন্ধ্যা করিতে হয়। এইটি পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর দুরূহ ব্যাপার। এই সন্ধ্যার প্রকৃত মর্ম্ম বা অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করিতেই বোধ হয় দুই মাসের আবশ্যক হয়, এবং তদ্রূপে লিখিতে গেলেই এক খানি ছোট মোট পুরাণ হইয়া পড়ে। কিন্তু এখন সে সময় নয়; এখন, বুঝ আর নাই বুঝ, দুই তিন কথার অধিক কিছু বলিতে পারিব না।

যিনি এই অনন্ত বিশ্ব সংসারের নেতা, এবং হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা পরমেশ্বর, তিনি প্রকৃতি আর পুরুষ বা শক্তি আর চৈতন্য এই উভয় স্বরূপ। এই উভয় মিলিয়াই ঈশ্বর, এই উভয়ের উপরেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবস্থিতি করে। তন্মধ্যে প্রকৃতি তাঁহার দেহ, এবং পুরুষ তাঁহার আত্মা। কেবল পরমেশ্বর নহেন, আমরাও ঐ রূপ উভয় স্বরূপ। প্রকৃতি আর পুরুষ এই উভয় লইয়াই তুমি এবং আমি, এবং প্রকৃতি, পুরুষ উভয়ের উপরেই আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। তন্মধ্যে প্রকৃতি বা শক্তি ও তাহার

বিকৃতি স্বরূপ (এই হস্ত পদাদি যুক্ত জড়বস্তুটা)ই আমাদের দেহ, এবং চৈতন্য বা পুরুষাংশ-টাই আমাদের আত্মা।

আমাদের এই দেহগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। এক দক্ষিণাঙ্গ অপর বামাঙ্গ। উক্ত উভয়ার্দ্ধই ঠিক সমরূপে সমভাবে অবস্থিতি করে। ইহার দক্ষিণভাগেও যে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়াদি আছে, বামার্দ্ধেও ঠিক ঠিক সেই গুলিই অবস্থিতি করে। এই উভয়াংশে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দুইটি অস্তিত্বের অবস্থিতি আছে। একটি স্ত্রীত্ব শক্তির অস্তিত্ব আর একটি পুংশক্তির অস্তিত্ব। একটি মটর কলাই যেমন এক হইয়াও অভ্যন্তরে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি অস্তিত্বে পরিণত হইয়া আবরণের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছে, আমরাও সেইরূপ একাই স্ত্রীত্ব শক্তি আর পুরুষত্ব শক্তি এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দেহের দুদিকে দুই ভাগে অবস্থিতি করিতেছি এবং নানাবিধ বিচিত্র ক্রিয়া ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতেছি। আমাদের এই স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব দুটি শক্তি পরস্পরে বিভিন্ন জাতীয় হইলেও অতীব ঘনিষ্ঠ ও সম্মিলিত ভাবে আছে, এবং ইহাদের পরস্পরের সংযোগ বা সম্বন্ধ ব্যতীত দেহের কোনরূপ কার্য্য হইতে পারে না। ইহাদের উভয়ের সম্মিলনের দ্বারা দেহও ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়। মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে যে ঈড়া আর পিঙ্গলা নামক দুইটি নাড়ী আছে তাহাই ইহাদের মূল অধিষ্ঠান। ঈড়া নাড়ী স্ত্রীত্ব শক্তির অধিষ্ঠান, পিঙ্গলা নাড়ী পুং শক্তির অধিষ্ঠান। ঐ মূল স্থান হইতে অন্যান্য নাড়ীপথে প্রবাহিত হইয়া ঐ শক্তিদ্বয় এই দেহের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে বিস্তৃত হইয়া আছে। ঈড়া পিঙ্গলার সম্মিলন স্থান মেরুদণ্ডের মূল প্রদেশস্থিত আধার চক্র। সেইখানে এই দুয়ের মুখ একত্রিত হইয়াছে। অতএব স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্বেরও সম্মিলিত স্থান ঐ আধার পদ্ম। ঐ খানেই ঐ উভয় শক্তি সম্মিলিত ও একত্রিত হইয়া সর্ব্বদা গঞ্জর্ষ[ণ] করিতেছে।

এই স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তি স্বাধীন ব[া] স্বতন্ত্র নহে। ইহারা আপন হইতে কিম্[বা] শূন্য হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আমাদের দেহে অবস্থিতি করে না। ইহারা পরাধীন পরতন্ত্র। ইহারা ইহাদের স্বজাতীয় অন্য দুইটি উপা[-] দান শক্তি হইতে বিস্ফুরিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে ভিন্নবৎ ভাবে প্রতিভাত হইতেছে। সংঘর্ষণাদি ক্রিয়া দ্বারা যেমন সর্ব্বব্যাপক তড়িৎ শক্তি হইতে, এক এক স্থানে এক এক-রূপ তড়িৎ শক্তি বিস্ফুরিত হয়, উহা যেমন সেই ব্যাপক তড়িৎ শক্তি হইতে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, আমাদের এই স্ত্রীত্ব আর পুং শক্তিও ঠিক সেইরূপ। ইহারাও একরূপ সর্ব্ব-ব্যাপক স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুরণ অবস্থা মাত্র। সেই যে ব্যাপক স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব উহাই ঈশ্বরের। আমাদিগের ন্যায় ঈশ্বরের দেহটিও দুই ভাগে বিভক্ত। এক দক্ষিণার্দ্ধ অপর বামার্দ্ধ। তাঁহারও উক্ত উভয়ার্দ্ধই ঠি[ক] সমভাবে সমরূপে অবস্থিতি করে। ঐ উভ-য়াংশে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন দুই অস্তিত্ব আছে। একটি স্ত্রীত্ব বা মাতৃত্ব শক্তির অস্তিত্ব, আর একটি পুরুষত্ব বা পিতৃত্ব শক্তির অস্তিত্ব। পূর্ব্বোক্তরূপ একটি ছোলাকলাই যেমন এক হইয়াও অভ্যন্তরে দুইভাগে বিভক্ত দুইটি অস্তিত্বে পরিণত হইয়া একটি আবরণের মধ্যে অবস্থিতি করে, ঈশ্বরও তেমন এককই স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তিরূপে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারও, এই স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তিদ্বয় পরস্পরে বিভিন্ন ও বিজাতীয় হইলেও নিতান্ত ঘনিষ্ঠ ও সম্মিলিত ভাবে আছে। এবং ঐ দুই অঙ্গের পরস্পরে সংযোগ ব্যতীত তাঁহার কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না। ঐ দুই অঙ্গের অর্দ্ধেক একত্র সম্বদ্ধ হইয়াই তাঁহার নিখিল কার্য্যের

কর্তৃত্বাদি হয়। এইরূপ সম্মিলিত ভাবাপন্ন অবস্থায় নামই "অর্দ্ধনারীশ্বর" (হরগৌরি); এবং পৃথকভাবে ইহার একাঙ্গের নাম শক্তি বা কালী, আর অপরাঙ্গের নাম শিব বা শঙ্কর। এই সর্ব্বব্যাপক কালী শঙ্কর বা মাতা পিতা হইতেই আমাদের এই কনিকাবৎ স্ত্রীত্ব পুরুষত্বের বিকাশ হইয়াছে। দেহে চতুর্দ্দল পদ্মে বা সহস্রারে এই কালীশঙ্করের "সন্ধি" বা সম্মিলন অবস্থার অনুভব করাই মানসিক "সন্ধ্যা"। যোগী ঈড়া পথে প্রবিষ্ট হইয়া সেইখানে বিস্ফুরিত আপনার স্ত্রীত্ব শক্তিকে গুটাইয়া লইয়া আধার চক্রে অনুভূয়মান সেই সর্ব্বব্যাপিনীকালীতে লয় করিলে, অর্থাৎ মিশাইয়া ফেলিলে, এবং পিঙ্গলা পথে প্রবেশ পূর্ব্বক সেইখানে বিস্ফুরিত আপনার পুরুষত্ব শক্তিকে অনুভব করিয়া চতুর্দ্দলস্থ সেই সর্ব্বব্যাপক শঙ্করেতে বিলীন করিলে, ঐ কালী শঙ্করের সম্মিলন অনুভব করিতে পারেন,—তখন প্রকৃত সন্ধ্যাও করিতে পারেন। এখানেও এই সকল বিষয়ের কেবল মনে মনে চিন্তা মাত্র করিলেই কিন্তু সন্ধ্যা করা হয় না, পরন্তু কার্য্যের দ্বারা যখন সত্য সত্যই ঐরূপ ঘটনা করিতে পারিবে তখনই প্রকৃত মানসিক সন্ধ্যা হইবে, ইহা স্মরণ রাখিবে। ইহার দৃষ্টান্তাদি স্নান প্রকরণেই বলিয়াছি। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ এইরূপ সন্ধ্যা করিতে তুমি সমর্থ কি না? এইরূপ সন্ধ্যা করিলে অবশ্য তাহার পুনর্জন্ম হয় না।

শিষ্য! মহাশয়! আপনার কথার প্রসঙ্গে আর একটি নূতন সংশয় উত্থিত হইল। ইহার মীমাংসা না হইলে আমার মূলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়। আপনি বারম্বার উপদেশ করিয়াছেন যে, ঈশ্বর সাকার, তিনি কখনই নিরাকার নহেন, কোন শাস্ত্রেই তাঁহাকে নিরাকার বলে না। শাস্ত্রে যে নিরাকার বলিয়া নির্দ্দেশ আছে তাহা ঈশ্বরের আত্মাংশ লক্ষ্য করিয়া। ঈশ্বরের সেই আত্মা অংশটিরই নাম ব্রহ্ম। ঈশ্বর কেন, সকলেরই আত্মা অংশটির নাম ব্রহ্ম, সেই অংশটাই নিরাকার। আবার এখন যেরূপ ঈশ্বর, অর্দ্ধ নারীশ্বর ও কালী শঙ্কর বুঝাইলেন ইহাতে তো নিরাকার ঈশ্বরই প্রতিপন্ন করা হইল? তবে আমরা এখন কি বুঝিব?

আচার্য্য। সে অগ্নি এখানে প্রজ্বলন করার সময় নয়, এখন সে কথার বিচার আরম্ভ করিলে প্রস্তাবিত প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত হইবে না, অতএব এখন তাহা আলোচনা করা হইবে না। এখন এ বিষয়ে যাহা বলি তাহাই বিশ্বাস করিয়া লও। বাস্তবিক অর্দ্ধ নারীশ্বরাদির যে অবস্থা বুঝাইয়াছি তাহার মধ্যেই সাকারের সমস্ত আছে,—হস্ত পদাদি সবই আছে, তাই সাকার! যখন সে প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিব তখন ইহা বিস্তার পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিব। এখন ইহাতে আপত্তি করিও না। এখন প্রস্তাবিত বিষয় শুন।

তর্পণ।

মানসিক স্নান ও সন্ধ্যার অর্থ বুঝান হইয়াছে, এখন তর্পনের অর্থ শুন। মেরুদণ্ডের মূল প্রদেশে যে চতুর্দ্দল পদ্ম আছে তন্মধ্যে অতি সূক্ষ্মাকার কনকবর্ণা বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রভা সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। তিনি ঐ স্থান স্থিত অতিশুদ্ধ স্ফটিকবর্ণ স্বয়ম্ভূ নামক শিবলিঙ্গকে সাড়ে তিনবার বেষ্টন করিয়া তাঁহার মুখে মুখ মিলাইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সেই সম্মিলন স্থানে সুষুম্না নাড়ীর মুখ। জীব ঐ চতুর্দ্দলে যাইয়া আপনার অস্তিত্বকে ঐ কুণ্ডলিনী শক্তিতে মিলাইয়া ফেলিবে, তৎপর ঐ কুণ্ডলিনী শক্তিকে ইষ্ট দেবতার সহিত অভেদ জ্ঞানে সুষুম্না মুখে প্রবেশ পূর্ব্বক উপর পানে উঠিতে থাকিবেক। অবশেষে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত, বিসর্পিত

স্বষুম্নার অপর প্রান্তভেদ করিলে এক রকম অমৃত বিশেষ পাওয়া যায় তদ্দ্বারায় ইষ্টদেবতাকে আপ্যায়িত করিবে, ইহারই নাম মানসিক তর্পন। এখানেও ইহা স্মরণ রাখিবে যে এই ঘটনা কার্য্যে পরিণত না করিয়া, সত্য সত্যই কুণ্ডলিনীকে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্থাপন না করিয়া, কেবলমাত্র মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিলেই তর্পন করা হইবে না। এখন মনে করিয়া দেখ তুমি এই তর্পন করিতে উপযুক্ত হইবে কি?

অর্ঘ্য।

মস্তকস্থ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান পরিপূর্ণ চন্দ্র মণ্ডল আছেন। তাঁহার অমৃত কিরণের দ্বারায় ব্রহ্মরন্ধ্রবাসিনি ইষ্টদেবতাকে অর্ঘ্য দিবে, ইহাই মানসিক অর্ঘ্য। এস্থলেও ঈদৃশ চিন্তাকরা মাত্রও বুঝিবে না, তাহার কারণ পূর্ব্বেও বলিয়াছি। সচরাচর লোকে এইরূপ অর্ঘ্যদান করিতে পারে বলিয়া কি তোমার বিবেচনা হয়?

ন্যাসাদি।

মাতৃকা ন্যাস।

তৎপর পুজার অঙ্গন্যাসাদির অনুষ্ঠান করিবে। প্রথম মাতৃকা ন্যাস। মেরুদণ্ডের মূল প্রদেশে অর্থাৎ গুহ্য দ্বারের দুই অঙ্গলি-উর্দ্ধে এবং লিঙ্গমুলের দুই অঙ্গুলি নিম্নে যে চতুর্দ্দল চক্র বা পদ্মের কথা বলা হইয়াছে তাহার চারটি দলে চারটি বর্ণ [অক্ষর] বিজ ভাবে অবস্থিতি করে, যথা,—অন্ত্যস্থ ব তালব্য শ মূর্দ্ধন্য ষ ও দন্ত স। বর্ণের বাহ্য বিকাশ যদিও আমরা মুখ কণ্ঠাদি হইতেই অনুভব করি কিন্তু তাহাদের অন্তবিকাশ বা আদিবিকাশ স্থান আরও অভ্যন্তর প্রদেশ। যে যে শক্তি হইতে অকারাদি যে যে বর্ণের বিকাশ হইয়াথাকে সেই সকল শক্তিই বর্ণের বিজ অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই সকল শক্তি বা বিজ অবস্থাতেই বর্ণ আমাদিগের অভ্যন্তর প্রদেশে অবস্থিতি করে। বশষস এই চারটি বর্ণ উক্ত চতুর্দ্দলে শক্তি বা বিজাবস্থায় আছে। উক্ত শক্তি বা বিজ উদ্ভিন্ন হইয়া নাড়ী পথে কণ্ঠাদিস্থানপর্য্যন্ত বিসর্পিত হয়। পরে বাক্য যন্ত্রের আকুঞ্চন প্রসারনাদির দ্বারা বায়ু নিঃসরণের তারতম্য করিয়া বশষস এই চার বর্ণে প্রকাশিত হয়। এইরূপ লিঙ্গ মুলে ষড়দল পদ্ম আছে তাহার প্রতি দলে ব ভ ম য র ল এই ছয়টি বর্ণের এক একটি অবস্থিতি করে। নাভি মুলের দশদল পদ্মের দশ দলে ড হইতে ফ পয্যন্ত বর্ণগুলি অবস্থিত আছে। আর হৃদয়স্থ দ্বাদশ দল কমলের দ্বাদশ দলে ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত বারটি বর্ণ বিদ্যমান আছে। কণ্ঠস্থ ষোড়শ দল পদ্মের ষোড়শ দলে অ হইতে বিসর্গ পয্যন্ত ষোলটি বর্ণ বিরাজ করিতেছে, এবং ভ্রূ মধ্যবর্ত্তি দ্বিদল কমলের দ্বিদলে হ, ক্ষ, এই দুইটি বর্ণ অবস্থিতি করে। তাহার মধ্য স্থানে নাদযুক্ত বিন্দু * অবস্থিতি করিতেছে। যোগী প্রগাঢ় চিন্তা দ্বারায় বাহ্য জ্ঞান শূণ্য হইয়া অভ্যন্তর প্রদেশে ঐ সকল পদ্মে প্রবেশ করিবেন এবং এক এক দলে যথা নিয়ত একটি একটি বর্ণ শক্তি অনুভব করিবেন। এবং মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সুষুম্নার অন্তর্গত যে চিত্রিণী নাড়ী আছে তন্মধ্যগত আর একটি বজ্রিণী নামে নাড়ী আছে, তন্মধ্যে ব্যাপকরূপে

* নাদযুক্ত বিন্দু বলায় বোধ হয় অনেকে প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কিন্তু কি করি, আর বিশদ করিবার এখানে উপায় নাই। একটি সুবৃহৎ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা ভিন্ন "নাদযুক্তবিন্দু" কি বুঝাইবার উপায় নাই। সুতরাং এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের বিস্তৃতি ভয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। সময়ান্তরে নাদযুক্তবিন্দু কি বুঝাইতে ইচ্ছা রহিল।

ইষ্টদেবতার চিৎ স্বরূপতার অনুভব করিবেন, তৎপর পূর্ব্বোক্ত ছয়টি পদ্মের সাকল্যে এক পঞ্চাশৎ দলে সংস্থিত একান্ন বর্ণ শক্তি উক্ত চৈতন্যময়ীর আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে ইহা অনুভব করিবে। যোগীর প্রত্যক্ষত ঐসকল বর্ণ শক্তির ঐরূপ অনুভব হইলেই মাতৃকা ন্যাস হইল। কিন্তু কেবল মনের কল্পনারদ্বারা চতুর্দ্দল পদ্মাদির চিন্তা, এবং সেই কল্পিত পদ্মের কল্পিত দলে দলে একপ্রকার বর্ণের কাল্পনিক চিন্তা মাত্র করিলে মাতৃকা ন্যাস হয় না। ইহার কারণ স্নান প্রকরণেই বলিয়াছি। এইরূপ মাতৃকান্যাসে কজন লোক সমর্থ হইতে পারেন? তুমি পার কি? যদি পার তবে আর বাহ্য মাতৃকান্যাসের আবশ্যকতা নাই।

অঙ্গন্যাস।

মাতৃকান্যাসের পর অঙ্গনাস করা আবশ্যক। তাহার নিয়ম এই,—জগদম্বা সচ্চিদানন্দ রূপে প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয় মধ্যে (দ্বাদশ দল কমলে) অবস্থিতি করিতেছেন। সমুদ্রের আশ্রয়ে, সমুদ্রের অধীনে, সমুদ্রের সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া যেমন সমুদ্রের বক্ষেতে আবর্ত্ত (তরঙ্গাদি) অবস্থিতি করে, তাহারা যেমন সমুদ্র হইতে ভিন্ন ও অভিন্নভাবে থাকে, সেইরূপ আমাদের জীবাত্মা অর্থাৎ আমরা সেই হৃদয়বাসিনী সচ্চিদানন্দময়ীর আশ্রয়ে তাঁহারই অধীনতায় এবং তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া আবর্ত্ত তরঙ্গাদির ন্যায় তাহাহইতে ভিন্ন ও অভিন্ন ভাবে তাঁহার বক্ষেতে স্ফুরিত হইতেছি। নিজের নিজত্বকে (জীবত্বকে) বাহ্য বিষয় হইতে গুটাইয়া ঐ চিদানন্দময়ী মা'তে মিলাইয়া হৃন্মন্ত্রের * পরিস্ফোরণের দ্বারা ঐ পূর্ব্বোক্ত ভাবের প্রত্যক্ষ করা হৃদয় ন্যাস। (১)

মস্তক ন্যাস।

তৎপর মস্তকন্যাস। আমাদের, বাহ্য এবং অভ্যন্তরে যে সর্ব্বদা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি যাবৎ বিষয়ের জ্ঞান বা অনুভব হইতেছে তাহা আমাদের আপনাহইতে নহে। চিন্ময়ী চৈতন্য রূপে আমাদের হৃদয়ে বিরাজমানা আছেন, সেই চৈতন্যের দ্বারাই আমাদের সকল প্রকার বিষয়ের প্রকাশ হইতেছে। যাহা আমার চৈতন্য তাহাই তাঁহার চৈতন্য বা তাহাই তিনি। যোগী শিরোমন্ত্রের পরিস্ফুরণের দ্বারা এই অবস্থাটি প্রকৃতরূপে হৃদয়মধ্যে প্রত্যক্ষ করিলেই শিরোন্যাস হইল। (২)

শিখা ন্যাস।

শিখামন্ত্রের পরিস্ফোরণের দ্বারা, হৃদয় ও ব্রহ্মরন্ধ্রে মায়ের চিদানন্দরূপ অনুভব করিয়া নিজদেহকে তন্ময়রূপে অনুভব করাই শিখান্যাস। (৩)

কবচ ন্যাস।

ইষ্টমন্ত্রের বর্ণগুলির সহিত নিজ দেহের অভিন্নতা অনুভব করিবে তৎপর সেই মন্ত্রপ্রতিপাদ্য শক্তি দ্বারা তদস্থ দেহের রক্ষা করিবে, সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা মন্ত্রের পরিস্ফুরণ করিবে। এইরূপ করিলে যখন এমত অবস্থা হইবে যে তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্র সর্পাদিরও হিংসা প্রবৃত্তি নাহয় তখনই কবচন্যাস হইল। (৪)

নেত্রন্যাস।

চিদানন্দময়ীর যে অবস্থার অনুভব করিতে পারিলে সাধকের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশিত হয়! সেই অবস্থার নাম পরমধাম, তাহার অনুভব করিলেই নেত্রন্যাস হইল। ৬॥ এই হইল ষড়ঙ্গন্যাস। মনেমনে প্রত্যক্ষ করিয়া (চিন্তা বা কল্পনা নহে) এইরূপ ষড়ঙ্গন্যাস করিতে পারে এমন কাহাকেও দেখিতে পাও কি? বোধহয় না।

* হৃন্মন্ত্র কি তাহা বলিতে নিষেধ। আন্যান্য মন্ত্রও ঐরূপ বলিতে নিষেধ বলিয়া বলা হইল না।

ধ্যান।

ষড়ঙ্গন্যাসের পর ধ্যান। এই ধ্যান পূর্ব্বোক্ত ধ্যান ধারণার ধ্যান নহে, ইহা মানসিক পূজার অঙ্গ ধ্যান। আধার পদ্মে এবং সহস্রদল পদ্মে পূর্ব্বে পিতৃত্ব শক্তির আর মাতৃত্ব শক্তির অন্তরালে চিন্ময়ীর চৈতন্য মাত্র অবস্থা অনুভব করার নাম ধ্যান। অথবা সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে উক্ত পিতৃত্ব আর মাতৃত্ব শক্তির মধ্যে চিন্ময়ীর চৈতন্যাবস্থার অনুভব করিবে, তবেই ধ্যান হইল। এইরূপ ধ্যান করিতে পারেন এরূপ দুই এক জন মহাত্মা তুমি দেখিয়াছ কি? কখনই না। ইহা তোমার মত লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহা পরম যোগীর সাধনায়ত্ত। যখন যোগিগণের দশবিধ ইন্দ্রিয় মনেতে লয় প্রাপ্ত হয়, মন অভিমানে লয় প্রাপ্ত হয়, অভিমান বুদ্ধিতে লয় প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধি প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং প্রকৃতিও চৈতন্যময়ীর চৈতন্য সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়, যখন জীবের জীবত্ব থাকে না "আমিত্ব" থাকে না, ইন্দ্রিয় থাকে না, মন থাকে না, অভিমান থাকে না, বুদ্ধি থাকে না, প্রকৃতি থাকে না, কোন প্রকার বৃত্তি থাকে না, কোন রূপ জ্ঞান মান বা চিন্তা থাকে না, তখনই এইরূপ অবস্থা হইতে পারে, তখনই চৈতন্যময়ী চৈতন্য স্বরূপে প্রকাশ পাইতে পারেন। নতুবা কেবল উন্মত্ত প্রলাপ বা বালক ক্রীড়ার ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র। এ বিষয় ধর্ম্মব্যাখ্যাতেই অতি বিস্তার ও বিশদ রূপে বলিয়াছি, সুতরাং এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

পূজা।

ধ্যানের পরে পূজা। তাহার নিয়ম এই,—যোগিরাজ আপনার কণিকা মাত্র অস্তিত্বটিকে সেই চৈতন্য সমুদ্রে ঢালিয়া দিয়া চৈতন্য রূপে মিসিয়া গিয়া, জল মধ্যে গলন্ত বরফের ন্যায় চিন্ময়ী হইতে না-ভিন্ন ও না-অভিন্ন ভাবে থাকিয়া নিজের অস্তিত্বের অন্তর্গত পোনেরটি গুণকে চিন্ময়ীতে সমর্পণ করিবেন। উহা চিন্ময়ীর গুণ বলিয়া অনুভব করিবেন। নিজের অস্তিত্বটা যেমন চিন্ময়ীর অস্তিত্বের মধ্যে অনুভব করিবেন, তেমন নিজের অমায়াদি পোনরটি গুণও সেই চৈতন্যময়ীর গুণ বলিয়া অনুভব করিবেন, তবেই পূজা হইল। সেই পোনেরটি গুণ এই,—অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য, অলোভ, অহিংসা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা, এবং জ্ঞান। ইহাদিগকে সেই চৈতন্যময়ীর গুণ বলিয়া অনুভব করিবে। ইহার নাম পূজা। এই রূপ পূজা মনেং কল্পনা করিতে বা চিন্তা করিতে বোধ হয় অনেকেই সমর্থ হইতে পারেন। কিন্তু অভ্যন্তরে এইরূপ ঘটনা জন্মাইয়া ইহা অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন এরূপ কোন মহাত্মাকে তুমি দেখিয়াছ কি? কিম্বা তুমি স্বয়ং ইহা করিতে পার কি? কখনই না, তুমি ইহার অনুভব করা দূরে থাকুক বিষয় গুলি ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়াছ কি না তদ্বিষয়েও সম্পূর্ণ সংশয়।

মালা জপ।

এই তো গেল পূজা ইহার পরে মালা জপ। মালা জপের বিবরণ আরও কিছু অদ্ভূত। মূল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিসর্পিত যে মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে সুষুম্না নাড়ীর কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে পদ্মের মৃণাল তন্তুর ন্যায় সুক্ষ্ম একটি নাড়ী আছে তাহার নাম চিত্রিণী। সেই চিত্রিণী নাড়ীর অভ্যন্তরে আরও সূক্ষ্মতমা আর একটি নাড়ী আছে, তাহার নাম বজ্জ্রিণী বা ব্রহ্ম নাড়ী এই নাড়ীও মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিসর্পিত হইয়াছে। এই নাড়ীর মধ্যে "অ" হইতে ... পর্য্যন্ত ৫১ টি বর্ণের বীজ শক্তি নিহিত ...ছে, যাহার বিস্তৃতি হইয়া যথা বিভাগ ... পূর্ব্বোক্ত ষট্‌চক্রের একান্নটি দল ...ত্রিত হইয়াছে। সেই অকারাদি ক্ষকার ...ন্ত বর্ণ বীজ গুলিই ৫১টি মালা এবং ব্রহ্মনাড়ী তাহাদের গ্রন্থন সূত্র। তন্মধ্যে ...কারকে মেরু করিয়া আর অবশিষ্ট ৫০টি বর্ণ ...জেতে মূলমন্ত্র চিন্তা করিতে হইবে। প্রথম ...কারে তৎপর আকারে তৎপর ইকারে এই ...পে ক্রমে ক্রমে হকারের পরবর্ত্তি লঁকার ...ন্ত অনুলোমে মূলমন্ত্রের চিন্তা করিবে। ...বার লঁকার হইতে আরম্ভ করিয়া অকার ...ন্ত ৫০বর্ণে বিলোমে মূলমন্ত্রের চিন্তা করিবে। ... হইলেই ১০০ বার জপ করা হইল। ...পর ঐ একপঞ্চাশৎ বর্ণ বীজ যে সেই ...তন্যময়ীকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করি...ছে তাহার অনুভব করিবে, তবেই জপ ...র্পণ হইল। এই হইল মানস পূজার মালা ...। কেমন, এইরূপ মালা জপ করিতে ...কি? বলা বাহুল্য যে এখানেও এইরূপ ...পার কার্য্যে পরিণত না করিয়া, কেবল ...ন মনে কাল্পনিক চিন্তা করিলে কিছুই ...বে না।

হোম।

জপের পর হোম। হোম আরও ভয়ানক ...পার।—নিজের আত্মাকে অপরিচ্ছিন্ন চিদা...ন স্বরূপে অনুভব করিয়া তাঁহাকে আত্মা, ...ন্তরাত্মা, পরাত্মা ও জ্ঞানাত্মা * এই রূপ চারি...গে বিভক্ত করিবে। এবং সেই চতুর্ভাগাপন্ন ...আত্মাকেই চতুষ্কোণ বজ্রকুণ্ড মনে করিবে। ...ই কুণ্ডের মেখলা,—আনন্দ, যোনি,—অর্দ্ধ...মাত্রা, জ্ঞান—ইহার অগ্নি, মন—ইহার শ্রুক্। ...ই কুণ্ডে চারিটি আহুতি দিতে হইবে। প্রথম আহুতি দশবিধ ইন্দ্রিয় বৃত্তি, দ্বিতীয় আহুতি মনোবৃত্তি, তৃতীয়াহুতি ধর্ম্মাধর্ম্ম, চতুর্থাহুতি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। এই রূপ চারি আহুতি দিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিবে। ইহার নাম অন্তর্যজন অথবা মানসী পূজা। এই রূপ মানস পূজা তোমার সাধ্য বলিয়া বিবেচনা কর কি? ক্রমশঃ।

* অনাবশ্যক বোধে ও বিস্তৃতি আশঙ্কায় ঐ চারি ...আত্মার কোন লক্ষণ এখানে করিলাম না।

ধর্ম্ম-সংবাদ।

উপদেষ্টাগণ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কলিকাতা হইতে বহরমপুর গমন করিয়াছেন। তথা হইতে সীতাহাটী, দাঁইহাট প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া পূজাপলক্ষে স্বগৃহে গমন করিবেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় ইতি মধ্যে দিনাজপুর প্রদেশে গমন করিয়া তথায় ধর্ম্মশুশ্রূষুদিগকে ধর্ম্ম কথা শুনাইয়া নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় ময়মনসিংহ প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কিন্তু সত্বর তাঁহার বরিশাল যাইবার সম্ভাবনা আছে। পরিব্রাজক মহাশয় কাশীতেই আছেন এবং বেদান্তবাগীশ মহাশয় কালিঘাটেই অবস্থিতি করিতেছেন।

ধর্ম্মোৎসব।

আগামী ২২শে ভাদ্র শুক্রবার হইতে বরিশাল বাল্যাশ্রমের ৩য় বার্ষিকোৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইয়া ২৫শে সোমবার পর্য্যন্ত কার্য্য চলিবে। উৎসবোপলক্ষে শাস্ত্রপাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, কাঙ্গালী বিদায় প্রভৃতি অনেক সদনুষ্ঠান হইবে।

কাশী পণ্ডিত সভা—অল্পদিন হইল কাশীতে উক্ত সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, মান মন্দিরেই সভার অধিবেশনাদি হইয়া থাকে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত সভার প্রধান নেতা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সীতা-

রাম শাস্ত্রী, দামোদর শাস্ত্রী, নিত্যানন্দ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সভার যোগ দান করিয়াছেন। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নও একজন ইহার প্রবল পৃষ্ঠপোষক।—শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

হাবড়া—বাজেশিবপুর। গত ২রা ভাদ্র শনিবার ও রবিবার এখানে হরিনামকীর্ত্তন ও ভাগবৎপাঠাদি হরিপ্রেমানন্দ প্রচুর হইয়াছিল। গুপ্তিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

নদীয়া—ধর্ম্মদবাজার। গত ৫ই ভাদ্র হইতে "ধর্ম্মদ হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার ৪র্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া ৬ই ভাদ্র তারিখে শেষ হয়।

বিবিধ।

ষ্টারথিয়েটার—ষ্টারে শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রণীত হারানিধি নামক একখানি নূতন নাটকের অভিনয় হইতেছে। আমরা প্রথমাভিনয় দর্শন করিয়া সুখী হইয়াছি। গিরিশ বাবুর চরিত্র-রচন শক্তি অসাধারণ। প্রফুল্লের ন্যায় হারানিধিতেও অনেকগুলি সামাজিক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ধনীর সহিত দরিদ্রের বন্ধুত্বে যে কিরূপ বিষময় ফল ফলে, গিরিশ বাবু হারানিধিতে জলন্ত ভাবে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। অভিনয় ও সুন্দর হইয়াছে। হরিশের গৃহ ত্যাগের পর গুপ্তভাবে অবস্থিতি বড়ই সুন্দর রূপে দেখান হইয়াছে। কিন্তু হরিশের স্ত্রীর অভিনয়ে অনেক দোষ ছিল। হরিশের অবস্থায় স্ত্রীর যেরূপ আগ্রহ ও ব্যগ্রতার ভাব দেখান উচিত ছিল, হরিশের স্ত্রীতে তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় নাই। নিলমাধবের পরিচ্ছদটা আগা গোড়া ছকু বাবুর মত রাখা যেন কিরূপ লাগিয়াছিল। আর দুই গ্রন্থই এক ভাবের হওয়ায় ও এক গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত হওয়ার স্থানে স্থানে এক আধটু পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে। এ দোষটুকু হরিশের উক্তি-তেই অধিক। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ... সংশোধিত হইলে আমাদের বিবেচনা... হয়। যাহা হউক আমরা হারানিধি ... দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

মুঙ্গের জামালপুর। বিহারের স... শিক্ষার উন্নতির জন্য বিহারে "সংস্কৃত সঞ্জী... সভা আছে। গত ১৩ই ভাদ্র গবর্ণমেণ্ট ... স্কুলের এই শুভানুষ্ঠানের জন্য অর্থসং... একটী সভা হইয়াছিল। সভাপতি হইয়া... মাজিষ্ট্রের ককস্‌হেড সাহেব। সভার স... শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস। ... স্কুলের ইনস্পেক্টর মার্টিন সাহেব সভার ... পোষক। সভায় অনেক মান্যগণ্য ... উপস্থিত ছিলেন। মার্টিন সাহেব ও সম্পা... মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এ শুভানুষ্ঠা... স্কুলসমূহের ডিরেক্টর টনি সাহেবের ও ... ইনস্পেক্টর পোপ সাহেবের সহানুভূতি আ... স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন ও উপাধি-প... প্রবর্ত্তনের জন্য সভ্য চেষ্টিত। সভার ... যথার্থ স্বাক্ষর করিয়াছেন—নুনু বাবু (জমী... ৫০০৲; শ্রীযুক্ত কমলেশ্বরী প্রসাদ (জমী... ২০০৲; শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ (মহাজন) ৫০৲ আর কয়েক ব্যক্তি ১১০৲ টাকা।

দ্রষ্টব্য।

আমরা যথানিয়মে অধ্যাপক মহাশয়... বেদব্যাস পত্র বিনামূল্যে দিয়া আসি... এখন আবার ধর্ম্মসভা সমূহের উন্নতি... জন্য হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় সভা স... আমরা বিনামূল্যে বেদব্যাস পত্র প্রদান... তবে বেদব্যাসের ও অন্যান্য বিনামূল্যে বি... পুস্তিকাদি প্রেরণের জন্য ডাকমাসুল ... সভাদির সহিত পত্রাপত্র নির্ব্বাদের জন্য ... বাবদ ৷৷০ আট আনা মাত্র গ্রহণ করিতে... হইব। হিন্দুধর্ম্মসভার উন্নতি জন্যই অ... এরূপ নূতন আয়োজন করিতেছি। কার্য্যাধ্য...

ওঁ

চতুর্থ বর্ষ।

...থ ভাগ। আশ্বিন সন ১২৯৬ সাল। ৬ষ্ঠ খণ্ড।

কালীস্তব।

...মি কৃষ্ণরূপিণীং কৃষ্ণাঙ্গষষ্টিধারিণীং।
...গ্রতত্ত্বসাগর মপরাপারগহ্বরাং।
...বা প্রভাং সমুজ্জ্বলাং স্ফুরচ্ছশাঙ্কশেখরাং।
...টরত্নভাস্বরাং জগৎপ্রদীপ্তিভাস্করাং।
...দ্রকশ্যপার্চ্চিতাং সনৎকুমারসংস্তুতাং।
...ত'রেন্দ্রবন্দিতাং যথার্থনির্ম্মলাদ্ভুতাং।
...াবরোচিরূর্জ্জিতাং বিকারদোষবর্জ্জিতাং।
...'ভর্ব্বিচিন্তিতাং বিশেষতত্ত্বসূচিতাং।
...নির্ম্মিতস্রজাং মৃগেন্দ্রবাহনাগ্রজাং।
...া কৃতোষণাং ত্রিবেদপারভূষণাং।
...লগ্ন 'তকলক্ষণাং মনোজবৈরিসক্ষণাং।
...—স্রহারিণীং কপালখণ্ডধারিণীং।
...কাপকারিণীং সুরেন্দ্রবৈরিঘাতিনীং।
...পাশচাপিনীং কৃতান্তকামভেদিনীং।
...কপালমালিনীং স্বুবর্ণকল্পশাখিনীং।
...মিবাসিনীং দ্বিজেন্দ্রমৌলিভাবিনীং।
তমোহন্ধকারযামিনীং শিবস্বভাবকামিনীং।
সহস্রসূর্য্যরাজিকাং ধনঞ্জয়োগ্রকারিকাং।
সুশুদ্ধকালকন্দলাং সুভৃঙ্গবৃন্দমঞ্জুলাং।
প্রজাপিনীং প্রজাবতীং নামামি মাতরং সতীং।
স্বকর্ম্মকারণে গতিং হরপ্রিয়াঞ্চ পার্ব্বতীং।
অনন্তশক্তিকান্তিদাং যশোহর্থভুক্তিমুক্তিদাং।
পুনঃপুনর্জ্জগদ্ধিতা নমাম্যহমং সুরার্চ্চিতাং।
জয়েশ্বরী ত্রিলোচনে প্রসীদ দেবি পাহিমাং।
জয়ন্তি তে স্তবন্তি যে শুভং লভন্ত্যমোক্ষতঃ।
সদৈব তে হতদ্বিষঃ পরং ভবন্তি সজ্জুষঃ।
নরা পরে শিবেহধুনা প্রসাধি মাং করোমি কিং।
অতীব মোহিতাত্মনো বৃথা বিচেষ্টিতস্য মে।
কুরু প্রসাদিত মন্যু যথাস্মি জন্মভঞ্জনঃ।
তথা ভবন্ত তারকা যথৈব ঘোষিতালোকাঃ।
ইমাং স্তুতিং মমেরিতাং পঠন্তি কালিসাধকাঃ।
ন তে পুনঃ সুদুঃস্তরে পতন্তি মোহগহ্বরে।

ইতি শ্রীব্রহ্মকৃত কালিস্তবঃ সমাপ্তঃ।

পূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শিষ্য। না মহাশয়, ইহা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, আমি ইহার অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক প্রকৃত রহস্যও ধারণা করিতে পারি নাই।

আচার্য্য। তাহা হইলে এই মানস পূজায় তুমি অনধিকারী ইহা স্থির কর।

শিষ্য। হ্যাঁ, মহাশয় আমি ইহার সম্পূর্ণ অনধিকারী, এখন ধ্যান ধারণা কাহাকে বলে তদ্বিষয় বলুন।

আচার্য্য। ধ্যান ধারণার যেরূপ লক্ষণ শাস্ত্রে দর্শিত আছে তাহাও তোমার সাধ্যায়ত্ত হইবে বলিয়া বিবেচনা হয় না।

ধারণার লক্ষণ।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন,—"দেশ-বন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (পাত—দ—৩ পা—১ সূ.) "নাভিচক্রে, হৃদয় পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধ্নি জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে ইত্যেব-মাদিষু দেশেষু, বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্য বৃত্তি-মাত্রেণ বন্ধ ইতি বন্ধো-ধারণা। (ঐ ভাষ্য) নাভিচক্রে, হৃদয়-পদ্মে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্র এবং তালুপ্রদেশ ইত্যাদি-স্থানে মন আবদ্ধ করিয়া রাখা, অথবা ঈশ্বরের কোন প্রতিকৃতি বা অন্য কোন বহিঃস্থিত বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া মনকে আবদ্ধ রাখার নাম ধারনা।

শরীরপ্রদেশে ধারণার প্রণালী ও তৎফল।

এখন ধারণার বিবরণ শুন।—মনে কর, তোমাকে যেন হৃদয়পদ্মে ধারণা করিতে হইবে, কিন্তু তুমি এই স্থূল দেহটাবাদে শরীরের অভ্যন্তরের তত্ত্ব কখনও অনুভব কর নাই;—যাহা কিছু তোমার জ্ঞান, ধ্যান, সমস্তই এই মোটা দেহটা লইয়া,—মোটা দেহকেই তুমি 'অহং,—আমি' বলিয়া বিশ্বাস ও অনুভব করিতেছ। আ[illegible]
শক্তি বা আত্মা বা হৃদয় পুণ্ডরীক কিছুই [illegible]
নও অনুভব কর নাই,—সে বিষয়ে সম্পূর্ণ [illegible]
অতএব প্রথম হৃদয় পদ্মই তোমার অনুভব [illegible]
অতীব দুরূহ, তৎপর আত্মার শক্তির অনু[illegible]
করা আরও অসম্ভব। এজন্য প্রথম তোমা[illegible]
আত্মশক্তি বা হৃৎপিণ্ড অথবা তৎসন্নি[illegible]
স্নায়ুপর্ব্বের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সমস্ত [illegible]
প্রদেশটিই মনের দ্বারা (চক্ষুর দ্বারা না[illegible]
লক্ষ্য করিয়া থাকিতে হইবে। সমস্ত বক্ষপ্র[illegible]
শটি লক্ষ্য করিয়া যখন কিছু বেশীকাল থাকি[illegible]
পারিবে, তখন ফুস্‌ফুস্ দ্বয়, হৃৎপিণ্ড ও তৎ[illegible]
লগ্ন মাংসপেষী (ক) অনুভব হইতে থাকি[illegible]

[illegible]ফুস্ হৃৎপিণ্ডাদি অনেক কালপর্য্যন্ত লক্ষ্য
[illegible]রিয়া থাকিতে পারিলে আপনিই সেই ফুস্
[illegible]স্ হৃৎপিণ্ডাদি সংলগ্ন এবং তাহাদের মধ্যে
[illegible]নুস্যূত স্নায়ুমণ্ডলের অনুভব হইতে থাকিবে।
[illegible]ৎপর সেই স্নায়ুমণ্ডলকে লক্ষ্য করিতে করিতে
[illegible]নেক কালপরে আপনিই সেই স্নায়ুমণ্ডলের
[illegible]বর্ত্তি শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে,—যে
[illegible]ক্তির দ্বারা তোমার ফুস্‌ফুস্ প্রতি মিনিটে ৭০
[illegible] বার নর্ত্তন করিতেছে এবং তোমার হৃৎপিণ্ড
[illegible]ত মিনিটে ১৮-১৯ বার নর্ত্তন করিতেছে,—যে
[illegible]ন তুমি বক্ষেরদিকে বাহির হইতে তাকাই-
[illegible]ও কিছু কিছু দেখিতে পাও,—যাহাকে সাধারণ
[illegible]কে "পাঁচ পরাণ কাঁপে" বলিয়া থাকে। এই

ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক কাল পর আপনিই তোমার সেই হৃদয় পুণ্ডরীক নামক চক্র ধরা পড়িবে। এবং সেইখানেই তোমার আত্মার শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে। এইরূপে ক্রমেক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে গিয়া গিয়া অবশেষে সেই প্রকৃত লক্ষ্য স্থানেই আত্মার শক্তি লক্ষ্য করিয়া 'ধারণা' হইবে। যখন শরীরের অন্যান্য স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র সমস্ত বক্ষ প্রদেশটিই লক্ষ্য করিয়া নিবিষ্ট থাকিবে, তখন তোমার জীবাত্মার ব্যুত্থানশক্তির বিস্তৃতি একটুকমিবে—একটু আকুঞ্চিত হইবে, অর্থাৎ তোমার সর্ব্ব-দেহব্যাপিনী ব্যুত্থানশক্তি (ধর্ম্মব্যাখ্যা) সর্ব্বদেহ হইতে গুটিয়া হৃদয়ের দিকে যেন জড় হইতে

(ক) তোমার বক্ষপ্রদেশটী যে, বা[illegible]
দক্ষিণ দুভাগে বিভক্ত তাহা হৃদয়ের দিকে [illegible]
করিলেই বুঝিতেছ, এবং দুদিকেরই যে [illegible]
একটু উন্নত-আকৃতি আছে তাহাও দেখিতে[illegible]
ঐ ঈষৎ উচ্চ প্রদেশদ্বয়ের নীচে পাতলা [illegible]
কএক খণ্ড মাংসপেষী আছে, তাহার [illegible]
পাঁজরের অস্থি আছে, তাহার নীচে [illegible]
ঐ বক্ষপ্রদেশের গহ্বরটি পূরিয়া বাম, দক্ষি[illegible]
দুটি যন্ত্র আছে। তাহাদের আকৃতি এক এ[illegible]
সবৃন্ত সুবৃহৎ ফুলকফীর ফুলের সহিত অ[illegible]
কাংশে মিলে। ইহার বর্ণ কতকটা বেগু[illegible]
বেগুণে মত। এই যন্ত্র দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ক[illegible]
নির্ব্বাহ হয়, রক্ত পরিষ্কৃত করা হয়। শ্বা[illegible]
কালে ঐ যন্ত্রের মধ্যগত লক্ষ লক্ষ ছিদ্রেয় ম[illegible]
বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; আবার প্রশ্বাস কা[illegible]
সেই বায়ুগুলি বাহির হইয়া যায়। (এই [illegible]
দুটির নাম 'ফুস্‌ফুস্'। এই দুটি ফুস্‌ফুস্ [illegible]
বৃন্ত বা বোঁটার সঙ্গে আঁটা আছে।

এই ফুস্‌ফুস্ দুটির মধ্যস্থানেই কিছু [illegible]
বাম-ভাগে সরিয়া আর একটি যন্ত্র [illegible]
তাহার আকৃতি অনেকাংশে একটি পদ্মক[illegible]
ন্যায়, ইহার বর্ণও পাণ্ডুর পদ্মের বর্ণের [illegible]

[illegible] ফুস্‌ফুস্ দ্বয়ের মধ্যে অধোমুখে অবস্থিত।
[illegible]হার একটি বৃন্তের মত আছে, তাহাতেই
[illegible]ন ঝুলিতেছে, ইহার সঙ্গে সংলগ্ন বড় দুটি
[illegible]নী আছে,—যাহা নলের মত ফাঁপা,—
[illegible] হইতে অনন্ত ক্ষুদ্রতম ধমনী সকল বাহির
[illegible] পাদতল অবধি মস্তক পর্য্যন্ত শরীরের
[illegible]বয়বকে ওতঃপ্রোত ভাবে গাঁথিয়া রাখিয়াছে।
[illegible] যন্ত্রটির কার্য্যও রক্ত পরিষ্কার করা এবং
[illegible] প্রেরণ করা; অর্থাৎ এই যন্ত্র মধ্যে এক
[illegible]বার চাপ লাগিয়া ঐ পূর্ব্বক্ত নলাকার পদার্থ
[illegible]র দ্বারা পিচকিরিয় জলের ন্যায় রক্ত প্রবা-
[illegible]ত হইয়া সর্ব্ব শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। এই
[illegible]াকার পদার্থের নাম ধমনী', এবং ঐ যন্ত্রটির
[illegible] 'হৃৎপিণ্ড'।
[illegible] হৃৎপিণ্ড বা ফুস্‌ফুসের নিজ হইতে কোন
[illegible] করার ক্ষমতা নাই, এবং ইহাদের সহিত
[illegible] অনেকগুলি মাংসপেষী—মাংসের চাপড়ী
—আছে তাহাদের ও নিজের কোন কার্য্য
[illegible] ক্ষমতা নাই; কিন্তু স্নায়ু সহস্র
[illegible]য়া এই ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, ও তৎসংলগ্ন
[illegible]পেষীগুলিকে ওতঃপ্রোত ভাবে গাঁথিয়া
[illegible]য়াছে; তাহা দ্বারা প্রবাহিত হইয়া

মস্তিষ্কস্থিত আত্মা হইতে শক্তি আসিতেছে, সেই শক্তি তোমার ঐ মাংসপেষী ও ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদির আকুঞ্চন ও প্রসারণাদিক্রিয়া সাধন করিতেছে, এবং সেই আকুঞ্চন প্রসারণের শক্তি দ্বারা ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড পরিচালিত হইয়া আপন আপন কার্য্য সাধন করিতেছে। এই ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদির নিকট একটি বড়মত স্নায়ু পর্ব্ব আছে, সেই স্নায়ু পর্ব্বের সংলগ্ন মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তি স্থানে দ্বাদশদল পদ্ম বা হৃদয় পুণ্ডরিক, তাহা হইতেই স্নায়ু-সমুহ বাহির হইয়া স্নায়ু পর্ব্ব গঠিত হইয়াছে এবং সেই স্নায়ুর পর্ব্ব হইতে আবার শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া ফুস্‌ফুসাদিরক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। (যাঁহারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে 'শরীর স্থানের যেটুকু দেওয়া হইলইহা সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা নহে, ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে সংস্কৃত শাস্ত্রেও এ সকল কথা বিশেষ রূপ আছে, কিন্তু ইহাইত টিপ্‌নী,আবার ইহার টিপ্‌নী করিয়া সে সকল প্রমাণ তোলা নিতান্ত অনিয়ম এ নিমিত্ত তাহা উদ্ধৃত হইল না।

থাকিবে; ব্যুত্থানশক্তির বলও একটু কমিবে; সুতরাং ফুস্‌ফুস্ হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া একটু কমবেগে এবং ধীরে-ধীরে হইতে থাকিবে। সমস্ত শরীরটি আর তোমার অনুভবে আসিবে না, হৃদয়ভাগ ব্যতীত অন্য সমস্ত শরীরটা যেন অচেতন মত হইতে থাকিবে। কেবল বক্ষপ্রদেশই চেতন বলিয়া অনুভূত হইতে থাকিবে। (যে কারণে ইহা হয় তাহাও ধর্ম্মব্যাখ্যায় বলিয়াছি)। এতদবস্থায় নিরোধশক্তির কিছু বৃদ্ধি হইবে, আত্মজ্ঞানাদি ধর্ম্মের ও অত্যল্প পরিমাণে বিকাশ হইবে।

তৎপর—যখন সমস্ত বক্ষপ্রদেশ লক্ষ্য করিতে করিতে ফুস্‌ফুস্; হৃদ্‌পিণ্ড ও তৎসংলগ্ন মাংসপেষীর অনুভব হইতে থাকিবে, তখন তোমার ব্যুত্থানশক্তির বিস্তৃতি আরও একটু কমিবে,—একটু আকুঞ্চন হইবে; অর্থাৎ তোমার হৃদয় ব্যাপিনী ব্যুত্থানশক্তি বক্ষপ্রদেশের চর্ম্মান্ত ভাগ পরিত্যাগ করিয়া একটু অভ্যন্তরে নিমগ্ন হইবে। ব্যুত্থানশক্তির বল আরও একটু কমিবে; সুতরাং ফুস্‌ফুস্ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আরও একটু কমবেগে ও ধীরে-ধীরে হইতে থাকিবে। মস্তিষ্কাদি সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়া আরও অধিক ক্ষীণ হইবে, এবং বক্ষপ্রদেশের চর্ম্মান্তভাগ আর তোমার অনুভবে আসিবে না, বক্ষ প্রদেশের উপরিস্থিত-স্তরটা যেন অচেতন-মত হইতে থাকিবে। এ অবস্থায় নিরোধশক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে, এবং আত্মজ্ঞানাদির ধর্ম্মের অধিকতর বিকাশ হইবে।

তৎপর যখন হৃৎপিণ্ডও ফুস্‌ফুসাদিতে অনুপ্রবিষ্ট-স্নায়ু-সমূহের অনুভব হইতে থাকিবে, তখন তোমার জীবাত্মার ব্যুত্থান-শক্তির বিস্তৃত আরও একটু কমিবে, আরও একটু আকুঞ্চিত হইবে; অর্থাৎ তোমার ফুস্‌ফুস্, হৃদ্‌পিণ্ডও তৎসংলগ্ন মাংসপেষী--ব্যাপিনী--ব্যুত্থানশক্তি আরও একটু গুটিয়া এই স্থানের স্নায়ুর মধ্যেই জড় হইতে থাকিবে; ব্যুত্থানশক্তির বেগ আরও একটু কমিবে; সুতরাং ফুস্‌ফুস্, হৃৎপি[ণ্ড]াদির ক্রিয়া আরও কমবেগে এবং ধীরে-ধী[রে] হইতে থাকিবে, অন্যান্য-সমস্ত-যন্ত্রের ক্রিয়া অবরুদ্ধ প্রায় হইবে; সমস্তদেহ, বক্ষ প্রদে[শ] ও ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদি প্রায় তোমার অনুভ[বে] আসিবে না; এই স্থানের স্নায়ু-সমূহ-ব্যতী[ত] অন্য সমস্ত-শরীরাবয়ব যেন অচেতন হই[য়া] আসিবে, কেবল ঐ স্নায়ু সমূহই চেতন ব[লি]য়া অনুভূত হইতে থাকিবে। এখন নিরোধ-শ[ক্তি] এবং আত্মজ্ঞানাদি-ধর্ম্মগুলি আরও অ[ধিক] প্রবল হইবে।

এইরূপে অনেককাল লক্ষ্য করিতে কর[িতে] যখন ঐ স্নায়ু মণ্ডলের শক্তির অনুভব হই[তে] থাকিবে, তখন জীবাত্মার ব্যুত্থান-শক্তি আর[ও] আকুঞ্চিত হইবে, অর্থাৎ তোমার ঐ স্ন[ায়ু] ব্যাপীনী ব্যুত্থান-শক্তি যেন আরও একটু গু[টিয়া] স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যেই জড়সর হইবে, ব্যুত্থা[ন] শক্তির বল আরও কমিবে; সুতরাং ফুস্‌ফু[স্] হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া আরও ক্ষীণতা-প্রাপ্ত হই[বে] এবং আরও বিরল-ভাবে হইবে; ম[স্তি]ষ্কা পাকস্থলী-প্রভৃতি অন্যান্য-যন্ত্রের ক্রিয়া [স]ম্পূর্ণ দুর্লক্ষ-ভাবে হইতে থাকিবে; তখন সমস্ত[দেহ] সমস্তবক্ষ-প্রদেশ, ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, তৎসংল[গ্ন] মাংসপেষী এবং তৎসংলগ্ন-স্নায়ুমণ্ডল অনু[ভবে] আসিবে না; কেবল ঐ স্নায়ু-মণ্ডলের মধ্যব[র্ত্তী] শক্তিরই অনুভব হইতে থাকিবে। এখন নি[রো]ধশক্তি এবং আত্মজ্ঞানাদিধর্ম্ম আরও অ[ধিক] প্রকাশ পাইবে।

তৎপর এইরূপ লক্ষ্য হইতে হইতে অ[ব]শেষে, যখন ঐ স্নায়ু-পর্ব্বের মধ্যেই ব্যু[ত্থান] শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে, তখন জীবা[ত্মার] ব্যুত্থানশক্তি একবারে আকুঞ্চিত হইয়া শরী[রের] সমস্তঅবয়ব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করি[য়া] স্নায়ু-পর্ব্বের মধ্যেই জড় হইবে, ব্যুত্থান-শ[ক্তির] বল এতক্ষীণ হইবে, যেন তাহার অ[স্তিত্ব] থাকিবে না; সুতরাং শরীরের সমস্ত-[যন্ত্রের]

ক্রিয়াই একবারে অবরুদ্ধ-প্রায় হইবে, তখন দেহের কোন অবয়বই অনুভবে আসিবে না। কেবলমাত্র অতীব ক্ষীণ-দশাপন্ন-লুপ্তপ্রায়-ব্যুত্থান শক্তি, আর ঐ স্নায়ু-পর্ব্বটি এবং অতীব প্রবল তাপন্ন নিরোধশক্তি ও আত্মজ্ঞানাদি-ধর্ম্মের বিকাশ এবং তাহাদেরই অনুভব হইতে থাকিবে। তখন তোমার অস্তিত্ব সমস্তশরীর পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঐ স্নায়ুপর্ব্বের মধ্যেই আসিবে এবং সেইখানেই তোমার অস্তিত্বের অনুভব হইবে। অবশেষে যখন স্নায়ুপর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়াও ঐ অনুভূতি তোমার হৃদয় পদ্মে যাইবে, তখন পূর্ণ-নিরোধ-শক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে, আত্মজ্ঞানাদি-ধর্ম্মের পূর্ণমাত্রায় বিকাশ হইয়া উঠিবে। এখন হৃৎপদ্মে সম্পূর্ণ 'ধারণা' হইল।

কিন্তু যিনি কৃতকর্ম্মা তাঁহাকে স্থূল-বক্ষপ্রদেশ অবধি 'ধারণা' করিতে করিতে ক্রমে এই হৃৎপদ্ম বা হৃদয়স্থ-স্নায়ুপর্ব্বে উপস্থিত হইয়া 'ধারণা' করিতে হয় না; তিনি যখন, ইচ্ছা তখন, একবারেই এই হৃদয়পদ্ম-মধ্যে মনের 'ধারণা' করিতে পারেন; নাভিচক্রাদি অন্যান্য স্থানেও একবারেই 'ধারণা' করিতে পারেন।

নাভি চক্রাদি যেকোনখানে ধারণা কর, তাহাতেই এই একই নিয়মে ধারণা করিতে হইবে; এবং এই একই প্রকার ফল সাধিত হইবে। অর্থাৎ নাভিচক্রে 'ধারণা' করিতে হইলে, যিনি কৃতকর্ম্মা পুরুষ নহেন, তাঁহাকে প্রথম সমস্ত উদর দেশটা লক্ষ্য করিতে হইবে। উদর-দেশটা লক্ষ্য করিতে করিতে যখন অন্য-দিকে মনের গতি না হইয়া উদর-দেশটাতেই মনের অভিনিবেশ হইবে, তখন ক্রমে ক্রমে আপনি আপনিই সমস্ত উদরটা পরিত্যাগ করিয়া উদরের মধ্যবর্ত্তী পাকস্থলী, পাকস্থলীর বাম দক্ষিণ-স্থিত প্লীহা এবং যকৃৎ, পাকস্থলীর নিম্নস্থিত-ক্ষুদ্র-পাকস্থলী, এবং নাভিমূল সংলগ্ন-কতকগুলি-ধমনী ও তৎসংলগ্ন-পেষী সকল অনুভূত হইতে থাকিবে (খ)।

এইরূপ আবরণের দ্বারা দেহের মধ্যে একটি বিবর অথবা একটি কুঠরী হইল। এটির নাম দেহের 'মধ্য বিবর' এই কুঠরী মধ্যে অনেকগুলি যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে আপাততঃ, মাংসপেষী বাদে চারিটি যন্ত্রকে প্রধান বলিয়া বুঝিতে পার। তাহার এক-একটির, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শুন।

এই মুখের প্রণালীটি একটি চোঙ্গের আকারে বক্ষ-প্রদেশের সমান মধ্য ভাগ দিয়া নিম্নাভিমুখে বরাবর লম্বমান হইয়াছে; এই প্রণালীটি স্বভাবতঃ তিন পর্ব্ব অপেক্ষায় কিছু বেশী মোটা হইবে। ইহা তোমার [ব]ক্ষ-প্রদেশের নিম্নস্থান পর্য্যন্ত আসিয়া ক্রমে দক্ষিণভাগে প্রায় পঞ্জরাস্থির নিকটে সরিয়া গিয়াছে; তৎপর দক্ষিণ-ভাগ হইতে ফিরিয়া আবার একটু নিম্নভাবে প্রায় সোঝাসোঝী বামভাগে গিয়াছে, বামভাগে গিয়া আবার নিম্নাভিমুখ হইতে দক্ষিণভাগে কতকটা গিয়া আবার ক্রমে নাভির নীচে ফিরিয়া আসিয়া সর্পের ন্যায় কএকটি কুণ্ডলী পাকাইয়া আবার নিম্নাভিমুখে গিয়াছে, ইহার শেষ মুখ গুহ্যদ্বার।

এই প্রণালীটীর বর্ণ একটু কালিমামিশ্রিত শাদাশাদা,—ইহার মধ্যে বরাবর চোঙ্গের ন্যায় ফাঁক আছে, কিন্তু সেই মধ্যটার গাত্রে চারিদিকে শৈবালের মত আঁটা-আঁটা পিছিল-পিছিল এক প্রকার পদার্থ আছে।

এই প্রণালীটি যখন বক্ষ-প্রদেশের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত গিয়া কিছু দক্ষিণ ভাগে সরিয়া আবার

(খ) উদর বলিয়া যাহা বাহির হইতে দেখা যায়, তাহার সম্মুখটা কেবল চর্ম্ম আর তৎসংলগ্ন মাংসপেষীর দ্বারা আবৃত; উদরের দক্ষিণ ভাগ, বাম ভাগ, ও পিষ্ঠভাগটা প্রথম চর্ম্ম, তাহার নীচে মাংসপেশী ও তাহার নীচে অস্থি সমূহের দ্বারা আবৃত।

এই স ল গুলি লক্ষ্য করিতে করিতে পরে আপনিই এই সকল-যন্ত্র-সংলগ্ন স্নায়ু-মণ্ডল এবং তন্মধ্যবর্ত্তি শক্তির অনুভব হইবে। তৎপর নাভিচক্রে ধারণা হইবে।

বামভাগ পর্য্যন্ত গিয়া কিছু দক্ষিণভাগাভিমুখে ফিরিয়াছে, তখন সেই স্থানটি, অর্থাৎ এই চোঙ্গাকার-প্রণালী দক্ষিণ ভাগ হইতে ফিরিয়া বামভাগ পর্য্যন্ত যাইতে উহার যে দীর্ঘতাটুকু ব্যয়িত হয়,—যাহা প্রায় আট অঙ্গুলিরও কিছু অধিক দীর্ঘ হইবে, সেই অংশটি অনেকটা মোটা। ইহার বেষ্টনটি প্রায় ১৬।১৭ অঙ্গুলী হইবে। তাহার পর, আবার সেই পূর্ব্বের মত সরু হইয়া গিয়াছে। এই মোটা স্থানটি রবারের ন্যায় স্থিতিস্থাপক গুণযুক্ত পদার্থের দ্বারা রচিত এবং ইহার দুই মুখই সরু, আর মধ্যটা এইরূপ মোটা, ইহা আকারে প্রায় একটি ভিস্তিবালার মশকের আকৃতি গ্রহণ করিয়া আছে।

আমরা যে সকল বস্তু পানাহার করি তাহা গলপ্রণালীর দ্বারা গিয়া প্রায় ৩ ঘণ্টা ৩॥০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই যন্ত্রটিতে অবস্থিতি করে, এবং এই যন্ত্রটির মধ্য হইতে এক প্রকার পাচক রস স্যন্দিত হইয়া (চোঁয়াইয়া) ভুক্ত বস্তু গুলিকে গলাইয়া ফেলে, ইহা এই যন্ত্রের কার্য্যে। এই যন্ত্রটির নাম "পাকস্থলী"।

এই পাকস্থলীর দুদিকে যে দুটি যন্ত্র আছে যাহা বাম ও দক্ষিণ এই দুই পার্শ্বে সংলগ্ন, চিত্র ব্যতীত কেবল কথার দ্বারা তাহার আকৃতি বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। তাহার যেটি দক্ষিণ দিকে সেইটি যকৃৎ, আর যেটি বামদিকে সেইটি প্লীহা। যকৃৎ হইতে পিত্ত নিস্যন্দিত হইয়া ভুক্তপীতদ্রব্যকে রূপান্তরিত করে। প্লীহা হইতেও এক প্রকার শাদা মত রস নিস্যন্দিত হয় সেই রস দ্বারাও যকৃতের মতই কার্য্য হয়।

মস্তিষ্কের মধ্যে অথবা ব্রহ্মরন্ধ্রে 'ধরণা' করিতে হইলে প্রথম সমস্ত-মস্তক প্রদেশের অনুভব হইবে, তৎপর মস্তিকের চর্ম্ম ও অস্থির বেষ্টনটি বাদ দিয়া সমস্তটা মস্তিষ্কের অনুভব হইবে, তৎপর মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশের "ধারণা" হইবে।

কিন্তু নাসিকাগ্র বা জিহ্বাগ্রাদি-স্থানে "ধারণা" করিতে হইলে প্রথমেই ঐ সকল স্থান লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কারণ ইহাতে অভ্যন্তরে লক্ষ্য করিতে হয় না। প্রত্যেক রকম ধারণারই ফল ও তাহার প্রক্রিয়া একই প্রকার। এখন ধ্যানে বিষয় বলা যাইতেছে।

ক্রমশঃ।

পাকস্থলীর শেষ স্থান হইতে যে প্রণালীটি গিয়াছে তাহার কতকটা অংশের নাম ক্ষুদ্র পাকস্থলী। ক্ষুদ্র পাকস্থলীর সহিত পিত্তস্থলীর সহিত যোগ আছে, সেই পিত্তস্থলী হইতে পিত্ত নিস্যন্দিত হইয়া ক্ষুদ্র পাকস্থলীর মধ্যে গিয়া ভুক্তপীতদ্রব্যের সহিত সম্মিশ্রিত হইয়া তাহা দ্রব করিয়া দেয়। ক্ষুদ্র পাকস্থলী সেই দ্রব রস গ্রহণ করিয়া শিরা সমূহে অর্পণ করে।

উক্ত সমস্ত যন্ত্রেরই সংলগ্ন মাংসপেশী আছে এবং সেই পেশীর মধ্যে অনুস্যূত স্নায়ু আছে তাহা হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল যন্ত্র আপনাপন কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। উক্ত স্নায়ু সমূহের মূলে প্রায় নাভিসমস্থানে একটি সুবৃহৎ স্নায়ুপর্ব্ব আছে, সেই স্নায়ুপর্ব্বের সংলগ্ন মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তি স্থানে দশদল পদ্মাকারআছে, সেইটির নাম 'নাভিচক্র'।

তর্ক সংগ্রহ।

মুল। উৎক্ষেপণাপক্ষেপণাকুঞ্চন প্রসারণ গমনানি পঞ্চকর্ম্মাণি॥

অনুবাদ। "সংযোগভিন্নত্বেসতি সংযোগাসমবায়ি কারণত্বং কর্ম্মত্বং"। সংযোগ ভিন্ন সংযোগের অসমবায়ি কারণকে কর্ম্ম বলে। এই কর্ম্ম পঞ্চবিধ, উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। উর্দ্ধসংযোগ জনক ক্রিয়ানুকুলব্যাপারকে উৎক্ষেপণ বলে। অধঃ সংযোগ জনক ক্রিয়ানুকুলব্যাপার, অপক্ষেপণ। মুষলমুতক্ষিপতি, অপক্ষিপতি, ইত্যাদি স্থলে উর্দ্ধ ও অধঃ সংযোগজনক ক্রিয়া মুষলে উৎপন্ন হয়, ঐ ক্রিয়ার জনক ব্যাপার (ক্রিয়া) হস্তে জন্মে। আরম্ভক অর্থাৎ অবয়বিজনক সংযোগ বিদ্যমান থাকিতে অবয়ব সমুদায়ের পরস্পর অনারম্ভক (কার্য্যাজনক) সংযোগ জনক ক্রিয়া বিশেষকে আকুঞ্চন বলে। পূর্ব্বোৎপন্ন কৌটিল্যজনক অনারম্ভক সংযোগের বিনাশক ক্রিয়াবিশেষকে প্রসারণ বলে! এই পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া হইতেই "সঙ্কুচতি পদ্মং" "প্রসরতিবস্ত্রং" ইত্যাদি প্রত্যয় জন্মিয়া থাকে। উৎক্ষেপণাদি-চতুষ্টয় ভিন্ন কর্ম্ম মাত্রই গমন; সামান্যতঃ দেশান্তর সংযোগজনক ক্রিয়াকেই কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উর্দ্ধজ্বলন, তির্য্যগ্‌গমন, নমন, উন্নমনাদি সমস্ত কর্ম্ম, গমনের অন্তর্ভূত। বিচার করিয়া দেখিলে উৎক্ষেপনাদি চতুষ্টয়কেও গমন বলা যাইতে পারে, কারণ তাহাতেও দেশান্তর সংযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে; বিশেষ এই অনিয়ত দেশসংযোগজনক ক্রিয়া গমন আর নিয়ত দেশসংযোগ জনক ক্রিয়া উৎক্ষেপণাদি। মুষলমুৎক্ষিপতি ইত্যাদি স্থলে, কর্ম্ম (মুষল) বৃত্তি ক্রিয়া, গমন এবং কর্ত্তৃ বৃত্তি ক্রিয়া, উৎক্ষেপণ, এইরূপ অপক্ষেপণ প্রভৃতি স্থলেও জানিবে।

মূল। পরমপরঞ্চেতি—দ্বিবিধং সামান্যম্॥

অনুবাদ। সামান্য অর্থাৎ জাতি দ্বিবিধ পর ও অপর। "নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বং সামান্যত্বং" যে এক পদার্থ নিত্য হইয়া অনেক আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিতি করে তাহাকে সামান্য বলে। এই জাতির নামান্তর সত্তা। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থে একটী সত্তাজাতি আছে, তাহাতেই সন্‌ঘটঃ সন্‌গুণঃ ইত্যাদি প্রত্যয় জন্মে। এই সত্তা, সকল জাতি অপেক্ষা অধিক দেশে থাকে বলিয়া পরসত্তাবলে; ঘটত্বাদি জাতিকে অপরসত্তাবলে, কারণ ইহা অপর কোন জাতি অপেক্ষা অধিক দেশে থাকে না। "অধিক দেশ বৃত্তিত্বং পরত্বং অল্পদেশ বৃত্তিত্বমপরত্বম্। দ্রব্যত্ব, ক্ষিতিত্ব প্রভৃতি জাতিকে পরাপর সত্তা বলে, কারণ উহা পরসত্তা অপেক্ষা অল্পদেশ বৃত্তি, ঘটত্বাদি জাতি অপেক্ষা অধিক দেশ বৃত্তি। সত্তাজাতি, দ্রব্য গুণ কর্ম্ম তিনের উপর আছে. দ্রব্যত্ব জাতি কেবল দ্রব্যের উপর, সুতরাং সত্তা অপেক্ষা করিয়া দ্রব্যত্ব জাতি অল্পদেশ বৃত্তি, অতএব অপর; এইরূপ, ক্ষিতিত্ব জাতি কেবল ক্ষিতিতেই থাকে, দ্রব্যত্ব জাতি, ক্ষিত্যাদি নবদ্রব্যে থাকে সুতরাং ক্ষিতিত্ব অপেক্ষা করিয়া দ্রব্যত্ব অধিক দেশ বৃত্তি বলিয়া পর। এইরূপে দ্রব্যত্বাদি জাতি পরও অপর উভয়বিধরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন একই মনুষ্য আপনার পুত্র অপেক্ষা করিয়া পিতাও আপনার পিতা অপেক্ষা করিয়া পুত্র হয় তদ্রূপ একই দ্রব্যত্বাদি জাতি উভয় অপেক্ষা করিয়া উভয় রূপ হয়, ইহাতে পরত্ব অপরত্ব এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকাতেও দোষ হয় না।

মন্তব্য। সাধারণের প্রতীতিতে জাতি একটী পদার্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ন্যায়াচার্য্যগণ কেবল অনুগত ব্যবহার সম্পাদন করিবার নিমিত্ত জাতি স্বীকার করিয়াছেন। ঘট মাত্রেই ঘট ঘট এইরূপ অনুগত জ্ঞান

জন্মে স্মুতরাং এমন কোন একটী অনুগত ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে যাহা দ্বারা ঐরূপ প্রতীতি জন্মে উহাই ঘটত্ব জাতি; উহাকে অনিত্য বলিলে অনন্ত ধ্বংসাদি স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তদপেক্ষা একটী নিত্য পদার্থ স্বীকার করাই লাঘব। উহার আশ্রয় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম। এই ক্ষণ অপেক্ষা হইতে পারে প্রলয়কালে ঐ জাতি কোন আশ্রয়ে অবস্থিতি করে? ঘটত্ব জাতি নিত্য, তাহার বিনাশ নাই সুতরাং প্রলয় কালেও থাকিবে, কিন্তু তাহার আশ্রয় ঘট ব্যক্তি সমস্তই অনিত্য, প্রলয়কালে থাকিবে না, কিন্তু আশ্রিত জাতি যাইবে না, সে অপর আধারকে আশ্রয় করিবে; না করিয়াই বা উপায় কি? ফলকথা ন্যায় শাস্ত্রকারগণ এ স্থলে গজনিমীলিকার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রলয়কালে জাতি সমস্ত কালাদি নিত্য পদার্থে থাকে। সমস্ত ঘট ব্যক্তিরূপ আধার জাত বিনষ্ট হইলে তদাশ্রিত জাতি কিরূপে থাকিবে ইহা স্থুলবুদ্ধিতে বিষয় করে না। নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণ থাকিলে জাতি স্বীকার করা যায় না। যথা—

ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোহথানবস্থিতিঃ।
রূপহানি রসম্বন্ধো জাতি বাধক সংগ্রহঃ॥

গগনত্ব জাতি নহে কারণ উহার আশ্রয় গগনরূপ ব্যক্তি অভিন্ন, অনেক নহে অনেকে সমবেত না হইলে জাতি হয় না। ঘটত্ব কলসত্ব জাতি দ্বয় নহে কারণ উভয়েরই আশ্রয় ঘট কলসব্যক্তি তুল্য; ব্যক্তির আকারগত পার্থক্য না থাকিলে জাতিও পৃথক হয় না। শ্রেণিবিভাগ করিবার নিমিত্ত জাতি কল্পনা। তুল্য ব্যক্তিতে পৃথক্ শ্রেনী কিরূপে হইতে পারে। উভয় জাতি যদি পরস্পর, পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকে অথচ যদি একত্র মিলিত হয় এমত স্থলে কোনটীই জাতি হয় না, যেমন ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব। ক্ষিতি, জল, তেজঃ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতে ভূতত্ব আছে। ক্ষিতি, জল, তেজঃ বায়ু ও মনঃ এই পাঁচ মূর্ত্ত (অপকৃষ্টপরিমাণক) পদার্থে মূর্ত্তত্ব আছে ভূতত্ব, আকাশে আছে সেখানে মূর্ত্তত্ব নাই মূর্ত্তত্ব চিত্তে আছে সেখানে ভূতত্ব নাই; অথ উভয়েই ক্ষিতি জল, তেজঃ ও বায়ুতে আছে সুতরাং সঙ্কীর্ণ বলিয়া ইহাদের কেহই জা নহে। "পরস্পরাত্যন্তা ভাব সমনাধিকরণয়ো রেকাধি করণ বৃত্তিত্বং সঙ্কীর্ণত্বম্" জাতির উপ জাতি থাকে না, কারণ আশ্রিত জাতিও জা সুতরাং তাহার উপরেও জাতি থাকিতে পা এইরূপে ক্রমশঃই জাতি থাকার আপত্তি হওয়া অনবস্থা হয়। বিশেষত্ব একটী জাতি নহে উহা স্বীকার করিলে বিশেষ পদার্থের রূপহানি (স্বরূপহানি) হয়, বিশেষের স্বরূপ যথা "স্বতো ব্যাধত্যত্বং বিশেষত্বং" উহা নিজেই অপ পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত হয়, ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের আবশ্যক করে না, বিশেষত্ব রূপ ব্যাবর্ত্তক জাতি স্বীকার করিলে উহার (বিশেষের) রূপহানি হয় সুতরাং বিশেষত্ব জাতি নহে। জাতি, সম বায় সম্বন্ধে দ্রব্যাদিতে থাকে, সমবায় পদা স্বরূপ সম্বন্ধে অবস্থিতি করে সুতরাং সমবা জাতি নহে।

মূল। নিত্য দ্রব্যবৃত্তয়ো বিশেষাস্তু মত্ত এব।

অনু। বিশেষ পদার্থ অসংখ্য, উহা নিত্য দ্রব্য মাত্রে থাকে। উহার স্বতন্ত্র ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম নাই। সদ্ভিন্নত্বে সতি এক দ্রব্য "সম বেতত্বং বিশেষত্বং" অর্থাৎ যে পদার্থ সদ্ভিন্ন সত্তানাশ্রয়, সুতরাং দ্রব্যগুণ কর্ম্ম ভিন্ন, এক দ্রব সমবেত পদার্থকে বিশেষ পদার্থ বলে।

মন্তব্য। বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিবার যুক্তি এইরূপ; অবয়বি পদার্থ মাত্রেরই আপনা পন অবয়ব সমস্ত, পদার্থান্তর হইতে পৃথক্ করে; পরমাণুর অবয়ব নাই সুতরাং একটী পরমাণু হইতে অপরটীকে পৃথক্ করিবার সম্ভ হয় না, তাই ব্যাবর্ত্তকরূপ এক একটী বিশে

র্থ স্বীকার করিতে হয়, নতুবা পরমাণু সম-দের ভেদক না থাকিলে এক জাতীয় পরমানু তে অপর জাতীয় কার্য্যের উৎপত্তি হইতে রে। এই বিশেষ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে লিয়া বৈশেষিক দর্শন নামে অভিহিত হই-ছে।

মূল। সমবায়স্ত্বেক এব।

অনুবাদ। "নিত্যসম্বন্ধত্বং সমবায়ত্বং" যে ন্ধের বিনাশ নাই তাদৃশ সম্বন্ধকে সমবায় লা যায়। ঐ সমবায় কেবল একটী। অনেক কল্পনা অপেক্ষা একটী কল্পনাই লাঘব। সম-য় সম্বন্ধে অবয়বের উপর অবয়বি থাকে, এবং দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্ম থাকে; দ্রব্যগুণ কর্ম্ম পদার্থে জাতি ও নিত্য দ্রব্যে বিশেষ পদার্থ অবস্থিতি করে। সম্বন্ধ মাত্রেরই একটী অনুযোগি ও অপরটী প্রতিযোগি থাকে, যাহাতে (আধারে) থাকে তাহার নাম অনুযোগি, যেটী থাকে তাহার নাম প্রতিযোগি; যেমন তন্তু ও পটের সমবায়, এ স্থলে তন্তু অনুযোগি এবং পট প্রতিযোগি। তএব তন্তু অনুযোগিক পট প্রতিযোগিক সমবায় এইরূপ বলা যাইতে পারে। এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যদি সমবায় এক হয় তবে বায়ুতে রূপের প্রতীতি না হইবার কারণ কি? বায়ুতে সমবায় সম্বন্ধে স্পর্শ থাকে এই সমবায়ই রূপ প্রতিযোগিক; ইহার উত্তর বায়ুতে রূপের সমবায় আছে সত্য কিন্তু রূপ নাই বলিয়া রূপবত্তা প্রতীতি হইবে না। কেবল তৎ সম্বন্ধ থাকিলেই তদ্বত্তা বুদ্ধি হয় না কিন্তু তৎ পদার্থের অবস্থিতির আবশ্যক।

মন্তব্য। সমবায় কল্পনার যুক্তি এইরূপ। বৈশিষ্ট্য বুদ্ধি মাত্রেই বিশেষ্যও বিশেষণের সম্বন্ধকে বিষয় করে। যেমন "দণ্ডী পুরুষ" ইত্যাদি বিশিষ্ট্য বুদ্ধি, বিশেষ্য পুরুষও বিশেষণ দণ্ডের সংযোগরূপ সম্বন্ধকে বিষয় করিয়াছে, তদ্রূপ "রূপীঘটঃ" অর্থাৎ রূপ বিশিষ্ট ঘট ইত্যাদি বিশিষ্ট বুদ্ধি স্থলেও কোন একটী সম্বন্ধের আবশ্যক, পূর্ব্বের ন্যায় এ স্থানে সংযোগ সম্বন্ধ হইবার সম্ভব নাই, কারণ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বিশেষ্যও বিশেষণ উভয়ই দ্রব্য পদার্থ, সুতরাং তাহাতে সংযোগও থাকিতে পারে; সংযোগ গুণ পদার্থ, তাহার দ্রব্যে থাকায় বাধা কি? রূপী ঘটঃ ইত্যাদি স্থলে বিশেষণ রূপ গুণ পদার্থ সুতরাং তাহাতে সংযোগ রূপ গুণান্তর থাকিতে পারে না, গুণ, ক্রিয়া, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ইহাতে গুণ ও ক্রিয়া থাকে না। অতএব রূপীঘটঃ ইত্যাদি স্থলে তাদৃশ অতিরিক্ত সমবায়, রূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়।

মূল। অভাবশ্চতুর্ব্বিধঃ, প্রাগভাবঃ, প্রধ্বংসাভাবোহত্যন্তাভাবোহন্যোন্যোভাবশ্চ।

অনুবাদ। "ভাবভিন্নত্বং অভাবত্বং" অর্থাৎ দ্রব্যাদিষ্ট পদার্থ ভিন্ন যে পদার্থ তাহাকে অভাব বলে। সেই অভাব চারি প্রকার, প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোহন্যাভাব। "বিনাশ্যভাবত্বং প্রাগভাবত্বং" যে অভাবের বিনাশ আছে তাহাকে প্রাগভাব বলে, প্রাগভাব অনাদি ইহার উৎপত্তি নাই, কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে সমবায়ি কারণে এই অভাব থাকে, কার্য্য জন্মিলে এই অভাব নষ্ট হইয়া যায়; এই অভাব থাকাতেই অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য্য জন্মিবে এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে যথা—"ইহ কপালে ঘটো ভবিষ্যতীতি। প্রাগভাব অনাদি সান্ত। জন্যাভাবত্বং ধ্বংসত্বং। যে অভাব উৎপন্ন হয় তাহাকে ধ্বংস বলে যথা—"ইহ কপালে ঘটোধ্বস্তঃ"। ধ্বংসাভাবও সমবায়ি দেশে থাকে, ইহার অন্ত নাই, সুতরাং আদিমান অনন্ত এইরূপ বলা যায়। ধ্বংশ প্রাগভাবও অত্যন্তাভাব ইহাদের সাধারণ নাম সংসর্গাভাব "নিত্য সংসর্গাভাবত্বং অত্যন্তাভাবত্বং" যে সংসর্গাভাব নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশ বিহীন তাহাকে অত্যন্তাভাব বলা যায়, যথা "অত্র ঘটোনাস্তি" বায়ৌরূপং নাস্তি ইত্যাদি। অন্যোহন্যাভাবের আর একটী নাম

ভেদ; "তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবত্বং অন্যোহন্যাভাবত্বং" যে অভাব নিরূপিত প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্না (পরিচিতা, ব্যাবৃত্তা) হয় তাহাকে অন্যোহন্যাভাব বলে, যথা "ঘটো ন পটঃ ইত্যাদি। তস্মিন্ "স্বস্ব সম্বন্ধস্তাদাত্ম্যং" অর্থাৎ যে সম্বন্ধে আপনার উপর আপনি থাকে তাহাকে তাদাত্ম্য বলে! এই অন্যোহন্যাভাব ও নিত্য।

মন্তব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এক একটী প্রতীতিকে অবলম্বন করিয়া এক একটী পদার্থ কল্পিত হইয়া থাকে। অভাব একটী পদার্থ বলিলে আপাততঃ হাস্যোদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে, এখানে ঘট নাই এটী ঘট নহে ইত্যাদি প্রতীতির বিষয় অতিরিক্ত অভাব ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না। ভূতলে ঘটোনাস্তি এই জ্ঞানের বিষয় ঘট হইতে পারে না, কারণ সেখানে ঘট নাই, ইন্দ্রিয় সংবদ্ধ পদার্থ ভিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয় না, এইরূপ ভূতলও হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে ঘট আনয়ন করিলেও ঘট নাই; এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে। সুতরাং ভূতলও ঘট এই উভয়ের অতিরিক্ত একটী অভাব স্বীকার করিতে হইল, উহা ভূতলে স্বরূপ সম্বন্ধে অবস্থিতি করে। স্বরূপ একটী অতিরিক্ত সম্বন্ধ নহে; উহা অনুযোগি ভূতলাদিরূপ, কিন্তু কেবল ভূতলাদি নহে, তত্তৎ কালীন অর্থাৎ অভাব কালীন ভূতলাদিরূপ; নতুবা ঘটের উপস্থিতি কালেও ঘটাভাব জ্ঞান হইতে পারে, কারণ অত্যন্তাভাব নিত্য, তাহার সম্বন্ধও কেবল ভূতলাদি হইলে তাদৃশ অভাব জ্ঞান হইতে বাধা কি হইতে পারে? অতএব ঘটাভাব কালীন ভূতলকে ঘটাভাবের সম্বন্ধ বলিতে হইবে, ঘটের উপস্থিতি সময় কেবল ভূতল থাকিলেও অভাব বিশিষ্ট ভূতল থাকে না বলিয়া ঘটাভাবের সম্বন্ধ হইতে পারে না। বিশেষণের টাভাবের) অপগমে বিশিষ্টের ও অপগম স্বীকৃত হইয়া থাকে। অভাব অনুযোগি স্বরূপ হইলে আধারাধেয় ভাব হইতে পারে না, ঘটাভাববদ্ভূতলং" এখানে ঘটাভাব আধেয় ভূতল আধার, ঘটাভাব ভূতলের স্বরূপ হইতে ভূতলের আধেয় হয় না "স্বস্মিন্ স্বস্যাধেয়ত্ব নাস্তি" নিজেই নিজের আধেয় হয় না।

"যথাভাবঃ স এব প্রতিযোগী" যাহার অভাব তাহাকে প্রতিযোগীবলে যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট, এই প্রতিযোগির উপর একটী ধর্ম্ম আছে তাহার নাম প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতা মাত্রেই কোন না কোন ধর্ম্মও কোন না কোন সম্বন্ধ দ্বারা অবশ্যই অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিচিত হয়। প্রায়শঃই সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে অবচ্ছেদক হইয়াথাকে, যথা সংযোগেন ঘটোনাস্তি এই স্থলে ঘটত্ব ও সংযোগ সম্বন্ধ উভয়ই ঘট নিষ্ঠপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক, এই অবচ্ছেদক, বিশেষণ, ব্যাবর্ত্তক, পরিচায়ক উপাধি প্রভৃতি নামে কথিত হয়; সংযোগ সম্বন্ধও ঘটত্ব এবং প্রতিযোগিতা এই তিনটীই ঘটের উপর আছে, সুতরাং সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একাধিকরণ বৃত্তিতাসম্বন্ধে ঘটত্ব ও সংযোগসম্বন্ধ উভয়ই ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। ভূতলে ঘটোনাস্তি ইহার অর্থ ভূতলানুযোগিক সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাবছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবঃ। যে স্থানে যাহার যত সম্বন্ধে ও যদ্ধর্ম্মে অবস্থিতিহয় তাহার সে স্থানে অভাবও তাদৃশসম্বন্ধ ও তাদৃশধর্ম্মে হইবে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ নিয়ম; ভূতলে ঘট, সংযোগসম্বন্ধে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতিকরে সুতরাং ভূতলে ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাও সংযোগ সম্বন্ধে ও ঘটত্বধর্ম্মে অবচ্ছিন্ন (পরিচিত) হইবে। ঘটের অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে ঘট অবস্থিতিকরে সুতরাং তাহাতে ঘটের অভাব ও সমবায় সম্বন্ধে হইবে। যেসম্বন্ধে বা যেধর্ম্মে যে স্থানে যে পদার্থ অবস্থিত না হয় তাহার অভাব ও সেই সম্বন্ধে বা সেই ধর্ম্মে নিয়তই

সে স্থানে থাকিবে, যেমন ভূতলে সংযোগসম্বন্ধে ও ঘটত্বাদি ধর্ম্মে ঘট থাকে সমবায়াদিসম্বন্ধ বা পটত্বাদি ধর্ম্মে থাকে না, সুতরাং ভূতলে ঘট সত্বেও সমবায় সম্বন্ধ বা পটত্বাদি ধর্ম্মে ঘটাভাব থাকিতেপারে, এইরূপ অভাবকে ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব ও ব্যধিকরণ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব বলে। এই অভাব সর্ব্বত্রই থাকে। যখন প্রতিযোগি ঘটাদি থাকিতেও ইহার অবস্থিতির বাধা হয় না তখন অন্যত্র থাকিবে তাহার সন্দেহ কি? অভাবের সমস্ত পরিচয় দিতে হইলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক হইয়া উঠে সুতরাং অধিক নিরূপণ হইল না।

মূল। গন্ধবতী পৃথ্বী। সা দ্বিবিধানিত্যা অনিত্যাচ। নিত্যাপরমাণুরূপা, অনিত্যা কার্য্যরূপা। পুনস্ত্রিবিধা শরীরেন্দ্রিয় বিষয় ভেদাৎ। শরীরমস্মদাদীনাং. ইন্দ্রিয়ং গন্ধগ্রাহকং ঘ্রাণং নাসাগ্র বর্ত্তি। বিষয়ো মৃতপাধানাদি।

অনুবাদ। "গন্ধ সমবায়িকারণত্বং ক্ষিতিত্বং", গন্ধের সমবায়ি কারণকে ক্ষিতি বলে, যেখানে গন্ধ আছে তৎসমস্তই ক্ষিতি পদার্থ, যেখানে গন্ধ নাই সে ক্ষিতি নহে। ক্ষিতি দুইপ্রকার, নিত্যা অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ রহিতা; অনিত্যা অর্থাৎ জন্যও বিনাশি। নিত্যাক্ষিতি পরমাণুস্বরূপ। বিভাগ করিতে করিতে যেস্থানে বিশ্রান্তি হয়, যাহার আর বিভাগ চলে না সেই নিরবয়ব পদার্থকে পরমাণু বলে, উহার উৎপত্তি ও নাই বিনাশও নাই, প্রলয় কালে পৃথকরূপে অবস্থিত থাকে সৃষ্টির সময়ে পরস্পর মিলিত হইয়া দ্ব্যনুকাদি রূপ সমস্তকার্য্য উৎপন্ন করে। দ্ব্যনুকাদি কার্য্যরূপ ক্ষিতিকে অনিত্যাক্ষিতি বলে, উহাসাবয়ব, উৎপত্তি ও বিনাপ বিশিষ্ট। দুইটী পরমানু হইতে একটী দ্ব্যনুকজন্মে, তিনটী দ্ব্যনুক হইতে একটি ত্রসেরেনু উৎপন্ন হয়, এইরূপে সমস্ত কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রসেরেনু হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে।

কার্য্যরূপ অনিত্যপৃথিবী তিনভাগে বিভক্ত, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, মনুষ্যাদির শরীর পার্থিব, ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব, ও মৃত পাষানাদি মমস্ত বিষয় পার্থিব। ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসাগ্র স্থানে অবস্থিতি করে। "চেষ্টাশ্রয়ত্বং শরীরত্বং" "উপভোগ সাধনত্বং বিষয়ত্বঃ"। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ পরত্ব, অপরত্ব বেগ, অসাংসিদ্ধিকদ্রবত্ব, গুরুত্ব, রূপ, রস, ও গন্ধ এই চতুর্দ্দশটী গুণ পৃথিবীতে থাকে।

মূল। শীতস্পর্শবত্যআপঃ। তা দ্বিবিধা, নিত্যা অনিত্যাশ্চ। নিত্যাঃ পরমাণুরূপাঃ অনিত্যাঃ কার্য্যরূপাঃ। পুনস্ত্রিবিধা শরীরেন্দ্রিয়বিষয়ভেদাৎ। শরীরং বরুণলোকে। ইন্দ্রিয়ং রসগ্রাহকং রসনং জিহ্বাগ্রবর্ত্তি। বিষয়ঃ সরিৎ সমুদ্রাদিঃ।

অনুবাদ। "শীতস্পর্শবত্ত্বং জলত্বঃ" যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে শীতস্পর্শথাকে তাহাকে জল বলে। উৎপত্তিক্ষণে দ্রব্যে কোন গুণ থাকে না "আরব্ধং দ্রব্যং ক্ষণমগুণং তিষ্ঠতি" সুতরাং উক্ত লক্ষণে অব্যাপ্তি হয়, সুতরাং "শীতস্পর্শ সমানাধিকরণ দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্বং" এইরূপ বুঝিতে হইবে; যদিচ উৎপত্তিক্ষণে জলে শীতস্পর্শ থাকে না তথাপি শীতস্পর্শ সমানাধিকরণ দ্রব্যত্ব ব্যাপ্যজলত্বজাতি তাহাতে আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হইল না; ঐ জলত্বজাতি, শীতস্পর্শ বিশিষ্ট নদ্যাদিরূপ জল পদার্থে আছে, সুতরাং শীতস্পর্শসমানাধিকরণ, উহা এক, সমুদয় জলে অবস্থিতি করে। কোনও একটী লক্ষে লক্ষণের গতি না হইলে তাহাকে অব্যাপ্তি বলে। সমস্ত লক্ষে লক্ষণের গতি না হইলে তাহাকে অসম্ভব বলে। কোনও অলক্ষে লক্ষণের গতি হইলে তাহাকে অতিব্যাপ্তি বলাযায়। জল দুইপ্রকার, নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ জল নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত জন্য জল অনিত্য। অনিত্য জল তিনভাগে বিভক্ত শরীর, ইন্দ্রিয় ও

বিষয়। জলীয় শরীর বরুণ লোকে প্রসিদ্ধ। যাহাদ্বারা রসের উপলব্ধি হয়। জিহ্বার অগ্রে অবস্থিত সেই রসন রূপ ইন্দ্রিয় জলের অর্থাৎ জল হইতে উৎপন্ন। এতদ্ভিন্ন সরিৎ সমুদ্রাদি সমস্ত জলকেই বিষয় বলা যাইতে পারে। প্রস্তরাদিতে শীতস্পর্শ জ্ঞান হইয়া থাকে কিন্তু উহা প্রস্তরের স্পর্শ নহে জলের সম্বন্ধেই ঐরূপ প্রতীতি হয়। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ, গুরুত্ব, রূপ, রস, ও স্নেহ এই চতুর্দ্দশটী গুণ আছে।

মূল। উষ্ণস্পর্শবত্তেজঃ, তদ্ দ্বিবিধং নিত্যমনিত্যঞ্চ; নিত্যং পরমাণুরূপং, অনিত্যং কার্য্যরূপং। পুনঃ ত্রিবিধং শরীরেন্দ্রিয়বিষয় ভেদাৎ, শরীরমাদিত্যলোকে, ইন্দ্রিরং রূপগ্রাহকং, চক্ষুঃ কৃষ্ণতারাগ্রবর্ত্তি। বিষয়শ্চতুর্ব্বিধঃ, ভৌম দিব্যৌদর্য্যাকরজভেদাৎ, ভৌমং বহ্ন্যাদিকং, অবিন্ধনং দিব্যং বিদ্যুতাদি। ভুক্তান্দপরিমাণহেতু রৌদর্য্যং। আকরজঃ সুবর্ণাদি।

অনুবাদ। "উষ্ণস্পর্শবত্ত্বং তেজস্ত্বং", উষ্ণস্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যকে তেজঃবলে, এস্থানেও উৎপত্তিক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় বলিয়া "উষ্ণস্পর্শসমানাধিকরণ দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বং" এইরূপ বুঝিতে হইবে। জলাদিতে উষ্ণস্পর্শ প্রতীতি, তেজঃ সম্বন্ধেই হইয়াথাকে, উহা জলাদির স্বকীয় নহে। পূর্ব্বেরন্যায় তেজঃ দ্বিবিধ নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ তেজঃ নিত্য, তদ্ভিন্নসমস্তজন্য তেজঃ অনিত্য। অনিত্য তেজঃ তিনভাগে বিভক্ত, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। তৈজসশরীর আদিত্য লোকে প্রসিদ্ধ। রূপজ্ঞানের কারণ, কৃষ্ণতারার অগ্রে অর্থাৎ নেত্রের মনির উপরিভাগে অবস্থিত, চক্ষুঃ স্বরূপ ইন্দ্রিয় তৈজস। বিষয়, চারিপ্রকার, ভৌম, দিব্য, ঔদর্য্য ও আকরজ। বহ্ন্যাদি ভৌমতেজঃ। অপ অর্থাৎ জলই যাহার ইন্ধন্ কাষ্ঠরূপ উৎপাতক, তাহাকে দিব্য তেজ বলে, যেমন বিদ্যুৎ, বাড়ুবানল ইত্যাদি। যাহাদ্বারা ভুক্ত পিত অনুপানাদির পরিণামহয় তাহাকে (পেটের আগুনকে) ঔদর্য্যতেজঃ বলে। আকর হইতে উৎপন্ন সুবর্ণ রজতাদিকে আকরজতেজ বলে। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব অপরত্ব রূপ, বেগও অসাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, এই একাদশটীগুণ তেজ দ্রব্যে আছে।

মন্তব্য। সুবর্ণ, তৈজস পদার্থ গুলিন আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হয়, তেজোদ্রব্যে, শুক্লত্ব বাপীত্যাদি গুণ নাই, কিন্তু সুবর্ণাদিতে উহা বহুলপরিমাণে বিদ্যামান রহিয়াছে, তথাপি সুবর্ণাদিকে তৈজস বলা হইতেছে। শ্রাদ্ধমন্ত্র প্রয়োগকালে "তৈজসাধার" ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতেছে; অত্যন্ত বহ্নিসংযোগেও সুবর্ণাদির দ্রব উচ্ছন্ন হয় না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ ইহাকে তৈজস বলিয়াছেন। যন্ত্রাদি নাই, দেখাইয়া দিবার শক্তি নাই কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া ইহার খণ্ডনমণ্ডন করা, এবং অস্ত্র শস্ত্রবিহীন দুর্ব্বলের যুদ্ধ করা উভয়ই তুল্য; কেবল বাগ্‌জালের দ্বারা জড়তত্ত্বের নিরূপণ হয় না। বাগ্‌জালগুলিতে সুমধুর, সভাজয়ের অমোঘ অস্ত্র, কিন্তু, পদার্থ নিরূপণ স্বতন্ত্র বস্তু। আমার বিবেচনায় ঐরূপ খণ্ডনমণ্ডনে বৃথাকালক্ষেপ না করাই উচিত।

মূল। রূপ রহিতঃ স্পর্শবান্ বায়ু। সদ্বিবিধঃ নিত্যঃ, অনিত্যশ্চ, নিত্যঃ পরামাণুরূপঃ, অনিত্যঃ কার্য্যরূপঃ। পুনস্ত্রিবিধঃ শরীরেন্দ্রিয় বিষয় ভেদাৎ। শরীরং বায়ুলোকে, ইন্দ্রিয়ং স্পর্শগ্রাহকং ত্বক্ সর্ব্ব শরীর বর্ত্তি। বিষয়ো বৃক্ষাদি কম্পন হেতুঃ। শরীরান্তঃ সঞ্চারী বায়ুঃ প্রাণঃ, সএকোহপ্যুপাধিভেদাৎ প্রাণাপানাদি সংজ্ঞাং লভতে।

অনুবাদ। "রূপরহিতত্বেসতি স্পর্শবত্ত্বং বায়ুত্বং" রূপ রহিতত্ব আকাশাদিতেও আছে এই জন্য স্পর্শবত্ত বলা হইয়াছে, তদ্রূপ স্পর্শবত্ত্ব পৃথিব্যাদিত্রয়েও আছে এজন্য রূপ রহিতত্ব বলা হইয়াছে। বায়ু দুই প্রকার নিত্য ও অনিত্য। পরমাণু স্বরূপ বায়ু নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত কার্য্য বায়ু অনিত্য। সেই কার্য্য বায়ু তিন ভাগে বিভক্ত, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়; বায়বীয় শরীর বায়ুলোকে শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। সমস্ত শরীরে বর্ত্তমান স্পর্শ জ্ঞানের অসাধারণ কারণ ত্বক্‌রূপ ইন্দ্রিয় বায়বীয়। এতদ্ভিন্ন বৃক্ষাদির কম্পনের কারণ প্রভৃতি সমস্ত বায়ুকে বিষয় বলা যায়। শরীর মধ্যে বিচরণশীল উক্ত বায়ুকে প্রাণ বা আধ্যাত্মিক বায়ু বলে। উক্ত প্রাণ এক হইলেও উপাধি অর্থাৎ স্থান বৃত্তি প্রভৃতি নিমিত্ত ভেদে, প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যানরূপে অভিহিত হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের কারণ, নাসাগ্র বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক বায়ুকে প্রাণ বলে। অধোদেশে বর্ত্তমান বিরেকাদির কারণকে অপান বলে। ঊর্দ্ধদেশে গমনশীল, বমনাদির কারণ বায়ুকে উদান বলে। যে বায়ু দ্বারা উক্ত অন্নাদি পাকযন্ত্রে নীত হইয়া রস রুধিরাদিরূপে পরিণত হয় তাহাকে সমান বলে। এতদ্ভিন্ন সমস্ত শরীর বৃত্তি বায়ুকে ব্যান বলে। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, স যোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, ও বেগাখ্য সংস্কার অর্থাৎ স্বাভাবিক বেগ এই কএকটী গুণ বায়ুতে আছে।

মন্তব্য। প্রাচীন নৈয়ায়িক মতে বায়ুর প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহারা বহিরিন্দ্রিয় জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের প্রতি স্পর্শকে কারণ বলেন, অর্থাৎ যে যে দ্রব্যের স্পর্শ আছে। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়; সুতরাং ক্ষিতি, জল, তেজঃ, ও বায়ু এই চারিটীই প্রত্যক্ষ। নব্যমতে বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু অনুমিতি হয়, বহিরিন্দ্রিয় জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ কারণ, বায়ুতে রূপ নাই, সুতরাং প্রত্যক্ষ হইবে না।

মূল। শব্দগুণমাকাশং তচ্চৈকং বিভু নিত্যঞ্চ।

অনুবাদ। "শব্দগুণকত্বমাকাশত্বম্" যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে শব্দগুণ থাকে তাহাকে আকাশ বলে। সেই আকাশ একটী, উহার ভেদে কোনও প্রমাণ নাই, তবে ঔপাধিক ভেদ হইতে পারে, যেমন ঘটাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদি। উহাতে ঘট পটাদি উপাধিরই যথার্থ ভেদ থাকে, আকাশের তাদৃশ ভেদ থাকে না। সর্ব্বত্রই শব্দের উপলব্ধি হইতে পারে সুতরাং আকাশ বিভু "সর্ব্বমূর্ত্তমং যোগিত্বং বিভুত্বং যে দ্রব্য সকল মূর্ত্ত অর্থাৎ অপকৃষ্ট পরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্য সংযোগি, তাহাকে বিভু বলে, যেমন আকাশ, আত্মা, কাল ও দিক্। আকাশের উৎপত্তি বিনাশ নাই, সুতরাং নিরবয়ব নিত্য। শব্দ, আকাশের অসাধারণ গুণ, অর্থাৎ ঐ গুণ অন্য কোন দ্রব্যে নাই, ইহা ভিন্ন আকাশে সাধারণ কএকটী গুণ আছে যথা সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ।

ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মণের দুর্গতি।

(১)

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের অপমান নূতন নহে। জৈন এবং বৌদ্ধ দিগের সময় হইতে ব্রাহ্মণ গালি খাইয়া আসিতেছেন। নূতন ধর্ম্ম প্রচারক নিজ কল্পিত নব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিতে যাইয়া ব্রাহ্মণগণকে দুর্জ্জয় অবরোধ স্বরূপ দেখিতে পাইলেন; যুক্তি, তর্ক, প্রলোভনের দ্বারা যাহা পারিলেন না, ব্রাহ্মণের অপমান করিয়া সেইটুকু সারিয়া লইবার চেষ্টায় রহিলেন। তাঁহারা এক হস্তে নিজধর্ম্ম মন্ত্র, অপর হস্তে ব্রাহ্মণের প্রতি গালিমন্ত্র লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন। কিন্তু যখন নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষা নূতন ভাবে য়ুরোপ খণ্ডকে আলোড়িত করিয়া, তরঙ্গের

উপর তরঙ্গায়িত হইয়া ভারত বক্ষে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল, যখন রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারের নূতন প্রথা বঙ্গে প্রচলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন' তখন হইতেই ব্রাহ্মণের প্রকৃত অপমান এবং দুর্গতি আরম্ভ হইল। মুষলমানও খৃষ্টান ব্রাহ্মণকে গালি দেয় তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায়, পরন্তু হিন্দু যাঁহাদের জন্য হিন্দু, যাঁহাদের জন্য জগতের কাছে সম্মানিত, যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের মেরুদণ্ডস্বরূপ, হিন্দু হইয়া সেই ত্রিভুবন সম্মানিত জাতিকে কেমন করিয়া হতাদর করে তাহা বুঝি না। এখন হিন্দুকে গালি দেওয়া, ব্রাহ্মণের অপমান করা, শিক্ষিত যুবকের কাছে বড়ই বাহাদুরীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। নীচ গর্দ্দভও পাশবদ্ধ সিংহকে পদাঘাত করিতেছে।

আমরা স্বীকার করি যে ইদানীং ব্রাহ্মণগণের বিশেষ অবনতি হইয়াছে ; আদর্শ মনুষ্য পশুরহীন হইয়াছেন। মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা তোষামোদ, অর্থলিপ্সা, কদাহার, কদাচার, ব্রাহ্মণের অঙ্গভূষণ হইয়াছে। যাহা কিছু অপবিত্র যাহাকিছু ঘৃণ্য, যাহা কিছু হুঙ্কারজনক সকলই ব্রাহ্মণ আগুলিয়া গিয়া আলিঙ্গন করেন। কিন্তু তোমরাই বা কে কেমন ? স্বাধীনতার প্রহরী, দেশের অভিভাবক সর্ব্বশাস্তা ক্ষত্রিয় তুমি কেমন ? রাজলক্ষ্মীর ভাণ্ডারী, বাণিজ্যের অধিকারী সত্যবাদী বৈশ্য, তাঁহারা কে কেমন ? দর্শনপুরাণের সেবক, ধর্ম্মজীবন কায়স্থ তাঁহাদের অবস্থা কেমন ? বুকে হাত দিয়া, ঈশ্বর স্মরণ করিয়া, সকলে একবার ধীরভাবে বলুন দেখি আপনারা কি ছিলেন, এখন কি হইয়াছেন। জগতের সমক্ষে নিজকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে কি লজ্জা বোধ হয় না ! আমরা যে সার্ব্বভৌম সম্রাট ছিলাম, সকল জাতির অন্নদাতা, জ্ঞান বিজ্ঞানদাতা ছিলাম, আমাদের গৌরবে সকল দেশ গৌরবান্বিত হইত, আমাদের মহত্ত্বে মনুষ্য নাম ধন্য হইয়াছিল, রাজ্যেশ্বর হইয়া বিশ্বপূজ্য স্থান অধিকার করিয়াছিলাম ; আর এখন রাজ্যশূন্য, গৃহশূন্য, বুদ্ধিহীন' তেজোহীন হইয়া পথে পথে কাঙ্গাল অনাথের ন্যায় অনাহারে, কদাচারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এ সময়ে, এমন দুর্দ্দিনে কি নিজেদের মধ্যে গালাগালি, মারামারী করা ভাল দেখায় !

হিন্দু সমাজের যেমন শৃঙ্খলা তাহাতে কেবল ব্রাহ্মণেরই অবনতি হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ স্বাধীন ভাবে জগৎ পূজ্য হয় নাই ; ক্ষত্রিয় রাজা দেশ রক্ষা করিয়াছেন, ধর্ম্মের সেবা করিয়াছেন, ভক্তিমানকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন, তাই প্রজাপুঞ্জেও ব্রাহ্মণকে মাথায় তুলিয়াছে। বৈশ্যগণ অর্থের দ্বারা. ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ব্রাহ্মণের বৃত্তি রক্ষা করিয়াছেন তাই ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিয়াছিলেন। কায়স্থ এবং শূদ্র সেবার এবং শুশ্রূষায় ব্রাহ্মণের সকল চিন্তার অবসান করিতেন, তাই ব্রাহ্মণ আদর্শ মনুষ্য হইয়াছিলেন। এখন সে সাধুসেবা, শাস্ত্রালোচনা, যাগযজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ভক্তি আছে কি ? জমীদার সাহেব ভোজন করান, মেম লইয়া নৃত্য করেন, শিক্ষিত যুবক ইংরাজের অনুকরণ করেন, জাতি ধর্ম্ম ত্যাগ করেন ; ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখিবার জন্য, জাতীয়ত্ব-মনুষ্যত্ব অটুট রাখিবার জন্য কেহ কি চেষ্টা করে ? যাহারা ব্রাহ্মণের অবলম্বন, যাহারা তাঁহার অন্ধের যষ্টি, তাহারাই যদি বিচলিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের দাঁড়াইবার ত স্থান নাই। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তোমার দেওয়া দুই মুষ্টি অন্নে উদরপূর্ত্তি করিয়া, তপোমার্জ্জিত-মস্তিষ্ক-প্রতিভাত অমূল্য তত্ত্বনিধি তোমাকে ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন, তোমার ভবব্যাধি দূর হইবে, তুমি সদানন্দে বিরাজ করিবে। কিন্তু তুমি ইংরাজী শিখিয়াছ, সভ্য হইয়াছ, স্বাধীন চেষ্টার মর্ম্ম বুঝিয়াছ, তাই মন্দগতি, শিখাধারী

...ণ দেখিলে হাসিয়া উঠ ; তাই দুই প্রহ... রৌদ্রক্লান্ত, পথশ্রান্ত, অভুক্ত, কাঙ্গাল ...ণ দেখিলে দরবান দিয়া হাঁকাইয়া দেও। ... দেখি ব্রাহ্মণের পাপ প্রবৃত্তির মুলে তোমার ...যগুতা আছে কি না ? যে তোমার একমুষ্টি ...ক্ষার জন্য, একখানি বস্ত্রের জন্য সংসারের ...শা আকাঙ্খা ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্য দুঃখ ...লিঙ্গন করিয়াছে, তাহার ক্ষুধার সময়ে, ...হার তৃষ্ণার সময়ে, তাহাকে ইতর জন্তুর ...য় তুমি গৃহদ্বার হইতে বাহির করিয়া দেও. ...পাচরণের নিমিত্ত যদি সেই ব্রাহ্মণ নিরয়গামী ..., তাহা হইলে তোমার জন্য অসিপত্র বনের ...হারৌরবের ব্যবস্থা করা ঠিক কি না ? ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশের মূল ব্রাহ্মণ নহে, হিন্দু সমাজ।

তত্রাচ এখনও যাহা আছে, ব্রাহ্মণ এখনও ...যে সরলতার, মহত্ত্বের, অগাধ বুদ্ধি মত্তার ...পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা কয়জনের আছে ? ...ণষ্ট গৌরব হিন্দুর শাস্ত্ররাশি বুকের ভিতর করিয়া কে রাখিয়াছে ? পারিপার্শ্বিক ...সুখ ঐশ্বর্য্য বিলাস বিভ্রম কে তুচ্ছ করিয়া, দুঃখে কষ্টে এখনও ছাত্রগণকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া কে শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছে, এমন ত্যাগ, এমন সহিষ্ণুতার পরিচয় আর কে দিয়াছে ? নব্য যুবক শিক্ষিত হইলেন, পাশ্চাত্য বিদ্যাদ্যুতিতে তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃৎকন্দর আলোকিত হইল, সভ্যতার কষ্টিপাথরে তাঁহার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইল, তিনি দেশের ব্যবহার ছাড়িলেন, আচার ছাড়িলেন, পরিচ্ছদ ফেলিলেন—ভাষা ভুলিলেন ; ইংরাজী ভাবে দেশের লোককে গালিদিতে লাগিলেন—বাবু নাম ঘুচাইলেন। ব্যারীষ্টার হইয়া অর্থরাশি উপার্জ্জন করিলেন, দ্বারে দরবান বসিল, গরীব দুঃখীর পথবন্ধ হইল. ব্রাহ্মণ বিমুখ হইল, বারবিলাসিনীর পথ পরিস্কার হইল, পাশবাচারের পরাকাষ্ঠা হইল। পুরাতনে, নূতনে এই পার্থক্য ; "নূতন" এই বৈধম্য লইয়া পুরাতনকে গালি দিতেছেন। আমরা বলি, দোষ সত্ত্বেও পুরাতন এখনও ভক্তির পাত্র, যাহা কিছু মনুষ্যত্ব তাঁহাদের মাঝেই আছে বরং ইংরাজী শিক্ষিত "নূতন" ভারতবর্ষে সয়তানের রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। মদের সাহায্যে অনেকেই আবকারীর অবতার হইয়াছেন।

তর্কের খাতিরে অনেকেই বলিবেন যে যেমন তুষার রাশিতে মসীবিন্দু পড়িলে সকলেরই উহা দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি ব্রাহ্মণচরিত্রে সামান্য দোষের রেখা দেখাদিলে সাধারণের উগ্র আলোচ্য হইয়া পড়ে। আমরাও সর্ব্বতোভাবে এই মতের অনুমোদন করি। কারণ আমাদের বিশ্বাস যে ব্রাহ্মণচরিত্র হিন্দু সমাজের মুকুর স্বরূপ, কাজেই ব্রাহ্মণচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিলে সমাজের সকলের সেই দিগেই দৃষ্টি পড়িবে। কিন্তু ইহার মধ্যে আরও একটী কথা আছে। ব্রাহ্মণ যেমন হিন্দু সমাজের মুখ পাত্র, হিন্দু সমাজও মেননি ব্রাহ্মণের অন্নবস্ত্রদাতা। পেটে না খাইতে পাইলে অগত্যা ব্রাহ্মণগণকে নানা উঞ্ছবৃত্তিতে জীবন ধারণ করিতে হয়। পূর্ব্বে যে সকল স্থানে টোল চতুস্পাটীতে পরিপূর্ণছিল, অধ্যাপক ব্রাহ্মণের, শাস্ত্রচর্চ্চায় যে সকল গ্রাম তীর্থক্ষেত্র হইতে পবিত্র বোধ হইতে, এখন সাহার্য্যাভাবে, অন্নাভাবে তথায় শৃগাল কুক্কুরের বিচরণ স্থান হইয়াছে। বৃত্তিহীন হইয়া, ব্যবসায়শূন্য হইয়া ব্রাহ্মণ যদি এখন একটু ইতরতার পরিচয় দিয়া থাকেন, দুই এক পয়সার জন্য যদি একটু প্রবঞ্চনার, একটু বালকত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে একেবারে ভারত অশুদ্ধ হইল এমন নহে। গৃহস্থের বাটীতে শ্রাদ্ধ শান্তিতে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে যেমন ভক্তি ও শ্রদ্ধা হইত, এখন রাজা মহারাজের বাটীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় কাঙ্গালী বিদায়ের অপেক্ষা হীনব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং

ব্রাহ্মণ যে একটু নীচ হইয়া পড়িবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

যাঁহারা এখন সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন, হিন্দুর দেশকে হিন্দুয়ানীযুক্ত রাখিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহারা বৃথা গালিগালাজ ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণকে অন্যায় আক্রমণ না করিয়া, যদি অভিনিবিষ্ট হইয়া দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া লুব্ধ দরিদ্র ব্রাহ্মণের অবস্থার উৎকর্ষ করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল, এবং ধর্ম্মের মঙ্গল সাধন করা হইবে। ব্রাহ্মণ হিন্দুর সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের নেতা, হিন্দু ব্রাহ্মণ শূন্য হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তবেই ব্রাহ্মণকে পুরাতন আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে হিন্দুয়ানী বজায় থাকিবে। চতুর ইংরাজ পাদরীগণ এ কথা বেশ বুঝেন তাই তাঁহাদের যত রোষ ব্রাহ্মণের উপর। অগাধ বুদ্ধি রাজা ইংরাজও জানেন যে ব্রাহ্মণ যেমন ধর্ম্মের অবলম্বন, রাজনৈতিক সমাবেশের কেন্দ্রস্থলও ব্রাহ্মণ, তাই শিক্ষার দ্বারায়, উপায়ে অপায়ে ব্রাহ্মণ ভক্তি দেশ হইতে দূর করিতেছেন—দেশের বিশৃঙ্খলা হইলে বিদেশী রাজার মঙ্গল। সুতরাং প্রকৃত দেশহিতচিকীর্ষুর সাবধানের সহিত কার্য্য করা উচিত, পরিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র উন্নত করা যায়। তাহারই উপায় দেখা উচিত।

স্বর্গীয় মহাত্মা পূর্ণানন্দ স্বামী।

যোগবিদ্যা বলে সাধকের যে অলৌকিক ক্ষমতা আয়ত্তাধীন হয় ইহা অনেক আর্য্যসন্তান মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে সকল শিক্ষিত যুবকের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না ও শুনিয়াও শোনেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে বুঝান একপ্রকার অসম্ভব বলি বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আর্য্যভূমি ভার বর্ষের অত্যাশ্চর্য্য যোগবিদ্যার গূঢ় মর্ম্ম উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পণ্ডিতেরা আজও অবগত হইতে পারে নাই। মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ধরণীগ হইতে সাধক যোগীকে কুম্ভকাবস্থায় পাও গিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেখা গিয়াছে ঐ সকল যোগী কি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক কোন বিদ্যা বলে শত সহস্র বৎসর মৃত্যুকে জ করিয়া অতুল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছে ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশীয় শারীরতত্ত্ব পণ্ডিতগণ ইহার মীমাংসা বিন্দু বিসর্গও করি পারেন নাই। প্রাণারাম, কুম্ভক ও ষটচক্র ভেদ আজকালের শিক্ষিত যুবকের পক্ষে একটা কিম্ভূত কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিন্তু এই যোগবিদ্যা ভিন্ন তুরীয় ব্রহ্মে তন্ময় ও লীন হইবার অন্য উপায় নাই ইহা আর্য্যঋষিগণ সম্যক্ বিদিত ছিলেন তাঁহারা জানিতেন না যে উনবিংশ শতাব্দী ব্রহ্মকে পাইবার অতি সহজ উপায় আবি স্কৃত হইবে। নিজ অবসর মত সপ্তাহান্তে একবার হারমোনিয়ম সংযোগে ও রমণীকণ্ঠ বিনিস্বত সুমধুর সঙ্গীত সাহায্যে ক্ষণিক নেত্র নিমীলিত করিয়া দশদিক অন্ধকার দেখিলেই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে ইহাও তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। যোগ বিদ্যা বলে সাধকের যে সকল অমানুষীক শক্তি উপলব্ধি হয় তাহা পবিত্র কাশীক্ষেত্রের ৺ ত্রৈলঙ্গী স্বামীর দৃষ্টান্ত বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এখনও যদি কাহার মনে সন্দেহ থাকে সামান্য কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান করিলে সন্দেহ নিরসন হইবে।

কুরুক্ষেত্র তীর্থের ৺ পূর্ণানন্দ স্বামীর নাম বোধ হয় অনেকে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি যে

জন প্রকৃত মহাপুরুষ ছিলেন, ইহাতে অনুত্র সংশয় নাই। বহুকষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার বনির যে সকল ঘটনা অবগত হইয়াছি, অদ্য হা পাঠকবর্গের সম্মুখে অর্পণ করিলাম। দি তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতায় কাহারও মনে বিশ্বাস না হয়, কুরুক্ষেত্র তীর্থে কোন কে লিখিলেই কিম্বা কুরুক্ষেত্র বাসীগণের কট প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই সন্দেহ রাকরণ হইবে, দৃঢ় বিশ্বাসও জন্মিবে।

৺ পূর্ণানন্দ স্বামীর জন্মবৃত্তান্ত এ প্রদেশে বিদিত ছিল না। এই মাত্র জানা যায় যে নি পূর্ব্ববঙ্গদেশের একজন অতুল ঐশ্বর্য্যশালী মীদার ছিলেন। ইহাঁরা দুই সহোদর। পূর্ণানন্দ স্বামীর বাল্যকাল হইতেই মনে বৈরাগ্যের অঙ্কুর হইয়াছিল, ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি কলই ঘৃণাচক্ষে দেখিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার এই সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল বং অনতিবিলম্বেই তিনি বিষয় কার্য্যের ভার জ কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর অর্পণ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। ইনি প্রথমে কাশ্মীর দেশে, ইনি বহুকাল বাস করিয়াছিলেন ও গুরুর প্রসাদে যোগবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতাও লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা লোক পরম্পরায় তদানীন্তন কাশ্মীরাধিপতির কর্ণগোচর হইল। মহারাজা স্বামীজির সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতেন। অবশেষে লোভ পরবশ হইয়া তিনি তাঁহার নিকট কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিবার জন্য সর্ব্বদা অনুরোধ করিতেন। স্বামীজি প্রথমে বিরক্তি ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু অর্থলোলুপ মহারাজা যখন কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না, তখন তিনি কাশ্মীর দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্র তীর্থে আগমন করিলেন। প্রথমে তিনি কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত বনমধ্যে নিজে কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক একটী সামান্য পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কুটীর অধিকদিন স্থায়ী হইল না, দুই এক বর্ষায় তাহার চিহ্ন মাত্রও রহিল না। তদবধি তিনি পুনরায় কুটীর নির্ম্মাণের জন্য কোন অবস্থা প্রদর্শন করেন নাই, এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানও কোথাও ছিল না। পঞ্জাবের পৌষ ও মাঘ মাসের দুরন্ত শীতে তিনি অনাবৃত হইয়া তরুতলে শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইতেন, শিশিরে শরীর আর্দ্র হইয়া যাইত, কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে দিবা দুই প্রহরের সময় তিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ বালুকাকণার উপর ৪। ৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিতেন। এরূপ অবস্থাতে তাঁহার মুখমণ্ডলে কষ্ট ব্যঞ্জক অথবা বিরক্তি জনক কোন চিহ্নই কেহ দেখিতে পাইত না। এরূপ শয্যায় শয়ান হইয়াও তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিতেন। সে হাস্যের গূঢ়মর্ম্ম কে অবগত হইতে পারে। ক্ষণ ভঙ্গুর অবিদ্যা নিয়ন্ত্রিত বাহ্যজগতের ছায়া পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইত না। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না।

আহারাদি সম্বন্ধে স্বামীজির বিশেষ নিয়ম ছিল। তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত লবণ ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জনৈক ভক্ত প্রত্যহ নূতন মৃৎপাত্রে তাঁহার জন্য তণ্ডুল ও দাউল সিদ্ধ করিয়া রাখিতেন। আহারের সময় হইলে তিনি ঐ গুলিকে মৃত্তিকা উপরি ঢালিয়া ভোজন করিতেন, কোনরূপ পাত্রাদি ব্যবহার করিতেন না। স্বামীজি পূর্ব্বে সকলের সহিত কথা কহিতেন, কিন্তু কয়েক বৎসরাবধি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। সঙ্গীত বিদ্যায় ইনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাহার ভক্তিরস পূর্ণ সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে সকলে বিমোহিত হইয়া শুনিত। কখন কখন " কুরুক্ষেত্রে আর থাকা হবে না " বলিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য

গাড়ীভাড়া করিতেন, কিন্তু গাড়ীর উপর উঠিয়াই "কুরুক্ষেত্র ছেড়ে যাব কোথা" বলিয়া পলাইয়া যাইতেন।

একদা নাভা প্রদেশের মহারাজা তীর্থদর্শনোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজির মনোভাব সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিবার জন্য একটী রৌপ্যপাত্রে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা সাজাইয়া তাঁহাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীজি কোন কথা না কহিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যখন মহারাজ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না, তখন তিনি সেখান হইতে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন এবং মহারাজাও তাঁহার পথনুসরণ করিতেছেন দেখিয়া পথপার্শ্ব হইতে পুরীষরাশি লইয়া মুদ্রাপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিলেন ও মহারাজার প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলেন। রাজা বাহাদুর বেগতিক দেখিয়া মুদ্রাগুলি লইয়া তথা হইতে বেগে পলায়ন করিলেন। কুরুক্ষেত্রে ৺ কালী মন্দিরে জনৈক বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী আছেন। তিনি স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব ও ক্রোধরিপুর বশবর্ত্তী। একদা স্বামীজি বেড়াইতে বেড়াইতে মন্দিরে উপনীত হইলেন, এবং ব্রহ্মচারী কালীমূর্ত্তি পূজা করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন "এ সব পাথর পূজা করিয়া মরিতেছ কেন?" স্বামীজির এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী ক্রোধে আরক্ত নয়ন হইয়া কহিলেন "তুমি কি এ সব কিছুই কর নাই? একেবারে সিদ্ধ পুরুষ হইয়া উঠিয়াছ?" তখন স্বামীজি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "তুমি রাগ করিতেছ কেন, আমি তোমাকে মূর্ত্তিপূজা করিতে বারণ করি নাই, কেবল মাত্র তোমার পরীক্ষা করিতে ছিলাম।"

উক্ত কালী মন্দিরে একটী প্রতিষ্ঠিত কূপ আছে। ঐ কূপটী চতুঃপার্শ্বে গোলাকার প্রাচীরে বেষ্টিত, এবং ঐ প্রাচীরের বহির্ভাগ সুদৃশ্যরূপে চিত্রিত ও রঞ্জিত। স্বামীজি একদা ঐ স্থানটী জনবাহুল্য দেখিয়া গোময় দ্বা একমনে চিত্রিত স্থানের উপরি লেপন করি আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে মন্দিরাভ্য হইতে ব্রহ্মচারী বাহির্গত হইয়া সকল ব্যাপ দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তিনি ক্রো কম্পিত কলেবর হইয়া স্বামীজিকে যৎপরো নাস্তি ভৎসনা করিতে আরম্ভ করিলে স্বামীজি ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন "গোম লেপন যদি তোমার মনোমত না হই থাকে কল্য প্রাতে সরস্বতী (নদী প্র গোময় চিহ্ন ধৌত ও পরিষ্কার করি যাইবেন।" স্বামীজির এই কথা শুনিয়া ব্রহ্ম চারী অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুন রায় ভৎসনা করিয়া বিদায় করিয়া; মন্দি প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মচারী অতি প্রত্যু শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন মন্দিরের চতুর্দ্দিক জলে প্লাবিত হইয়া রহিয়াছে কূপের প্রাচীর যত উচ্চ তত গভীর জল সর্ব্বত্র থই থই করিতেছে। রাত্রিকালে একবি ও বৃষ্টিপতন হয় নাই। এই জলরাশি যুগপ কোথা হইতে সমুদ্ভূত হইল ভাবিয়া ব্রহ্মচারী আকুল হইলেন। অবশেষে স্বামীজির সহি পূর্ব্বদিনে যে বিবাদ হইয়াছিল, তাঁহার স্মৃতি পথে আবির্ভূত হইল। তখন তিনি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, জলস্রোত সরস্বতী নদী অভিমুখেই প্রবাহিত হইতেছে! এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে সরস্বতী নদী কুরুক্ষেত্র হইতে এক মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী এবং ঐ নদীতে গ্রীষ্ম ও শীতকালে অতি সামান্য মাত্র জল স্রোত থাকে। কুরুক্ষেত্র বাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতা এই অভিনব দৃশ্য দেখিবার জন্য সমাগত হইলেন এবং সকলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, সরস্বতী নদীর জল কুরুক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে কেহ কখন দেখেন নাই। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে ব্রহ্মচারী কূপের

প্রাচীরে গোময় লেপনের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না।

মধ্যে মধ্যে স্বামীজির মনে অভিনব ভাবের উদয় হইত। কখন কখন তিনি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মসজিদে গিয়া উপাসনা করিবার উচ্চ বেদীতে আরূঢ় হইয়া, কর্ণ বিবর দ্বয়ে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া উচ্চৈস্বরে "আজান" দিতেন এবং কখনও বা নেমাজ পাঠ করিতেন। হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী মুসলমানগণ কখন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মসজিদের ভিতর প্রবেশ করিতে নিষেধ করে নাই। স্বামীজি নেমাজ পাঠান্তে কখন কখন মসজিদের ভিতর সকলের সমক্ষে মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া আসিতেন। স্বামীজির ঈদৃশ আচরণে মুসলমানেরা অবমাননা বোধ করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি কেহ কখন রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করে নাই। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহারা অভ্যর্থনা ও সমাদর করিত।

স্বামীজি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘকায় ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত যে তিনি একজন প্রকৃত ঐশ্চর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যে তাঁহার মস্তকের কেশাগ্র হইতে পাদ পর্য্যন্ত ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ। তাঁহাকে দেখিলে দর্শকের মনে অভিনব ভাবের উদয় হইত, হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইত। তাঁহার শান্তিময় বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে পাষণ্ডের হৃদয়ে ক্ষণিক কালের নিমিত্ত ও বৈরাগ্য সঞ্চার হইত। স্বামীজি প্রত্যহ প্রাতঃকালে মস্তক মুণ্ডন করাইতেন। কোনরূপ পরিধান বস্ত্রে তাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদিত থাকিত না, সর্ব্বদাই উলঙ্গ থাকিতেন, এমন কি কোপীন পর্য্যন্তও গ্রহণ করিতেন না। নিজ শরীরের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন ছিল না। বর্ষাকালে বনে বনে বিচরণ করিয়া তাঁহার পদতলে কতকগুলি ক্ষত হইয়াছিল এবং কোন প্রতীকার না করাতে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আশ্রয় করিয়াছিল। তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহার কষ্ট দেখিতে না পারিয়া কুরুক্ষেত্রের জনৈক ডাক্তারকে ডাকাইয়া বল পূর্ব্বক তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করাইল। ডাক্তার অতীব যত্ন সহকারে প্রত্যহ ক্ষতগুলি ধৌত করিয়া, যন্ত্র সাহায্যে কীটগুলি বাহির করিয়া ঔষধ লেপন পূর্ব্বক পটী বাঁধিয়া চলিয়া যাইত। ডাক্তার এইরূপ চিকিৎসা তিনচারি মাস পর্য্যন্ত করিলেন কিন্তু ক্ষতগুলি কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত ও হতাশ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। স্বামীজির ভক্তবৃন্দ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন যে ডাক্তার ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই তিনি ক্ষত স্থানের পটী খুলিয়া ঔষধ ধুইয়া ফেলিতেন এবং নির্ব্বাসিত কীটগুলি পুনরায় ক্ষতস্থানে সন্নিবেশিত করিতেন। তখন ক্ষত আরোগ্য না হইবার কারণ বিদিত হইয়া ডাক্তার বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে স্বামীজির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সকলে তাঁহাকে যথাসাধ্য বুঝাইলেন যে এরূপ পাগলাম করিলে ক্ষত কিছুতেই আরোগ্য হইবে না। স্বামীজি তখন হাসিয়া বলিলেন যে "কই? আমার পায়েত ক্ষত নাই, তোমরা অনর্থক কেন কষ্ট স্বীকার করিতেছ।" স্বামীজির এই কথা শুনিয়া উপহাস মনে করিয়া সকলে পুনরায় তাঁহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু স্বামীজি যখন পদতল উত্তোলন করিয়া সকলকে দেখাইলেন, তখন দর্শকবৃন্দ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সকলেই দেখিলেন যে পদতলে কিছুমাত্র ক্ষত নাই ও পূর্ব্বে যে কোনরূপ ক্ষত হইয়াছিল এমত চিহ্ন ও কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না।

স্বামীজি মধ্যে মধ্যে কুরুক্ষেত্রের অদূরবর্ত্তী বনমধ্যে সমাধি করিতেন। পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া তিনি ৩। ৪ দিবস

পর্য্যন্ত একাসনে ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিবার জন্য কুরুক্ষেত্র বাসীগণ তাঁহার নিকটে আসিত। কখন কখন সমাধি অবস্থার করাল কৃতান্তোপম সুদীর্ঘ ভুজঙ্গ (কেউটে) তাঁহার পৃষ্ঠদেশে দংষ্ট্রা বিদ্ধ হইয়া মৃতাবস্থায় লম্বমান রহিয়াছে দেখিয়া ভয়ে আকুল হইত। কেহ কেহ মৃত সর্পকে অতি সাবধানে স্বামীজির পৃষ্ঠদেশ হইতে উন্মোচন করিয়া দিত। ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সর্প দংষ্ট্রা হইয়াও স্বামীজির স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হওয়া দূরে থাকুক, কখন সমাধি ভঙ্গ হয় নাই।

আমার জনৈক বন্ধু স্বামীজির দর্শনাভিলাষে কুরুক্ষেত্র তীর্থ গমন করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে দেখিবার জন্য সকল স্থানে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলেন কিন্তু মনোরথ সিদ্ধির কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। একেবারে হতাশ না হইয়া কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত বনমধ্যে তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সন্ধান না পাইয়া তাঁহার দর্শনাসা পরিত্যাগ করিয়া ভগ্ন মনোরথ হইয়া দুঃখিত অন্তরে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলেন। এমত সময় সহসা অদূরে বনমধ্য হইতে গম্ভীর মেঘগর্জ্জনের ন্যায় "শিবোহম্, শিবোহম্, শিবোহম্" কণ্ঠশব্দ শুনিতে পাইলেন ও সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া অচিরেই স্বামীজির দর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন। তিনি দেখিলেন স্বামীজি চতুর্দ্দিকে অস্থিরাশি ও মলমূত্র পরিবেষ্টিত হইয়া এক অতি জঘণ্য স্থানে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ঐ স্থানটীর দৃশ্য নরক অপেক্ষাও ভীষণ, কিন্তু স্বামীজির মুখমণ্ডলের ঘৃণাব্যঞ্জক কোন বিকারই দেখিতে পাইলেন না। স্বামীজি তাঁহাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে সঙ্কেত করিলেন এবং তিনি যখন সেইখানেই পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান আছেন দেখিলেন তখন তাঁহার প্রতি অস্থি প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন ও অন্যান বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না দেখিলেন, তখন স্বামীজি ইঙ্গিত পূর্ব্বক তাঁহাকে সন্নিকটস্থ জলাশয়ে অবগাহন করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং তাহার সহিত গমন করিলেন। স্নানান্তে স্বামীজির সহিত প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন যে, যে অপকৃষ্ট স্থানে স্বামীজি উপবেশন করিয়াছিলেন, সে স্থানটী পরমরমণীয় আকার ধারণ করিয়াছে, সেখানে অস্থি প্রভৃতির চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। যে স্থান ক্ষণেক পূর্ব্বে নরকাপেক্ষা জঘন্য বোধ হইতেছিল তাহা পরম শান্তি রসাস্পদ বৈকুণ্ঠ-ধাম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্বামীজি তথায় উপবেশন করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অপূর্ব্বগ্রন্থ চণ্ডীর শ্লোক আবৃত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ পরম ভক্ত ও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ কণ্ঠ বিনিসৃত সৃষ্টি-স্থিতিলয় কারিণী, রণোন্মাদিনী, চিৎস্বরূপিনী পরমাশক্তির আখ্যায়িকা শ্রবণে কে না বিমোহিত হইবে। আবৃত্তি সমাপ্তি হইবামাত্র স্বামীজি সহসা অন্তর্দ্ধান হইলেন। আমার বন্ধু তাঁহাকে বনমধ্যে বহুক্ষণ অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা না পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এক্ষণে স্বামীজির আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। স্বামীজি কুরুক্ষেত্র তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতেন না, একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমার কোন পরিচিত ব্যক্তি কার্য্যোপলক্ষে জগাধরি নামক স্থানে গিয়াছিলেন। জগাধরী কুরুক্ষেত্র হইতে প্রায় ছয় ঘণ্টার পথ। ঐ লোকটী স্বামীজিকে এক দিবস জগাধরীতে ভ্রমণ করিতে দেখিতে পাইয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক স্বীয় আবাসে লইয়া গেলেন ও তাঁহার জন্য পাকের সমস্ত উদ্যোগ করিয়া

দিলেন। স্বামীজির ভোজনান্তে তাঁহার বিশ্রামার্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া সেই রাত্রে তিনি অন্য কার্য্যোপলক্ষে কুরুক্ষেত্র তীর্থে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে অতি প্রত্যূষে পঁহুছিলেন ও সেখানে স্বামীজিকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। পরে লোক পরম্পরায় অবগত হইলেন যে, যেদিবসে ঐ লোকটী জগাধরীতে স্বামীজিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন সেই দিবস কুরুক্ষেত্রবাসীগণ মধ্যে অনেকেই প্রাতঃকাল হইলে রাত্রি পর্য্যন্ত সকল সময়েই স্বামীজিকে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেড়াইতে দেখিয়াছিলেন।

এক বৎসর সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্র তীর্থে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক নিরবগুণ্ঠনা হইয়া কুরুক্ষেত্রস্থ কুণ্ডে অবগাহন করিতেছে। স্বামীজি সর্ব্বদা উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতেন একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। একজন ইউরোপীয় মেজিষ্ট্রেট সেখানে শান্তিরক্ষার্থ সর্ব্বত্র তত্ত্বাবধারণ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। ইতি মধ্যে তিনি উলঙ্গ স্বামীজিকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কহিলেন এখানে সহস্র সহস্র স্ত্রীলোকের সমাগম এখানে পাগলের ন্যায় উলঙ্গ হইয়া বেড়ান আইন সঙ্গত নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় কর্ম্মচারীগণের প্রতি স্বামীজিকে কারাগারবদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। কর্ম্মচারীগণ আদেশ পাইবা মাত্র স্বামীজিকে কারাগারে বদ্ধ করিল। সেই জঘন্য স্থানে রুদ্ধ হইয়াও কি স্বামীজির মুখমণ্ডলে মনোবিকার ব্যঞ্জক কোন চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছিল? কিছু মাত্র নহে। পূর্ব্বে তাঁহার মনের যেরূপ অবস্থা ছিল, তখনও তাহাই। সেই মৃদু মৃদু হাসি, সেই রমণীর ও স্বর্গীয় শান্তিপূর্ণ মূর্ত্তি ও শরীরে সেই ব্রহ্মতেজ তখন তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যে তাঁহার মন ও প্রাণ যেন জগদতিরিক্ত কোন নিত্য বস্তুতে সংন্যস্ত রহিয়াছে, এই প্রপঞ্চময় জগতের কোন বস্তু দেখিয়াও দেখিতেছেন না, কোন কথা শুনিয়াও শুনিতেছেন না। সেই কারাগার বেষ্টিত হইয়াও যেন তিনি মূঢ় মানবগণকে নীরবে "জগত্তুচ্ছমেতৎ সমস্তং তদন্যৎ" বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

কোন উচ্চপদস্থিত ইংরাজ আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে বাস্তবিকই যদি স্বামীজির অলৌকিক ক্ষমতা ছিল তবে তিনি সেই জঘন্য কারাগার হইতে আপনাকে আপনি মুক্ত করিলেন না কেন? ইংরাজ রাজ কিন্তু ইহা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই যে, যে মহাপুরুষের চন্দন ও বিষ্টাতে, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখে কিছু মাত্র প্রভেদ জ্ঞান নাই, যাঁহার পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগাবসান হইয়াছে, যাঁহার আত্মা তুরীয় ব্রহ্মেতন্ময় হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে মানাপমান, সুখ্যাতি, অপযসের বিষয় কিছুই নাই। তাঁহার পক্ষে কারাবাসে অবমাননা নাই এবং সশাগরা ধরিত্রীর সার্ব্বভৌম সম্রাট হইলেও গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। যাহা হউক, স্বামীজি কারাবদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া কুরুক্ষেত্র বাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতার দুঃক্ষের সীমা রহিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত হইয়া বিচার পতির নিকট স্বামীজিকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিলেন। তাঁহারা কহিলেন যে স্বামীজিকে আমাদিগের নিকট প্রত্যর্পণ না করিলে অদ্য কুরুক্ষেত্রবাসী কেহ জল গণ্ডুষ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে না, সকলে নিরাহারে থাকিবে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব অগত্যা তৎক্ষণাৎ স্বামীজিকে কারামুক্ত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

যে ব্যক্তি স্বামীজিকে প্রত্যহ আহার প্রদান করিত দৈবযোগে বিসূচিকা রোগে তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। তাহার পরই স্বামীজি স্বয়ং কায়াত্যাগ করিবার অভিলাষ ভক্তবৃন্দসমীপে

ব্যক্ত করিলেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক নিস্পন্দ ভাবে কিয়ৎকাল রহিলেন, এবং অচিরেই প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করিয়া অনন্তে মিশাইয়া গেল। কুরুক্ষেত্র বাসীগণ অতি সমারোহের সহিত তাঁহার মৃতদেহের সংকারাদি করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী মুসলমানগণ স্বামীজির মৃত্যুকালে অশ্রুবর্ষণ পূর্ব্বক ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। স্বামীজি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

হিন্দু বিবাহে আয়ুর্ব্বেদীয়

অভিমত।

ঋষিরা বলেন, "তদ্বিদ্যসম্ভাষা হি জ্ঞানাভিযোগসংহর্ষকরী ভবতি" অর্থাৎ সদ্বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পরস্পরের মত সজ্বর্ষণে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবুদ্ধি প্রকাশিত এবং প্রফুল্লিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বিবিধ। যথা,—বিগৃহ্য সম্ভাষা এবং সন্ধায় সম্ভাষা। ব্যক্তিগত পরাভব কামনায় যে সজ্বর্ষণ উপস্থিত হয়, তাহারই নাম বিগৃহ্য সম্ভাষা বা কলহ। আর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তত্ত্ব উদ্ভাবনের জন্য যে পরস্পরের বাদানুবাদ, তাহার নাম সন্ধায়সম্ভাষা বা আন্দোলন। বিগৃহ্যসম্ভাষা বা কলহ আগ্নেয়গিরি; বিগৃহ্যসম্ভাষার অনলোদ্গীরণে সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া যায়। সন্ধায়সম্ভাষা বা আন্দোলন স্পর্শমণি স্পর্শে সমস্তই মণিময় হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ আন্দোলন সত্যের দিগ্দর্শনযন্ত্র এবং ভ্রমের নিরসন মন্ত্র। আন্দোলন বিজ্ঞানদেহের অন্তর্ধৌত করিয়া যেরূপ স্ফাটিককান্তি প্রদান করে, বাহ্যগঠনও তদ্রূপ নব নব সুষমায় সুশোভিত করিয়া থাকে। এজন্য, আন্দোলনে আমাদের পরমপ্রীতি এবং আমরা আন্দোলনের একান্ত পক্ষপাতী। অধুনা খ্রীষ্টমন্দির হইতে বিবাহযোগ্য কাল নিরূপণসম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা মহাসাগর হইতেও সুগভীর এবং হিমালয় হইতেও মহত্তর। সুতরাং রক্ষণশীলতার পক্ষবর্ত্তী, অথবা, উদারনৈতিকের অগ্রবর্ত্তী না হইয়া, যাহাতে সমাজের প্রকৃত হিতসাধন হয়, সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই সেইরূপভাবে বর্ত্তমান প্রস্তাবে মনোনিবেশ করা বিধেয়। কারণ, জ্ঞানরাজ্যে বক্তৃভেদের বিচার নাই। হিন্দু কবি বলেন,—নন্নু বক্তৃবিশেষনিস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ।" নীতিবিদ্গণ বলেন, "বালাদপি সুভাষিতম্" সৎ হইলে বালকের নিকটও উপদেশ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সত্যবটে, কোন কোন সমাজ হইতে এই গুরুতর বিষয়টী লইয়া, স্থানে স্থানে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছে,—বক্তৃতার গভীরগর্জ্জনে হিমালয়ের নিভৃত কক্ষপর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়াছে,—ইংলণ্ডীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত চিকিৎসকমণ্ডলীর অভিমত গ্রহণ করা হইয়াছে,—বৃদ্ধ সুশ্রুতকেও রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করিতে ক্রটী করা হয় নাই; কিন্তু কোন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ হিন্দুচিকিৎসককর্ত্তৃক এপর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ঋষিদিগের এতদ্বিষয়ক মতামত সমালোচিত হয় নাই। সুতরাং, আয়ুর্ব্বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিকর্ত্তৃক সমুদ্ধৃত আয়ুর্ব্বেদীয় মত, অপ্রকৃত হইলেও প্রকৃত বলিয়া, কিম্বা, প্রকৃত হইলেও অতিরঞ্জিত বলিয়া, সমাজে পরিগৃহীত হইতে পারে। এজন্যই হিন্দুবিবাহসম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ঋষি কি জানিতেন, তাহাই প্রতিপাদন করা আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। তবে কথা এই যে, এতদ্বিষয়ে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদদ্বারা নিয়মিত; এজন্য আয়ুর্ব্বেদীয় মতের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের কিরূপ সামঞ্জস্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাও প্রদর্শন করিতে যত্ন করা যাইবে।

পুরাকালে হিন্দুসম্প্রদায়ে অষ্টবিধ বিবাহ-
ক্কতি প্রচলিতছিল। যথা —

র্ণামপি বর্ণানাং প্রেত্যচেহ হিতাহিতান্।
ষ্টাবিমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্ নিবোধ মে।
হ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
ন্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ।
চ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
হূয় দানং কন্যায়াঃ ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।১।
জ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
লঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে।২।
কং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
ন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষোধর্ম্মঃ স উচ্যতে ॥৩॥
হোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
ন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৪
তিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
ন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ৫
চ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
ন্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুনঃ কামসম্ভবঃ ॥৬॥
ত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
সহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ॥৭॥
প্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহোযত্রোপগচ্ছতি।
পাপাষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচঃ প্রথিতোহধমঃ॥
হ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্ব্বশঃ।
হ্মবর্চ্চসিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ।
নিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
ন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মাৎ নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ

তাৎপর্য্যানুবাদ।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির হিতা-
তজনক স্ত্রীবিবাহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাই-
ছে। এই বিবাহ অষ্টবিধ; যথা,—১ ব্রাহ্ম, দৈব, ৩আর্ষ, ৪প্রাজাপত্য, ৫ আসুর, ৬ গান্ধর্ব্ব রাক্ষস ও ৮ পৈশাচ। ১ বেদজ্ঞ ও সৎস্বভাব-
পন্ন পাত্রকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া বস্ত্রাদি-
রা আচ্ছাদন ও অর্চ্চনাপূর্ব্বক কন্যাসম্প্র-
নের নাম ব্রাহ্মবিবাহ। ২ জ্যোতিষ্টোমাদি
জ্ঞে ব্রতী ঋত্বিককে (পুরোহিত) অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া কন্যাসম্প্রদানের নাম দৈববিবাহ। ৩ কোন ধর্ম্মকার্য্যসাধনের নিমিত্ত (পণস্বরূপ নহে) একটী বা দুইটী গোমিথুন (বৃষ ও গাভী) বরের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক কন্যাসম্প্রদানকে আর্ষ বিবাহ বলা যায়। ৪ তোমরা উভয়ে একত্র হইয়া ধর্ম্ম আচরণ কর, এই কথা বলিয়া যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক কন্যাসম্প্রদানকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলা যায়। ৫ কন্যার পিতা প্রভৃতিকে বা কন্যাকে ধনদান করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে কন্যার পানিগ্রহণ করার নাম আসুর বিবাহ। ৬ বরকন্যার পরস্পরের ইচ্ছাক্রমে পরস্পরের সহিত সংযোগের নাম গান্ধর্ব্ববিবাহ; এইরূপ সম্মিলন কামসম্ভূত। ৭ কন্যাপক্ষীয়েরা বাধাপ্রদান করিলেও তাহাদিগকে হনন, ছেদন বা ভেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনবতী কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণের নাম রাক্ষসবিবাহ। ৮ সুপ্ত বা প্রমত্ত কন্যাকে গোপনে উপভোগ করিলে, তাহাকে পৈশাচবিবাহ বলা যায়। ইহা সর্ব্বাধম বিবাহপদ্ধতি।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য এই চতুর্ব্বিধ বিবাহে ব্রহ্মতেজসমন্বিত ও শিষ্টসম্মত সন্তান উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই চতুর্ব্বিধ বিবাহপদ্ধতিই উৎকৃষ্ট। অপিচ, অনিন্দিত স্ত্রীবিবাহে অনিন্দ্য সন্তান উৎপন্ন হয় এবং নিন্দিতবিবাহে নিন্দনীয় সন্তান উৎপন্ন হয়। এজন্য নিন্দিতবিবাহ কদাচ কর্ত্তব্য নহে।"

উল্লিখিত অংশটুকু আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিলে, এইটী অবগত হওয়া যায়, যে, পুরাকাল হইতে একালপর্য্যন্ত ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চতুর্ব্বিধ বিবাহপদ্ধতিই হিন্দুসমাজে আদৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, ঋষিপ্রোক্ত যে চতুর্ব্বিধ বিবাহপ্রণালী পুরাকাল হইতেই প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে, আজিও হিন্দুসমাজে তাহাদেরই প্রভুত্ব বর্ত্তমান এবং সেই চতুর্ব্বিধবিবাহপ্রণালীই হিন্দুসমাজের কল্যানের নিদান। তবে, এই সর্ব্বথা

কল্যাণকরী পদ্ধতিচতুষ্টয়ের মধ্যে ও দৈব এবং আর্ষপদ্ধতি একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। কারণ "সে রাম নাই আর অযোধ্যাও নাই।" যাগ-যজ্ঞ নাই, সুতরাং ঋত্বিককে কন্যাপ্রদানপূর্ব্বক দৈববিবাহেরও অনুষ্ঠান নাই। ধর্ম্মার্থে বৃষ-গাভীর আর সে ব্যবহার নাই, সুতরাং গোদান-পূর্ব্বক কন্যাগ্রহণ দ্বারা আর্ষবিবাহেরও আর অনুষ্ঠান দেখা যায় না। মুখ্যকল্পে বলিতে গেলে, এক্ষণে, হিন্দুসমাজে কেবল ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য-বিবাহপদ্ধতিই প্রচলিত।

আসুরাদি অবশিষ্ট যে পদ্ধতিচতুষ্টয় মনুর সময় হইতেই নিন্দিত হইয়া আসিতেছে, বহুকাল হইতেই হিন্দুসমাজ হইতে তাহা তিরোহিত হইয়াছে। অধুনা খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ে যে স্বয়ং নির্ব্বাচনপ্রণালীতে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, ইহারই সেকালের নাম গান্ধর্ব্ব-বিবাহ। ইহা অপকৃষ্টপদ্ধতিরই অন্যতম। ইহাও এক সময়ে হিন্দুসম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল; কিন্তু সেকালের ঋষি তখনই ইহাকে "মৈথুনঃ কামসম্ভবঃ" বলিয়া নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। অপিচ, ইহা কালক্রমে সমাজের একান্ত অশুভকারিণী হইয়া দাঁড়াইলে, হিন্দু-সমাজ হইতে ইহা একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এ সকল অশুভকরী পদ্ধতি যে, কোন সভ্যসমাজে কখন প্রচলিত থাকিতে পারে না, হিন্দুসমাজ জ্বলন্ত অক্ষরে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। খ্রীষ্ট প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বাল্যসুলভ চাঞ্চল্যবশতঃ এখনও তাহা বোধ-গম্য হয় নাই। কিন্তু তত্ত্বদর্শীগণ অনুমান করেন, অতি শীঘ্রই তাঁহারা বর্ত্তমানপদ্ধতির শুভাশুভ পরিণাম বুঝিতে পারিবেন।

সে যাহা হউক, যে প্রকার বিবাহপদ্ধতি অধুনা প্রচলিত আছে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের সমালোচ্য; সুতরাং কি প্রণালীতে তাহা অনু-ষ্ঠিত হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। কোন একটী বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে জ্যোতিঃ শাস্ত্রানুসারে বরকন্‌[illegible] গ্রহনক্ষত্রাদির সামঞ্জস্য গণনা করা হয়; ব[illegible] কন্যার পরস্পরের গণের সাদৃশ্য গণনা করা যায়[illegible] দেবগণে দেবগণ, নরগণে নরগণ এবং রাক্ষসগ[illegible] রাক্ষসগণ হইলেই বরকন্যায় শুভলক্ষণ বলি[illegible] পরিগণিত হয়। এতদ্ভিন্ন দেবগণের সহি[illegible] নরগণ বা রাক্ষসগণের সাম্য আছে বলি[illegible] গ্রহণ করা যায়। কিন্তু নরগণের সহিত রাক্ষ[illegible] গণের সাদৃশ্যগণনা করা যায় না। এইরূপে ব[illegible] কন্যার পরস্পরের গণ প্রভৃতি পরস্পরের সহি[illegible] মিলিত হইলে, এবং বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা পরস্[illegible] বরকন্যা মনোনীত করিলে, বিবাহ দেও[illegible] স্থির হয়। অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে, "স[illegible] ঞ্জন্তু বিশ্বে দেবা সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্[illegible] তরি শ্বাসদ্ধাতা সমুদ্দেষ্ট্রী দধাতু নৌ। ওঁ মম[illegible] ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্[illegible] তেহস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্[illegible] নিযুনক্তু মহ্যম্।" এই সকল সাম্যমন্ত্রে উপ[illegible] দেশ প্রদান করিয়া পিতার গোত্র এবং প্র[illegible] হইতে কন্যাকে পতিগোত্র এবং পতিপ্রব[illegible] মিলিত করিয়া দেওয়া যায়। এইরূপে সপ্তপদী[illegible] গমন হইলেই হিন্দুবিবাহ সিদ্ধ হয়। ম[illegible] বলেন "তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভি[illegible] সপ্তমে পদে।"

বিবাহপদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই[illegible] অবগত হওয়া যায়, যে; হিন্দুবিবাহের অনুষ্ঠা[illegible] হইতে সপ্তপদী গমনপর্য্যন্ত, যে কিছু কার্য্[illegible] সমস্তই দম্পতিদ্বয়ের অধ্যাত্মসম্মিলনের নিমি[illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে বর[illegible] কন্যার গণ মিলাইয়া, যেরূপ অধ্যাত্মযোগে[illegible] পরীক্ষা, বিবাহকালে তদ্রূপ বৈদিকমন্ত্রদ্বার[illegible] অধ্যাত্মযোগের দীক্ষা।

ক্রমশঃ।

চতুর্থ বর্ষ।

[illegible]র্থ ভাগ। কার্ত্তিক সন ১২৯৬ সাল। ৭ম খণ্ড।

[illegible]দেব দেব মহাদেবের স্তব।

[illegible]াধরণি রূপায় নমঃ সলিলমূর্ত্তয়ে।
[illegible]াদহনরূপায়, নমোমারুতমূর্ত্তয়ে ॥ ১ ॥
[illegible]োস্তু ব্যোমরূপায় যজমানাত্মনেনমঃ।
[illegible]ো হিমাংশুরূপায়, নমো ভাস্কর মূর্ত্তয়ে ॥ ২ ॥
[illegible]র্ব ভূতান্তরস্থায় শঙ্করায় নমোনমঃ— ॥ ৩ ॥
[illegible]ত্যন্ত বাসায় নমঃ শ্রুতয়ে শ্রুতিজন্মনে।
[illegible]তীন্দ্রিয়ায় মহসে, শাশ্বতায় নমোনমঃ ॥ ৪ ॥
[illegible]ল-সূক্ষ্ম বিভাগাভ্যা মনির্দ্দেশ্যায় শম্ভবে।
[illegible]ায় ভব ভূতায়, দুঃখহন্ত্রে নমোহস্তুতে ॥ ৫ ॥
[illegible]র্মার্গায় ভূতায় তপসাম্ফলদায়িনে।
[illegible]র্ব্বগর্বদান্যায় সর্ব্বজ্ঞায় নমোনমঃ ॥ ৬ ॥
[illegible]াদিমধ্যান্তশূন্যায়, নিরস্তাশেষ ভীতয়ে।
[illegible]াগিধ্যেয়ায় মহতে, নিগুণায় নমোনমঃ ॥ ৭ ॥
[illegible]াত্মনে বিচিন্ত্যায় বিলসচ্চন্দ্র মৌলয়ে।
[illegible]ন্দর্পদর্পনাশায় কালহন্ত্রে নমোনমঃ ॥ ৮ ॥
[illegible]রিদামসমাবদ্ধ কপর্দ্দায় নমোনমঃ ॥ ৯ ॥
শুদ্ধায় শুদ্ধভাবায় শুদ্ধানামন্তরাত্মনে।
পুরান্তকায় পূর্ণায় পূণ্যনাম্নে নমোনমঃ ॥ ১০ ॥
তুষ্টায় নিজভক্তানাং ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনে।
নির্ব্বাসসেহ নিবাসায় বিশ্বশাস্ত্রে নমোনমঃ ॥ ১১ ॥
ত্রিমূর্ত্তি মূল ভূতায়, ত্রিনেত্রায়াদি সম্ভবে।
ত্রিধাম্নাং ধামরূপায় জন্তুঘ্নায় নমোনমঃ ॥ ১২ ॥
দেবাসুর শিরোরত্ন-কিরণারুণিতাঙ্ঘ্রয়ে।
কান্তায় নিজকান্তায়ৈ দত্তার্দ্ধায় নমোনমঃ ॥ ১৩ ॥

শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শত্রু সংহার করিয়া ধর্ম্ম ও রাজ্যরক্ষণই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য। বেদাধিকার ব্যতি-রেকে ধর্ম্মতত্ত্বে অভিজ্ঞতালাভের উপায় নাই, এ জন্য ক্ষত্রিয়-বালকগণ প্রথমতঃ বেদের অর্দ্ধ ভাগ গ্রহণ করিয়া পরে রাজনীতি ও ধনুর্ব্বি-দ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেন। পূর্ব্বে

ক্ষত্রিয়কুমারগণ ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যুদ্ধ বিদ্যায় বুৎপন্ন না হইলে কখন রাজপদে অভিষিক্ত হইতে পারিতেন না।

বৈশ্যসন্তানগণও এইরূপে পিতৃ পিতামহাদি গুরু পরম্পরায় অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের অন্যতম অধ্যাপকের নিকট উপদিষ্ট হইয়া কৃষি বাণিজ্য শিল্প নাট্য প্রভৃতি বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। ধর্ম্মতত্ত্বে সাধারণ অধিকারের নিমিত্ত চতুর্ব্বর্গের একভাগ বেদ অধ্যয়ণ করিতেন। তৎপর তাঁহারা কৃষিকার্য্যের উপযোগী ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশ সমস্ত গ্রহণ করিতেন। পূর্ব্বকালে তাদৃশ উপদেশ প্রভাবে বৈশ্যগণ দেশ কাল পাত্র ও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ভূকর্ষণ ও বীজ বপনাদি দ্বারা পৃথিবীকে এরূপ শস্যশালিনী করিতেন যে উক্ত শস্য রাশির ষষ্ঠভাগ কর গ্রহণ করিয়া যাহা সঞ্চিত হইত, রাজ্য মধ্যে যুদ্ধ বা রাজবিদ্রোহ কিম্বা দুর্ভিক্ষ হইলে রাজ সংসারের সেই সঞ্চিত শস্যরাশি দ্বারাই সমস্ত প্রজাপুঞ্জের পরিপোষণ সমাধান হইত। রাজকীয় কর ষষ্ঠভাগ প্রদান করিয়া যে অবশিষ্ট শস্য বৈশ্যগণের অধিকৃত হইত, তদ্দ্বারাই তাঁহারা সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ সমস্ত নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিয়া পরম সুখী হইতেন। শিল্পবাণিজ্যলব্ধ ধন সমস্ত তাঁহাদের সঞ্চিত হইত, ক্রমশঃ এই সঞ্চয়ের আধিক্য বলে তাঁহারা অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ সমস্ত রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে অতি নির্ব্বোধপ্রকৃতি হীনজাতি শূদ্রগণও অনায়াসে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই জাতিত্রয়ের সাহায্যেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। একের অভাবে অন্যের কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না; সুতরাং সকলে পরস্পর সাহায্যে সম্বদ্ধ থাকিতেন, সকলেই সুখী সন্তুষ্ট স্বাধীন ছিলেন। আমরা কৃষি বাণিজ্যের সুশিক্ষা হারাইয়াছি; সেই শিক্ষার অভাবেই আজ

আর্য্য সান্তানগণ পদে পদে দুর্গতির পদা
করিতেছেন, রত্নগর্ভা ভারতভূমি বিলাসি
দাবানলে দগ্ধ হইয়া দিন দিন ক্ষারগর্ভা হই
ছেন। চক্ষু রুন্মীলন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট অব
হইবে যে ভারতের প্রাচীন আর্য্যজাতীয় শি
লাভ করিয়া আমাদের কি ফল ফলিত হইয়া
আর, এক্ষণে অভিনব শিক্ষা প্রভাবেই
আমরা কি অভূত পূর্ব্ব ফল লাভ করিতে
যে শিক্ষায় নীচ সম্ভ্রান্ত সাধারণের সমান অ
কার, সমান উন্নতি, সমান ফল, সমান পরি
সে শিক্ষার প্রভাবে লাঘব গৌরব বিবে
পরিহার, সম্ভ্রান্তের অপমান, নীচ ব্যা
উচ্চাসন, সামাজিক অধ্যক্ষের অভাব, অ
ক্ষের অভাবে সমাজের পূর্ণ বিশৃঙ্খলা, সামা
বিশৃঙ্খলায় ধর্ম্মের অবনতি, সেই অবন
সঙ্গে সঙ্গেই আর্য্য সন্তানগণের চরম দুর্গ
চির-অধঃপাত। ইহা আর আশ্চর্য্য কি
এখন আমাদের সেই দুর্গতির ঘোর দু
উপস্থিত, আমরা দাসত্বের জন্য দ্বারে দ্বা
লালায়িত, আমাদের যথা সর্ব্বস্ব থাকি
আমরা তাহা পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া
শেষে পথের ভিক্ষুক সাজিয়াছি। জ্যোতি
তত্ত্ব আকাশতত্ত্ব বিজ্ঞান বিদ্যা, শিল্পবি
অনাদি সিদ্ধ বেদাঙ্গেরই অন্তর্নিহিত সম্প
যদি ও যবনাধিকার সময়ে আমাদের সে স
একেবারে লুপ্ত প্রায় হইয়াছে, তথাপি বর্ত্ত
সময়ে এই চিরপরাধীনতার পূর্ণাধিকারে, গ
জ্যোতিষ, পাক, সঙ্গীত ধনুর্ব্বিদ্যাদির অ
থাকিলেও যদি আমরা কেবল ধর্ম্মজ্ঞান সম্বি
স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়োপযোগী আর্য্য জাতীয় শি
পুনঃপ্রাপ্ত হই, তাহা হইলে সগর্ব্বে বঙ্গ
করিয়া বলা যাইতে পারে যে এই মৃতপ্র
আর্য্য সন্তানগণ পুনর্ব্বার শতগুণ উদ্যমে উ
সাহিত হইয়া সৎশিক্ষার প্রভাবে কৃষি বাণি
বলে বসুন্ধরার 'বসুন্ধরা' নাম সার্থক দেখাই
পারে, ভারতভূমির 'রত্নগর্ভা' নাম পুনরুদ্দী

করিয়া অচিরাৎ বিলাসিতার করালগ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব আর্য্যজাতীয় শিক্ষার অভাব, আর এই অসার আড়ম্বরপূর্ণ অভিনব শিক্ষার প্রভাবই যে আর্য্যজাতির এ দুর্গতির নিদান, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

যাঁহারা পাশ্চাত্য বিদ্যার অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া (আর্য্যজাতির কিছুই নাই বলেন) আমরা তাঁহাদিগকে সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করি যে, আর্য্যজাতীয় পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সকল উন্নতির শেষসোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যগণ তাহার কয়টি সোপান অধিকার করিয়াছেন? জ্যোতিষিকগণনাতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় চন্দ্রাদি নক্ষত্রের স্বীয় স্বীয় কলার ক্রিয়া অনুসারে তিথি নক্ষত্র যোগাদির স্থান বিশেষে কাল বিশেষে অবস্থানের সময় নিরূপন আর্য্যশাস্ত্রকারগণ যেরূপ করিয়া গিয়াছেন, মুসলমান প্রভৃতি সাধারণ পাশ্চাত্যশাস্ত্রে তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ নিরূপণ আর্য্যশাস্ত্রের প্রসাদাৎ পাশ্চাত্য বিদ্যায় অপ্রাপ্য না হইলে ও সংক্রমণকাল, সংক্রান্তি ঘটিত মাস, তিথি ঋতু, অয়ণ, বার যোগ এ সমস্ত অদ্যাপি পাশ্চাত্য বিদ্যার অবিদিত ও অনির্দ্দিষ্ট, যাহা বিদিত, যাহা নির্দ্দিষ্ট, তাহাও আর্য্যশাস্ত্রেরই বিকৃত রূপান্তরিত উচ্ছিষ্ট মাত্র। সর্ব্ববাদিসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষার আদিমত্ব ও আর্য্য পুরাণ প্রণেতা মহর্ষিগণের উল্লিখিত স্থল সকলই তাহার দেদীপ্যমান প্রমান।

পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্রকারগণ যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, কোন দেশীয় কোন ধর্ম্মাবলম্বী কোন সম্প্রাদায়িক তাহা পারেন নাই। সাধনতত্ত্ব আর্য্যশাস্ত্রে যেরূপ সুসন্নিবেশিত হইয়াছে, শাস্ত্রকারগণ তদ্বিষয়ে তন্ন তন্ন অনুসন্ধানে যে সকল অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সদম্ভে বলা যাইতে পারে যে, কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রই তাহার প্রত্যন্তদেশ পর্য্যন্ত ও স্পর্শ করিতে পারে নাই। অপার সমুদ্র বিস্তৃত আর্য্যজাতীয় দর্শনশাস্ত্রের রাশি রাশি গ্রন্থই তাহার অটল প্রমাণ। আর্য্য জাতীয় পূর্ব্ব পুরুষগণ বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান বলে যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তাহা একরূপ আমাদের চিন্তাপথেরও অতীত হইয়াছে, আমরা নানা দেশীয় বিদ্যায় যে সকল শিক্ষা লাভ করিতেছি, তাহাতে পরিবার পরিপোষণের অতিরিক্ত মানবীয় কর্ত্তব্য আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। সংসারাশ্রম ভিন্ন ধর্ম্মোপার্জ্জনের অন্যবিধ উপায় আছে, এ কথা দিন দিন আমাদের নিকটে অলীক হইয়া আসিতেছে। ইন্দ্রিয়জয়, দয়া, দাক্ষিণ্য বিবেক, বৈরাগ্য, ভগবত্তত্ত্বে অভিনিবেশ প্রভৃতি মানববৃত্তি সংগঠনের যাহা কিছু অসাধারণ উপাদান আছে, শিক্ষাভাবে আমরা আজীবন সে সকল বিষয়ে অপরিচিত ও উদাসীন হইতেছি, কস্মিনকালেও যে আর আমরা সে সকল স্বর্গীয়গুণ আয়ত্ত করিতে পারিব, সে ভরসা ও সুদূরপরাহত, তবেই, কি সাংসারিক, কি পরমার্থিক উভয় পক্ষেই আমাদিগকে ঘোর অন্ধকারের বিভীষিকা দেখিয়া জড়বৎ অপদার্থ হইতে হইল। যে বিদ্যার প্রভাবে সকল দেশীয় সকল প্রকার লোক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, যুক্তি সেই বিদ্যা, আর সেই বিদ্যার শিক্ষাকেই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। আর্য্য বিদ্যার প্রভাবে চিরদিন সমগ্র পৃথিবী সমৃদ্ধিশালিনী ছিল, আর এক্ষণে সাময়িক বিদ্যার প্রভাবে আমাদের এই দুর্গতি, ইহাই যথেষ্ট পরিচয়। মানবের প্রকৃতিভেদে জীবিকাভেদে আর্য্য ঋষিগণ যে সকল সুশিক্ষার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মও অধিকার ভেদে তাদৃশ সুশিক্ষা প্রণালী আমরা আর কোথাও দেখিতে পাই না, এই গূঢ়তম কারণে যুক্তি সর্ব্বথা

স্বীকার করে যে, পূর্ব্বতন আর্য্যজাতীয় শিক্ষা প্রণালী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

হিন্দু বিবাহে আয়ুর্ব্বেদীয় অভিমত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সুতরাং আমরা বলি, হিন্দুর বিবাহ এক অপার্থিক রাসায়নিক সংযোগ বা Chemical-action। এ সংযোগে দেহে দেহ মিশে না,—অঙ্গে অঙ্গ মিলে না,—অথচ অন্তরে অন্তর মিশিয়া যায়,—প্রাণে প্রাণ মিলিত হয়। উভয় প্রাণে উভয় প্রাণ মিলিত হইয়া, স্বামীত্ব স্ত্রীত্বে আর প্রভেদ থাকে না। পারদ গন্ধকের সংযোগে রসসিন্দুরের ন্যায় এক স্বতন্ত্রপদার্থ উৎপন্ন হইয়া সর্ব্ববিধ আধি ব্যাধির যোগবাহী ঔষধ হইয়া দাঁড়ায়। যে বিবাহে এই মিশ্রণ উৎপন্ন হইল না, হিন্দুর মতে তাহা বিবাহই নহে। তাহা য়ুরোপের সিবিল কণ্ট্রাক্ট বা মুসলমানের চুক্তিনামা।

দীর্ঘকাল গুরুকুলে বাস, কঠোর গুরুসেবা এবং ভীষণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া, পুরুষ যখন সংসারধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন, তখন তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের সমতান রক্ষার জন্য, তানপুরার ষড়জ-তন্ত্রীসংযোগের ন্যায়, অনুরূপ ভার্য্যাগ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হয়। তন্ত্রীটী সংযুক্ত হইলেই কোমলে কঠিনে ষড়জে নিষাদে মিলিত হইয়া, হৃদ্‌যন্ত্র এক অপূর্ব্ব তানে বাজিতে থাকে। তাহা না হইলে বেসুর বেমিশ কেমন এক রকম হয়। সংসার ধর্ম্মে আর প্রসর হয় না। এই গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই হিন্দুর বিবাহ।

অপর, পক্ষান্তরে বলিতে গেলে, ইহাও বলা যায় যে, হিন্দুর বিবাহ প্রয়াগতীর্থ। গঙ্গা যমুনা দুইটী বিভিন্ন স্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে; অথচ উভয়েই রীতিপ্রকৃতি অভিন্ন। এই অভিন্ন প্রকৃতি বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক, প্রয়াগ সম্মিলনে বল লাভ করিয়া, বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া, টল টল ঢল ঢল ভাবে সাগরসঙ্গমের জন্য গমন করিতেছে। পতিপত্নীও এইরূপ অভিন্নপ্রকৃতি বিভিন্ন কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, বিবাহে অধ্যাত্মবল লাভ করে; এবং এইরূপে অধ্যাত্মবল লাভ করিয়াই ধীর-প্রশান্ত গম্ভীরভাবে গৃহস্থাশ্রমধর্ম্মরূপ সাগর-সঙ্গমে গমন করিতে সমর্থ হয়। তাই আমরাও বলি, হিন্দুর বিবাহ প্রয়াগতীর্থ; এই মিলনধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়াই হিন্দুর প্রয়াগ-তীর্থের মাহাত্ম্য।

বিবাহে অধ্যাত্ম সম্মিলন লাভ হয় বলিয়া, কেহ এরূপ বুঝিবেন না, যে, সপ্তপদী গমন হইল. আর আত্মসম্মিলনের কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। আমাদের বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যেরূপ উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বেদমন্ত্রে দিক্ষিত হইতে হয়, সেইরূপ সপ্তপদীগমনে বা বিবাহে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া অধ্যাত্ম সম্মিলনের জন্য দিক্ষিত হওয়া যায়। তজ্জন্য বিবাহকে অধ্যাত্মসম্মিলনের উপনয়ন সংস্কার বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই অধ্যাত্ম মন্ত্রে দিক্ষিত হইয়া, পরস্পরের আসঙ্গে, পতিপত্নীর পরস্পরের দোষগুণ, যখন পরস্পরে সংক্রামিত হইয়া, পরস্পরের অনুকুল হইয়া দাঁড়ায়, তখনই অধ্যাত্মসম্মিলন সিদ্ধ হয়। সুতরাং বিবাহের পরও কিছুকাল অতীত হইলে, অধ্যাত্ম সম্মিলন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অনায়াসেই এ কথা বলিতে পারা যায়।

আমাদের একথা স্বকপোলকল্পিত বা মানস-বিজৃম্ভিত নহে। উত্তরবিবাহ এবং চতুর্থী হোমপদ্ধতি প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমাদের কথাগুলি সুপ্রমাণিত হয়। উত্তরবিবাহ এবং চতুর্থী হোমপদ্ধতির বিষয় অনেকেই হয়ত অবগত নহেন; এজন্য আমরা সংক্ষেপে এস্থলে তাহার বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। সপ্তপদীগমন পরিসমাপ্ত হইলে, এই উত্তরবিবাহ ও চতুর্থী হোমপ্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। পাঠক! উত্তরবিবাহে ও চতুর্থী হোম-কালীন যে সকল মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, একবার তাহার উদ্দেশ্য ভাবিয়া দেখুন। দেখিবেন, প্রতি পংক্তি প্রতি অক্ষরেই পতি-পত্নীর সাম্যবাদের উপদেশ, — পতিপত্নীর প্রকৃতিসম্মিলনের উপদেশ।

ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মস্বাবর্ত্তেষু চ যানি তে।
তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহম্ স্বাহা॥

তোমার রেখাসন্ধি, চক্ষুর পক্ষ্ম (পাতা) এবং ছিদ্রসমূহে যে সকল দোষ আছে, এই পূর্ণাহুতিদ্বারা আমি তাহা প্রশমিত করিলাম।

ওঁ কেশরেষু যচ্চ পাপকমীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ।
তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহম্ স্বাহা॥
ওঁ শীলে যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ।
তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহম্ স্বাহা॥
ওঁ অরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ।
তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহম্ স্বাহা॥
ওঁ ঊর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে।
তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহম্ স্বাহা।
ওঁ যানি কানি চ ভূতানি সর্ব্বাঙ্গেষু তবাভবন্।
পূর্ণাহুতিভিরাজ্যস্য সর্ব্বাণি তান্যশীসমং
শময়াম্যহম্ স্বাহা॥

তোমার কেশে, চক্ষুতে, রোদনে, চরিত্রে, হাস্যে, কথায়, দন্তে, হস্তে, পদে, উরুপ্রদেশে, উপস্থে, জঙ্ঘা এবং সন্ধিস্থলে যে সকল দোষ আছে, এই পূর্ণাহুতিদ্বারা আমি তৎসমুদায় প্রশমন করিতেছি। অপিচ তোমার সর্ব্বাঙ্গে যে কোন অমাঙ্গল্য বর্ত্তমান থাকুক, এই পূর্ণাহুতিদ্বারা আমি তৎসমুদায় প্রশমন করিতেছি।

এইরূপে উত্তরবিবাহ নিষ্পন্ন হইলে, চতুর্থী হোম করিতে হয়। চতুর্থী হোমে অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া এইরূপে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিতে হয়। যথাঃ—

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ অপুত্র্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ অপসব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।

হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের দোষ নাশ কর। তুমিই সর্ব্বদোষের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। আমি ব্রাহ্মণ হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, যদি এই কন্যাতে কোন পাপচিহ্ন থাকে, পতি-ঘাতিনীশক্তি থাকে, কিম্বা অপুত্রাদোষ থাকে, তাহা তুমি প্রশমন কর। সর্ব্বশেষ প্রার্থনা এই,—যদি ইহার শরীরে কোন কিছু অপসব্য অর্থাৎ পতীশরীরের সহিত অসামঞ্জস্য থাকে, তাহা তুমি প্রশমন কর।

সুতরাংই বলিতে হইবে, সপ্তপদীগমনে পতিপত্নীর মুলসাম্য সংঘটীত হইলেও অবান্তর বৈষম্য নিরাশের নিমিত্তই পুনরায় এই সকল অনুষ্ঠান। অতএব স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে, আমাদের পূর্ব্বকথিত "বিবাহের পর কিছুকাল অতীত হইলে অধ্যাত্মসম্মিলন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়" এই সিদ্ধান্তে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না।

এইরূপে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পুরুষ যখন সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, তখনই যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবঋণ, দানকর্ম্মদ্বারা ঋষিঋণ, এবং পুত্রোৎপাদনদ্বারা পিতৃঋণ, হইতে মুক্তিলাভ

করিবার ভারগ্রহণ করিলেন *। এজন্য ভার্য্যা ঋতুমতী হইবার পর, উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ পতিপত্নীর আধ্যাত্মিক সম্মিলন ও শারীরিক বলের পূর্ণতা ঘটিলে পুত্রোৎপাদনজন্য পুরুষ স্ত্রীসহবাস করিবেন †। কারণ ইহাও গৃহস্থাশ্রমের অবিলঙ্ঘনীয় শাসন।

আমাদের পূর্ব্ব কথিত কথাগুতি পর্য্যালোচনা করিলে, এই কয়েকটী কথা অবগত হওয়া যায়। ১ম, হিন্দুবিবাহের পূর্ব্বে পতিপত্নীর গণ বা সাম্যলক্ষণগত পরীক্ষা। ২য়, সপ্তপদীগমনে মূলতঃ অধ্যাত্ম সম্মিলন ঘটিলেও পতিপত্নীর ক্রমাসঙ্গ দ্বারা অধ্যাত্ম সম্মিলনের পূর্ণতাসিদ্ধি। ৩য়, পুত্রোৎপাদন জন্য স্ত্রীসহবাস প্রভৃতি।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের মতাবলম্বন করিয়া, একদিকে যেরূপ এই কথাগুলি সমর্থিত হইল, হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ দ্বারাও অপরদিকে এই সকল গুলি দৃঢ়ীভূত হইতে পারে।

১ম। "হিন্দুবিবাহের পূর্ব্বে পতিপত্নীর গণ বা সাম্য লক্ষণগত পরীক্ষা।" আমাদের বিবেচনায় হিন্দুবিবাহে পতিপত্নীর পরস্পরের গণ মিলাইবার যে উপদেশ আছে, আয়ুর্ব্বেদের ভাষায় বলিতে গেলে, উহাই পরস্পরের প্রকৃতি মিলাইবার উপদেশ। বৈদ্যমতের প্রকৃতি এইরূপ;—"শরীরের বাহ্যগঠন, আভ্যন্তরিক যন্ত্র এবং মনের স্বতঃসিদ্ধ ও অপরিবর্ত্তনীয় ভাবের নাম প্রকৃতি; স্বভাব ইহার নামান্তর। ইহারই বৈষম্য বশতঃ জগতের এত বৈচিত্র। মনে কর রাম এবং শ্যাম উভয়ই এক পিতামাতার সন্তান, একরূপ আহার একত্র অবস্থান এবং একবিধ আচরণ প্রভৃতি করিতেছে, অথচ একের দেহ সুকুমার অপরের দেহ কর্কশ, এক ব্যক্তি স্থূল অপর ব্যক্তি কৃশ, একজন শান্ত, অপর জন ক্রোধী, এক ব্যক্তি দয়ালু, অপর ব্যক্তি নিষ্ঠুর, ইত্যাদি বৈষম্যের জননীই প্রকৃতি। এই প্রকৃতির মূল কি? বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার বিস্তর মতবাদ আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশেরই মতে বায়ু, পিত্ত এবং কফ প্রায়শঃ প্রকৃতির মূল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। জন্মকালে দেহের বীজস্বরূপ শুক্র শোণিতে বিদ্যমান বায়ু প্রভৃতির মিশ্রণভেদে অনির্ব্বচনীয় কৌশলে ঐ প্রকৃতির উৎপত্তি হয় এবং উহা মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। কি কৌশলে উহার উৎপত্তি হয়, তাহা প্রত্যক্ষ না হইলেও প্রকৃতির কার্য্য আমরা প্রতি দেহই অনুভব করিতেছি। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও উহা স্বীকার করিয়া থাকেন *। উঁহাদের স্বীকৃত প্রকৃতি বৈদ্যক প্রকৃতির প্রায় সমরূপ। দোষত্রয়ের ন্যায় গুণত্রয়কেও কেহ কেহ প্রকৃতির উৎপাদক বলিয়া স্বীকার করেন।" বাহ্যবিজ্ঞানের উন্নতি বলে, জলস্রোতে প্রস্তর রাশি ভাসমান হইতে পারে, কিন্তু দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ, কখন পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না। সহস্র শিল্প প্রয়োগ করিলেও পারদ ও জল একত্র মিশ্রিত হইবে না। এজন্য দুইটী পদার্থ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে হইলে, সমপ্রকৃতিস্থ হওয়া আবশ্যক। যিনি বিপদে বন্ধু, প্রমোদভবনে সখী, পরিচর্য্যায় দাসী, পবিত্রতায় দেবী, আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে জীবনের সঙ্গিনী, সেই চিরসঙ্গিনীর সহিত জীবন সঙ্গীর প্রকৃতি বৈষম্য দুঃসহ পরিতাপ,—ঘোর নরক যন্ত্রণা। আর্য্য ঋষিগণ দাম্পত্য প্রণয়কে দেবদুর্লভ সুখাস্পদ

* ব্রাহ্মণোহবৈ জায়মানস্ত্রিভির্ঋ ণৈঋ ণবান্ জায়তে জজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্যঃ, স্বাধ্যায়েন ঋষিভ্য ইতি। শ্রুতিঃ।

† ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ। মনুঃ।

* Four temporaments are generally recogdised, —the sanguine, the flegmatic, the bilious and the neruous. Hooper.

করিবার জন্য, অপাপ-সংসক্ত করিবার জন্য, এই স্বর্গীয় বিধিবন্ধন করিয়া গিয়াছেন। এতদূর ঘোর পতন হইয়াছে, তথাপি ইহার আভাসমাত্র বিদ্যমান থাকাতেই, অদ্যাপিও হিন্দুবিবাহে "ডাইভোর্স" বা চুক্তিভঙ্গের কথা উপস্থিত হয় না। সুতরাংই বলিতেছি, বিবাহের পূর্ব্বে হিন্দু পতিপত্নীর গণ বা প্রকৃতি, স্বভাব বা Temperaments সমতুল্য কি না, বিবেচনা করা উচিত।

২য়। "সপ্তপদীগমনে মূলতঃ অধ্যাত্ম সম্মিলন ঘটিলেও পতিপত্নীর ক্রমাসঙ্গদ্বারা অধ্যাত্ম সম্মিলনের পূর্ণতা সিদ্ধি"। আয়ুর্ব্বেদও বলেন, জীবদেহে প্রকৃতি অনুস্যূত হইবার সময়, সত্ত্ব, সাত্ম্য, বল প্রভৃতির তারতম্যভেদে এত প্রভেদ আসিয়া উপস্থিত হয়, যে, তজ্জন্য কখন দুইটী দেহ ঠিক অভিন্ন-প্রকৃতি হয় না। তবে প্রকৃতির মৌলিক সাম্য থাকিয়া কথঞ্চিৎ অবান্তর বৈষম্য থাকিলেও "যঃ স্বল্পঃ স নাস্ত্যেব" এই ন্যায়ানুসারে সে বৈষম্য আর গৃহীত হয় না। কারণ মূলতঃ পরস্পরের প্রকৃতিগত সাম্য থাকিয়া, যদি কিছু অবান্তর বৈষম্য থাকে, তাহা হইলে তাহা পরস্পরের সংসর্গে সাম্য ঘটিয়া যায়। এজন্য প্রকৃতিগত সাম্য দেখিয়া বিবাহবন্ধন করিয়া দিলেই এরূপ বুঝা উচিত নহে যে, বিবাহ হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎই পতিপত্নীর পরস্পর পরস্পরের সহিত একীভূত হয়েন। এই সংমিশ্রণের জন্য ক্রমাসক্তি বা চিরসংসর্গের প্রয়োজন। অর্থাৎ বিবাহের পর পতিপত্নী কিছুকাল, পরস্পর পরস্পরের সহিত, একত্র বাস সম্ভাষণাদি করিলে, অধ্যাত্ম সম্মিলন সম্পূর্ণাবয়বে সিদ্ধ হয়। সুশ্রুত বলেন, কোন কিছু শারীর প্রকৃতির বিরুদ্ধ হইলেও সাত্ম্যতা ও অল্পতা প্রভৃতি কারণে প্রকৃতির অনুকূল হয় *। সুতরাং বিবাহকালীন পতিপত্নীর মূল প্রকৃতিগত সাম্য থাকিয়া; যে কিছু অবান্তর বৈষম্য থাকে, তাহা কিছুকাল একত্র অবস্থান করিলেই, পরস্পরে সংক্রামিত হইয়া পরস্পরের সাম্য হইয়া অধ্যাত্মযোগের পূর্ণতা লাভ হয়, ইহাই বৈজ্ঞানিকমত।

৩। "পুত্রোৎপাদন জন্য স্ত্রীসহবাস প্রভৃতি।" ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের ধর্ম্মদৃষ্টিতে পুত্রোৎপাদন জন্য স্ত্রীসহবাস যেরূপ বিধেয়, শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণের চক্ষেও শরীর পালনের জন্য, ইহা, সেইরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ সন্তান আত্মারই রূপান্তর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদেও তদ্রূপ। শ্রুতি বলেন, "আত্মা বৈ পুত্রনামাসীত" স্বকীয় আত্মাই পুত্ররূপে পরিণত হয়। আয়ুর্ব্বেদও বলেন, "কার্য্যযোনিস্তু যা সা এব বিক্রিয়মানা কার্য্যত্বমাপদ্যতে" অর্থাৎ কারণই বিকৃত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়। ঘট মৃত্তিকার বিকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সন্তানও পিতামাতার রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই না। অতএব পুত্রোৎপাদন জন্য স্ত্রীসহবাস বিধেয় হইলেও; একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পিতামাতার পূর্ণতা এবং অপূর্ণতার প্রতি সন্তানের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা ভঙ্গিক্রমে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, পতিপত্নীর অধ্যাত্ম সম্মিলনের পূর্ণতালাভের পর, দৈহিকপূর্ণতা ঘটিলে, সন্তান উৎপাদন করা বিধেয়। কারণ, পতিপত্নীর আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক অসাম্যাবস্থায় যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহা যে অপূর্ণ, সে কথা প্রতিপন্ন করিবার যত্ন করা অধিকন্তু।

আমরা হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা যাহা সুপ্রমাণ করিয়াছি এবং আয়ুর্ব্বেদ দ্বারা যাহা সমর্থন করিয়াছি, তদ্দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, পূর্ব্বে বিবাহ, তৎপর একত্র বাস সম্ভাষাদি

* সাত্ম্যতোঽল্পতয়া বাপি দীপ্তাগ্নেস্তরুণস্য চ।
স্নিগ্ধব্যায়ামবলিনাং বিরুদ্ধং বিতথং ভবেৎ॥
সুশ্রুতঃ।

দ্বারা পতিপত্নীর অত্যন্ত সামঞ্জস্য, তৎপর দৈহিক পূর্ণতা জন্মিলে, পুত্রোৎপাদন করা বিধেয়। কিন্তু কোন্ বয়সে পতিপত্নীর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বিধেয়। আমরা এ পর্য্যন্ত তাদ্বিষয় মীমাংসা করিতে যত্ন করি নাই। এক্ষণ আমরা বিবাহের প্রকৃত কাল কি ? তাহা প্রতিপাদন করিতেছি।

ধর্ম্মশাস্ত্রে বরকন্যার বিবাহোপযোগী কাল সম্বন্ধে নানা প্রকার মতভেদ আছে। প্রথমতঃ কন্যাবিবাহের কাল নির্ণয় করা যাইতেছে। কারণ, ইহাই এক্ষণে প্রধান আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে অঙ্গিরার মত সমধিক প্রচলিত। তজ্জন্য সর্ব্ব প্রথমে তাহারই অবতরণা করা যাইতেছে।

অঙ্গিরা বলেন,

"আরম্ভে তীর্থগমনে প্রতিজ্ঞাতে চ কর্ম্মণি।
কালাত্যয়ে চ কন্যায়াঃ কালদোষো ন বিদ্যতে॥
অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ॥"

"পুনরাগমন, তীর্থ গমন, প্রতিজ্ঞাত ধর্ম্ম সাধন এবং কন্যাকাল অতীত হইলে, তদ্বিষয়ে কালদোষ গ্রহণ করা বিধেয় নহে। অষ্টবর্ষ-বয়স্কা গৌরী (গৌরীতুল্যা), নববর্ষবয়স্কা রোহিণী (রোহিণীতুল্যা), দশমবর্ষ বয়স্কা, কন্যা সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন দশের অধিক বয়স হইলে, কন্যা ঋতুমতীর ন্যায় পরিগণিতা হইবেন। অতএব সদ্বিদ্যাশালী পণ্ডিতগণ, দশ বৎসর বয়স উপস্থিত হইলে, যত্নপূর্ব্বক কালাকাল বিবেচনা না করিয়া, কন্যা সম্প্রদান করিবেন। কারণ এই সময় আর কন্যার পক্ষে কালদোষ গ্রহণ করিতে নাই।'

মনু বলেন,

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরম্॥

ত্রিংশবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তি দ্বাদশবর্ষীয়সী অতিম কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। চব্বিশবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তি অষ্টবর্ষা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। ইহার পূর্ব্বে বিবাহ হইলে ধর্ম্মে অবসন্ন হইতে হয়।

স্মৃতিকার বলেন,

সপ্তসংবৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সার্ব্ববর্ণিকঃ।
কন্যায়াঃ শস্যতে রাজন্ অন্যথা ধর্ম্মগর্হিতঃ।

সমুদায় জাতিরই সাতবৎসরের পরে কন্যার বিবাহ দেওয়া বিধেয়। ইহার অন্যথাচরণ করিলে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয়।

মহাভারতে দেখা যায়,

ত্রিংশদ্বর্ষো ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।

ত্রিশবৎসর বয়স্ক ব্যক্তি অপ্রাপ্তরজস্কা ষোড়শবর্ষীয়সী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন।

অতএব মোটামুটী বলিতে গেলে, হিন্দুশাস্ত্রে সাতবৎসরের ঊর্দ্ধ এবং ষোড়শবৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুকন্যার বিবাহের কালের অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মনুতে একস্থলে, যে,

কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

বরং কন্যা ঋতুমতী হইয়া আজীবন পিতৃগৃহে বাস করিবেন, তথাপি, উহাকে গুণহীন পাত্রে সমর্পণ করিবে না, এইরূপ উল্লেখ আছে, তাহা, বরের সদ্গুণ সম্পন্ন হওয়ার প্রশংসাধিক্য পর বুঝিতে হইবে। একপক্ষে গুণবান বর না পাইলে কন্যাকে আজীবন গৃহে রাখার যেরূপ বিধান আছে, গুণবান বর প্রাপ্ত হইলে অষ্টবর্ষের পূর্ব্বেও কন্যা সম্প্রদান করা যায়, মনুর অদ্ভুত ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। যথা,—

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং কন্যাং তস্মৈ দদ্যাৎ যথাবিধি॥

'উৎকৃষ্ট, সুশ্রী এবং কন্যার সুসদৃশ বরপ্রাপ্ত হইলে, বিবাহোপযোগী বয়স অর্থাৎ অষ্টবর্ষ না হইতেও কন্যা পাত্রস্থ করিবেক।"

উল্লিখিত মতবাদ পর্য্যালোচনা করিয়া

টী অবধারিত হয়, যে, অঙ্গিরার মতে টবৎসর হইতে দশবৎসর, মনুর মতে টবৎসর হইতে বারবৎসর, সাধারণতঃ জাতির বিবাহোপযোগীকাল। মহাভারতেও প্রাপ্তরজস্কা ষোড়শবর্ষবয়স্কা কন্যা সম্প্রদানের ন উল্লেখ দেখা যায়। ফলতঃ, এই সকল বাদের কারণ অনুসন্ধান করিলে, সুস্পষ্ট ধ হয় যে, হিন্দুকন্যা, বিবাহের জ্ঞানোন্মেষ বার পরে এবং ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে, বাহিত হইবেন, ইহাই সর্ব্ববাদি সম্মত ত।

ক্রমশঃ।

ন্যায়তত্ত্ব প্রবোধিনী। *

(মূল)। প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন ন্তাবয়বতর্কনির্ণয় বাদ জল্প বিতণ্ডা হেত্বা-সচ্ছল জাতিনিগ্রহস্থানান্তেতে ষোড়শ পদার্থা শ্রেয়স্ সাধন তত্ত্বজ্ঞানায় মহর্ষি গৌতমে-পদিষ্টাঃ।

এই দুঃখ সমূহ সঙ্কুল জগতে প্রাণীমাত্রেই নিরন্তর দুঃখ প্রবাহ ভোগ করিয়া থাকে। আহার বিহারাদি জন্য মধ্যে মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ সুখের অনুভব হইয়া থাকে, তাহা সংসার সমুদ্রের একটী দুঃখ তরঙ্গ আসিয়া অপরটী আসিবার অবকাশ মাত্র। বস্তুতঃ তাহা প্রকৃত সুখ নহে। উক্ত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য মহর্ষি অক্ষপাদ ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। উক্ত শাস্ত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা নির্ণীত হইয়াছে।

উদ্দেশ—ব্যক্তব্য পদার্থের নাম কথন।

লক্ষণ—অসাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ যে ধর্ম্মটী অন্য পদার্থে বিদ্যমান না হইয়, মাত্র তৎপদার্থেই বিদ্যমান থাকিবে, সেই ধর্ম্ম উক্ত পদার্থের লক্ষণ হইবে। যেমন গবাদির লক্ষণ গলকম্বল বত্ত্ব।

পরীক্ষা—পরমত নিরাকরণ পূর্ব্বক স্বমত সংস্থাপন।

গ্রন্থের প্রয়োজনাদি না জানিলে গ্রন্থাধ্যয়নে পাঠকবর্গের প্রবৃত্তি হয় না, এজন্য শাস্ত্রকারগণ গ্রন্থের প্রথমে প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত অবয়ব তর্ক নির্ণয় বাদ জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল জাতি এবং নিগ্রহ স্থান প্রভৃতি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান (যে পদার্থে যে ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, উক্ত ধর্ম্ম পুরস্কারে তাহার অসংশয় রূপে জ্ঞান) হইলে, নিশ্রেঃসাধিসন অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি হয়। উক্ত তত্ত্বজ্ঞান হইলে কি প্রকারে আত্যা-

---

* এই পুস্তকখানি পরম পূজ্যপাদ মদীয় পিতৃদেব রিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের রচিত। এতদ্দেশীয় শাস্ত্র পাঠকগণের মধ্যে প্রায় অনেকেরই ন্যায় সূত্রের ত রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতে হয়। তাহার কারণ সূত্র অতি দুরূহ গ্রন্থ, সহজে অর্থগ্রহ হয় না। ষ্য ভাষ্যাদি গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া ন্যায়সূত্রের র্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক সরল শব্দে ন্যায়তত্ত্ব প্রবোধিনী ক এই গ্রন্থখানি প্রচার করিয়াছিলেন। এবং মান সময়ে প্রথম ন্যায়শাস্ত্র পাঠার্থিদিগের পঠনার্থ মস্ত পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহা প্রায়ই ন্যায় ও ষিক মত অবলম্বন করিয়া রচিত। সুতরাং মাত্র দর্শনের মত সংগ্রহ পুস্তকের বড়ই অভাব। অধিক শ বার বৎসর কাল ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ন্যায় স্ত্রের সমস্ত পদার্থ অনেকেই জানিতে পারেন না। অভাব পূরণ করাই গ্রন্থকারের প্রধানতম উদ্দেশ্য। ভাব প্রভৃতি নানা কারণ বশতঃ এই গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। প্রথম ভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণের অবগতির জন্য ইহার যথাসাধ্য তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষায় প্রচার করিলাম। ইহাতে ন্যায়সূত্রের প্রথমাধ্যায় ও পঞ্চমাধ্যায়ের প্রায় সমস্ত পদার্থই লিখিত হইয়াছে।

স্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয়, তাহা মহর্ষি গৌতম দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যা জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।(ইতি ন্যায়সূত্রং) এই সূত্র দ্বারা তাহা ব্যাক্ত করিয়াছেন।

প্রাণিমাত্রেই প্রায় শরীরকে আত্মা বলিয়া জানে। তন্নিমিত্ত আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি জন্মাইয়াছি, আমার মৃত্যু হইবে এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্য যৎকালে যোগশাস্ত্র বিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের বশতা ও শ্রুতি আন্বিক্ষিকী প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান (আত্মা অবিনাশী দেহাদ্যতিরিক্ত ইত্যাদি জ্ঞান) লাভ করে; তৎকালে মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা বিনাশী উৎপন্নশালী দেহই আত্মা ইত্যাদি জ্ঞান ও তজ্জন্য দৃঢ় সংস্কার দূরীভূত হয়। উক্ত অজ্ঞানের সমূলে উচ্ছেদ হইলে অজ্ঞান মূলক দোষের (রাগ দ্বেষ মোহের) অভাব হয়। তৎপরে রাগ দ্বেষ মোহ বিনষ্ট হইলে পাপ পুণ্যাদিতে উৎকট প্রবৃত্তি হয় না। এবং প্রবৃত্তির নাশ হইলে তজ্জন্য পাপ কি পুণ্য আর নূতন জন্মে না। এবং পূর্ব্ব জন্মার্জিত পাপ কি পুণ্য ক্রমশ: ইহজন্মে কি জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াই বা হউক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ঐ অদৃষ্ট নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হইলে পুনর্ব্বার জন্ম অর্থাৎ শরীর ধারণ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। জন্ম না হইলে শরীর না থাকায় আর কি প্রকারে অশরীরি আত্মার দুঃখ জন্মিবে। উক্ত দুঃখের সমূলে উচ্ছেদই অপবর্গ পদার্থ। অতএব শ্রুতিও আছে "অশরীরং বাব! সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ" অর্থাৎ শরীর শূন্য আত্মাকে সুখ দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। উক্ত অবস্থাই মুক্তাবস্থা। এক্ষণে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ কি? তাহা নির্ণয় করিতেছেন।

"তত্র প্রমাণং প্রমীয়তে হনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রমায়াঃ করণং। প্রমাচ স্মৃত্যন্য ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানং। করণঞ্চ ব্যাপার প্রত্যাসত্ত... কারণং, সংস্কার দ্বারা স্মৃতিজনকে হনুভ... হতিব্যাপ্ত বারণায় স্মৃত্যন্যেতি"।

প্রমাণ শব্দে প্রামীতির (যথার্থ জ্ঞানের... করণকে বোধ করায়। কার্য্য মাত্রেই কর্ত্তা... করণাপেক্ষ, কর্ত্তা ও করণ ব্যতীত কদা... কার্য্য উৎপন্ন হয় না। জ্ঞান ও একটী কা... বলিয়া তাহার ও কর্ত্তা ও করণ অবশ্য... স্বীকার্য্য। যাহার যত্নে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সে... কর্ত্তা। যাহার ব্যাপারানন্তর কার্য্য উৎপন্ন হ... সেই করণ শব্দ বাচ্য। আত্মার যত্নে জ্ঞা... জন্মাইতেছে, এজন্য জ্ঞানের কর্ত্তা আত্মা... ইন্দ্রিয় বা ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির ব্যাপারান্তর জ্ঞা... উৎপন্ন হইতেছে, এজন্য ইন্দ্রিয় ও ব্যাপ্তি... জ্ঞানাদি জ্ঞানের কারণ। উক্ত যথার্থ জ্ঞানে... করণকেই প্রমাণ বলে। স্মৃতি (স্মরণ) ভি... ভ্রমাতিরিক্ত যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাণ কহে... মাত্র ভ্রমাতিরিক্ত যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাণ কহিলে... স্মৃতিজনক অনুভবকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকা... করিতে হয়, এজন্য স্মৃতি ভিন্ন যথার্থ জ্ঞান... প্রমাণ কহিয়াছেন।

"তচ্চ চতুর্ব্বিধং প্রত্যক্ষানুমানোপমান... ভেদাৎ। তত্র প্রতিগতং প্রতিগমক বা অক্ষ... মিন্দ্রিয় মিতি ব্যুৎপত্ত্যা সিদ্ধঃ প্রত্যক্ষ শব্দ... প্রত্যক্ষ প্রমিতি করণং বোধয়তি।

উক্ত প্রমাণ চারি প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমা... উপমান এবং শব্দ। যে কোন পদার্থের নি... করিতে হইলে, উক্ত চারি প্রমাণের যে কো... একটী প্রমাণ সাহায্যের আবশ্যক। নতু... কোন বস্তুর * অস্তিত্বে নির্ণয় হইতে পারে ন... ই ফুলটী লাল কি নীলবর্ণ ইহা নিশ্চয় করিতে ...ইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাহায্যে রক্তবর্ণ কিম্বা ...নীলবর্ণ ইহা নিশ্চয় করিয়া থাকি। এইরূপ ...শ্বর আছেন কি না? ইহা অবধারণ করিতে ...হইলে, একমাত্র অনুমাণ প্রমাণ দ্বারা জগদী...শ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চয় করিতে হইবে। তন্মধ্যে ...প্রত্যক্ষ প্রমা নির্ণীত হইতেছে।

তত্র প্রত্যক্ষ প্রমাচ ইন্দ্রিয়াণামর্থেন সম্বন্ধা...দুৎপদ্যমানং নির্ণয়াত্মকং যথার্থ জ্ঞানং। যথা ...অয়ং গন্ধঃ ইয়ং পৃথিবী অয়ং স্থানুর্ণবেত্যাদি ...সংশয় মরীচিকাদি ধার্ম্মিক জল জ্ঞানাদি ...বারণায় নিশ্চয়েতি॥

চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়, কিম্বা অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ বিষয়কে (রূপাদিকে) প্রাপ্ত হইয়া যে নিশ্চয়াত্মক যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দেয়, উক্ত যথার্থ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমিতি কহে। এইটী মনুষ্য? কি স্থানু? এইরূপ সংশয়াত্মক জ্ঞান ইন্দ্রিয় সহকারে উৎপন্ন হয়, বাস্তবিক তাহা প্রত্যক্ষ প্রমিতি হইবে না, জ্ঞানে নিশ্চয়াত্মক বিশেষণ দিয়াছেন। জবা পুষ্প সন্নিহিত স্ফটিকাদিতে রক্ততা প্রতীতি হয়, তাহাও ইন্দ্রিয় সহকৃত অথচ নিশ্চয়াত্মক এজন্য যথার্থ জ্ঞান কহিয়াছেন। স্ফটিকাদিতে রক্ততা প্রতীতি যথার্থ জ্ঞান নহে, তাহা ভ্রমাত্মক।

"নব্যাস্ত প্রত্যক্ষং দ্বিবিধং, সবিকল্পকং নির্ব্বিকল্পকঞ্চেতি, তত্র সম্বন্ধানবগাহি জ্ঞানং নির্ব্বিকল্পকং, সবিক প্রকঞ্চ সম্বন্ধাবগাহি। যথা ঘট ঘটত্বে, অয়ং ঘট ইত্যা কারকং বিভজন্তি।

নব্য নৈতার্কিকের মতে উক্ত প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ। সবিকল্পক এবং নির্ব্বিকল্পক। তন্মধ্যে যে জ্ঞানে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মির সম্বন্ধ অবগাহন করে না, তাহাকে নির্ব্বিকল্পক কহে। এইটী ঘট পদার্থ ইহা নিশ্চয় করিতে হইলে প্রথমতঃ ঘটত্ব জ্ঞান (ঘটবৃত্তি অসাধরণ ধর্ম্ম জ্ঞান অর্থাৎ যে ধর্ম্ম মাত্র ঘটেতেই বিদ্যমান আছে, তাদৃশ ধর্ম্ম জ্ঞান) অপেক্ষা করে না। কম্বুগ্রীবাদিরূপ ঘটের অসাধারণ ধর্ম্মগুলির প্রথমতঃ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তদনন্তর যখন ঘটের কম্বুগ্রীবাদিরূপ অসাধারণ ধর্ম্মগুলি সমবায় সম্বন্ধে * এই বস্তুতে বিদ্যমান আছে, সুতরাং এইটী ঘট এইরূপ ধর্ম্ম (ঘটত্ব) ও ধার্ম্মিক (ঘটের) সম্বন্ধবগাহি জ্ঞানকেই সবিকল্পক কহে। উক্ত সবিকল্পক জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে বিশেষণ জ্ঞান (ঘট ও ঘটত্বের সম্বন্ধানবগাহি জ্ঞান) অপেক্ষা করে, নতুবা বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। সুন্দর অশ্ব এইরূপ জ্ঞান জন্মাইবার পূর্ব্বে সৌন্দর্য্যের ও অশ্বের জ্ঞান না থাকিলে, সুন্দর অশ্ব এইরূপ জ্ঞান কদাচ জন্মাইতে পারে না। তদ্রূপ ঘটজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে সামান্যতঃ (সম্বন্ধানবগাহি) ঘট ও ঘটত্ব জ্ঞান আবশ্যক, উক্ত জ্ঞাণই নির্ব্বিকল্পক। এবং পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধাবগাহি জ্ঞানই সবিকল্পক।

ক্রমশঃ।

---

* প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা আমরা যথার্থরূপে ব... স্বরূপ জানিতে পারি কি না এ বিষয়ে নানা মতা... আছে, যদিচ নৈয়ায়িকেরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ব... ও প্রত্যক্ষ হয়, স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু অনুধা... করিয়া দেখিলে বস্তুর স্বরূপ আমরা অবগত হইতে পা... ইহা বোধ হয় না। মনে করুন আমি একটী ... দেখিতেছি। এ স্থলে বাস্তবিক আমি ফুল দেখিতেছি, কি পুষ্পগতগুণ সমষ্টির প্রত্যক্ষ করিতেছি? বাস্তবিক ফুলটীর স্বরূপ আমি অবগত হইলাম না। কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা তাহার রূপ দর্শন করিলাম। রসনেন্দ্রিয় সাহায্যে তাহার রসাস্বাদন করিলাম, বা ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা তাহার কাঠিন্য বা কোমলত্ব অনুভব করিলাম। কিন্তু ফুলটীর স্বরূপ জ্ঞান আমাদের হইল না। এবং তাহার আরও কতকগুলি গুণ আছে কি না তাহাও জানিতে পারিলাম না। কারণ জগদীশ্বর যদি আমাদের চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ভিন্ন আরও কতকগুলি ইন্দ্রিয় দান করিতেন, হয়ত আমরা রূপ রসাদি ভিন্ন আরও কত গুণের প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। সুতরাং, ইন্দ্রিয়াদি সাহায্যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাই বোধ হয়।

* ঘটাদিনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণ কর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ যঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
অবয়বে অবয়বী যে সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, দ্রব্যেতে গুণ কর্ম্মের যে সম্বন্ধ এবং দ্রব্যগুণ কর্ম্মে জাতির সম্বন্ধ ও পরমাণুর সহিত বিশেষ পদার্থের সম্বন্ধই সমবায়।

পূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ধ্যান।

আচার্য্য। মানস পূজা প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উক্ত পূজার মর্ম্ম বুঝিয়াছ। তৎপর মধ্যম উপাসনার অন্তর্গত ধারণার বিষয়ও বলা হইয়াছে। এখন ধ্যানের বিবরণ শুনিলেই মধ্যম উপাসনার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। তাহা হইলে মধ্যম উপাসনা তোমার কর্ত্তব্য কি না তদ্বিষয় স্থিরতর করিতে পারিবে।

ভগবান্ পাতঞ্জলিদেব পাতঞ্জল দর্শনে বলিয়াছেন যে "তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানং" * * * * "হৃদয়াদি কোন এক স্থানে পূর্ব্বোক্ত ধারণার অভ্যাস হইলে, সেইখানে অনন্য চিত্ত হইয়া, নদী-প্রবাহের ন্যায়, অবিচ্ছিন্ন ধারণা-বাহী ক্রমে, ভগবানের রূপ চিন্তা করার নাম ধ্যান।" যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্ত একবারে একাগ্র না হয়, মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া অন্যান্য বিষয়েও যায়—ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তের একাগ্রতা বা স্থিরতা বলা যায় না, ততক্ষণ প্রকৃত ধ্যানও হয় না। পুরাণাদি শাস্ত্রেও এরূপই উপদেশ আছে,

"তদ্রূপ প্রত্যয়ৈকাগ্র্য সন্ততিশ্চান্য নিস্পৃহা।
তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্ভির্নিষ্পাদ্যতেনৃপ!"

ইত্যাদি।

এই হইল ধ্যানের সাধারণ লক্ষণ, ধারণার বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই ধ্যান আর ধারণার নামই মধ্যমাপূজা। এখন বিবেচনা কর, এই মধ্যম পূজাতে তোমার অধিকার আছে কি না। ধ্যান ধারণার যেরূপ বিবরণ করা হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই তাহাতে অধিকার আছে এইরূপ বুঝিতে হইবে, এবং যদি অধিকার থাকে তবে বাহ্য পূজাদি না করিয়া এই ধ্যান ধারণারূপ পূজা করাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, উক্ত ধ্যান ও ধারণাতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই কারণ তোমার বিষয়াশক্তি অদ্যাপি পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। যতক্ষণ বিষয়াশক্তি থাকে, ততক্ষণ একাগ্র ভাবে ঈশ্বর চিন্তা হইতে পারে না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়েরদিকেই থাকে, অতিশয় যত্ন করিলে, ঘোর অন্ধকারে বিদ্যুচ্চমকের ন্যায়, এক একবার ঈশ্বরের দিকে যায়, সুতরাং ধ্যান ধারণা হয় না।

শিষ্য। শাস্ত্রোক্তমতে ধ্যান ধারণা কখনও করি নাই, সুতরাং তাহাতে চিত্তস্থির হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আমার বিষয়াশক্তি নাই, এরূপ বিশ্বাস আছে। বিষয়া-শক্তি না থাকিলে যদি ধ্যান ধারণায় অধিকার হয়, তবে আমাদের অধিকার থাকিতে পারে না কি?

আচার্য্য। বিষয়াসক্তি তোমরা কাহাকে বল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু আমরা যাহাকে বিষয়াশক্তি বলিয়া থাকি, তাহা তোমাদের পূর্ণমাত্রায়ই আছে।

শিষ্য। লোক নিন্দা, সমাজ ভয়, অর্থ নাশ, রাজদণ্ড, আয়ুক্ষয় ও ব্যাধি প্রভৃতির ভয় পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কোনরূপ ইন্দ্রিয় ভোগ বিষয়ের উপভোগ করে, তাহারাই বিষয়াসক্ত। আমাদের তাহা নাই, আমরা অনুপযুক্ত মতে কোন বিষয়ের উপভোগ করি না।

আচার্য্য। বিষয়াশক্তি বলিলে যে এইরূপ অর্থ বুঝিতে হয়, শাস্ত্রকারগণ তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই, আমরাও ইহা জানি না। লোকনিন্দাদির ভয়ে যাহারা যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করে, আমাদের মতে তাহারাও সম্পূর্ণ বিষয়াসক্ত বলিয়া পরিগণিত। লৌকিক যশ, সামাজিক সম্মান, অর্থ, ধন ও আরোগ্য প্রভৃতি-কেও আমরা বিষয় বলিয়া থাকি। অতএব তাহাতে যাহাদের আশক্তি আছে তাহারাও শাস্ত্রমতে বিষয়াসক্ত বলিয়া পরিগণিত। ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে যাহারা আসক্ত তাহারাও বিষয়াসক্ত বলিয়া গণ্য। অতএব এক বিষয়ের মমতায় বাধ্য হইয়া অপর বিষয় কিছু কম পরিমাণে কিম্বা একবারে ভোগ না করিলেও বিষয়ের আশক্তি হয় না। আবার অল্প ও অধিক পরিমাণে বিষয় ভোগ করাকেও বিষয়ের আসক্তি ও অনাসক্তি বলে না। লৌকিক যশ ও সামাজিক সম্মানাদির মমতায় কোন বিষয় যথাযোগ্য ভোগ বা পরিত্যাগ করিলে যদি বিষয়ে অনাসক্তি হয় তবে ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া যশ, মান ও অর্থাদি পরিত্যাগ করিলেও বিষয়ে অনাসক্তি বলিতে পারা যায়। কারণ অর্থ, শরীর, আরোগ্য, যশ, মান, ও আহারাদি সমস্তই বিষয়ী, ইহার মধ্যে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই। আবার কৃপণ, ভণ্ড, এবং চিকিৎস্যমান রোগীকেও বিষয়ে অনাসক্ত বলিতে পারা যায়, এবং অকপট দাতা, সাধু ও অজর অমর ব্যক্তিকেও নিশ্চয় বিষয়াসক্ত বলা যাইতে পারে। নরাধম কৃপণগণ ধনের মমতায় যথাযোগ্য আহার বিহারাদি করেন, প্রচুরতর ধন সম্পন্ন হইয়াও দীনহীন দরিদ্রের ন্যায় দিনযাপন করে, তাহাকেও বিষয়ে অনাশক্ত বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কৃপণের নাম স্মরণ করিতেও পাপশ্রুতি আছে! আবার ভণ্ডগণ লোকের আদর পাওয়ার লোভে, আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া হয়ত কৌপীন গ্রহণ করে, তাহাকেও বিষয়ে অনাসক্ত বলিতে হয়। এবং রোগীগণ মৃত্যুর ভয়ে সুপথ্য সেবা করে, সুতরাং তাহাদিগকে অনাসক্ত বলিতে হয়। তুমি এবং তোমার শ্রেণীর লোক, যাঁহারা আপনাকে বিষয়ে অনাসক্ত বা নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সকলেই এক বিষয়ের মমতায় আর এক বিষয়ের যথা-যোগ্য বা কম কম উপভোগ করেন, অতএব তুমি এবং তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণ বিষয়াসক্ত তাহাতে সংশয় নাই! তোমার দেহটি অভি-মানে টল টল করিতেছে, অতি সামান্য একটু অপমানজনক কোন একটু ঘটনা বায়ু লাগিলে মাকড়সার জালের ন্যায় মনের বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হয়, ভাগীরথীর জলের ন্যায় দেহের মধ্যে হুলুস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হয়, আহার, নিদ্রা, শয্যাশনাদির একটু তারতম্য হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের নিমিত্তই পূর্ণমাত্রায় কচিটুকুও আছে, দেহাত্ম বোধ অণুমাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, তোমরাও যদি বিষয়ের অনাশক্তি আর নিষ্কাম কর্ম্মের দাওয়া কর তবে এই পৃথিবীতে ঘোর বিষয়াসক্ত বা সকামকর্ম্মী কাহাকে বলিতে হইবে, তাহা তোমারই জান। শাস্ত্রমতে, কোন প্রকার দুঃখ বা সুখজনক ঘটনা দ্বারা যাঁহার হৃদয় বিচলিত না হয়, নিন্দা অপমান, অর্থনাশ, বন্ধুনাশ, পুত্রনাশ, কলত্রাদি নাশ, সর্ব্বস্বনাশ, আধি, ব্যাধি, মৃত্যু, দুর্গন্ধ, দুরাহার ও সীতো-ষ্ণাদি কোন প্রকার দুঃখজনক ঘটনার দ্বারা যাহার মন কিছুমাত্র উদ্বেজিত না হয়, এবং যশ, খ্যাতি, ধন, মান, স্ত্রী, পুত্র, দেহ আহার বিহারাদি কোন সুখজনক ঘটনা দ্বারা যাঁহার মন কিঞ্চিন্মাত্র স্পৃহাযুক্ত বা উৎফুল্ল না হয় তিনিই বিষয়াসক্তি শূন্য, সেই মহাত্মাই অনা-সক্ত শব্দের বাচ্য, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নিষ্কামকর্ম্মী বলিয়া পরিগণিত হয়েন। "দুঃখ-ষ্ঠনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত স্পৃহা। বীতরাগ ভয়দ্বন্দ্ব" ইত্যাদি (গীতা)। যিনি ইহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত, অর্থাৎ উক্ত কোনরূপ সুখ দুঃখের দ্বারা যাঁহার হৃদয় বিচলিত হয়, তিনিই বিষয়াসক্ত এবং সকামকর্ম্মী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। ফলতঃ, আসক্ত শব্দের অর্থ ভালবাসা। যিনি বিষয়কে ভালবাসেন তিনিই বিষয়াসক্ত, এবং যিনি বিষয়ে বিরক্ত তিনিই অনাসক্ত ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম।

যাহাদের দেহাত্মজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় আছে তাহাদের এই বিষয়াসক্ত আছে, আর যখন

দেহাত্মজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, তখন বিষয়াসক্তিও বিদূরিত হয়। তোমরা দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য বা ভিন্নতা অনুভব করিতে পারে না, এই জড় দেহকেই আত্মা বলিয়া তোমাদিগের প্রতীতি আছে, সুতরাং পূর্ণমাত্রায় দেহাত্মজ্ঞান ও বিষয়াসক্তি আছে। অতএব সহস্র চেষ্টায়ও তোমাদের ঈশ্বর বিষয়ে চিত্ত স্থিরতার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ধ্যান ধারণারূপ মধ্যম পূজাতে তোমাদের সামর্থ নাই, অধিকারও নাই।

শিষ্য। বিষয়াশক্তি থাকিলে ঈশ্বর বিষয়ে চিত্ত স্থিরতায় বাধা হয় যেন তদ্বিষয়ে একটু না বলিলে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। ইদানীং অনেককে দেখিতে পাই, তাহারা আপনার মতে সম্পুর্ণ বিষয়াশক্ত অথচ বহু লোক একত্র সমবেত হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভগবানের ধ্যান করিয়া থাকেন, তাহা অবিশ্বাষ করিব কিরূপে?

আচার্য্য। সে নয়ন মুদ্রণ কেবল অন্ধকার দর্শন মাত্র, তাহা কিছুই না, তাহা কোন ধ্যানও নয়, চিন্তাও নয়, তাহা, হয় মূর্খতা, না হয় ভণ্ডামির পরিবারক মাত্র। বাস্তবিক বিষয়াশক্ত লোকের চিত্ত ধৈর্য্য কোন মতেও হইতে পারে না। ইহার কারণ ধর্ম্মব্যাখ্যাতে বিস্তার রূপে বলা হইয়াছে। অতএব এখন অতি সঙ্খেপে কিছু বলিব।

যাহাতে আসক্তি থাকে, যাহা ভাল বাসে সেই দিকেই বিধাবিত হয় ইহা চিত্তের অনিবার্য্য স্বভাব। কারণ আমাদের অন্তঃকরণ বা মন কেবল কতকগুলি জ্ঞানের সংস্কার আর অনুরাগ বা ভালবাসা প্রভৃতি কএকটি বৃত্তির সংস্কারের সমষ্টি অবস্থা মাত্র। জ্ঞান ও ভালবসা বা আসক্তির সংস্কার সমূহ একত্রিত হইয়া আমাদের মনের অস্তিত্ব গঠন করিয়া থাকে। ইহা আমাদের সমস্ত দর্শণিকগণের মত। অতএব যে বিষয়ের অনুরাগ বা আসক্তি বা ভালবাসার সংস্কারের দ্বারা এবং যে বিষয়ের জ্ঞানের সংস্কারের দ্বারায় যাহার মন সঙ্গঠিত ও অভ্যস্ত সেই বি[ষ]য়ের জ্ঞানময়ও সেই বিষয়ের অনুরাগময় তাহার মন এবং সর্ব্বদা সেই বিষয়েরই চিন্তা করিয়া থাকে অপর কোন বিষয়ের চিন্তা ভালবাসা তাহাতে স্থান পায় না, আপন উপ[া]দান সংস্কার গুলি পরিত্যাগ করিলে মনে[র] আস্তিত্বও থাকে না। অতএব বাহ্য বিষয় জ্ঞ[ান] ও বাহ্য বিষয়ের অনুরাগের সংস্কারের দ্বা[রা] যাহার মন গঠিত তাহার মন কদাচ সেই উপ[া]দান সংস্কার গুলি পরিত্যাগ করিতে পারে না যদি কষ্টে শ্রেষ্ঠে যদি এক একবার ঈশ্ব[র] দিকে লইয়া যায় কিন্ত অধিকাল স্থায়ী হই[তে] পারে না, পূনঃ পুনঃ বিষয়ের দিকেই বিধাবি[ত] হয়, তাহার গতি বিষয়ের দিকেই থাকে অতএব বিষয়াসক্ত লোকের ঈশ্বর বিষয়ে চি[ত্ত] স্থিরতা হয় না।

কেবল ইহাও নহে বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ধ[্যান] করিতে গেলে আরও দুইটি গুরুতর প্রতিব[ন্ধক] আছে। একটি জড়তা স্ফুর্ত্তি, আর এক অন্যথা স্ফুর্ত্তি। এই দুইটিই অতি অনিবা[র্য্য] বাধা। এবিষয় স্থানান্তরে বিস্তার পূর্ব্বক বুঝা[ই]য়া দিব। অতএব ধ্যান ও ধারণাতে তোমা[দের] অধিকার নাই। এই হইল মধ্যমপূজার বিষ[য়] এখন অধমপূজার বিষয় শ্রবণ কর।

ক্রমশঃ—

আব্দার।

"আর কারে ডাকিব মাগো,
ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
এমন ছেলে হ'বনা মা ডাকিব গো যাকে তা[কে]
জগৎ জননী হও পুত্রভার মাগো লও
মাগো আব্দার সও,
তাই মা তোকে তনয় ডাকে।
মা যদি সন্তানে মারে ছেলে কাঁদে মা মা ক[রে]
ঠেলে দিলে গলাধরে, কাঁদে মা যত বকে।"

মা তুমি এখানে আসিয়াছিলে, শুনিলাম [এ]কটা বিরাট হাঁসির তরঙ্গ ভারতবর্ষের উপর [দি]য়া হেলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া গেল, তিনদিনের [জ]ন্য লোকে বড়ই মাতিয়া উঠিয়াছিল, দুঃখ [ক]ষ্ট সব বিস্মৃত হইয়াছিল। ভাল লোকের [মু]খেই এ কথাটা শুনিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাস [ক]রিতে পারি নাই—সুখের সংবাদ এখন আর [ব]ড় সহজে বিশ্বাস হয় না। সত্য সত্যই তুমি [এ] শ্মশান ভূমি তে পদার্পণ করিয়াছিলে কি না [ত]াহা জানি না; তবে এইটুকু বুঝিয়াছি যে [এ]ই চিরদুঃখ দারিদ্র্যতমসাচ্ছন্ন ভারতাকাশ [শ]ারদী-কৌমুদী ছটায় সমুদ্ভাসিত হওয়ায় [ন]রকপাল সকল ক্ষণিকের জন্য বিকটরবে হো [হ]ো হাসিয়া উঠিয়াছিল। এ হাঁসি সুখের, কি দুঃখের, কি উৎকট বিদ্রুপাত্মক, তাহা মা তুমিই জান। ইহা তীব্র বিদ্রূপের—টিট্‌কারীর হাঁসি বলিয়া আমার মনে হয়। মা, নরকপালে কি হাঁসিতে পারে? কেবল অস্থিচর্ম্ম সার হইলে কি সুখের তরঙ্গ হৃদয় উপ্‌চাইয়া উঠিয়া হাস্যের বিদ্যুল্লেখায় অধর প্রান্তকে চমকাইয়া জ্যোৎস্নাছটা চারিদিকে ছড়াইয়া উড়াইয়া দেয়? না মা এ সুখের হাঁসি নহে। এদেশে আর মানুষ নাই, মেদমজ্জা অস্থিচর্ম্ম রক্তমাংস না থাকিলে সুখ অসুখের অনুভূতি হয় না, চিরদিন মহাদুঃখে সংপিষ্ট হইয়া—অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করিয়া, অত্যাচারীর, দুরাচারীর বিষম তাড়নায় বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইয়া, পেটে না খাইতে পাইয়া আমরা কঙ্কাল অবশিষ্ট হইয়াছি। আমরা হাঁসিতেও ভুলিয়াছি, কাঁদিতেও ভাল জানি না। তবে যে মাঝে মাঝে একটা অপার্থীব শব্দ শুনিয়া থাক, তাহা বলিয়াছি ত, হাঁসি নয়, আমোদের আহ্লাদের তরঙ্গরোল নয়, উহা কঙ্কাল রাশির খট্‌ খট্‌ শব্দ, কপালমালার কিটিমিটি শব্দ, ক্ষুধিত আর্ত্ত শিবা সারমেয়র বিকট তর্জ্জন গর্জ্জন। তোমায় লজ্জা দিয়া এ শব্দ আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে, তোমার মা নামের কলঙ্ক বিঘোষিত করিয়া, চরাচর সন্ত্রাসিত করিয়া এই বিদ্রূপের অট্ট অট্ট, খল খল হাঁসি ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্গে নামের মহিমা রাখ মা।

মধুকৈটভ ভয়ে ভীত পিতামহ ব্রহ্মার মুখে শুনিয়াছি ঃ—

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপাচ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপাহন্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে॥"

কথাগুলা যেন খোসামোদের বলিয়া বোধ হয়; বুড়া দানব ভয়ে ভীত হইয়া তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, গল গল করিয়া কত কি বকিয়াছিল,—বটে ত? এখন আর সে দিন নাই মা—এখন কবুল জবাবের সময়, অত পেঁচাও কথা জানি না। তোমার না কি গোটাকতক বুড়া মোসাহেব জুটিয়াছে তাই সেকালের চর্ব্বিত চর্ব্বণ স্তবস্তুতি না পাইলে খুসী হও না। শুনি তুমি সর্ব্বধাত্রী, পরের কথা যাউক, যাহারা তোমায় মা মা-মা বলিয়া কাতর স্বরে ডাকিয়া থাকে, তাহাদের সর্ব্বনাশের সময়ে তুমি কি দশহাত বাহির করিয়া রক্ষা করিতেছ? তুমি আবার জগৎকর্ত্রী, এই মনুষ্যহীন দেশে—মানুষের মতন মানুষ একে একে কাড়িয়া লইতেছ, নূতন কাহাকেও পাঠাইলে কি? তুমি সর্ব্বপালিকা, এই যে সব ভাসিয়া গলিয়া গেল, না খাইয়া ক্ষুধার জ্বালায় মরিয়া যায়, ইহার কি প্রতিবিধান করিলে? বুড়া হইলে, ভয় পাইলে মিষ্টকথার ফোয়ারা খুলিয়া যায় বটে, কিন্তু মা, মাকে আবার খোসামোদ কেন? বেদস্রষ্টা পিতামহ, তোমার অনন্ত মহিমা তিনিই বুঝিয়াছেন, কীট আমরা, বড় কথার আবশ্যক কি। তবে এই যে বৎসরে বৎসরে আসিতেছ, দালানজোড়া বুকভরা ঠাকুর সাজিয়া আসিতেছ, জিজ্ঞাসা

করি জড়, নির্জীব ভারতকে কয়দিনের জন্য তোমার অতুল শক্তিকণার দ্বারায় সমুজ্জীবিত করিয়া দিয়াছ? সহস্র সহস্র বৎসর এমনি করিয়া তিনদিনের জন্য আসিতেছ কত হা হা শব্দ শুনিয়াছ, যে মৃত্তিকায় তোমার মূর্ত্তি গঠিত হইতেছে, তাহা কতবার কত বীরের হৃদয় শোণিতে অভিসিঞ্চিত হইয়াছে, কত হতভাগিনির নয়ন জলে পঙ্কিল হইয়াছে তাহাও বুঝিয়াছ, তবুও এমন কেন মা? এ ব্যাসকুট বুঝিতে পারি না, এ বিষম সমস্যার মর্ম্মভেদ করিতে পারি না, তাই ক্ষোভে কত কথাই তোমায় বলিয়া ফেলি। মা বলিয়া ডাকিলে সকল জ্বালার নিবৃত্তি হয়, তোমাকে মনে মনে ভাবিলে সাহসে আহ্লাদে নাচিয়া উঠি—তোমার মুখখানি দেখিলে আমি আত্ম-হারা হইয়া পড়ি, সেই তুমি মূর্ত্তিমতী হইয়া ঘরে আসিয়া আলো করিয়া বস, তবুও কেন এমন থাকি? বিজয়ার দিন শত্রুমিত্র সকলকে নমস্কার করিলাম, আলিঙ্গন করিলাম, শান্তিজল মাথায় লইলাম, ভাবিলাম সব চুকিল, সকল আপদের শান্তি হইল। কিন্তু কৈ আবার নিজের দিকে তাকাই, মনের ভিতর খুঁজিয়া দেখি আমি যাহা তাহাই আছি, আকাশ পাতাল চারিদিকে তাকাইয়া দেখি যেমন তেমনিই আছে। শত্রু—শত্রুই রহিয়াছে দুষ্ট দুষ্টই রহিয়াছে, পাপী পাপরতই আছে। মহামায়ার মহা চাতুরী মা তুমিই বুঝ, তুমিই জান। কিন্তু ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যখন সকল কথা কুলাইয়া উঠে না, তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য কণা দেখিয়া চমকিত হই, আমাদের নিজের দুর্দ্দশা দেখিয়া, এ আপদঃশান্তির উপায় না পাইয়া অস্থির হইয়া উঠি, যখন বুঝি অনুপায়ের উপায় স্বরূপা মা তুমি আদর করিয়া কোলে না লইলে, সৎবুদ্ধি দিয়া সৎপথ দেখাইয়া না দিলে আমাদের গত্যন্তর নাই, তখনই তোমার অঞ্চল ধরিয়া আব্দার করিতে থাকি, অভিমান ভরে তোমাকে কত রূঢ় কথা বলিয়া ফে[লি]... বেশ জানি তুমি দুঃখের সংবাদ শুনিতে পা[র]... দরিদ্রের কাতরকণ্ঠ তোমার কর্ণগোচর হ[ন]... কিন্তু অভয়ে, উপায় যে আর নাই।

সূর্য্য।

সূর্য্য স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা। ই[হা] মতিমানগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন। যাহা[র] অন্তঃকরণে কৃতজ্ঞতারস সঞ্চারিত তিনি বলিবেন সূর্য্যদেব জগৎস্থিতির নিদান। এ[ক] মাত্র পরব্রহ্ম পরম দেবতা। ব্রহ্মদেব সর্ব্ব ব্যাপী সর্ব্বভূতে নিগূঢ়। প্রতি পদার্থে পরম দ্যূতি নিবিষ্ট থাকিলেও বস্তু বিশেষে প্রকট[া]- ধিক্য আছে। আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ কর[ি]- তেছি সূর্য্য তেজোময়। সূর্য্যের এই বিপুল তেজ কোথা হইতে আসিল? শ্রুতি জল[দ] গম্ভীর স্বরে বলিয়া দিন।

"তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

সূর্য্য ঈশ্বরতেজে তেজস্বী। পরমেশ্বর সূর্য্য পিণ্ডে তেজ নিহিত করিয়া জগৎ রক্ষা করিতে- ছেন। সূর্য্যদেহ জড়পিণ্ড হইলেও মার্ত্তণ্ড উপাধিতে উপহিত চিৎ, জড় নহে। ঐ যে মানব যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছে, ঐ মানব চেতন। কিন্তু তাহার দেহ জড়। কেশ নখ প্রভৃতি অচেতন, দেহ অচেতন, দেহী চেতন। কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিতে কুটস্থ চৈতন্যের আবেশ থাকিলেও জীব চৈতন্যাভাবে উহারা জড় বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জীব চৈতন্য বলে। কাষ্ঠাদির অন্তঃকরণাভাব বশতঃ সর্ব্বময় কূটস্থ চৈতন্য সত্বেও অচেতন। জগতের অনেক বস্তু অচেতন বলিয়া গণ্য, আর যাহা চেতন বলিয়া পরিগণিত তাহাও চেতন ও অচেতনের সংমিশ্রণে যেন মিশ্রিত। এবং বিধ সংযোগই

[প্র]কৃতি পুরুষের সংযোগ। পুরুষ চিৎ, প্রকৃতি [জ]ড়। এক দেবতা বহুপদার্থে অথবা সমস্ত [প]দার্থে বিরাজিত। বহুপদার্থে উপহিত হইয়া [এ]কই দেবতা বহুধা বহুদেব বলিয়া আখ্যাত। [আ]বার দেখিতেছি ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত [য]াবতীয় পদার্থ নিচয় ত্রিগুণাত্মক। বস্তুজাত ত্রিগুণময় হইলেও গুণের তারতম্যানুসারে তত্তৎ [গ]ুণময় বলিয়া অভিহিত হয়। অন্ধকারের [এ]কটী নাম তমঃ। সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ। [অ]ন্ধকার তমোময়। আলোক সত্ত্বগুণ সন্নি- [ব]েশিত। এখন দেখা যাইতেছে সূর্য্যাবয়বে [স]দাবেশ দেবভাব সুতরাং সমধিক প্রকাশগুণ [ন্য]স্ত রহিয়াছে। দেব শক্তি প্রত্যেক পদার্থে [নি]গূঢ় থাকিয়া সেই পদার্থের স্বাভাবিক কার্য্য- [নি]য়মন করিতেছে। দেবশক্তিতে জগৎ শক্তি- [ম]ৎ। অচিন্ত্য শক্তির শক্তি বস্তু বিশেষের [স]ংশ্লেষে বিভিন্নরূপে প্রসারিত, অতএব বিভিন্ন [শ]ক্তি, বিভিন্ন বস্তুর ধারণ-পোষণাদি জগৎ [ব্য]াপার নিষ্পাদন করিতেছে। ঐ শক্তি [অ]চ্ছক্তি। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে শক্তি ও শক্তিমানের [অ]ভেদ উপলব্ধি হয়। ঐ শক্তি সর্ব্বত্র [স]ংপ্রসারিত; শক্তিই বস্তু জাতের অধিষ্ঠাত্রী। [অ]তএব পৃথিব্যাদি প্রত্যেক পদার্থেরই অধিষ্ঠাত্রী [দ]েবতা আছে। সুতরাং সূর্য্যাবয়বে ও সূর্য্যের [অ]ধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। উঁহাই আদিত্য- [ম]ণ্ডলে হিরণ্ময় বপু বলিয়া শ্রুতিতে কীর্ত্তিত [হ]ইয়াছে। হিরণ্ময় শব্দের প্রকৃত অর্থ তেজো- [ম]য়। সূর্য্যমণ্ডলে আমাদিগের মত জীব চৈত- [ন্যে]র সমাবেশ না থাকিলেও তেজোময় জীব [চৈ]তন্য অবস্থান করিবে আশ্চর্য্য কি? আমরা [আ]পাততঃ অনুমান করিতে পারি যে, তেজের [আ]ধার আদিত্যাবয়বে অস্মাদৃশ জীবের আবাস [অ]সম্ভব, কিন্তু তেজোময় জীবের আবাস [অ]সম্ভব নহে।

যাহারা, সাধক, ভক্ত, উপাসক ও হৃদয়বান [ত]াহারা জগতের অতি ক্ষুদ্রতম কার্য্য কৌশল সন্দর্শন করিয়াও বিমুগ্ধ হন। একটী বল্লরী-কিশলয় সন্দর্শন করিয়াও ভক্তের ভক্তিভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তখন প্রবল তেজোময় সূর্য্যাবয়ব দর্শনে কীদৃশী ভক্তি হইবে হৃদয়বান্ ব্যক্তিই অনুভব করিতে পারেন। তেজোময় বরণীয় মূর্ত্তি, ধ্যানের অনুকূল বলিয়া মরীচি-মালী সাধকের সাধনার প্রত্যক্ষ আদর্শ এবং সূর্য্য দর্শনে উপাসকের উপাসনা সংসিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদ্বারে উপস্থাপিত করে। উপাসনা যে বুঝিয়াছে সে সূর্য্যদৃষ্টে উপাসনা একান্ত বিধেয় বলিয়া পরম যত্নে উপাসনা করিবে, সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বস্তুতঃ সূর্য্যদেব। সূর্য্যদেব ভক্ত সাধকের অভিলাষ পরিপূরণ জন্য বরাদি প্রদান জন্য সাধকের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন, অতীতের ইতিহাসে ইহা জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। কর্ণ, সত্রাজিৎ, যাজ্ঞবল্ক্য, শাম্ব প্রভৃতি মাহাত্মাগণের বিবরণ তাহার সাক্ষী। বৈশম্পা-য়নের শিষ্য যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ভগবান্ বিবস্বদনু-গ্রহে যজুর্ব্বেদ শাখা অধিগত করেন। ঈশ্বর বিশ্বাসীমাত্রেই ইহা বিশ্বাস করেন। আজ পর্য্যন্ত রোগাপসরণ জন্য রোগিগণ ভগবান সূর্য্যের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হইয়া থাকেন। কুষ্ঠাদি মহারোগ ভিষক্ সাহায্যে দূরপনেয় হইলেও ভাস্কর সেবায় অপসারিত হয়। শাস্ত্রে সেই জন্য বলিয়াছেন "আরোগ্য মিচ্ছেত্তু ভাস্করাৎ"।

উপসনা বহুবিধ। বেদের উপাসনা কাণ্ডে তাহা বিবৃত আছে। বেদ, মন্ত্র ব্রাহ্মণে সমষ্টি। মন্ত্রভাগ কর্ম্মকাণ্ড ব্রাহ্মণের একভাগ উপাসনা কাণ্ড ও শিরোভাগ (বেদান্ত) জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া অভিহিত হয়। অধিকারীর অধিকারানুরূপ বহুবিধ উপাসনার আদেশ আছে। তথাপি যাবতীয় উপাসনা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। অহংগ্রহ, অঙ্গগ্রহ ও তটস্থ। আজ অঙ্গগ্রহ উপাসনার কথা প্রসঙ্গতঃ লিপিবদ্ধ হই-তেছে।

"অল্পালম্বন তিরস্কারেণোৎকৃষ্ট বস্তুভেদধ্যানং সম্পদয়থ। মনঃ স্ববৃত্ত্যানন্ত্যাদনন্তং তত উৎকৃষ্ট বিশ্বদেবা অপ্যনন্তা ইত্যনন্তস্ম সাম্যাৎ "বিশ্বদেবা এব মনঃ" ইতি সম্পত্ত্যানন্ত ফল প্রাপ্তির্ভবতি"। বেদান্ত ভাষ্য টীকায় আনন্দ গিরিঃ।

যৎকিঞ্চিৎ সাম্যদৃষ্টে কোন এক উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তুর অভেদ চিন্তা স্থির হইলে সম্পদ জ্ঞান (সম্পদ বিদ্যা) ও সম্পদ্ উপাসনা নামে অভিহিত হয়। "বিশ্বদেবা এব মনঃ" এই শ্রুতি সম্পদ্ বিদ্যামূলক। মনোবৃত্তি অসঙ্খ্য বিশ্বদেবতা ও অসংখ্য। অসংখ্যতা রূপ সাম্য লইয়া মনকে বিশ্বদেব দেবতা জ্ঞান করা সম্পদ বিদ্যা। এরূপ (সম্পদ্রূপ) উপাসনায় ফলাধিক্য আছে! সম্পদুপাসনার ন্যায় আর একরূপ উপাসনা আছে, তাহার নাম প্রতীকোপাসনা। অভিধানে প্রতীক শব্দের বহু অভিধান থাকিলে, অঙ্গ ও অবয়ব অর্থ আছে যাহা প্রতীকোপাসনা তাহাই অঙ্গগ্রহোপাসনা। প্রতীকোপসনার স্থূলতঃ অর্থ লিখিত হইল. এখন প্রতীকোপাসনার প্রকার লিখিত হইতেছে।

"আলম্বনস্য প্রাধান্যেন ধ্যানং প্রতীকোপাস্তিরধ্যাসঃ। যথা ব্রহ্ম দৃষ্টান্ত মনস আদিত্যস্তবা"। আনন্দ গিরিঃ।

মনই ব্রহ্ম, আদিত্যই ব্রহ্ম এতদ্রূপ অনুধ্যানের নাম প্রতীকোপাসনা; প্রতীকোপাসনা অধ্যাস রূপিণী। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান বা অবভাস হইলেই তাহা অধ্যাস বা ভ্রম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। প্রতীকোপাসনা অধ্যাস রূপ। আদিত্য প্রতীকে ব্রহ্ম জ্ঞান অধ্যাস রূপ। পূর্ব্বোক্ত সম্পদ্ উপাসনার সহিত প্রতীক উপাসনার প্রভেদ এই যে সম্পদ্ উপাসনায় ধ্যানের আলম্বন তিরস্কৃত ও অপ্রধান থাকে কিন্তু প্রতীকোপাসনায় তাহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ প্রতীকোপাসনায় অবলম্বনের প্রাবল্য বা প্রাধান্য

থাকে। অবলম্বনের প্রাধান্য থাকিলেও প্রতী
ককে ব্রহ্মজ্ঞান করিবেনা কারণ প্রতীক, নির্ব্বি
কার ব্রহ্মের বিকার। আদিত্যাদি দৃষ্টে ব্রহ্মো
পাসনার ফল হয় ইহাই শাস্ত্র তাৎপর্য্য। আদি
ত্যাদিতে ব্রহ্মদৃষ্টি দ্বারা উপাসনা করিবে ইহা
বাদরায়ণ সাধনা পাদে বেদান্ত সূত্রে প্রকা
করিয়াছেন। ন প্রতীকেন হিসঃ ৪, ব্রহ্মদৃ
রুৎকর্ষাৎ ৫। আদিত্যব্রহ্ম, মনোব্রহ্ম, শালগ্রা
বিষ্ণু ইত্যাকার যাবতীয় উপাসনাই প্রতীকো
পাসনা। অহংগ্রহোপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চো
সাধকের সাধনা। সেই নির্ব্বিকার সোহংভা
পরিস্ফুরিত হওয়া অনেকের আয়ত্ত নহে ক্রমসা
পেক্ষা। কিন্তু প্রতীকোপাসনা বালকেরও হৃ
য়ঙ্গম হয় এইজন্যে "আদিত্য ব্রহ্ম" ইত্যা
উপদেশে বেদেও লোকে প্রতীকোপাসন
বিন্যাস আছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে উপাধির উৎক
পকর্ষানুসারে চিদ্রূপ পরমাত্মার প্রকটভা
বা ঐশ্বর্য্য-শক্তির তারতম্য সম্ভব হয়। সুতর
ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও উপাধি বিশেষে ফলাধি
আছে। অধিদৈব, আধিভূত আধ্যাত্মিক উ
ধিভেদে উপাসিত ব্রহ্ম উপাসকের উপাস্য।
যদ্ যদ্ বিভূতিসৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা।
তত্তদেবাগচ্ছত্বং মম তেজোংশ সম্ভবম্॥

এই ভগবদ্বাক্য ও উহার ই প্রমাণ ক
তেছে। ঐ বাক্যে স্পষ্টরূপে ইহাই লিখিত
যাহাতে যাহাতে ঈশ্বর শক্তির আবেশ বা ঐ
র্য্যাধিক্য আছে শাস্ত্রে তাহা তাহাই ঈশ্বর
উপাস্যবলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। উপাসক
জড়সূর্য্যের উপাসনা করেন না সূর্য্যে যে অ
ধারণ শক্তিও তেজ আছে সেই শক্তি ও
পরমেশ্বরাগত এই বিবেচনায় সূর্য প্রতী
ঈশ্বর জ্ঞান উত্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরের ধ্যান ক
জড়ের ধ্যান করেন না। আদিত্য পি
জড়ত্ব বোধ সকলেরই আছে। উপাস
তত্ত্বাভিজ্ঞ ম্লেচ্ছ স্বভাব বাবুগণই জড়োপা

লিয়া বিদ্যার পরিচয় দেন, উপাসনা করিতে
ইলেই কোন আলম্বনের প্রয়োজন। আল-
ন ভিন্ন উপাসনা হয় না। শাস্ত্রকার আচার্য্য
পাসনা কাহাকে বলিয়াছেন? দেখা
উক।

"উপাসনং তু যথাশস্ত্র-সমর্পিতং কিঞ্চিদা-
শ্বন মুপাদায় তস্মিন্ সমান চিত্তবৃত্তি সন্তান
করণম্"।

আদিত্যাবয়বে ব্রহ্মভাব উত্থাপন করিয়া
উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহা যে জড়ো-
পাসনা নয়, তাহা যাহারা শ্রুতি অধ্যয়ন করি-
য়াছেন, এবং ব্রহ্ম সূত্রের বিচার শ্রবণ
করিয়াছেন, তাঁহারাই অনায়াসে বুঝিতে
পারিবেন। "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" ইত্যাদি
বহুবিধ সূত্রে তাহা সবিস্তর বর্ণিত আছে।
আদিত্যে ব্রহ্ম বিরাজিত, উহা গায়ত্রী আরাধনা
উপদেশেও সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবে। যাহারা
র্গ শব্দের তাৎপর্য্য অবগত আছেন তাহারাই
জানেন। অবিদ্যাবস্থাতেই উপাস্য উপাসকাদি
ব্যবহার। অভেদ জ্ঞান হইলে, আর উপা-
সনার প্রয়োজন থাকে না। উপাসনা বোধক
বহুবিধ শ্রুতি আছে, সেই সমস্ত উপাসনার
কতকগুলির ফল কেবল অভ্যুদয়, কতকগুলির
ফল কর্ম্ম-সমৃদ্ধি। আর কতকগুলির ফল
ক্রমমুক্তি, ক্রমমুক্তি সাধক উপাসনার সিদ্ধি
হইলে সূর্য্য লোকাদিতে জন্ম হয়, সূর্য্যলোকে
গেলে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যধামে আসিতে হয় না,
ক্রমে উর্দ্ধলোকে জন্ম হইয়া মুক্তি ঘটে।
ব্রহ্মচারিগণ এই পথের ফললাভ করেন।

এখন এই একটী আপত্তি হইতে পারে যে,
"আদিত্য ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে আদিত্যকেই
ব্রহ্ম বলিয়াছে ইহা জড়োপাসনা। যাহার
বুদ্ধি জড়ময়ী সেই ইহা বলিবে। আমাদের
পূর্ব্বোক্ত উক্তিতে তাহা যদি পরিস্ফুত রূপে
প্রকাশিত না হইয়া থাকে। তবে আর একটী
কথা এই স্থলে লিখিত হইতে।

"য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্য মন্তরো যমত্যেব ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত" ইতি শ্রুতিঃ। শ্রুতির অর্থ এই যে—

যিনি আদিত্যস্থ রশ্ম্যাদি নহেন অথচ আদিত্যে আছেন, আদিত্য যাহাকে জানেনা অথচ আদিত্য যাহার শরীর যিনি আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন, অর্থাৎ নিয়ম বহির্ভূত হইতে দেন না, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত পুরুষ। এই শ্রুতিতে প্রকৃত অর্থ বিশদরূপে বিবৃত আছে। এখন উপাসনা বিহীন স্বোদর পূরক স্বেচ্ছাচার বাবু কি বলিবেন? যেমন আমার দেহের জীব আমি তোমার দেহের জীব তুমি, তেমন আদিত্য দেহের জীব আদিত্য। যাহাতে যাহার অহং সম্বন্ধ সে সেদেহের জীব। ঐ শ্রুতিতে ঈশ্বর আদিত্য শরীরাভিমানী জীব হইতে পৃথক উপদিষ্ট হওয়ায় আদিত্যান্তর্গত উপাস্য পুরুষ পরমেশ্বর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব "আদিত্য ব্রহ্ম" ইহার তাৎপর্য্য আদিত্য উপাধিতে উপহিত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আদিত্যে ব্রহ্ম এই বোধ উপাসনা। আদিত্য ব্রহ্ম বলিতে কোন দোষনাই "ভেদব্যপদেশচ্চান্যঃ" ॥২১॥ এই বেদান্তসূত্রে ইহার সুন্দর মীমাংসা আছে।

পাতঞ্জল যোগ সূত্রানুরূপ কার্য্য করিলে তল্লিখিত ফল লাভ হইবে তাহার বিভূতিপাদে একটি সূত্র আছে যে,

"ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যেসংযমাৎ" ॥ ২৫

ধারণা ধ্যান ও সমাধির একত্র স্থিতি হইলে পাতঞ্জলে তাহাকে সংযম বলে। সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবন জ্ঞান হয়, যাবতীয় ভুবনের বিষয় অবগত হওয়াযায়। অতএব যোগ শাস্ত্রানুসারে ও সূর্য্যারাধনার ফল বিন্যস্ত আছে। নিদেহ পরমেশ্বর আদিত্য দেহে হিরণ্ময় বপু ঢালিয়া

জগতের রক্ষা বিধান করিতেছেন এবং প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধকের অন্তরের তম বিনাশ করিতেছেন, এই জন্য যাবতীয় শাস্ত্রে সূর্য্যের অর্চ্চনা নির্দ্দেশ আছে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সূর্য্য খরদীধিতি, পরম্পরা সম্বন্ধে স্নিগ্ধ-জ্যোতি। সূর্য্য দর্শনে দর্শনের ক্লেশানুভব হয়। আবার সূর্য্যই দর্শনের অনুগ্রাহক, সূর্য্য ভিন্ন দর্শন ব্যাপার নিষ্পাদিত হয় না। ঐ সূর্য্যতেজ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইলে লোকন রঞ্জন হয়। দিবাগমে সাক্ষাৎ সৌর কর জালে জগৎ সমাচ্ছন্ন হয়, নিশাগমে চন্দ্রগ্রহাদিতে প্রতি ফলিত হইয়া স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ হয়. সুতরাং দিবানিশি প্রভাকর প্রভা বিস্তৃত থাকে। "রশ্ম্যনুসারী" বেদান্তের এই সূত্রানুসারে মীমাংসিত হইয়াছে যে, উপাসকগণ দেহ-পাতানন্তর রশ্ম্যনুসারী হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করে। দিবানিশি সৌরতেজের অভাব নাই।

যেমন বায়ু নাসিকা পথে অন্তরস্থ হইয়া বৃত্তিভেদে পঞ্চ আখ্যা প্রাপ্ত হয়, তেমন আদিত্য দেব ও বৃত্তিভেদে দ্বাদশ আদিত্য আখ্যায় আখ্যাত। দ্যোতনাত্মক বলিয়া দেবতা, আদিত্যে ব্রহ্মদ্যুতি প্রতি ফলিত মানব দেহেও ব্রহ্মতেজ অন্তর্নিহিত। জৈব-তাপ, সৌরতাপ, ব্রহ্মতেজেরই আবার বিশেষে বিভিন্ন প্রকারে বিকীর্ণ। উপাধি পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত তেজই বিশুদ্ধ ব্রহ্মতেজ উহাই প্রকৃত পক্ষে ভর্গ শব্দ বাচ্য। বেদে ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার বর্ণনা আছে, আবার এক দেব সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা, সর্ব্বভূতে নিগূঢ় ইহাও আছে, সুতরাং একদেবই উপাধিভেদে ত্রয়স্ত্রিংশৎ অথবা অনন্ত। একটু চিন্তা করিলেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে,—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
"ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য্যএবচ।
৭ ৮ ৯ ১০
ভর্গো বিবস্বান্ পূষাচ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ।
১১ ১২
একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে॥"

অন্যত্র রুদ্রস্থলে শুক্র নাম আছে। কল্পভেদে নাম ভেদ মাত্র আর কিছুই নহে। প্রাণবৃত্তিও অহরভিমানী দেবতাত্মকে মি[ত্র] বলে। আপানবৃত্তিও রাত্র্যভিমানী দেবতা[ত্মকে] বরুণ, চক্ষু ও আদিত্যাভিমানী দেবতা[ত্মকে] অর্য্যমা। এইরূপ শাস্ত্রে দ্বাদশাদিত্যগ[ণের] বিভিন্ন নামের তাৎপর্য্য বর্ণিত আছে। এ[ক] আদিত্যদেবই উপাধিভেদে ত্রয়স্ত্রিংশৎ এ[বং] অনন্ত। এক আদিত্য দেবতা যেমন বৃত্তিভে[দে] দ্বাদশ, তেমন দ্বাদশ মাসে ও দ্বাদশ নাম প্রা[প্ত] হইয়াছে—

"অরুণোমাঘমাসেতু সূর্য্যোবৈফাল্গুনে তথা।
চৈত্রেমাসিচ বেদজ্ঞো বৈশাখে তপন স্মৃতঃ॥
জৈষ্ঠেমাসিতপেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতে রবিঃ।
গভস্তি শ্রাবণে মাসি যমোভাদ্র পদে তথা॥
ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্ত্তিকেচ দিবাকরঃ।
মার্গশীর্ষে তপেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥"

মাস, ঋতু ও কাল ভেদে সূর্য্যের অবস্[থা] বিভিন্ন রূপ হয়। মানব দেহে উহার আধি[-] পত্যও সময়ে সময়ে বিভিন্ন রূপ। আবা[র] মানবদেহের অবস্থা বিশেষেও সৌরপ্র[ভা] প্রাণদ ও প্রাণহৃৎ হয়। সুতরাং সেব্যাসেব[্য] আপাততঃ প্রতীত হইলেও অনুপাস্য কো[ন] রূপেই স্থির হয় না। উপাসক সম্প্রদায়ে[র] এক সম্প্রদায় সূর্য্যকেই প্রধান রূপে উপাস[না] করেন, উহারা সৌর সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যাহারা জগতের অন্তস্তলে প্রবেশ করি[তে] অসমর্থ। বুদ্ধি বিচার বাহিরে বাহিরে ভাসি[য়া] বেড়ায় ব্রহ্মপ্রভাব সম্পূর্ণ অনবগত তাহার[া] বস্তুর গুণ স্বীকার করিয়া থাকে। সূর্য্য একটী বস্তু। উহার অবশ্য কোন গুণ আছে। সেব[া] প্রক্রিয়ায় সেই গুণ রাশির মহিমা লাভ কর[া] যাইতে পারে, ইহা দ্রব্যগুণবাদী যুক্তিবাগীশ বা বচন বাগীশগণ স্বীকার করিবেন। এই জন্য উপাস্য না বলিয়া প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা সেব্য ইহা স্বীকার করিবেন। বাহ্য দৃষ্টিতে এরূপ উদ্বোধ হইতে পারে, বাহ্য দৃষ্টিতে সূর্য্য তমো-নাশক, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে কলুষ নাশক সেই জন্য সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যের পূজা। যেমন প্রাতঃ-সন্ধ্যা না করিলে কোন কর্ম্মের অধিকার হয় না, তেমন সূর্য্যার্ঘ্যদান ভিন্ন কোন পূজার অধিকার হয় না, উহা গণাধিপেরও অগ্রবর্ত্তী। অতএব শাস্ত্রে "আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথা ক্রমম্"। ইত্যাদি উক্তি আছে। প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম প্রতীক সূর্য্যদেবের আরাধনা আস্তিকের কর্ত্তব্য। পামরগণ স্বেচ্ছাচারের বশতাপন্ন হইয়া উহার বিপ্রতিপত্তি করিতে চাহিবে তাহাতে বুদ্ধিমান মুগ্ধ হইবে কেন? ভাস্কর ময়ূখমালার বিস্তারারম্ভে জগৎ উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য ব্যাপারে বিনিযুক্ত হয়। আবার তাহার অন্তর্ধ্যানে জগৎ নিশ্চেষ্ট ও নিদ্রিত। আর কিছু না হইলেও কেবল এই মহিমা বিকাশ জন্য ও সূর্য্য দেব উপাস্য। যাহার অন্তরে ভক্তি নাই, সে কখনই আদিত্য দেহে ব্রহ্মাবির্ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, সুতরাং উপাসনাভাব স্ফুরিত হয় না। যে উপাসক সেই উপাস্যতত্ত্ব বুঝিতে পারে। এবং উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। যে উপাসক হইতে চায় না, বিষয় মদিরায় বিভোর হইয়া বিষয়ামোদে উন্মত্ত, বিষয় তাহার উপাস্য। সকল লোকের প্রবৃত্তি সমান নহে, ধারণা শক্তিও তুল্য নহে, সুতরাং উপাসনার প্রকারও সমান নহে। এ জন্য কালত্রয়দর্শী ঋষিগণ অধিকারানুরূপ উপাসনার প্রকার বিনির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যে যেরূপ দেবতার উপাসক তাহার তদ্রূপ গতিই হইয়া থাকে। দেবতার মধ্যে সূর্য্য প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্য্যাবলম্বনে উপা-সনা সর্ব্ব সাধারণের সুগম। স্থূল দৃষ্টিতে পৃথিবী জড়ময়ী। তত্ত্ববিচার করিতে করিতে দেখা যায় যে, এই পৃথিবীরূপও মিথ্যা। মূলে এক সত্য বর্ত্তমান, সেই সত্য প্রতি পদার্থের সার। সারোদ্ধার জন্য উপাসনা প্রভৃতির প্রয়োজন, চিত্তমল অপসারিত না হইলে সার দর্শন অসম্ভব। সেই দর্শন জন্য যত কিছু আয়োজন। সূর্য্যের অবস্থান বিরাট পুরুষে। বিরাট পুরুষের একাঙ্গ ভাস্কর দেব। ভাস্করা-রাধনায় বিরাট পুরুষের উপাসনা হয়। বিরাট পুরুষের আরাধনা আর ঈশ্বর আরাধনা বিভিন্ন কি? অতএব সূর্য্যদেব উপাস্য, ধ্যেয় ও পূজ্য। অঙ্গোপাসনায় ক্রমে অঙ্গীর উপলব্ধি হয়। অধুনা কুশিক্ষায় অধিকাংশ লোক আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত, বিস্মৃতির ফলে পরম দেবতা ও বিস্মৃত। সুতরাং যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করে এবং তাহাই বলে, ইহাই অনি-ষ্টের নিদান। সেই অনিষ্টের বিস্তার হইবে বলিয়াই উপাসনার অধিকারী না হইতেই নির্গুণ অজ্ঞেয় ব্রহ্মের অনুভব করিতে চাহিয়া সমস্ত বিসর্জ্জন দেয়। কাজেই কিছুই হয় না। কলিস্বভাব প্রচুর রূপে বর্দ্ধমান, উহাতে আর শুভ আশা করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে ঋষিগণ যে পথে বিচরণ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছেন! আমরা তাহা জানিয়া শুনিয়াও আস্থা স্থাপন করিতেছি না, ইহা কি লজ্জা ও দুঃখের বিষয় নহে? সূর্য্য আরাধনায় ক্রমে মুক্তি লাভ ঘটে। সূর্য্যোপাধিক দেবতা গায়ত্রী উহাই ভর্গ। তাহার আরাধনাকারিগণ আজ বর্ব্বরের নিকট জড়োপাসক, কিন্তু তাহারা কি অজড়োপাসক? আমাদের অনেকে আদৌ সে বিচার করেন না ইহাই দুঃখের বিষয়। তেজোময় বরণীয় মূর্ত্তিধ্যানে অন্তে তেজোময় ব্রহ্ম সঙ্গতি ঘটিবে ইহা ধ্রুব সত্য। ইহারই অনুসরণ করিতে হইবে, অন্য কথা কদাপি অনুকূল নহে। প্রত্যুত ইহা মুক্তের পরিপন্থী। সূর্য্য ব্রহ্মণ্যদেব, সূর্য্য রোগাপহর্ত্তা, সূর্য্য তমিস্রনাশক, সূর্য্য মোক্ষদাতা, সূর্য্যকে নমস্কার।

—

বিবিধ।

বিজয়া।

মা আসিয়াছিলেন, তিন দিনের জন্য লোক সকলকে মাতাইয়া—হাঁসাইয়া চলিয়া গেলেন। দুঃখের সাগরে আশার সমীরণ সঞ্চারণে যে সুখের কল্লোল উঠিয়াছিল, তাহা আবার মিশাইয়া গেল—যেমন ছিল তেমনি হইল। কিন্তু যেমন করিয়া হাঁসিলে হাঁসি হয়, যে ভাবে মাতিলে সুখোন্মত্ত বলে, বঙ্গবাসী হিন্দু তেমনি দেশজোড়া হাঁসি হাঁসিয়াছে কি? তেমন প্রেমোন্মাদ, তেমন আত্মহারা দিশাহারা ভক্তি স্ফূর্ত্তি দেখাইয়াছে কি? সর্ব্ব-দুঃখ-বিনাশিনী, সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী, নানা-প্রহরণধারিণী, অভয়া, বরদা উমা আসিবেন, ঘরে আসিয়া কাছে বসিয়া আমার দুঃখ কষ্টের কত কথা শুনিবেন, আমায় কত ভরসা দিবেন, মা আমার প্রস্তুত অন্ন লইয়া আমাকে প্রসাদ খাওয়াইবেন, আমার বালক বালিকাগণকে আশীর্ব্বাদ করিবেন; এ কথা মনে করিলে আশাপথ চাহিয়া প্রাণ যে ভাবে নাচিয়া উঠে, এক, দুই, তিন করিয়া দিন গণিয়া মন যেমন উতলা হয়, ঠিক সেই ভাবের আগ্রহ, তেমনি উদ্যম, উত্তেজনা, উল্লাস হিন্দুর হৃদয়কে আর নাচাইয়া তোলে কি? পূর্ব্বে তুলিত বটে; এখন কিন্তু সে হাঁসি, সে আমোদ, সে আহ্লাদ আর নাই।

ইতিহাসে পড়িয়াছি যে, যে জাতির আনন্দ দীপ্তি নিভিয়া গিয়াছে, যে জাতী মিলিয়া মিশিয়া দশজনে একজোট হইয়া জাতীয় উৎসবে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে না পারে, সে জাতির জাতীয় জীবন নির্ব্বাণ প্রায়, বুঝি অচিরে সেই জাতির নাম জগতের ইতিহাস হইতে মুছিয়া যাইবে। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব বাঙ্গালির জীবন, সেই মহামহোৎসবে এখন আর লোকের তত আস্থা নাই, তত প্রীতিও নাই। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে মহামায়ার পূজা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা লোকনিন্দার ভয়ে এখনও পূজা বজায় রাখিয়াছেন বটে কিন্তু যাঁহারা নূতন ধনী তাঁহারা এখন পূজার ছুটিতে পর্ব্বত বিহারে গমন করেন, দেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়েন, বিলাতে যাইতে ব্যস্ত হয়েন। যে পূজার সময়ে সাংসারিক সকল পরিশ্রম ও চিন্তা হইতে অবসর লইয়া ভ্রাতা, ভগ্নী, জ্ঞাতী কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজনের সহিত মিলিত হইয়া আমোদে প্রমোদে দিন কাটাইতে হয়, দুঃখী আর্ত্তকে যথাসাধ্য দান করিয়া গ্রামের ও দেশের উন্নতি কামনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, এখন সে সব ত দূরে যাউক শিক্ষিত সভ্য উপার্জ্জন শীল হিন্দু মাতা, পিতা, স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া সেই সুখের সময়ে প্রবাসী হয়েন। জানিনা হিন্দুর ভাগ্যলীপি বিধাতা কেমন কঠিন প্রস্তর বুকে বাঁধিয়া লিখিয়াছিলেন।

যাঁহাদের আশীর্ব্বাদে আমরা এই গুরুভার বহন করিতে পারিয়াছি, যাঁহাদের পদধূলি মাথায় লইয়া আমরা সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি, বৎসরান্তে বিজয়ার দিনে তাঁহাদিগকে আমরা প্রণাম করিতেছি। যে সকল বন্ধু বান্ধব, গ্রাহক অনুগ্রাহকদিগের উৎসাহে উত্তেজনায় এবং সাহায্যে আমরা এই কঠিন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছি, আমরা সেই সকল মহাত্মাগণকে সাদর সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করিতেছি। জগদম্বা আমাদের সকলের মঙ্গল করুন, অবার যেন এমনি করিয়া আমরা আগামী বৎসরে সকলকে অভিবাদন করিতে পারি।

অভিনয়।

এমারেল্ড থিয়েটর—আমরা এবার এমারেল্ড রঙ্গালয়ে "বিষাদ" অভিনয় দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ একটু সাবধানে অভিনয় করিয়াছিলেন! অযোধ্যারাজ অলর্ক-অভিনেতার অভিনয় চাতুর্য্য আছে, যে, যে ভাবের পরিস্ফুট করিতে হইলে, যে সকল অঙ্গ ভঙ্গি আবশ্যক তাহা তিনি জানেন! এবং কোথায় কতটুকু হাব-ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, তাহারও পরিমাণ উত্তমরূপে অবগত আছেন। বস্তুতঃ অলর্কের অভিনয় বড়ই মনোহর হইয়াছিল। রাজবয়স্য মাধবও খুব রস মাধুর্য্য দেখাইয়াছিলেন। বিষাদের বিষাদময়ী মুখচ্ছবীখানি অভিনেত্রী বেশ প্রকটীত করিতে পারিয়াছিলেন। তবে বিষাদের চিত্র আরও একটু পরিস্ফুট হইলে ভাল হইত। নাটকে বেশ্যার রঙ্গরস যতটা ফলান হইয়াছে, অতটা না করিয়া উহা একটু অবগুণ্ঠিত থাকিলে রুচিকর হইত। লেখকের উদ্দেশ্য বোধ হয়, বিষাদের বিষাদময়ী ছবীটি দর্শকগণের মনে ভাল করিয়া অঙ্কিত করিয়া দেওয়া। তাহাতে যে তিনি কৃতকার্য্য হয়েন নাই, আমরা এমন বলি না, তবে যতটুকু হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ অভিনয়ের পারিপাট্যে।

বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে যে কত বিষাদিনী পরিত্যক্তা গৃহলক্ষ্মী আছেন তাহা বলা যায় না, অলর্করূপী বাবুরা হতভাগিনীর বিষাদমাখা জীবনের অভিনয় দেখিয়া, এবং অলর্কের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া কি মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হয়েন না? মরকতের বড়ই বেবন্দবস্ত, কার্য্যাধ্যক্ষের এ দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

বেঙ্গল থিয়েটর—বঙ্গরঙ্গ ভূমিতে শকুন্তলা অভিনীত হইয়াছে। পৌরাণিক সময়ের হাব-ভাব এই উনবিংশ শতাব্দীতে ঠিক প্রকাশ করা কঠিন, তবে যিনি যতটুকু পারেন তাহার ততখানি বাহাদূরী। এতৎ ব্যতীত অনুবাদে অনেক ভাব বিপর্য্যায় ঘটে। যাউক, এত অসুবিধা সত্ত্বেও সেদিন শকুন্তলা অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। প্রিয়ম্বদা, শকুন্তলা, কণ্ব ও দুষ্যন্তের অভিনয় যেন অনেকটা সেই পুরাতন

কালের ন্যায় হইয়াছিল। এমনি ভাবেও যদি পুরাতন কবিকুল শিরোমণিগণের নাটক সকল এখনকার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তাহা হইলেও অনেকটা বর্ত্তমান রুচির পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

বীণা থিয়েটর—বীণায় নূতন নাটক "চমৎকার" অভিনয় মন্দ হয় নাই। রাজকৃষ্ণ বাবুর ধনেশ্বর সিংহের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। যথা ধর্ম্ম তথা জয়, এই মহাবাক্য "চমৎকার" দৃষ্টান্তের দ্বারায় প্রতিপাদন করা হইয়াছে। চমৎকার চমৎকৃত করিয়া এই কথা দর্শকগণকে বুঝাইয়াছে।

ষ্টার থিয়েটারে—আমরা "প্রফুল্ল" অভিনয় দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এমন সকল দিক বজায় রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই না। প্রফুল্ল করুন রসাত্মক একখানি সামাজিক চিত্রফলক। প্রফুল্ল মুকুরে আজ্‌কালের অনেকেরই মুখ প্রতিফলিত দেখিয়াছি। ভাব, ভঙ্গি, কথা দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় বুঝি ঘরে বাহিরে, পাড়ায় বাজারে সর্ব্বত্রই প্রতিদিনই প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত হইতেছে। এমন জীবন্ত ছবী, এত কোমলের উপর, এত করুনা মাখাইয়া রঙ্গমঞ্চে চিত্রিত করায়, লেখকের কম গুণপনা প্রকাশ হয় নাই? মদ্যপানের কি ফল, দেবতাকেও কি প্রকারে পিশাচ করিয়া তোলে পুস্তকখানির ইহাই শিক্ষাও উদ্দেশ্য। বিয়ে পাগলা মদন ঘোষ, ভজহরি এবং কাঙ্গালির অভিনয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। অভিনেত্রীগণের মধ্যে জগমনির অভিনয় সুন্দর, তাহার কথার স্বর, হাব ভাব সকলই বেশ স্বাভাবিক হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ের এমন দৌড়াদৌড়ি, চাপরাশির সাজ কম্পাউণ্ডার হওয়াই, আমাদের যেন একটু অস্বাভাবিক বোধ হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসবের কার্য্য বিবরণ।

শকাব্দা ১৮১১।

৮ই অগ্রহায়ণ (ইং ২২এ নবেম্বর) শুক্রবার অপরাহ্ণ—৪ টার সময়।

সভার কার্য্যালয়ে উদাত্ত, অনুদাত্তাদি স্বর সহ বেদগান, বক্তৃতা ও হরিনাম সংকীর্ত্তন হইবে।

৯ই অগ্রহায়ণ (ইং ২৩ এ নবেম্বর) শনিবার, মধ্যাহ্ণ—২ টার সময়।

মান-মন্দিরে অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী মহোদয় কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় ও তদনন্তর কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা। বিষয়—"আস্তিক ধর্ম্ম"।

১০ ই অগ্রহায়ণ (ইং ২৪ এ নবেম্বর) রবিবার।

প্রাতঃকাল—৭॥০ টার সময় সভার কার্য্যালয় হইতে বাদ্যোদ্যম ও সংকীর্ত্তন আদি সহ ৺ঢুণ্ঢীরাজ গণেশ, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার পূজনার্থ যাত্রা ও মন্দিরে যথাবিধি পূজন।

অপরাহ্ণ—২টার সময় "বেদ বিদ্যালয়ে" (রাণী ভবাণীর কালীবাড়ী) অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম মিশ্র শাস্ত্রী মহোদয়ের সংস্কৃত ভাষায় ও তদনন্তর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের বঙ্গভাষায় বক্তৃতা। বিষয়—"বৈদিক-তত্ত্ব"।

১১ই অগ্রহায়ণ (ইং ২৫এ নবেম্বর) সোমবার সূর্য্যাস্তকাল।

কারমাইকেল লাইব্রারিতে মান্যবর শ্রীযুক্ত তারক ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের হিন্দীভাষায় বক্তৃতা। "বিষয়—বিলাতী ও ভারতীয় শিক্ষা"।

১২ ই অগ্রহায়ণ (ইং ২৬এ নবেম্বর) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩॥০ টার পর।

সভার কার্য্যালয় হইতে পবিত্র সজ্জা ও বাদ্যোদ্যম সহ ৺ঢুণ্ঢীরাজ গণেশ, চ… চৌখাম্বা আদি স্থান হইয়া নগর সংকীর্ত্ত… করিতে করিতে বিন্দুমাধব, পঞ্চগঙ্গা পর্য্য… গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন।

১৩ ই অগ্রহায়ণ (ইং ২৭ এ নবেম্বর… বুধবার অপরাহ্ণ—৪॥০ টার সময়।

দশাশ্বমেধ ঘাটে হরিনাম সংকীর্ত্তন এব… বাঙ্গলা ও হিন্দীভাষায় ধর্ম্ম বিষয়িনী বক্তৃতা।

১৪ ই অগ্রহায়ণ (ইং ২৮ এ নবেম্বর… বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ—৩ টার সময়।

পুঁটিয়া মহারাজার সত্রালয়ে বক্তৃতা… বক্তা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহা… শয়। বিষয়—"আনন্দ কানন"।

১৫ ই অগ্রহায়ণ (ইং ২৯ এ নবেম্বর… শুক্রবার অপরাহ্ণ—৩ টার সময়।

মদনপুরা কাকিনার সত্রে বক্তৃতা। বক্তা… শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়… বিষয়—"মনুষ্যত্ব"।

১৬ ই অগ্রহায়ণ (ইং ৩০ এ নবেম্বর) শনিবার অপরাহ্ণ—৩ টার সময়।

পুষ্পদন্তেশ্বরের নিকট কাকিনার ব… বাটীতে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত ভূদেব কবি… রত্ন সাংখ্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যার… মহাশয়। বিষয়—"পথহারা পথিক"।

১৭ ই অগ্রহায়ণ (ইং ১লা ডিসেম্বর) রবিবার।

প্রাতঃকাল ৭টার সময়—সুসজ্জিত জল… যানে ভগবন্নাম সংকীর্ত্তন।

অপরাহ্ণ ৩টার সময়—সোনারপুরা, আন… বেড়িয়ার সত্রালয়ে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীকৃষ্ণ… প্রসন্ন। "বিষয়—তৃষ্ণার জল"।

১৮ই অগ্রহায়ণ (ইং ২ডিসেম্বর) সোমবার।

অপরাহ্ণ—৩টার সময় সভার কার্য্যালয়… হইতে বাহির হইয়া বাঙ্গালী টোলায় নগর… সংকীর্ত্তন।

চতুর্থ বর্ষ।

…র্থ ভাগ। অগ্রহায়ণ মাস ১২৯৬ সাল। ৮ম খণ্ড।

অথ তারিনী স্তব।

…রূপে মহারাবে সর্ব্বশত্রুবশঙ্করি।
…ভ্যো বরদে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতং।
…সুরার্চ্চিতে দেবি সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতে।
…্যপাপহরে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতং।
…জূট সমাযুক্তে লোলজিহ্বানুকারিণী।
…বুদ্ধিকরে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতং।
…্যরূপে ঘোররূপে চণ্ডরূপে নমোহস্তুতে।
…রূপে নমোহস্তুভ্যং ত্রাহি মাং শরণাগতং।
…্যাঙ্ক চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
…সিঃ সিদ্ধিমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচরণা।
…দেহি যশো দেহি কবিত্বং দেহি দেহি মে।
…ং হর মে দেবি ত্রাহি মাং শরণাগতং।
…দি দিবষদ্বৃন্দবন্দিতে করুণাময়ি।
…তারাধিনাথাস্যে ত্রাহি মাং শরণাগতং।
…ক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ।
…র্থী লভতে বিদ্যাং তর্কব্যাকরণাদিকাং।
ইদং স্তোত্রং পঠেদ্‌যস্তু সততং লভতে নরঃ।
তস্য শত্রুঃ ক্ষয়ং যাতি মহাপ্রজ্ঞা চ জায়তে।
পীড়ায়াং বাপি সংগ্রামে জপ্যে দানে তথা ভয়ে।
য ইদং পঠতি স্তোত্রং শুভং তস্য ন সংশয়ঃ।
স্তোত্রেণানেন দেবেশি স্তুত্বা দেবীং সুরেশ্বরীং।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সর্ব্ববিদ্যানিধি র্ভবেৎ।
ইতিতে কথিতং দিব্যং স্তোত্রং সারস্বতপ্রদং।
অস্মাৎ পরতরং নাস্তি স্তোত্রং তন্ত্রে মহেশ্বরি।
ইতি বৃহন্নীলতন্ত্রে তারিণীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

জন্মান্তর।

নদীমাত্রই সমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত। কেহ অভিমানভরে উত্তালতরঙ্গে বাহু আস্ফালন করিতে করিতে চলিয়াছে। কাহারও বা মুখে কথা নাই, অভিমানের ভীষণ রেখা লক্ষিত হয় না—ধীরপদে আপন মনে চলিয়াছে। কেহ অপেক্ষাকৃত সরল পথে, কেহ বা অপেক্ষা-

কৃত অসরল পথ অবলম্বন করিয়াছে। কাহারও মনোরথ সফল, কাহারও বা দুর্ভাগ্যের চড়ায় মহনাবদ্ধ হওয়ায় মনোরথের গতির রোধ হইয়াছে। সেইরূপ বেদব্যাসের লেখকগণের গতি ধর্ম্মাভিমুখে। সকলেরই উদ্দেশ্য যথাশক্তি সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া ও ধর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্মোদ্‌ভেদ করা। তবে কেহ বা সরল পথে, কেহ অসরল পথে ধর্ম্মকথা প্রকাশ করিতেছেন। কেহ পারম্পরিক তর্ক বলে, কেহ ভিক্ষালব্ধ রেফাইন করা যুক্তির সাহায্যে, কেহ বা স্বকপোলকল্পিত ধর্ম্মের প্রভাবে উদ্দেশ্য প্রতিপালন করিতেছেন। ফলকথা সকলেরই উদ্দেশ্য এক—সকলেরই একটানা গতি সেই এক সমুদ্রাভিমুখে। আমিও সেই উদ্দেশে সময়ে সময়ে বেদব্যাসে লিখিয়া থাকি। আমারও লেখার গতি সেই এক ধর্ম্ম সমুদ্রাভিমুখে। জানি না, আমার লেখার মহনাবদ্ধ কি না। যদি মহনাবদ্ধ হয়, তবে নিশ্চয়ই এত সাধের উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "জন্মান্তর" শীর্ষক প্রস্তাবের মহনাবদ্ধ বলিয়া চৈত্রমাসে "জন্মান্তরের" প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই উপলক্ষে নাস্তিক, চার্ব্বাক প্রভৃতি ২।১ টী অমৃতময় ভংর্সনা দ্বারা স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। যদি বাস্তবিক আমি নাস্তিক হই, তবে সে গ্লানি কেবল আমার নয়। বেদব্যাসের সম্পাদক মহাশয়েরও গ্লানি হইবে; কেন না, এরূপ নাস্তিকের প্রবন্ধ ধর্ম্ম জীবন বেদব্যাসে স্থান দেওয়া তাঁহার উচিত হয় নাই। নাস্তিক সম্ভাষণ ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে কটূক্তি না হইতে পারে। আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; *

* ব্রাহ্মণ অথচ পণ্ডিত—এরূপ বঙ্কিম বাবুর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নই, সে অভিমানও নাই, আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যবসায় জীবি। সুতরাং নাস্তিক কথায় মনে বড় ব্যথা পাই, তাই নাস্তিক কথাটী লইয়া এত গোলযোগ করিতেছি। পাঠক ক্ষমা করিবেন।

আমাদের পক্ষে উহা অপেক্ষা কটূ গাল নাই। আদৌ দেখা যাক নাস্তিক শব্দের কি?

"নাস্তি পরলোকস্তৎ সাধনমদৃষ্টং তৎস শ্বরো বা ইতি মতিরস্যঠন্। পরলোক বাদিনি"। বাচস্পতি।

"নাস্তি যজ্ঞফলং নাস্তি পরলোক ই দিকং কায়তি নাস্তিকঃ। নাস্তি সুকৃতং পরলোক ইতি বুদ্ধির্নাস্তিকতা"। ভরত

ইহার তাৎপর্য্য—যে পরলোকাদি না সেই নাস্তিক। এক্ষণে পাঠক বিবেচনা ক দেখুন, আমি নিজের কথায় জন্মান্তর পরলে বাদ সমর্থন করিতে বসিয়া নাস্তিক পদ হইলাম, আর কেহ দুটা শাস্ত্রের কথা ব আস্তিক চূড়ামণি হইলেন। অনেক স্ত্রী ও অর্দ্ধশিক্ষিত পুরুষ আছে, যাহারা বি প্রত্যাগত ব্যক্তিমাত্রকে খ্রীষ্টান্ বলিয়া থা খ্রীষ্টান্ শব্দের অর্থ না জানা এই বিড় ফল।

চোকে চালিসা ধরিলে নিকটের বস্তু গোচর হয় না, তাই বোধ হয়, তর্করত্ন মা আমার প্রবন্ধস্থিত পদার্থ দেখিতে পান যাহা দেখিয়াছেন, তাহাও ঝাপসা ঝাপ ভিতরের সূক্ষ্ম পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় ন দেখিয়াছেন, প্রবন্ধের সুদূর পরাহত নাস্তি বাদ; সেই কারণে বোধ হয় লিখিয়া থাকি "বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধ আস্তিক পোষক না হইয়া প্রকারান্তরে নাস্তিকতার সমর্থন করিয়াছে।" "মাথা নাই তার মা ব্যথা" নাস্তিকেরা আদৌ জন্মান্তর স্বীকার না। এক্ষণে আমি তর্করত্ন মহাশয়ের চ কাছে একখানি চসমা ধরিতেছি; চসমার সাহায্যে তর্করত্ন মহাশয় নি ভ্রম দর্শন করিতে পারিবেন; যদি ইহা দেখিতে না পান, তবে দ্বিতীয় চসমা ধ তাহাতেও দেখিতে না পারিলে-নাচার।

া লইব, তাঁহার চোকে চালসা নয়— । সে ছানি পরিষ্কার করা আমার সাধ্য বৈদ্য গুরুর জ্ঞানাঞ্জন শলাকা ব্যতীত ছানি উৎপাটিত হইবে না।

পাঠক, আমায় গত জৈষ্ঠ মাসের "জন্মান্তর" প্রবন্ধ এবং তর্করত্ন মহাশয়ের চৈত্র র "জন্মান্তর" (প্রতিবাদ) শীর্ষক প্রবন্ধটী না করিলে অন্যতর পক্ষকে দোষী স্থির তে পারিবেন না। তর্করত্ন মহাশয়ের ক্ষরী প্রতিবাদ বা আমার এই অসার বাদ পাঠ করিয়া যথার্থ বিচার করিতে বেন না। অধিকন্তু, আমার এই কটূক্তি-প্রবন্ধ পাঠে আমাকে অতিশয় নীচ প্রকৃতি করিবেন। কিন্তু মনে রাখা কর্ত্তব্য—টী মারিলেই পাঠকেলটী খাইতে হয়।

আদৌ তর্করত্ন মহাশয়ের জন্মান্তরের লক্ষণ, অনন্তর আমার লক্ষণের সঙ্গতি, অসত দেখাইব।

"এইরূপে আত্মা যে দেহের সহিত সম্মিহন, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দেহ সম্বন্ধও পরবর্ত্তী সম্বন্ধকে জন্মান্তর বলা যায়। ইহা ভিন্ন আত্মার অন্যরূপ জন্ম বা জন্মান্তর হইতে র না"।

এখানে আত্মা বলিতে জীবাত্মা বলিতে বে, পরমাত্মা বলা যায় না; কেন না পরমার সহিত শরীরের সম্বন্ধ হয় না। ইহা র-শারীরিক ভাষ্যে উপনিষদের সহায়তায় তরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। আমি মাত্র প্রদর্শন করিতেছি।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং পাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং ব্যয়ং যৎ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ"। শ্রুতি।

তিনি অদৃশ্য, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের াহ্য, বংশ সম্বন্ধ শূন্য, সজাতি রহিত, চক্ষুত্রবিহীন, পাণিপাদহীন, নিত্য, প্রভু, দুর্জ্ঞেয় প্রযুক্ত সুসূক্ষ্ম এবং পণ্ডিতগণ যাঁহাকে ভূত-প্রপঞ্চের প্রকৃতি বলিয়া পরিদর্শন করেন। এই শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে—পরমাত্মার দেহ সম্বন্ধ হয় না অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধ আত্মাকে পরমাত্মা বলা যায় না। যদি বলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই জিনিষ—কোন ভেদ নাই; ইহাও শঙ্করের শারীরিক ভাষ্যে সুস্পষ্ট রূপে মীমাংসিত হইয়াছে। যথা—

"শারীরশ্চো ভয়েঽপি ভেদেনৈনমভিধীয়তে। শারীরশ্চ নান্তর্যামী স্যাৎ। যদ্যপি দ্রষ্টৃত্বাদিয়োধর্ম্মাস্তস্য সম্ভবন্তি তথাপি ঘটাকাশবদুপাধিপরিচ্ছিন্নত্বাৎ ন স কাৎর্স্নেন পৃথিব্যাদিষ্বন্তরবস্থাতুং নিয়ন্তুঞ্চ শক্নোতি"।

জীবাত্মা অন্তর্যামী নন; যদিও উভয়েরই দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্ম সাধারণ, তথাপি তিনি ঘটাকাশবৎ উপাধি বিশিষ্টত্বা বিধায় সম্পূর্ণ রূপে পৃথিব্যাদির অন্তরে অবস্থান করিতে এবং অন্তরে অন্তরে শক্তির নিয়ম করিতে সমর্থ নন। ইহাও বলি—জীবাত্মা ও পরমাত্মা—উভয়ের ভেদ উপাধিকৃত "অবিদ্যা প্রত্যুপাস্থাপিত কার্য্যকরণোপাধি নিমিত্তোঽয়ং শারীরান্তর্যামিনোর্ভেদব্যপদেশঃ, ন পরমার্থকঃ"। অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ উপাধিকৃত, পারমার্থিক নয়।

ঘট ও মৃত্তিকা একই বস্তু; অথচ মৃত্তিকা ঘট হইতে পৃথক, কিন্তু ঘট মৃত্তিকা হইতে পৃথক নয়। ঘট মাত্রকে মৃত্তিকা বলিতে পার, কিন্তু মৃত্তিকা মাত্রকে ঘট বলা যায় না। মৃত্তিকা অনিয়ন্ত্রিত-রূপ ঘটনিয়ন্ত্রিতরূপ। এই রূপ গত পার্থক্যই পার্থক্যের কারণ। এই পার্থক্য লইয়াই ঘট, ঘট বলিয়া পরিচিত—মৃত্তিকা, মৃত্তিকা নামে অভিহিত। ঘটটীর রূপ ছাড়িয়া দেও, অমনি মৃত্তিকা নাম ধারণ করিবে। বরফ যতক্ষণ বরফ-আকার ধারণ করে, ততক্ষণই তাহাকে বরফ বলা যায়, যেই গলিয়া যায় অমনি জল। সুতরাং জল ও

বরফের পার্থক্য উপাধিকৃত অর্থাৎ রূপজ, জলই ভিন্নাকার ধারণ করিয়া বরফ নামে অভিহিত হয়। অতএব উক্ত হইয়াছে—

"আদাবন্তে চ যদ্বস্ত বর্ত্তমানেহপি তত্তথা।"

যে বস্তু আদি ও অন্তে যা, সেই বস্তু বর্ত্তমানেও তাই।

জীব ও পরমাত্মার ভেদও ঠিক ঐরূপ। জীবও আত্মা, পরমাত্মাও আত্মা, তবে যে আত্মার সহিত উপাধি সম্বন্ধ হয়, সে আত্মা জীবাত্মা নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন, আর যে আত্মার কখন উপাধি সম্বন্ধ হয় না, তিনি পরমাত্মা নামে প্রথিত। জীবাত্মার উপাধিটুকু কাড়িয়া লও, অমনি জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া আত্মত্ব হইবে। জড়-বিশ্বের আকার যেই নষ্ট হয়, অমনি বিশ্ব জল হইয়া পড়ে। ব্যাঙচির (লেজ-বিশিষ্ট ছোট ছোট ভেকের) লেজ খসিলেই ব্যাঙ হইয়া পড়ে। ঐ লেজ লইয়াই এক পদার্থেরই ব্যাঙাচি ও ব্যাঙ—এই দুইটী আখ্যা হইয়াছে।

উপাধি পাঞ্চভৌতিক। সেই পাঞ্চভৌতিক উপাধি আবার দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। নিত্য উপাধি অন্তঃকরণ প্রভৃতি। অনিত্য উপাধি চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি জাতীয় ধর্ম্ম। নিত্য উপাধি লইয়া জীবের জীবত্ব এবং অনিত্য ও নিত্য—উভয় উপাধি লইয়া জীবের সাধারণত্ব। অর্থাৎ মনুষ্যত্ব, গোত্ব প্রভৃতি। অতএব নিত্য উপাধি লইয়া জীবের লক্ষণ হইয়া থাকে, এই হেতু বেদান্ত পরিভাষায় উক্ত হইয়াছে "অন্তঃকরণোপাধিক চৈতন্যং জীবঃ। নিরুপাধিক চৈতন্যং পরমাত্মা।" অর্থাৎ অন্তঃকরণ উপাধি বিশিষ্ট চৈতন্য জীবের লক্ষণ—উপাধি সম্বন্ধ শূন্য চৈতন্য পরমাত্মার লক্ষণ।

পাঠক, প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। ক্রমশঃ এ সকল কথার প্রয়োজন উপলব্ধি হইবে। এক্ষণ প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি।

উক্ত বাক্য প্রপঞ্চের দ্বারা স্থিরীকৃত হ
তর্করত্ন মহাশয়ের "জন্মান্তরের" লক্ষণের
আত্মা শব্দের অর্থ জীবাত্মা। সুতরাং তাঁ
লক্ষণের তাৎপর্য্য জীবাত্মার পূর্ব্ববর্ত্তী বা
বর্ত্তী দেহ সম্বন্ধ জন্মান্তর।

আমি লিখিয়াছি—প্রত্যভিজ্ঞান কারণ
রূপান্তরকে জন্মান্তর বলা যাইতে পারে।
রূপ ব্যাপ্তি। এই রূপান্তর কাহার? যেখ
যাহার জন্মান্তর নির্ব্বাচন করিবে, সেই
তাহার রূপান্তর বলিতে হইবে। ফল কথ
এখানে জীবের রূপান্তর বলিলেই সমস্ত গো
যোগ মিটিয়া গেল * তর্করত্ন মহাশয় তাঁ
লক্ষণের সহিত আমার লক্ষণের যে
দেখিয়াছেন, তাহাও তিরোহিত হইল।
ভাবিয়াছেন, আমার মত দেহের রূপা
দেহীর নয়। কিন্তু এরূপ মত আমি প্র
প্রকাশ করি নাই।

তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "তিনি ব
মনুষ্য দেহী বা আত্মা নহে, দেহ। আ
রূপ নাই, সুতরাং আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি
জন্মান্তর অনুমিত হইতেছে না।" কৈ
আমার প্রবন্ধে কোন্ স্থানে এরূপ দে
য়াছেন, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম
কিন্তু পাঠক আমার প্রবন্ধ আদ্যোপান্ত
করিলেই উহা তাঁহার স্বপ্ন দর্শন কি না
করিতে পারিবেন।

আমার প্রবন্ধের একস্থানে আ
"মনুষ্যো জন্মান্তরবান্ রূপবত্ত্বাৎ।" তিনি ই
অর্থ এইরূপ ভাবিয়া থাকিবেন—মনুষ্য রূপ
জন্মান্তরবান্। রূপ দেহের, মনুষ্যের অ
আত্মার হইতে পারে না। সুতরাং যে রূপ

* আমি ঐ খানে জীবের রূপান্তর বলিতে
কি না তাহা পশ্চাৎ মীমাংসা করিব। এবং জী
রূপান্তর বলিলে যে সকল আপত্তি উত্থিত হইতে
তাহা ক্রমশঃ নিরাসিত হইবে।

সেই মনুষ্য। দেহ রূপবান্। সুতরাং মনুষ্য দেহ ভিন্ন অন্য জিনিষ নয়। কি চমৎকার অর্থ!!! তিনি এই অর্থ বুঝিয়াছেন তাহা তাঁহার কথায় স্পষ্ট বোধ হয়।

তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, আমার মতে মনুষ্য দেহ আত্মা নহে; কেন না আমি লিখিয়াছি মনুষ্য রূপবান্। আত্মা নিরূপ; সুতরাং আত্মা মানুষ হইতে পারে না। কিন্তু আমি এখনও বলিতেছি মনুষ্য রূপবান্। বায়ুপুরাণে শুদ্ধি ব্রতাধ্যায়ে আছে,

"জীবা মনুষ্যতাং যান্তে জন্মনামযুতৈরপি।"

অযুতজন্মে জীব মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়।

"জীবঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে আত্মা নির্লিপ্ত এবচ।
আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ দেহী জীবঃ স এবচ ॥
প্রাণ দেহাদি ভৃদ্দেহী স জীবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

ইতি ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ।

জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন। পরমাত্মা নির্লিপ্ত—অর্থাৎ কর্ম্ম ফলের সহিত তাঁহার ভোগ সম্বন্ধ নাই। দেহী আত্মার প্রতিবিম্ব; তিনিই জীব। সেই প্রাণ দেহাদিধারী দেহী জীব নামে অর্থাৎ মনুষ্যাদি জীব নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন।

"মনুষ্যঃ জন্মান্তরবান্ রূপবত্ত্বাৎ।" লেখার দোষ হইয়াছে। এ দোষ কেবল আমার নয়। পূজ্যপাদ জয় নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন অক্ষপাদ দর্শনের আপত্তির পরিচয় দিয়াছেন যথা—"যদ্যয়ং মনুষ্যঃ স্যাৎ, করচরণাদিমান্ স্যাৎ।" অর্থাৎ ইহা যদি মনুষ্য হইত তবে অবশ্য হস্ত পদাদি থাকিত। আবশ্যক হইলে আরও প্রমাণ দেখাইতে পারি। কেবল হস্ত পদাদি থাকিলেই মনুষ্য হয় না, উহাতে চৈতন্য থাকা চাই, নতুবা পুতুল মানুষ হইতে পারে। আমার ঐ চৈতন্য দেবযোনি বা অন্যযোনি গত হইলে মনুষ্য বলা যাইবে না; কারণ তখন তাহার তাদৃশ করচরণাদি থাকিবে না। অতএব মনুষ্যকে কেবল দেহ বা কেবল আত্মা বলা যায় না। চিনি-ছানা-মিশ্রিত সন্দেশের ন্যায় মিশ্র জিনিষ বলা উচিত। তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, আমার মতে মনুষ্য আত্মা নহে, দেহ। কৈ? আমার প্রবন্ধের কোন পংক্তিতে এ কথা লেখা নাই। তাঁহার এ স্বপ্নের মূল মানসিক অজীর্ণ ব্যতীত আর কিছুই অনুমিত হয় না। এই স্থানে একটু চালাকি খাটাইয়াছেন, পাঠককে বলিয়াছেন, "জ্যৈষ্ঠ মাসের বেদব্যাস ৪৭ পৃষ্ঠার শেষ প্যারা হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখিলে বুঝিতে পারিবেন"। আমিও বলি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। অতি মূর্খও বলে না, মনুষ্য জড় পিণ্ডময় দেহ মাত্র।

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—যে বস্তুর রূপ আছে সেই বস্তুর জন্মান্তর হয়। মনুষ্যের রূপ আছে, অতএব মনুষ্য জন্মান্তরবান্। রূপ তেজ, জল ও ক্ষিতির ধর্ম্ম। মনুষ্য ক্ষিত্যাদি পরমাণুময় জীব, একথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। আগামী বারে অন্যান্য আপত্তির ও খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিব।

ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন,—

"যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্ট স্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥"

সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি ইত্যাদিকে পুর্য্যষ্টক বলে। যখন জীব এই পুর্য্যষ্টক শরীর যুক্ত হইয়া বৃক্ষাদির হেতুভূত স্থাবর বীজে প্রবেশ করে, এবং মানুষাদির কারণভূত জঙ্গম বীজে প্রবেশ করে, তখন জীব কর্ম্মানুরূপ দেহান্তর গ্রহণ করে। অর্থাৎ স্থাবর বীজে বৃক্ষাদি হয়, জঙ্গম বীজে মনুষ্যাদি হয়।

উপসংহার কালে তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "ভবিষ্যতে জন্ম ও জন্মান্তর সম্বন্ধে শাস্ত্রও শাস্ত্রানুগত যুক্তি অনুসারে কিছু লিখিতে বাসনা রহিল"। আমার মতে হরীতকী যে রোগীর সেবা, ইহাই রোগীকে বুঝান আবশ্যক। চাই বৈদ্যশাস্ত্র মতে বুঝাইতে পার, চাই অ্যালোপেথিক মতে বুঝাইতে পার।

তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। আমাদের শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারে জন্মান্তরের সমর্থন করা, আমার নিকট বড়ই কঠিন বোধ হয়। তিনি যদি এই কাঠিন্য সংস্কার দূর করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার কেন হিন্দুমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। এই বেদব্যাসে এই জন্মান্তর সম্বন্ধে পূজ্যপাদ কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন ও কামিনীমোহন শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন। অশাস্ত্রজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে ও মনস্তুষ্টি হয় নাই। আমার প্রবন্ধের ত কথাই নাই। আশা করি তর্করত্ন মহাশয় সে অভাব দূর করিবেন। আমার মতে যাহার যতটুকু শক্তি, যিনি যে ভাবে লিখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই ভাবে লিখিবেন, প্রতিবাদ করিবার আবশ্যক নাই। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। *

ক্রমশঃ।

অনুষ্ঠান ও নীতি।

অনুষ্ঠান ও নীতি আমাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। আধুনিক ধর্ম্ম প্রচারকেরা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু অনুষ্ঠান ও নীতি এই উভয় ভিন্ন, বাস্তবিক ধর্ম্মের কখন সম্যক্ উন্নতি হইতে পারে না। আর্য্যধর্ম্মে নীতি ও অনুষ্ঠান এই উভয়ে পরস্পর এত বিমিশ্রিত যে, উভয়ের একটীকে বাদ দিলে অপরটীর দ্বারা কখন ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে না। বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্র এই তিনটীই আমাদিগের ধর্ম্ম মার্গ দেখাইবার একমাত্র প্রদর্শক। যে কোন প্রচারক অথবা উপদেষ্টা হউন না কেন, এই তিনটীর কোন একটী অবলম্বন ভিন্ন সাধারণকে ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বুঝাইতে সমর্থ হয়েন না। বেদে দেখা যায় কেবল অনুষ্ঠান ধর্ম্ম লইয়াই আলোচিত হইয়াছে। যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি লইয়াই বেদ পরিপূর্ণ। বেদে নীতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার কারণ বোধ হয় সে সময়ে যুগধর্ম্মানুসারে মনুষ্যের স্বভাব এত সরল ও নির্ম্মল ছিল, যে নীতি সম্বন্ধে শিক্ষার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। তৎপরে যখন পুরাণের প্রচার আরম্ভ হইল, তখন সময়ও ক্রমশঃ মন্দ হইয়াছিল। সুতরাং শাস্ত্রকারগনও আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও সদাচার লইয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। পুরাণ সমূহের মধ্যে মহাভারত, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতির প্রায় সমস্তগুলিরই প্রতি ছত্রে ছত্রে উপাখ্যান ছলে সুনীতি উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রথম রামায়ণ ধর। সমস্ত রামায়ণ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা, ভ্রাতৃভক্তির চরমোৎকর্ষ, সত্য প্রতিপালনের দৃঢ়তা, সতী সাধ্বীর সতীত্বের অতুল গরীমা, মিত্রতারও আত্মত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, বিমল চরিত্রের শ্বেত আভার মধ্যে দুর্নীতির মসিবিন্দু চিহ্নের ও প্রবল পরিস্ফুটতা যেমন সদৃষ্টান্তের দ্বারা দেখান আছে, এমন কুত্রাপি নাই। মহাভারতেও অর্জ্জুনাদির ভ্রাতৃভক্তি, যুধিষ্ঠিরের সত্যপরায়ণতা, গান্ধারীর সতীত্বের তীব্রতা, ভীষ্মের ভীষণ প্রতীজ্ঞা ইত্যাদির যে সকল জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখান আছে, জন সাধারণকে শিক্ষা দিবার এমন আর কোন উৎকৃষ্ট উপায় দৃষ্ট হয় না। মহাভারতের প্রত্যেক চরিত্রই সুনীতির এক একটী ভিন্ন ভিন্ন চিত্রফলক স্বরূপ। ইহাতে অনেকটা বুঝা যায় যে, তৎ-

* প্রবন্ধ লেখক যখন স্বীকার করিতেছেন যে মনুষ্য দেহবান, রূপবান এবং আত্মবান এবং যখন বলিতেছেন যে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার অর্থও ঐ তখন তর্করত্ন মহাশয় প্রবন্ধের এই অংশ টুকু লইয়া ভবিষ্যতে আর বৃথা বাদানুবাদ করিবেন না ইহাই আমাদের প্রার্থনা। বেঃ সঃ।

কাল হইতেই সমাজে নৈতিক অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। এই জন্যই পুরাণে নীতি ও সদ্ব্যবহার লইয়া এত আঁটা আঁটি। যখন কাল ধর্ম্মানুসারে সমাজের অবনতির স্রোত পৌরাণিক বাঁধাবাঁধিতেও টিকিল না, পাশব প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখনই বোধ হয় "বিষস্য বিষমৌষধং" এই সূত্র অবলম্বন করিয়া তন্ত্র সমাজ রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইলেন। পাপ পুণ্যের চুলচেরা বিভাগ না দেখাইয়া তন্ত্র বুঝাইলেন, যে অনুষ্ঠান ও সাধন ধর্ম্মের দ্বারাই সমাজের পুনরুত্থান সম্ভব। সমাজ শরীরে এ বিষ ? প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত বিষকে তাড়াইতে পারিল কি না, তাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। কেবল অনুষ্ঠান এবং সাধন দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি হয় না, আমরা এমন কথা বলি না। বরং ইহাই বলি যে, সন্নীতি এবং সদ্ভাব হৃদয়ে প্রস্ফুরিত না হইলে অনুষ্ঠান এবং সাধনা প্রকৃতরূপে হয় না এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি না হইয়া কেবল পরিশ্রম করা সার হয় মাত্র। আমরা দেখিতে পাই, বাহ্যিক ব্যবহারে বেশ সাত্ত্বিক, সদাচারী, যজন-যাজন—পূজন—পঠন শীল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদারী টাকার জন্য প্রবঞ্চনা করিতে ও অর্থলোভে অশাস্ত্রীয় বিধি দিতে কুণ্ঠিত নহেন। অষ্টমবর্ষ বয়ক্রম হইতে ব্রহ্মচর্য্যরতা হিন্দু বিধবা কেবল শিক্ষা ও সন্নীতির অভাবে কোন্দল পরায়ণতায় এবং পরনিন্দায় জগৎ বিখ্যাত।

যখন দেখিলাম আবার ভারতের মঙ্গল সাধনেচ্ছু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ আর্য্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রচারার্থ বদ্ধ পরিকর হইলেন, তখন হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলাম সমাজের এই সকল অঙ্গীভূত দোষ দমন করিতে তাঁহারা সমর্থ হইবেন। ভাবিলাম যে কারণে এত শাস্ত্র ও পুরাণ থাকিতেও ভারতবাসীর ঈদৃশ দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার বুঝি শেষ হইল। ভাবিলাম এইবার বুঝি কপটতা ও ভণ্ডামীর গুপ্তদ্বার ভঙ্গ করিয়া সত্যের বিমল জ্যোতি প্রবিষ্ট হইয়া সত্যাসত্য সমস্তই যথাযথ আলোকে জনগণের সমক্ষে সমুদ্ভাসিত করিবে। কিন্তু, যাহা ভাবিলাম তাহার কিছুই হইল না। নূতন সংস্কারক কেবল অনুষ্ঠান ধর্ম্ম লইয়া ব্যতিব্যস্ত, কিসে জন সাধারণের চরিত্রের উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই? কিন্তু তাঁহারা কি জানেন না যে কলুষিত অন্তঃকরণে দেবতাকে আমরা ষোড়শোপচারে যে পূজা অর্পণ করি দেবতা তাহা কখনই গ্রহণ করেন না। কিন্তু পবিত্রাত্মা ব্যক্তির একটী বিল্বপত্র, বা একটী পুষ্প দেবতারা প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। আধুনিক ভারতবর্ষ যেন কপটাচার এবং মিথ্যা ব্যবহারের রঙ্গভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি কাহারও সাধুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা অভ্যাস থাকে, অমনি গৈরিক বস্ত্র পরিহিত অসংখ্য ভণ্ড সন্ন্যাসী তাহার ভক্তি ও সরলতার সুবিধা পাইয়া তাহার অন্নধ্বংশ ও বিত্তাপহরণে প্রবৃত্ত হইবে। বিপণিতে যাও, হট্টমন্দিরে যাও, দেখিবে দুই একটী বিশিষ্ট মহাজন ব্যতীত সকলেই মিথ্যাকথা এবং জুয়াচুরির ব্যবসা খুলিয়া বসিয়া আছেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জন সাধারণের মধ্যে আমাদের দেশ অপেক্ষা সত্যের আদর বেশী। ইংলণ্ড অথবা আমেরিকা প্রদেশের কোন নগরে যে কোন দোকানে যে কোন দ্রব্য ক্রয় অভিপ্রায়ে প্রবেশ করুন, দেখিবেন প্রত্যেক দ্রব্যের গায়ে টিকিট মারিয়া তাহার মূল্য লেখা আছে। একটি বালকও স্বচ্ছন্দে না ঠকিয়া সহস্র মুদ্রার দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ইহাতে কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জুয়াচোর অথবা মিথ্যাবাদী নাই, বরং ঐ সকল দেশে কেহ কেহ প্রবঞ্চনায় এতদূর পরাকাষ্ঠা লাভ

করিয়াছে যে, অস্মদ্দেশীয় প্রবঞ্চকগণ তাহাদের নিকট ... যাবৎ শিক্ষা করিলেও তাহাদের তুল্য হইতে পারিবেন না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশেও কেহ কেহ উহার অনুকরণ করিতে আরম্ভও করিয়াছেন। আমাদের উপরি উক্ত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মিথ্যাকথা এবং প্রবঞ্চনা আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীগণের মধ্যে যেরূপ প্রচলিত পাশ্চাত্য প্রদেশ সমুহে ততদূর নহে। বড় দুঃখের কথা যে, অসম্পূর্ণ ম্লেচ্ছ ধর্ম্মও শিক্ষার গুণে পাশ্চাত্য প্রদেশীয়গণের নৈতিক উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু সুশিক্ষার অভাবে আমাদের সনাতন আর্য্য ধর্ম্মও অস্মদ্দেশীয় লোকদিগকে চরিত্রবান করিতে সমর্থ হইল না। অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল বালককে পড়ান গেল, কিন্তু শিক্ষা দিবার দোষে বালকের চরিত্র উন্নত হইল না। শিষ্য বেদ, বেদান্ত, দর্শন প্রভৃতি সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিলেন, কিন্তু গুরুর শিক্ষা দিবার দোষে শিষ্য নাস্তিক হইলেন। আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। প্রচারকগণ সমগ্র শাস্ত্র আমাদের বুঝাইতেছেন কিন্তু তাঁহাদিগের শিক্ষা দিবার দোষে আমাদের চরিত্র উন্নত হইতেছে না। আমাদের সমাজ শরীরের অন্তরে অন্তরে যে পচানি ধরিয়াছে, তাহার উপযুক্ত ঔষধি দেওয়া হইতেছে কৈ? বৈদেশিকগণ যতই ঈর্ষা পরবশ হইয়া নিন্দা করুন না কেন, কিন্তু তাহাদের কটূকষায়োক্তির যে কিছুমাত্র ভিত্তি নাই, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। নিজের দোষ নিজে কখন দেখিতে পাওয়া যায় না, অপরের মুখেই নিজের দোষ গুণের বিচার করিতে হয়। বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, বিদেশীয়গণ আমাদের গুণ গুলিরও প্রশংসা করিয়াছেন, তখন দোষ গুলির নিন্দা কেবল ঈর্ষা পরবশ হইয়া করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। দেখুন, বঙ্গদেশ ছাড়া সকল দেশেই স্বার্থ সাধন উদ্দেশে ভদ্রলোকে বহুরূপী সাজিয়া বেড়ায় না, এবং তাঁহাদিগের নিকট ভদ্রলোকই উহা অতি ঘৃণিত বিষয় বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু বঙ্গদেশের অনেকে রেলগাড়িতে সামান্য এবং ক্ষণিক সুবিধার জন্য ইংরাজের পোষাক পরিধান করিয়া ইন্দ্রুস, পিন্দ্রুস সাজিয়া আপনার জাতীয়তা ভাঁড়াইতে লজ্জা বোধ করেন না। সকল দেশের লোকই, যাহা অসৎকার্য্য নয়, তাহার গোপন করেন না। কিন্তু আমাদের হতভাগ্য বঙ্গদেশের এমনি দুরবস্থা যে, অনেকে হটেলে অখাদ্য ভক্ষণ করা পাপ জনক নহে এরূপ বিশ্বাস করিয়াও তাহা সাধারণের চক্ষু হইতে গোপন করেন। যাঁহারা অখাদ্য খাওয়া দোষ মনে করেন না, আমাদের অনুরোধ তাঁহারা প্রকাশ্যে ঐ সকল কার্য্য করুন। তাহা হইলেই আমাদের হিন্দু সমাজের কল্যান হইবে। সমাজে ভণ্ডামী ও মিথ্যাচারের কতকটা প্রশমন হইবে। তাহা হইলে হয় হিন্দুগণ অহিন্দুর সহিত মিশিয়া যাইবেন, নয় হিন্দুগণ অহিন্দু হইতে পৃথক হইয়া আপন পবিত্রতা ও আস্তিকতা বজায় রাখিবেন। অধুনা হিন্দু সমাজ যেরূপ ভাবে চলিতেছে, এরূপ ভাবে আর কিছুদিন চলিলে হিন্দুসমাজ কখনই স্থির থাকিবে না। যে জাতীর মধ্যে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় আদর্শ ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাকেও যিনি সমস্ত জীবনের মধ্যে এক মুহুর্ত্তের জন্য বিশেষ স্বার্থের, অনুরোধেও মহা বিপদে পড়িয়াও জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক ভয়ানক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াও কখন সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই, কেবল একবার মাত্র “হত ইতি গজ” এই সামান্য ছলনা করায় নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল, স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রকেও ছলে বালীবধ করায় তারার অভিসম্পাতে পতিত হইতে হইয়াছিল এবং পরিণামে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, নীতি শিক্ষার এমন জাজ্বল্যমনে দৃষ্টান্ত সকল রহিয়াছে, সে জাতির আধুনিক অবনতি যে কেবল শিক্ষার অভাবে হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে সময়ের যেরূপ অবস্থা তাহাতে প্রচারকগণ যেন সাধারণকে বিশেষরূপে সত্যের আবশ্যকতা, এবং কপটতা, মিথ্যা, ঔদ্ধত্য, সৎ সাহসের অভাব, স্বার্থপরতা প্রভৃতি যে পাপজনক এবং সমাজের অনিষ্টকর এবং ধর্ম্মোন্নতির পরম অনিষ্টকারক, ইহা নিজের দৃষ্টান্ত এবং সদুপদেশের দ্বারা বুঝাইয়া দেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণের দুর্গতি।

(২)

হিন্দুসমাজকে হিন্দুয়ানীযুক্ত রাখিতে হইলে ব্রাহ্মণের উন্নতি চেষ্টা অত্যাবশ্যক। সুতরাং যে সকল কারণে ব্রাহ্মণের অবনতি হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলে, উপায় উদ্ভাবন সহজে হইবে। আমরা বুঝি রাজনৈতিক অবনতিই আমাদের সকল দুঃখের মূলীভূত কারণ। হিন্দু সমাজের যে প্রকার বাঁধুনি তাহাতে বিধর্ম্মী, বিদেশী, বিজেতার অধীন হওয়াতে সেই বন্ধন সকল ধীরে ধীরে শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ ঐতিহাসিক আমাদের শিখাইয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের প্রাধান্যই সামাজিক অবনতির প্রধান কারণ, তাহা অত্যন্তই ভুল। যে প্রকার ঘটনাচক্রে পড়িয়া, ভারতবর্ষের যেমন সর্ব্বনাশ হইল, তাহা কোন জাতি বিশেষের বা ব্যবহার বিশেষের দোষে নহে। তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে এ দৈন্য, এ দাসত্ব, এমন চির-দারিদ্র্য আমাদের কে ঘটাইল? ইহার ঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন; ইতিহাস কেবল ঘটনা পরম্পরা সন্নিবিষ্ট করিয়াছে, লোক বিশেষের বিশ্বাসঘাতকতার কথা লিখিয়াছে, জাতীয় অবনতির কারণ উল্লেখ করে নাই। আমরা ভাবি এই দুর্দ্দশা, অঘটন ঘটনা পটীয়সী মহামায়ার মহা চাতুরীর ফল মাত্র। বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন, যে যে জাতির সামাজিক দৃঢ়তা যত অধিক, তাহার জাতীয় জীবনও তত কঠিন। বিজেতা বিদেশী কখনই সে জাতিকে চিরদিন চরণতলে লুটাইয়া রাখিতে পারে না। একদিন না একদিন সুপ্তসিংহ জাগিয়া উঠিবেই। তাই চতুর বিজেতাগণ বিজীত হতভাগ্য জাতির সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত থাকেন। পরাজিত জাতির দেশকে শাসনাধীন রাখিতে হইলে দুইটি প্রধান উপায় আছে; প্রথম বিজাতীকরণ প্রথা, যাহা উপরে একটু বলিয়াছি; দ্বিতীয় মহা শক্তির প্রভাবে সে জাতিকে সমূলে উন্মুলিত করা। ভারতের হিন্দুগণকে বিদেশীগণ আজ পর্য্যন্তও বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয়েন নাই, কিন্তু অনেকটা বিজাতীয় ভাবাপন্ন করিয়াছেন। মুষলমানগণ ছলে বলে ভারতীয়গণকে মহম্মদী ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া হিন্দুর দেশে কোটী কোটী মুষলমান রাখিয়া গিয়াছেন; তাই জাতীয় এক প্রাণতা বিনষ্ট হইয়াছে, সার্ব্বভৌমিক একত্ব অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বুঝি হিন্দু, মুষলমানের ঝগড়া কখনও মিটিবে না। ব্রাহ্মণ এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ব্যাপারের প্রথম ও প্রধান বিষয়। প্রথমেই ব্রাহ্মণ ভক্তির এবং ব্রাহ্মণের আধিপত্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, ব্রাহ্মণকে লোক পূজ্য স্থান হইতে বিচ্যুত করা হয়, তবে না মুষলমান, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ এবং বৈশ্যগণকে মুষলমানী শিক্ষায়, মুষলমানী ব্যবহারে, মুষলমানী ভাবে শিক্ষিত করিতে পারিয়াছিল। সেই কারণেই আজ উত্তর পশ্চিম, অযোধ্যা এবং পঞ্জাব প্রদেশে শিক্ষিত হিন্দুগণকে অর্দ্ধেক মুষলমান বলিয়া বোধ হয়।

ইংরাজের আমলে কিন্তু এই বিশ্লেষণ ক্রিয়াটা অন্য উপায়ে সাধিত হইতেছে। ইংরাজ তলোয়ারের জোরে বাইবেল পড়া-

ইতেছেন না, জবরদস্তি হিন্দুর ছেলেকে ইংরাজ সাজাইতেছেন না ; কিন্তু কোমল মতি শিশুর মনে বৈদেশিক ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া, আশৈশব ইংরাজী শিক্ষা দিয়া হিন্দুর ভবিষ্যত বংশধরগণকে জাতিচ্যুত করিতেছেন। বৎসরে, বৎসরে যে প্রকার ধর্ম্মদ্বেষী, আচারদ্বেষী, অহঙ্কৃত, অহম্মুখ যুবকগণ শিক্ষিত হইয়া কলেজত্যাগ করিতেছেন,তাহাতে বোধহয় আগামী শতবৎসরের মধ্যে ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে না। আমাদের অনেক বন্ধু বলিয়া থাকেন যে "গোঁড়ামী ছাড়িলে যে একেবারে দেশ ভক্তি ছাড়িবে এ কেমন কথা। শিক্ষিত যুবক সাহেব সাজে বটে, অভক্ষ্য ভোজন করে বটে, কিন্তু দেশের জন্য কাঁদিতে ভুলে নাই, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুস্থানের কথা বিস্মৃত হয়েন নাই।" ভাল স্বীকার করিলাম যে ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও দেশহিতচিকীর্ষা বজায় থাকে। কিন্তু দেশহিতব্রত কি কি কার্য্য করিলে উজ্জাপন হয়? গিরি-নদ-নদী-বন-উপবন সুশোভিত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে কেবল মুখে "আমার ভারতবর্ষ" বলিলে কি দেশ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা হইল? একদিন ভারতবর্ষ আর্য্যধর্ম্ম শূন্য হইয়াছিল, সামগান আর কেহ শুনিতে পাইতনা, বৌদ্ধ বিহারে দেশ ঢাকিয়া ছিল, মন্দিরেরচুড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, অর্হতগণ সাধু সন্ন্যাসীর স্থান অধিকার করিয়াছিল ; কিন্তু তখন মহাবলী অশোক ভারতকে কোলে রাখিয়াছিলেন. মৌর্য্যবংশীয় বীরগণ ভারতের যশোগাথা দেশে বিদেশে বিঘোষিত করিতেন, ভারতের সুখগীতি নগরে নগরে গীত হইয়া ভারতীয়ের কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিত। আর এখন এই পাশ্চাত্যবিদ্যাবিস্ফারিত বুদ্ধি, সন্নীতিসংকর্ষিতহৃদয় — বাবুগণ ধর্ম্ম ছাড়িয়া, ব্যবহার ছাড়িয়া, গোঁড়ামী ভুলিয়া কয়জন অশোক উৎপন্ন করিতে পারিয়াছেন, সে বীরত্বের ধারণা কাহারও হয় কি? বরং বলিব এ দানবী শিক্ষায় দ্বেষ, হিংসা, দলাদলি গালাগাল বৃদ্ধি পাইয়াছে ; সকলেরই নিজ নিজ স্বার্থ এবং বিলাসবৈভবের দিকে দৃষ্টি নিজের উন্নতি, নিজের যশ প্রচার এবং সুনাম যদি মাতৃভাষা ভুলিবার ভাণ্ করিলে, স্বদেশীয়গণকে, ইংরাজের অনুকরণে পদাঘাত করিলে, এবং পূর্ব্বপুরুষগণকে কাপুরুষ, বর্ব্বর, চাষা বলিলে, সংসাধিত হয়, শিক্ষিত যুবক তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহেন। মহাবীর নাপোলিয়ঁ। যখন প্রথমবার ইতালী আক্রমণ করেন সেই সময়ে তাঁহার ভিনিস্ প্রদেশকে নিজ হস্তগত করিবার আবশ্যক হয়; ভিনিস্ সে মহাসমর ব্যাপারে কোন দিকেই ছিলেননা, সুতরাং এমন নিরীহ জাতীকে হঠাৎ স্বাধিনতা বর্জ্জিত করা অন্যায় বোধে তিনি নানা উপায় অবলম্বন করেন এই প্রসঙ্গে ইতিহাস লেখক অ্যালিসন সাহেব ভীনিসের যে আভ্যন্তরীণ চিত্রটী আঁকিয়া পাঠকের সম্মুখে রাখিয়াছেন তাহা পড়িলে আমাদের ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বড়ই মনে হয় যে যে কারণে ভিনীসের নাম জগতের ইতিহাস হইতে মুছিয়া গিয়াছে, যে অনৈক্য, অহম্মুখতা বিলাস, স্বার্থপরতা এবং বিশ্বসাঘাতকতার জন্য ভিনীস জাতীয় জীবন হারাইয়া পার্শ্বের পরাক্রান্ত জাতীগণ কর্ত্তৃক সম্যক গ্রাসিত হইয়াছে,দুর্ভাগ্য হিন্দুগণের ও মধ্যে ঠিক সেই সেই কারণ দেখা দিয়াছে। রোগের লক্ষণ ঠিক সেই ভাব অবলম্বন করিয়াছে, জানিনা,তেমনি ভীষণ পরিণাম ও কি আমাদের জন্য সঞ্চিত আছে? অভীজ্ঞ পাঠক বোধ হয় জানেন যে জাতীয়তা বজায় রাখিতে হইলে কি মজবুত সমাজ বন্ধন আবশ্যক ইংরাজী শিক্ষায় সমাজের সেই বন্ধন খসিয়া পড়িতেছে এবং বিজেতা ইংরাজ ইচ্ছা করিয়া কৌশল করিয়া, সেই শিক্ষার উৎসাহ দিয়া এই বিশ্লেষণ ব্যাপারে সাহায্য দান করিতেছেন।

যাহা হউক বুঝাগেল যে কেবল অবস্থা দোষে, কপালের দোষে আমাদের এমন দুর্দশা

হইয়াছে ; দিগ্বিজয়ী মহাবীর সকল ভারতের ঐশ্বর্য্যছটা দেখিয়া লুব্ধ হইয়া ভারতে আপতিত হইয়াছে, নিজেদের অসীম শাসনবলে হিন্দু সমাজকে ছিন্নবিছিন্ন করিয়া প্রভুশক্তির বিস্তার করিয়াছে। রাজার ছেলে আমরা পথের কাঙ্গালী হইয়াছি, সুতরাং আমাদের বুদ্ধি বিভ্রম খুব ঘটীয়াছে। আমরা কোন শ্রেণী বিশেষকে দোষী সাব্যস্ত করিতে সাহসী নহি। সমাজ অঙ্গের একদিক টানিলে অপরদিক আসিবে—কাণ টানিলে মাথা আসিবে। এ কথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি ; ফাঁকা কথা ছাড়িয়া এখন সমাজ অঙ্গেরদিকে দৃষ্টি করা আবশ্যক। সমাজ বন্ধন দৃঢ় থাকিলে একটা সমবেত শক্তি থাকে, সেই শক্তিই নূতন শক্তির আবির্ভাব করিতে পারে। পরন্তু আমাদের ব্যষ্টি শক্তি সমাজ শক্তির অনুকূল নহে। সমবেত হইলে শক্তি যেমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে থাকিতে পারে এখন কিন্তু তেমন নহে ; তত্রাচ সমাজ শক্তি হীন নহে ; কিন্তু উদ্দাম স্বতন্ত্রতা বশতঃ অভিভূতা। ব্রাহ্মণগণ সঞ্চিত সমাজ শক্তির অবলম্বন ছিলেন। ব্রাহ্মণ যে ভাবে সমাজশক্তিকে পরিচালিত করিতে-ছিলেন তাহাতে উহা যেন ক্রমশঃ কেন্দ্রগত হইয়া ঘনীভূত হইতেছিল। সমাজে কিছু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকিলেও, সকল শ্রেণী বিশেষ অঙ্গাঙ্গী ভাবে থাকাতে সামাজিক দৃঢ়তা বরং বৃদ্ধি হইয়াছিল। বোধ হয় তাই এত বিপদ সত্তেও হিন্দু সমাজ এখনও কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াও জীবিত আছে। কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, ললাট লীপি মুক্ত করিবার উপায় নাই, এখন কর্ত্তব্য কি? বলিয়াছিত হিন্দুনাম বজায় রাখিতে হইলে ব্রাহ্মণকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মণের উন্নতি ব্যতীত হিন্দু সমাজের, হিন্দু-ভাবে উৎকর্ষ সাধন করা হইতে পারে না। অনেকেই, কিন্তু বলিয়া থাকেন যে উন্নতি-শীল জগতের সকল শ্রেণীই, সকল পদার্থই উন্নতি পথে ধাবমান হইতেছে। যাহা ছিল তাহা চিরকাল স্থির থাকিবে না, সময়ের অনুকূলে না দাঁড়াইলে বিপদাশঙ্কা আছে। পরন্তু আমরা এ সৃষ্টিকৌশলের অন্তভাব দেখিতে পাই। অনাদি সৃষ্টির উন্নতি, অবনতি আমরা বুঝি না, সৃষ্টিশক্তি উধাও হইয়া অনন্ত উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে. একথা আমাদের ধারণা হয় না। পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণ বিকাশ এই অনন্ত বিশ্বচাতুরীও পূর্ণ। তবে যে এই জনন-মরণ রূপ কতই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, ইহা কেবল মহাশক্তির প্রেরণায় অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি-কণার সমুচয় এবং অপচয়। যাহা ছিল না, যাহা হয় নাই, তাহা কখনই হইবে না। আশ্চর্য্য নিয়মে সকলই পরিচালিত। এক অজ্ঞেয় মহাচক্রে বিশ্বপ্রপঞ্চ ঘুরিতেছে ; এ মহামায়ার মহা চক্রের বাহিরে যাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই ; সকলই সংযত এবং সংবদ্ধ। উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল শক্তির পরিস্ফূরণ ভগবানের রাজ্যে হইতে পারে না। সৃষ্টিচক্র, মা আমার জগদ্ধাত্রীরূপে ঘুরাইতেছেন ; নিয়মের এবং ব্যবস্থার দাস হইয়া, করুণাময়ির করুণাকটাক্ষে সকলই পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার আদর, যত্ন একজনের একচেটিয়া হইতে পারে না। আবার শুভদিন আসিবে,আবার হাঁসিব, আবার উঠিব, ঠিক যেমনটি ছিলাম, যাহা পাইয়া, যাহা হইয়া হিন্দু আমরা কৃতার্থ হইতাম, আবার তাহাই পাইব, তেমনিই হইব। হিন্দুর শিক্ষায় নৈরাশ্য নাই, ভয় কি!

ব্রাহ্মণ বলিলে অনেকেই বুঝেন আপাচক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। আমরা পাচক ঠাকুর-কেও ব্রাহ্মণ বলি, কবিরত্ন ন্যায়রত্নকেও ব্রাহ্মণ বলি। তবে পাচক ঠাকুরের অবনতিতে সমাজের বিশেষ কোন অপকার নাই, কারণ তিনি সমাজপতি নহেন; কবিরত্ন মহাশয় লোভী হইলে,স্বেচ্ছাচারী হইলে সমাজের বিশেষ ক্ষতি,

কারণ তিনি সমাজপতি, তাঁহার আদর্শে সমাজ গঠিত ও পরিচালিত হইবে। ব্রাহ্মণের দুর্গতি বলাতে এই সকল মহামহোপাধ্যায়গণের দুর্গতির কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে; বাস্তবিক ইহাঁদেরই অবনতিতে সমাজের বিশেষ অবনতি হইয়াছে। ক্রিয়াকর্ম্মে বিদায় পাইয়া, শিষ্য-শাখার কাছে প্রণামী পাইয়া, রাজার কাছে নিষ্কর ভূমি সাহায্য পাইয়া ইহাঁরা পূর্ব্বেসুখে দিনযাপন করিতেন। এখন ইংরাজের আমল, লোকের প্রবৃত্তিও স্বতন্ত্র হইয়াছে, রাজাও তস্কররূপে গরীব ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তরটুকু কাড়িয়া লইতে লজ্জিত নহে। সুতরাং পেটের দায়ে ব্রাহ্মণ লোভী এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে। আবার যদি তেমনি প্রবৃত্তি ফিরিয়া আইসে, ধর্ম্মকর্ম্মে লোক জনের তেমনি আস্থা হয়, তাহা হইলেই ব্রাহ্মণেরও সুসার হইবে। তবে একটা কথা আছে, হিন্দু সমাজের অধোগতিতে ব্রাহ্মণের যত হানি হইয়াছে এত কাহারও হয় নাই; আবার হিন্দু সমাজ উন্নীত হইলেও ব্রাহ্মণের লাভও অধিক। আমরা আর্থিক লাভালাভের কথা বলিতেছি না, বরং খাঁটি হিন্দু সমাজ বজায় থাকিলে ব্রাহ্মণেরও দারিদ্র্য একটু ঘেঁসিয়া আসিবে। হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণের, হিন্দু সমাজের গৌরবে, ব্রাহ্মণের গৌরব, হিন্দু সমাজের আধিপত্যে ব্রাহ্মণের আধিপত্য বিস্তার হইবে। কাযেই সমাজের কল্যাণ কামনায় ব্রাহ্মণকে যতখানি কোমর বাঁধা উচিত এত কাহারও নহে। লোভ, মোহ, বিলাস ছাড়িয়া কাঙ্গাল ব্রাহ্মণ আরও কাঙ্গালী সাজিয়া যদি হিন্দুর মনে হিন্দুর ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিতে পারেন, তবে সব বজায় থাকিবে। ইংরাজী সভ্যতার জন্য আমাদের একটু চাল-চলন বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে, অবস্থানুযায়ী ব্যবহার নাই। পূর্ব্বে যে সকল গুরুকন্যা, গুরুপত্নীগণ ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া, হাতে লালসুতা বাঁধিয়া স্বামী পুত্রের বিদ্যার ও গুণের গৌরবে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন, এখন তাঁহারাই সুবর্ণা-লঙ্কারে মণ্ডিত হইলেই কৃতকৃতার্থ মনে করেন। অগত্যা ঠাকুর মহাশয়দের টাকা রোজগারের দিকে মন একটু অধিক পড়িয়াছে। তাহ অর্থের অনুগামী লোভ, আকাঙ্ক্ষা, প্রবঞ্চনা, চতুরতা এবং মিথ্যাকথা আসিয়া ব্রাহ্মণ অঙ্গ বেড়িয়া ধরিয়াছে। পূর্ব্বে সমাজের মাথার মণি হইয়া ব্রাহ্মণ সহজে গ্রাসাচ্ছাদন লাভ করিয়াছেন, কাযেই বিষয়ে উদ্যম হরাইয়াছেন; তাই বুঝি উপার্জ্জনের সহজ উপায়, পাপের পন্থায় বিচরণ করিয়া, নরকের গভীর গর্ত্তে পতিত হইয়াছেন—জগৎ পূজ্য হইয়া ইতরেরও ঘৃণার পাত্র হইয়াছেন!

বঙ্কিম বাবু সীতারাম পুস্তকে শিখাইয়াছেন, যে হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে আর রাখিবে কে, হিন্দুর পৃষ্ঠপোষক হিন্দুই হইবেন। ব্রাহ্মণের উন্নতি ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহই সাধন করিতে পারিবেন না। নির্লোভ, নির্দ্বন্দ ব্রাহ্মণের স্বভাব, সেই স্বভাব অবস্থার দোষে মলীন হইয়াছে। তেমনি তেজস্বীতা, তেমনি নিস্বার্থপরতা আবার দেখাইতে পারিলে সমাজের চমক ভাঙ্গিবে। যে অশ্রদ্ধা এবং ঘৃণা ব্রাহ্মণের এখন অঙ্গভূষণ হইয়াছে, তাহা দূরে যাইবে, ভক্তি এবং সেবায় ব্রাহ্মণ আবার পরিতুষ্ট হইবেন। সকলেই কিছু একেবারেই তেমন হইতে পারিবেন না। দশজন কিম্বা বিশজন পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ একজোট হইয়া তেজের সহিত, স্বাধীনতার সহিত দিন কয়েক চলিতে পারিলে, লোকে কাঙ্গালি বিদায়ের ন্যায় ব্রাহ্মণ বিদায় না করিয়া যথোচিত পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং দেখা দেখি তেজস্বীতা সত্যনিষ্ঠা, স্বাধীনতা সকলেই শিক্ষা করিবে, সমাজ পবিত্রতার গৌরব বুঝিতে পারিবে। এখনও যে টুকু হিন্দুভাব সমাজে জাগিয়া আছে, তাহাতে কেবল বাছা বাছা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ একত্রে সমাজের মঙ্গল উপায়ে ...মর্শ করিতে থাকিলে, এবং সকলকে ...বুদ্ধি ও সদুপদেশ দিতে থাকিলে, ...মাদের বিশ্বাস কিছু দিনের মধ্যেই ...াজ আবার জীবন্ত ভাব ধারণ করিবে। ...্তিগত ঈর্ষা ও রাগ ভুলিয়া গিয়া ব্রাহ্মণগণ ...জদের হিতকামনায় এবং সমাজের মঙ্গল ...ধনের জন্য সম্মিলিত হইতে পারিলে খুব ...পকার হইবে। "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে ...র রাখিবে কে"। ব্রাহ্মণ হিন্দুর ভার মাথায় ... করিলে আর কে করিবে। বক্তৃতা, ব্যাখ্যান ...ান্দোলনাদিতে হিন্দু সমাজ আবার ধর্ম্ম-...বে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, এই সময়ে বক্তৃতা ...লিয়া, উৎসব ফেলিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলি যদি ...কটু কার্য্যের দিকে মনোযোগ করেন, তাহা ...ইলে উপকার অনেক। লোকে এখনও শ্রাদ্ধ ...ববাহাদিতে ব্রাহ্মণের আদর করে, এখনও ...ক্রয়াকলাপ লোপ হয় নাই, এখনও গুরুপুরো-...হিতের কিছু কিছু সম্মান আছে, এই বেলা ...দি ব্রাহ্মণগণ সম্মিলিত হইয়া সমাজের এবং ...জেদের উন্নতি কল্পে নানা উপায়ের উদ্ভাবন ...রেন, তাহা হইলেও মঙ্গল। ব্রাহ্মণের দুর্গতি ...হ্মণ ব্যতীত আর কেহ মোচন করিতে ...পারিবে না। ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের উদ্ধার কর্ত্তা।

বঙ্গ ভাষা বিকাশিনী।

১। ভাষার উৎকর্ষতা।

পৃথীবিরন্তর্গত যে সকল দেশ সমুহ বিরা-...জিত আছে তদধিবাসিদের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন ...স্পাদক এবং কায়িক মানসিক অভিপ্রায় ...কল প্রকাশক ব্যাপারকে ভাষা বা কথা বলিয়া ...ণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন।

বিশ্ব স্রষ্টা পরমেশ্বর প্রাণিবর্গকে বাগিন্দ্রিয় ...প্রদান না করিলে জড় জগতের ন্যায় প্রাণিবর্গের ... পরস্পর ব্যবহার প্রথা প্রচলিত থাকিতে পারিতনা। বাত বিকম্পিত তরু গুল্মলতাদির পল্লবের ন্যায় হস্তাদি পরিস্পন্দন দ্বারা ও প্রাণি-বর্গের ব্যবহার সম্পন্ন হইত না। প্রথমতঃ পদার্থে শক্তিগ্রহ নাহইলে ব্যবহার চলিতে পারে না। সমুদয় প্রাণিবর্গের বাগিন্দ্রিয় না থাকিলে ইঙ্গিত দ্বারা পদার্থ বিভাগ বা পদার্থ নির্ব্বাচন কদাপিও সম্ভবেনা।

বাগিন্দ্রিয় সত্ত্বেও পদার্থ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরস্পর ব্যবহার দর্শনে অবিজ্ঞাত ব্যক্তিদিগের পদার্থ বিষয়ে শক্তিগ্রহ জন্মে। যে ব্যক্তি ঘট কাহাকে বলে জানে না, তাহাকে ঘট আন বলিলে কদাপিও সে আনিতে পারে না। সুতরাং বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিই কার্য্যক্ষম এবং উপদেশাদি দানে সমর্থ বটে। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচের মধ্যে বাগিন্দ্রিয় সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সহ-কারী বলিয়াই প্রধান রূপে পণ্ডিতগণ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। অন্যের বাক্যদ্বারাও অপরের ষড়বিধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। দেখ এক ব্যক্তি অন্যকে বলিলেন তুমি রামকে দেখ, রামে তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় সংযোগ হইল। শ্যামের কথা শোন, শ্রবণেন্দ্রিয় সাবহিত হইল। গোলাপের ঘ্রাণ গ্রহণ কর, নাসিকা অনুভব করিল। এই দ্রব্যের রসানুভব কর, রসনা প্রবৃত্ত হইল। এই দ্রব্যের উষ্ণতা বা শীতলতা অনু-ভব কর, স্পর্শেন্দ্রিয় অনুভব করিল। পূর্ব্ব দৃষ্ট সেইরম্য নগর তোমার স্মরণ পড়ে? এই কথায় তাঁহার পূর্ব্বানুভূত পদার্থের মানসিক প্রত্যক্ষ হইল। সুতরাং চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা চর্ম্ম এবং মনঃ এই ষড়েন্দ্রিয়ের অন্যের উপদেশ দ্বারা প্রবর্ত্তন হইল। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ও তৎকালে অদৃষ্ট পদার্থের ও অনুভবে অন্যের বাগিন্দ্রিয় সহকারী হইল। এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তনেও বাগিন্দ্রিয় প্রয়োজক বটে। যেমন ঘট আনয়ন কর, অকর্ষণ করিল, গ্রামে গমন কর চরণ চলিল, ইত্যাদি। অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের এইরূপ প্রয়োজকতা সম্ভবে

না। সুতরাং একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বাগিন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজক ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত সন্দেহ নাই।

দার্শনিকগণ চারি প্রকার প্রমাণের মধ্যে শাব্দ্য প্রমাণ, প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, ও উপমিতির সহযোগিরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। কম্বুগ্রীবাদি বিশিষ্ট ঘটদেখ। ধূমদেখাযায় বলিয়া অগ্নির অনুমান কর! গোসদৃশ আকৃতি বিশিষ্ট গবয় জাতি। এই প্রত্যক্ষ অনুমান-উপমানে শব্দ প্রমাণ সাপেক্ষ হইল। সুতরাং শব্দ সর্ব্ব সম্মতি মতেই বলবৎ প্রমাণ রূপে নির্ণীত হইল। শক্তি গ্রহণেও শব্দ সাপেক্ষ হইয়া থাকে। "ইদং পদ মিদমর্থং বোধয়তু" "অস্মাচ্ছব্দাৎ অয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতীশ্বরেচ্ছা বিষয়তাশক্তিঃ ইত্যাদি স্থলে এই পদে এই অর্থবোধ জন্মাউক। এই শব্দ হইতে এই অর্থের বোধ হউক এই ঈশ্বরেচ্ছা-বিষয়তাকে শক্তি বলে। ইহাদ্বারাও শব্দজ্ঞান সাপেক্ষ শক্তি গ্রহণের প্রমাণ হইল! এবং অলঙ্কার প্রধান কাব্যপ্রকাশ সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থেও শব্দ সকলের শক্য-লক্ষ্য-ব্যঙ্গ্য ভেদে ত্রিবিধার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। "যথা তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ" ইতি। ভাষাব্যতীত কোন প্রকার অভিপ্রায়ই সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। বেদান্ত দর্শনেও শব্দের প্রাধান্য কীর্ত্তন ও শব্দমূলক জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। যথা—

শব্দ ইতিবেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং।
শারীরিক সূত্রং।

ভাষ্যং। অস্যার্থঃ—দেবতানাং বিগ্রহবত্ত্বে বৈদিকে বস্বাদি শব্দে দেবতাবাচি নিবিরোধঃ স্যাৎ বেদস্যাদিমত্ত্ব প্রসঙ্গাদিতিচেন্নাস্তি বিরোধঃ। কস্মাদতঃ শব্দাদেব জগতঃ প্রভবাদুৎপত্তেঃ। প্রলয়কালেপি সূক্ষ্মরূপেণ পরমাত্মনি বেদরাশিঃ স্থিতঃ সইহ কল্পাদৌ হিরণ্যগর্ভস্য পরমাত্মন এব প্রথম দেহি মূর্ত্তের্মনস্য বস্থান্তর মাপন্নঃ সুষুপ্ত প্রবুদ্ধ স্যেব প্রাদুর্ভবতি। তেন প্রদীপ স্থানীয়ে সুরনর তির্য্যগাদিঃ প্রবিভক্তং জগৎ অভিব্যক্ত ভূতং নির্ম্মিমীতে। কথমিদং গম্যতে প্রত্য ক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষ শ্রুতি রণপেক্ষত্বাৎ অনুমানং স্মৃতি রণুমীয়মা শ্রুতি সাপেক্ষত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ। "এ ইতিবৈ প্রজাপতির্দেবান্ স্বজত স্বজদগ্রমি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃন্ তিরঃ পবিত্রমি গ্রহাণাবসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শাস্ত্রমি সৌভগেতাস্যাঃ প্রজাঃ।

স্মৃতিস্ত সর্ব্বেষান্ত সনামানীত্যাদিকা মন্ প্রণীতাএব। ১।

অস্যার্থ। দেবতার শরীর স্বীকার করিলে বে বর্ণিত বসু প্রভৃতি শব্দের দেব বাচকতা বিরো হয়। কারণ বেদ অনাদি সিদ্ধ বা বহুকালের ধ পুস্তক, বসু প্রভৃতি পরে সৃষ্ট হইয়াছে। এ বিরোধ ভঞ্জনার্থে বলিতেছেন। এই শ হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে! (প্রমাণ করি তেছেন) প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপে পরমাত্মা ব্রহ্ম শব্দ-ব্রহ্মরূপ বেদরাশি অবস্থিতি ছিলেন সেই বেদ কল্পাদিতে হিরণ্যগর্ভ প্রথম দে ধারী পরমাত্মার মনে উদিত হইল। সুপ্তো থিত ব্যক্তির পূর্ব্ব বিষয় সকল স্মরণের ন্যা তাঁহার বেদ স্মরণ হইল। যেমন অন্ধকারে দীপ দ্বারা বিষয় বিভাগ হইয়া থাকে, সেইরূ এই বেদ শব্দ হইতেই দেবতা, নর, পশু, পক্ষি প্রভৃতি বিভক্ত জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে কিরূপে ইহা জ্ঞান করিলে? ইহার উত্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রুতি (অন্য সন্দর্ভ অপেক্ষা নির্ম্মিত বলিয়া) এবং অনুমান স্মৃ (অনুমীয়মান শ্রুতি সাপেক্ষ নিবন্ধন) প্রমাণ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। ১।

মহাত্মা মনুও বলিতেছেন, "সর্ব্বেষান্ত সন মানি কর্ম্মাণি চ পৃথক পৃথক্, বেদ শব্দেভ্য এ বাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে।"

মনু। ১। অ। ২১। শ্লো

কুল্লুক ভট্ট ব্যাখ্যা।—স পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপেণাবস্থিতঃ সর্ব্বেষাং নামানি গোজাতে গৌরিতি অশ্বজাতে রশ্ব ইতি। কর্ম্মানি ব্রাহ্মণস্যা ধ্যায়াদীনি। ক্ষত্রিয়স্য প্রজা রক্ষনাদীনি যস্য পূর্ব্বকালেপ যান্য ভুবন আদৌ সৃষ্টাদৌ বেদ শব্দেভ্য এবাবগম্য নির্ম্মিত বান্। পৃথক্ সংস্থাশ্চেতি লৌকিকীশ্চ ব্যবস্থাঃ কুলালস্য ঘট নির্ম্মাণং কুবিন্দস্য পট নির্ম্মাণাদিকা বিভাগে ন নির্ম্মিত বান্। ২১।

অর্থাৎ, হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা বেদ শব্দ হইতেই গো জাতির গো, অশ্ব জাতির অশ্ব এইরূপে সমুদয় প্রাণিবর্গের নাম সকল নির্ব্বাচন করিয়াছেন, বেদ শব্দ হইতে পূর্ব্ব কল্পে যে জাতির যে কর্ম্ম সকলই নির্দ্ধারিত ছিল। যেমন ব্রাহ্মণের অধ্যয়নাদি ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালনাদি এইরূপে প্রাণিবর্গের কর্ম্ম সকলও সৃষ্টির আদিতে তিনি নির্ণয় করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে প্রাণিদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন। এবং বেদ শব্দ হইতেই লৌকিক জীবিকা নির্ব্বাহক ব্যবসায় সকল যেমন কুম্ভকারের ঘট নির্ম্মানাদি তন্তুবায়ের পট নির্ম্মাণাদিরূপে পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ২১।

কাব্য। দর্শকারক পরমাচার্য্য দণ্ডী মহাত্মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"ইশিষ্টানুশিষ্টানাং শিষ্টানামপি সর্ব্বথাবা চামেব প্রসাদেন লোক যাত্রা প্রবর্ত্ততে। ১। ইদমন্ধতমং কৃৎস্নং জায়তে ভুবনত্রয়ং। যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং নদীপ্যতে। ২। আদিরাজ যশোবিম্ব মাদর্শং প্রাপ্য বাঙ্ময়ং তেষামসন্নিধানেপি ন স্বয়ং পশ্য নশ্যতি। ৩।

অর্থাৎ এই জগতে বাক্যের প্রসাদেই লোকযাত্রা (লোক ব্যবহার) প্রবর্ত্তিত হইতেছে। কি নরনিকরের শিরোমণি মহর্ষিগণ কি পর্ব্বতবাসী অসভ্য মানব সকল সমুদায়েই বাক্যে প্রসন্নতায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। শিষ্টপাণিনি প্রভৃতি কর্ত্তৃক অনুশাসিত নিষ্পাদিত পদ কদম্ব সর্ব্বতোভাবে শিষ্ট মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া বিবিধ শাস্ত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। যে শাস্ত্রাদি মূলক মানবগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্য সকল অবধারিত হয়। ১।

এই সমুদয় স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভুবনত্রয় ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে যদি শব্দ সংজ্ঞক জ্যোতিঃ সমুদয় সংসারকে প্রকাশ না করিত? শব্দরূপই ভাষা স্বরূপ জ্যোতিঃ দ্বারাই এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই। ২।

দর্পণ হইতেও বাক্যময়-দর্পণ নিতান্ত আশ্চর্য্য জনক। দর্পণ মুর্ত্তির নিকটই প্রতিমূর্ত্তি (প্রতিবিম্ব) সমন্বিত হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বতন বাগ্মী মহাত্মাদিগের যশঃ প্রতিবিম্ব সমন্বিত বাঙ্ময় দর্পণ তাঁহাদিগের অসন্নিধানেও প্রতিবিম্বের নাশ করিতেছে না ইহা সকলেই দেখিতেছেন। ৩।

চতুর চূড়ামনি তার্কিকগণও প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিকদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। (যদি শব্দোঽপ্যপ্রমাণং তদা ভবাদৃশানাং মুকভৈব শ্রেয়সি)। যদি শব্দকে প্রমাণ না বল, তবে তোমাদিগের মূকতা (বোবা) হওয়াই মঙ্গল, যাহা বলিবে তাহা শব্দ। পূর্ব্বতন কবি ব্রহ্মা অবধি নবকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত পর্য্যন্ত বাগ্মীদিগের বাঙ্ময় দর্পণ, তাঁহাদিগের যশঃ প্রতিবিম্ব তাঁহাদিগের অভাবেও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। অন্য দর্পণে এইরূপ সম্ভাবনা কদাপিও হইতে পারে না।

এবং বাক্যকে কামধেনু গাভীর ন্যায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "গৌর্গৌঃকামদুঘা সম্যক্ প্রযুক্তাঃ স্মর্য্যতে বুধৈঃ দুষ্প্রযুক্তা পুনর্গোত্বং প্রয়োক্তুঃ সৈব সংশতি। ৪।

পণ্ডিতদিগের সম্যক প্রযুক্ত স্মরণীয় গোতে (শব্দেতে) কামধেনু গোর ন্যায় (যথেচ্ছ অর্থ দোহন করা যায়) এবং দুষ্প্রযুক্ত নিরর্থক শব্দ

প্রযুক্ত হইলে প্রয়োগ কর্ত্তারই গোত্র সম্ভবে। ৪।

এইরূপে শাস্ত্রকর্ত্তারা শব্দের ভূয়সী প্রশংসা স্থানে স্থানেই নির্ণয় করিয়াছেন এবং উহা সর্ব্ববাদি সম্মত। সুতরাং ভাষার উৎকর্ষতা প্রমাণার্থে প্রয়াস বাহুল্য বলিলেও হয়।

২। ভাষা।

ঈশ্বর সৃষ্ট ত্রিভুবনবাসী প্রাণিবর্গের ব্যবহার প্রবর্ত্তক ও অভিপ্রায় প্রকাশক ভাষা বহুবিধই শাস্ত্র সিদ্ধ ও শ্রুতিগোচর হইতেছে। এই পৃথিবীমধ্যে দুইশত বত্রিশ প্রকার ভাষা বিদ্যমান আছে ইহার অধিকাংশই শঙ্কর ভাষা। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে লিখিত আছে। "ততোভাষাশ্চ সম্বজে পঞ্চাশত্ ষটসংখ্যয়া তজ্জানায়চ বালানাং তত্তদ্ব্যাকরণানিচ"। তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার আদিম ও মূল বলিয়া সর্ব্ব প্রধান। এবং এই ভাষাকে প্রাক্তন দীর্ঘ দর্শিগণ দৈবীভাষা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সর্ব্বাদি ধর্ম্মপুস্তক বেদ চতুষ্টয় সংস্কৃত ভাষায় আদর্শবলিয়াই তাঁহাদের (পূর্ব্ব পণ্ডিত দিগের) ঈদৃশানুমান বা নিশ্চয়ের প্রমাণ।

যথা "সংস্কৃতং নাম দৈবীবাগন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ" কাব্যাদর্শ। ১ম পং। মহর্ষিরা সংস্কৃত ভাষাকে দৈবীভাষা বলিয় নির্ণয় করিয়াছেন এবং সংস্কৃতোদ্ভব ও সংস্কৃতের সদৃশ দেশীয় ভাষা সকল প্রাকৃত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা প্রাকৃত ভাষা সকলের প্রধান। সৌর সেনী, গৌরী, লাভী এবং অন্যান্য দেশীয় ভাষাও প্রাকৃতও ব্যবহার উপযুক্ত। "মহারাষ্ট্রাশ্রয়ং ভাষাং প্রকৃষ্টাং প্রাকৃতং বিদুঃ" সৌর সেনীচ গৌরীচ লড়িচান্যাচ তাদৃশী। যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিং। আভিরাদি গিরঃ কাব্যেষ্বপভ্রংশ ইতি স্থিতিঃ"। কাব্যাদর্শ। ১ম প।

এবং বৈশ্যপ্রায় গোপদিগের ভাষাকে কাব্য শাস্ত্রে অপভ্রংশরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। সাহিত্য দর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভাষা বিভাগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে।

উচ্চ বংশীয় কৃতাত্মা পণ্ডিতদিগের ভাষা সংস্কৃত। ১। তাদৃশী ভদ্র মহিলাদিগের ভাষা শৌরসেনী। ২। তথাবিধ মহিলাদিগের গাথা (সঙ্গীতে) মহারাষ্ট্রী ভাষা প্রযুক্ত হয়। ৩। রাজাদিগের অন্তঃপুরচারিজনগণের মাগধী ভাষা। ৪। ভৃত্য রাজপুত্র এবং শ্রেষ্ঠী (বণিক্) দিগের অর্দ্ধমাগধী ভাষা। ৫। বিদূষকদিগের প্রাচীভাষা। ৬। ধূর্ত্তদিগের অবন্তি ভাষা। ৭। সৈন্য ও নাগরিকদিগের দাক্ষিণাত্য ভাষা দীপ্তিযুক্তা হয়। রাজার অনূঢ়া ভার্য্যার ভাষা (শঙ্কর) ও শক ম্লেচ্ছজাতিদিগের শাকভাষা। ৯। বাহ্লীক দেশীয়দিগের বাহ্লীকভাষা। ১০। দ্রবীড় দেশীয়দিগের দ্রাবিড়ী। ১১। আভীর গোপদিগের আভীরী। ১২। অন্ত্যজ জাতিদিগের চাণ্ডালী। ১৩। কুৎসিত বাক্ মূর্খদিগের পৈশাচী। ১৪। ভিক্ষু প্রভৃতির প্রাকৃত। ১৫। ভাষানির্ণীত হইয়াছে। সাহিত্য দর্পণে উক্ত পঞ্চদশ ভাষা দ্বারা নাটকাদিগত পাত্রাদির ভাষা নিরূপণ করিয়াছেন। যথা—

"পুরুষাণা মনীচানা সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাং। শৌরসেনী প্রয়োক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাং। আসামেবতু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রয়োজয়েৎ। অত্রোক্তামাগধী ভাষা রাজান্তঃ পুরচারিণাং। চেটীনাং রাজপুত্রানাং শ্রেষ্ঠীনাং চার্দ্ধমাগধী প্রাচ্যাবিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা। যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যাহিদীব্যতাং। শাকারাণাং শকাদীনাং শাকরীং সংপ্রয়োজয়েৎ বাহ্লীকভাষোদীচ্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রাবিড়াদিষু। আভীরেষু তথাভীরী চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু। অভীরী শাবরীচাপি কাষ্ঠ পত্রোপজীবিষু। তথৈবাঙ্গারকাদৌচ পৈশাচীস্যাৎ পিশাচবাক্। চেটীনামপ্যনীচানা মপিস্যাৎ শৌরসেনিকা। বালানাং ষণ্ডকানাঞ্চ নীচগ্রহ বিচারিণাং। উন্মত্তানামাতুরাণাং সৈবস্যাৎ সংস্কৃতং ক্বচিৎ। ঐশ্বর্য্যেন প্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপপ্লুতস্য চ। ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রাকৃতং সম্প্রযোজয়েৎ। সংস্কৃতং সংপ্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীষুত্তমাসু চ। দেবীমন্ত্রি সুতাবেশ্যা স্বপিকৈশ্চিৎ দথোদিতং। যদ্দেশ্যং নীচ পাত্রন্তু তদ্দেশ্যং তস্য ভাষিতং। কার্য্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যো ভাষা বিপর্য্যয়ঃ। যোষিৎসখীবাল বেশ্যাকিতবাপ্সরসাং তথা। বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা।"

সাহিত্যদর্পণ। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ছন্দ শাস্ত্রপ্রণেতা পিঙ্গলাচার্য্য সংস্কৃতে ও ভাষায়। ১৬। দ্বিবিধ ছন্দগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রাবণ প্রণীত ব্যাকরণ নিষ্পন্ন রাক্ষসী ভাষাও নাটকে প্রযুক্ত হয়, প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে ব্যবহারও আছে। গুণাঢ্য লিখিয়াছেন ভূত ভাষা। ময়ীবৃহ কথাগ্রন্থ আছে। যথা "ভূত ভাষা ময়ীস্ত্বাহুঃ অদ্ভুতার্থাং বৃহৎ কথাং" শাস্ত্রকারগণ এই অষ্টাদশ ভাষার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। উপরি নির্ণীত অষ্টাদশ ভাষার অন্তঃর্গত প্রাকৃত ভাষার যদি প্রকৃতি স্বভাবজাত ভাষারূপ অর্থ অঙ্গীকার করা হয়, তবে সমুদয় দেশীয় মাতৃ ভাষাই ইহার (প্রাকৃত ভাষার) অন্তর্গত হইল। এবং উল্লিখিত বঙ্গভাষাও প্রাকৃত ভাষা মধ্যে পরিগণিত, আর স্বতন্ত্র বলিলে অন্যান্য দেশীয় ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষাও স্বতন্ত্র। দেশীয় ভাষা বহু প্রকার থাকিলেও নিম্ন লিখিত কয়টী ভাষা সর্ব্ব দেশীয় ব্যক্তিদিগের শ্রোত্রগত ও বহুজ্ঞদিগের অভ্যস্ত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। যথা—

ইংরাজী। আমাদের অধীশ্বরদিগের ভাষা বলিয়া অগ্রে ইহার নাম কীর্ত্তন করিলাম। অতোধিক বর্ষীয়সী ভাষাকেও পরে পরিগণিত করিলাম। গ্রীক। জর্ম্মণী। ফরাসী। লাটিন্। আরবী। পার্সি। হিন্দি। হিব্রু। জেন্দ প্রভৃতি বহু ভাষা আছে। অর্দ্ধ সভ্য আসাম প্রভৃতির অঞ্চলের ভাষা এবং মগীভাষা ঈদৃশ অন্যান্য ও দেশজাত ভাষা আছে, তন্মধ্যে এই স্থলে ৫২টী ভাষা মাত্র প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধভেদে নাম করার যোগ্য। ইহাতে এই প্রবন্ধের শিরোভূষণস্থিত বঙ্গভাষাও বিরাজমানা ও বহুদেশীয় সভ্য সমূহের পরিচিত পূর্ব্বা এবং প্রয়োজনানুরোধে বিদেশীয় সভ্যদিগের উপাসিতাও বটে। এই পর্য্যন্তই ভাষা বিভাগ নিরূপণ করা হইল।

ক্রমশঃ।

কুমার নিত্যনিরঞ্জন।

বীরভূম—হিতমপুর রাজপরিবারে বড়ই শোচনীয় সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। স্বধর্ম্মনিরত, সাধু হৃদয় রাজা শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের অতীব প্রিয়ভাজন জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীমান্ নিত্য নিরঞ্জন বাহাদুর পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অকস্মাৎ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। আমরা এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় নিতান্তই শোক সন্তপ্ত হইয়াছি। কুমারের সদ্গুণাবলী স্মরণ করিয়া আমরা কিছুতেই শোকবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। মৃত কুমারের চরিত্র এতই সদ্গুণে ভূষিত ছিল যে যিনি তাঁহার সহিত একবার মাত্র আলাপ করিয়াছেন তিনি তাঁহাকে আর ইহজীবনে ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম উনিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই অল্প বয়সে তাঁহার দীর্ঘায়তন, তাঁহার বিচক্ষণতা, তাঁহার বহুদর্শীতা ও ধর্ম্মপ্রবণতা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হইত। তাঁহার কমলহৃদয় সর্ব্বদা অকপট দয়ায় বিগলিত থাকিত। তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিতে বসিলে তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে, মিষ্টভাষিতায় ও সৌজন্যতায় এতই মন মুগ্ধ হইত যে তাঁহার সহবাস ছাড়িতে ইচ্ছা

হইত না। তিনিও সদ্‌সঙ্গ পাইলে শীঘ্র তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিতেন না। প্রজাবর্গের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে হাহাকার করিতেছে। সকলের মুখেই এই এক কথা যে আমরা "মা বাপ" একসঙ্গে হারাইলাম। শুনিলাম তিনি এই অল্প বয়সে প্রজাগণের এতই প্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন যে উহারা তাঁহাকে দেখিলে জীবন সার্থকজ্ঞান করিত। বৎসরাধিকমাত্র হইল পিতা, পুত্রের প্রতি রাজকার্য্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছিলেন। কুমার বিষয় কর্ম্মের পর্য্যাবেক্ষণ ভার পাইয়া অবধি অসাধারণ ধীরতা ও উৎসাহের সহিত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। প্রজাবর্গ তাঁহার ন্যায় বিচারে বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিল এবং ভাবী সুখের আশায় উৎফুল্লিত হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বসাধারণের মনাকর্ষণ করিয়া বিগত ২৮শে আশ্বিন শুভদিনে দেবকার্য্য অনুষ্ঠান মানসে পিতা মাতা ও সহধর্ম্মিনীকে সঙ্গে লইয়া কাশী ও বৃন্দাবনধাম গমন করেন। বৃন্দাবনে একটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া অষ্টসখিসহ রাসবিহারী মূর্ত্তি স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠাকার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ব্রজবাসিদিগকে ১।০ পাঁচ পোয়া ওজনের একটি করিয়া লাড্ডু ও তৎসহ একটি করিয়া আধুলি দেওয়া হয়। বৈষ্ণবদিগকে এক খানি করিয়া সুন্দর বহির্ব্বাস ও অন্ন এবং আতুরদিগকে আট হাত পরিমিত বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতিত আট দশ হাজার কাঙ্গালিকে দুই আনা করিয়া দান করেন এবং অবশেষে সুচারুরূপে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহা ব্যতীত তথায় প্রত্যহ ৩০ জন করিয়া ব্রাহ্মণভোজনের সুবন্দবস্ত করিয়া আসিয়াছেন। এবং রাসবিহারীদেবের ভোগ ও শিতলেরও সুচারু বন্দব… করিয়াছেন। তৎপর কাশীধামে আসিয়া দ… স্বামেধ ঘাটের ঠিক উপরেই একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় দেবাদিদেব মহাদে… মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সৌভাগ্যক্রমে আম… এই প্রতিষ্ঠা কার্য্য সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া তথ… উপস্থিত ছিলাম। এখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগ… নগদ ৬৲ ছয় টাকা করিয়া বিদায় দেওয়া… এবং ২০০০ দুই সহস্রেরও অধিক ব্রাহ্মণদিগ… নানাবিধ অতি উপাদেয় আহারীয় দ্বারা ভোজ… করাইয়া পরিতোষ করেন এবং প্রত্যেক ব্রা…ণকে আন্দাজ ১৲ এক টাকা মূল্যের এব… করিয়া লোটা (পশ্চিমদেশীয় বড় ঘটি) দ… করেন। আমরা সেই সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মু… বলিতে শুনিয়াছি যে "রাজকুমার যে কা… করিলেন ইদানিং বাঙ্গালীর মধ্যে কোন ব… লোক এরূপ উচ্চদরের সদ্ব্যয় কাশীতে ক…যান নাই"। তৎপর সন্ধ্যার সময় হই… কাঙ্গালী বিদায় আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১১টা পর্য… প্রায় ৫।৬ হাজার কাঙ্গালীকে ৵০ আনা ক… দান করেন। আমরা দেখিয়াছি স্বয়ং রাজকু… সেই অজস্র জনতার মধ্যে দণ্ডায়মান থাকি… প্রত্যেক কাঙ্গালীর গাত্রে হাত বুলাইয়া প্রী… সম্ভাষণে তাহাদের সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ব্রা… ভোজনের সময় সমস্ত দিবস উপবাস থাকি… স্বয়ং পরিবেশন করিয়া সকলকে প্রচুরপরিম… ভোজন করাইয়াছিলেন। তাঁহার … সর্ব্বদা হাস্য মুখ, প্রফুল্লিত অন্তর ক্রমান্বয় বি… পরিশ্রমেও কিছুমাত্র কাতর ভাব প্রক… করে নাই, বরং আরও যেন সে হৃদয় আন… উৎফুল্লিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কাঙ্গ… বিদায় যখন শেষ হইল তখন তিনি এ… দুঃখিত হইয়া বলিলেন "কৈ, আর কি কাঙ্গ… নাই? আমার ইচ্ছা ছিল সমস্ত রাত্র এই… কাঙ্গালি বিদায় করিয়া আনন্দে কাটাইব। দে… চারিদিক দেখ আর কেহ বাকি আছে কি না

…ই বলিয়া নিজেই ব্যস্ত হইয়া চারিদিক …খিতে লাগিলেন। সে ভাব সে মন মুগ্ধকর যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। …হার ভীম সদৃশ আকৃতি, সুন্দর, সুঠাম কলেবর এবং শান্তিপূর্ণ মুখমণ্ডল যখন সেই অজস্রজনতা ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল তখন সমস্ত লোক নিদায়ী ফেলিয়া অচলভাবেও নির্নিমিষে তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিয়াছিল। আমরা ভরসা করি আগামী বারের বেদব্যাসে কুমারের সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া পাঠকগণকে পরিতুষ্ট করিতে পারিব। আমাদের বিশ্বাস পাঠকগণ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার এই অল্পবয়সে এরূপ অসামান্য রূপে ও গুণে নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন।

কুমার এইরূপে নানাবিধ সদনুষ্ঠান করিয়া বড়লাট সাহেবের লেভিতে যোগদান মানসে হতভাগিনী ভার্য্যাকে গৃহে প্রেরণ করিয়া পিতা মাতা সহ কলিকাতায় আইসেন। এখানে কএক দিন থাকিলে পর অকস্মাৎ গত ২৬শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার (লেভির দিন) রাত্রিশেষে বিষম বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। প্রথম হইতেই কলিকাতার সুযোগ্য ডাক্তারগণ নানাবিধ উপায়ে ও যত্নে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহাদের সমস্ত যত্ন পণ্ড হইল। রাজা হউন আর দরিদ্রই হউন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইলে কাহার সাধ্য তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করে? তৎপরদিবস বুধবার ২৭শে অগ্রহায়ণ রাত্রিশেষে অর্থাৎ ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রাজকুমার নিত্যনিরঞ্জন রোরুদ্যমান-পিতামাতাকে শোক সাগরে ভাসাইয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। মা অন্নপূর্ণা বুঝি তাঁহার পবিত্র আত্মা পাছে সংসারের মলিনতায় কলুষিত হয় এই আশঙ্কায় আপনার প্রিয় সন্তানকে স্বীয় পবিত্র ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। মৃত্যুকালিন কুমারের যে প্রশান্ত, গম্ভির, অথচ স্মিতভাব দেখিয়া প্রকৃতই ইহাই প্রতীত হইয়াছিল। এরূপ কঠিনপীড়া ভোগ করিলেও তাঁহার শরীরের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই। মনে হইল কুমার যেন সমাধিস্থ হইয়া নিজ আরাধ্য দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন। আহা! সে ভাব সে সময়েও পরমরমণীয় বোধ হইয়াছিল।

যখন কুমারের ত্যক্ত সেই কান্তিপূর্ণ দেহ সৎকারার্থ ভাগিরথীতীরে লইয়া যাওয়া হয় তখন পথপার্শ্বস্থ যাবতীয় লোক হাহাকার করিয়া কেবল এই কথা বলিয়াছিল যে "ওরে কাহার সর্ব্বনাশ করিলে রে! ওরে কোন আকাশের চাঁদ ভাঙ্গিয়া পড়িল রে! তোর হতভাগিনী মার কি দশা করিলে রে!" ইত্যাদি।

কুমারের সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁহার জীবনের এই স্বল্পকাল মধ্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা চিরস্মরণযোগ্য। আমাদের ইচ্ছা আছে আমরা সময়ে তাঁহার জীবন চরিত প্রকাশ করিব। তাহাতে পাঠক দেখিবেন বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর গৃহে বিশেষতঃ বাঙ্গালী রাজা জমিদারের গৃহে এরূপ অসামান্য গুণ সম্পন্ন বালক অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

আমরা বিশেষরূপে কুমারের হৃদয় অবগত ছিলাম। তাঁহার হৃদয়ে এমন অনেক সাধু অনুষ্ঠানের সংকল্প পোষিত ছিল যাহা অল্পকাল মধ্যেই কার্য্যে পরিণত হইত। দীনদরিদ্রের প্রতি দয়া, বিপন্নকে আশ্রয় দান ও সাধুজনের প্রতি সদয় ব্যবহার তাঁহার নিত্যধর্ম্ম ছিল। তাহার কথায় ও উৎসাহে আমাদের ভরসা হইয়াছিল যে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের সমাজের প্রার্থনীয় অনেক সদনুষ্ঠান সংসাধিত হইবে। কিন্তু, হায়! কাল তাহাতে বিরোধী হইল। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা-রহস্য মানবের সাধ্য কি যে ভেদ করে। এখন আমরা শোক সন্তপ্ত পরিবারকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা কুমার নিত্যনিরঞ্জনের প্রদর্শিত সৎপথ অনুসরণ করিয়া তাঁহার স্মৃতি চিহ্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন

বিবিধ।

ধর্ম্ম প্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে "কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদকীয় ভার গত বর্ষে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত নিয়মিত রূপে কোন মহাত্মাই তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাকেই কার্য্যভার বহন করিয়া আসিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি সভার ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর একটি বিশেষ অধিবেসন হয়, তাহাতে কুমার পরিব্রাজক কোন মতেই এভার বহন করিবেন না এইরূপ অভিমত প্রকাশ করায় সভার সম্মতিক্রমে ডাকবিভাগের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও বেদ বিদ্যালয়ের লেখাধ্যক্ষ ধর্ম্মাত্মা শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সভার সম্পাদকীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন"। কুমার মহোদয়ের এমন অসময়ে এতবড় গুরুভার ত্যাগ করায় আমরা বিশেষ চিন্তিত হইলাম। সভার কার্য্যভার ত্যাগের প্রকৃত অর্থ কি আমরা জানিতে উৎসুক। আশির্ব্বাদ করি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন চিরজীবী হইয়া পতিত হিন্দু সমাজের উদ্ধার সাধনে ব্রতী থাকিবেন।

দিন দিন সমাজের গতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমাদের আশা বাড়িতেছে। নিম্নে যে পত্র খানি উদ্ধৃত করিলাম, ইহার লেখক পূর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই মানিতেন না বা শাস্ত্রীয় আদেশ প্রতিপালনের কোন সার্থকতা আছে স্বীকার করিতেন না। অদ্য তাঁহার সন্তানকে যে উপদেশ পূর্ণ পত্র দিয়াছেন, পূর্ব্বে ঠিক ইহার বিপরীত উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আজ তিনিই কি ভাবে তাঁহার সন্তানকে পত্র লিখিতেছেন, দেখুন—

কল্যাণবরেষু,—

"তুমি যখন প্রাতেঃ শয্যা হইতে উঠিবে তখন "দুর্গা দুর্গা" নাম উচ্চারণ করিবে এবং মা দুর্গার মূর্ত্তি মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁ[illegible] প্রণাম করিবে। যখন স্কুলে যাইবে কি[illegible] স্থানে যাত্রা করিবে তখন এরূপ ক[illegible] তোমার ভাইভগ্নিদের এরূপ করিতে [illegible] দিবে। যে দিন স্কুলের পরীক্ষা হইবে সে[illegible] স্কুলে যাইবার সময় মা দুর্গাকে মনে[illegible] সচন্দন জবাফুল ও বিল্বপত্র অর্পন ক[illegible] প্রত্যহ স্কুলে যাইবার সময়ও এইরূপ [illegible] পার। মা দুর্গাকে মনে মনে ঐরূপ[illegible] করিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়[illegible] সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয়, কোন রূপ বিঘ্ন হয়[illegible]

পাঁচড়া, চুলকানি, জ্বর, পেটের অসু[illegible] কোনরূপ অসুখ হইলে মা দুর্গাকে মনে[illegible] ডাকিবে এবং ভক্তির সহিত অসুখ [illegible] হউক প্রার্থনা করিবে।

কোন বিপদ কি ভয় হইলে মনে মা[illegible] দুর্গাকে ডাকিবে, সেই সর্ব্ববিপদভয়[illegible] জগজ্জননী মা দুর্গা সর্ব্ব ভয়, আপদ-বিপ[illegible] করিবেন।

তোমার স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের পড়া [illegible] হইলে তুমি রামায়ণ মহাভারত পড়িতে [illegible] তাহাতে আমার কোন আপত্তিই নাই।

এই পত্র খানি ৩।৪ বার পড়িবে [illegible] হইলে যাহা যাহা লিখিলাম সকল কথা [illegible] ধারণা হইবে ও স্মরণ থাকিবে। তোমার [illegible] ভগ্নিদের এই পত্রের মর্ম্মমত শিক্ষা [illegible] সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। ঝগড়া [illegible] করিবে না। কখন মিথ্যা কথা কহি[illegible] চুরি প্রবঞ্চনা, হিংসা করিবে না। কোন [illegible] লোভ করিবে না। সর্ব্বদা মা দুর্গাকে [illegible] মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে। অপবিত্র [illegible] অর্থাৎ যাহা খাইতে শাস্ত্রে নিষেধ [illegible] কদাচ খাইবে না।" ইত্যাদি। এ স[illegible] মায়ের খেলা। লীলাময়ী, তোমার লীলা[illegible] কাহার সাধ্য।